মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
অক্টোবর ২০১৩

সীমিত

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
অক্টোবর ২০১৩

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়াবলি				পৃষ্ঠা
	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সারসংক্ষেপ				**i – xi**
১।	**২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন**				
	(ক)	**অর্থনৈতিক (সামষ্টিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি)**			**১-১৭**
		ক.১	মাথাপিছু আয় ও প্রবৃদ্ধি		১
		ক.২	অর্থনৈতিক বিষয়		২
		ক.৩	সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট)		২
		ক.৪	বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান		৩
		ক.৫	সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ		৪
		ক.৬	উন্নয়ন প্রকল্প		৪
		ক.৬.১	অবকাঠামো উন্নয়ন		৪-১২
		ক.৭	দারিদ্র্য নিরসন		১২
		ক.৮	কর্মসংস্থান		১৩
		ক.৯	প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ-লোকসান		১৩
		ক.১০	উৎপাদন বিষয়ক		১৪
			ক.১০.১	কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি	১৪
			ক.১০.২	বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল ও পানি	১৫
			ক.১০.২.১	বিদ্যুৎ সরবরাহ	১৫
			ক.১০.২.২	২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে চুক্তি-স্বাক্ষরিত, চালুকৃত ও নির্মাণাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রের তথ্য	১৫
			ক.১০.২.৩	বিদ্যুতের গড় সিস্টেম লস	১৬
			ক.১০.২.৪	জ্বালানি তেলের সরবরাহ	১৬
			ক.১০.২.৫	মেট্রোপলিটন এলাকায় পানি সরবরাহ	১৭
		ক.১১	বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ		১৭
		ক.১২	পর্যটক (স্থল, নৌ ও আকাশপথে বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা)		১৭
	(খ)	**প্রশাসনিক**			**১৭-২৬**
		খ.১	জনবল		১৭
		খ.২	উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদ ও সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ		১৮
		খ.৩	নিয়োগ ও পদোন্নতি		১৮
		খ.৪	শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা		১৮
		খ.৫	অডিট আপত্তি		১৮
		খ.৬	সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা		১৯
		খ.৭	তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার		১৯-২৫
		খ.৮	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি		২৫
		খ.৯	সেমিনার ও ওয়ার্কশপের সংখ্যা		২৫
		খ.১০	সরকারি কাজে সরকার প্রধানের বিদেশ সফর		২৫
		খ.১১	বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানগণের বাংলাদেশ সফর		২৫
		খ.১২	মন্ত্রী ও সচিবগণের ভ্রমণ/পরিদর্শন		২৬

ক্রমিক	বিষয়াবলি				পৃষ্ঠা
	(গ)	**আইন-শৃঙ্খলা**			**২৬-২৮**
		গ.১	অপরাধ		২৬
		গ.২	কারাবন্দি		২৭
		গ.৩	মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি		২৭
		গ.৪	আইন প্রণয়ন		২৭
		গ.৫	দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ		২৮
		গ.৬	সীমান্ত সংঘর্ষ		২৮
		গ.৭	সীমান্তে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক হত্যা		২৮
		গ.৮	ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য		২৮
	(ঘ)	**সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম**			**২৯-৪৪**
		ঘ.১	শিক্ষা		২৯
			ঘ.১.১	প্রাথমিক শিক্ষা	২৯
			ঘ.১.২	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু (৬-১০ বৎসর বয়স)	২৯
			ঘ.১.৩	সাক্ষরতা	২৯
			ঘ.১.৪	মাধ্যমিক শিক্ষা (নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ)	৩০
			ঘ.১.৫	বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	৩০
			ঘ.১.৬	চিকিৎসা শিক্ষা	৩০
		ঘ.২	**স্বাস্থ্য**		**৩১**
			ঘ.২.১	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত	৩১
			ঘ.২.২	স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যয় ও অবকাঠামো	৩১
		ঘ.৩	**হজ্জ**		**৩১**
		ঘ.৪	**সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি**		**৩১-৪৪**
	ঙ.	**মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি**			**৪৪-১৪৩**
২।	**সার্বিক পর্যালোচনা**				**১৪৩-১৪৯**
৩।	**সুপারিশ**				**১৪৯-১৫০**
	পরিশিষ্ট				
পরিশিষ্ট-ক	মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ভিত্তি-বৎসর ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৫-০৬ অর্থ-বৎসরে পরিবর্তন এবং তার প্রভাব				১৫১-১৫৪
পরিশিষ্ট-খ	২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা				১৫৫-১৬১
পরিশিষ্ট-গ	২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন লাভজনক প্রতিষ্ঠানের নাম ও লাভের পরিমাণ				১৬২-১৬৪
পরিশিষ্ট-ঘ	২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন লোকসানি প্রতিষ্ঠানের নাম ও লোকসানের পরিমাণ				১৬৫
পরিশিষ্ট-ঙ	অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত গুরুতর/বড় রকমের জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ ও অনিয়ম				১৬৬
পরিশিষ্ট-চ	২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত/সংশোধিত আইনসমূহ				১৬৭-১৬৯
পরিশিষ্ট-ছ	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে প্রণীত/সংশোধিত বিধি ও নীতিসমূহ				১৭০-১৭২
পরিশিষ্ট-জ	২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সম্পাদনে সম্ভাব্য বড় রকমের সমস্যা/সঙ্কট				১৭৩-১৭৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনের নির্বাহী সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996-এর Rule 25(3) অনুযায়ী সদ্য অতিক্রান্ত অর্থ-বৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। প্রতি বৎসরের ন্যায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সঙ্কলন করে পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের (২০১১-১২) সঙ্গে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণসহ 'মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রণয়ন করা হয়। প্রতিবেদনে সরকারের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়।

২। অর্থনৈতিক বিষয়ে প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরের সামষ্টিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামকসমূহ ও সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি বিশ্লেষণ করে সার্বিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ভিত্তি-বৎসর পরিবর্তন করে ২০০৫-২০০৬ কে ভিত্তি-বৎসর হিসেবে গণ্য করার পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মাথাপিছু আয় ১,০৪৪ ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের সাময়িক হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.০৩ শতাংশ ছিল, চূড়ান্ত হিসাবে এই প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.১৮ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরে এটি ছিল ৬.৩২ শতাংশ।

৩। জুন ২০১৩ পর্যন্ত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ছিল ১০৩,৩৩৯.০০ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৮২ শতাংশ বেশি। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৪,৪১,৩০১ জন বাংলাদেশি কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেন এবং এ সময় রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ছিল ১৪.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থাৎ ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের তুলনায় ১২.৫৯ শতাংশ বেশি। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ১৫,৩১৫.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসর শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১০,৩৬৪.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে রপ্তানি আয় ছিল ২৪,৩০১.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে রপ্তানি আয় ২৭,০২৭.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয় এবং রপ্তানিতে বাংলাদেশ ১১.২২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।

৪। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (ইপিজেড ও নন-ইপিজেড) পরিমাণ ছিল ১,৪৬৯.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে এর পরিমাণ ছিল ১১৯৪.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে মোট ৫৬টি বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার মধ্যে ২৬টি ঋণ চুক্তি ও ৩০টি অনুদান চুক্তি। বৈদেশিক চুক্তিসমূহের মোট আর্থিক সংশ্লেষ ৪৭,৪০২.৪৯ কোটি টাকা (৫,৯২৫.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), যা পূর্ববর্তী অর্থাৎ ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের তুলনায় ২৪.৩৬ শতাংশ বেশি। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সুদে-আসলে ৮,৯২৭.১২ কোটি টাকা।

৫। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৫৫,০০০ কোটি টাকায় মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রাক্কলন করা হয়। উল্লিখিত অর্থ-বৎসর থেকে এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প-বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ১৯৭২ সালের প্রবর্তিত নীতিমালা পুনর্বহাল করা হয়। ফলে, ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের সংশোধিত এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১৪৩০টি প্রকল্পের বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৭,৩৮৮ কোটি টাকা। তন্মধ্যে সরকারের মূল উন্নয়ন প্রকল্প (১৩২৫টি) বাবদ বরাদ্দ ৫২,৩৬৬ কোটি টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প (১০৫টি) বাবদ বরাদ্দ ৫,০২২ কোটি টাকা। জুন ২০১৩ পর্যন্ত মূল উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ বরাদ্দের (৫২,৩৬৬ কোটি টাকা) বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি দাঁড়ায় ৫০,০৩০ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের (সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতিরেকে) ৯৬ শতাংশ। সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন বাবদ বরাদ্দের (৫,০২২ কোটি টাকা) বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ২,২৫৮ কোটি টাকা, যা এ খাতে বরাদ্দের ৪৫ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সংশোধিত এডিপিতে বাস্তবায়নাধীন ১৪৩০টি প্রকল্পের মধ্যে সমাপ্তযোগ্য প্রকল্প ছিল ২৭৫টি, যার মধ্যে এ পর্যন্ত ২১৫টি সমাপ্ত হয়। পূর্ববর্তী ২০১১-১২ অর্থ- বৎসরে সংশোধিত এডিপির আকার ছিল ৪১,০৮০ কোটি টাকা। জুন ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ৩৮,০২৩ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের ৯৩ শতাংশ ছিল। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সংশোধিত এডিপির বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের তুলনায় ১৪,২৬৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট ১৯টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে ১৫০টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পগুলির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৬,৭৫০.২০ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Sustainable Strategy-NSDS) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন করা হয়।

৭। বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে 'পরিসংখ্যান আইন-২০১৩' ৯ম জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ৩রা মার্চ ২০১৩ তারিখে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ২০১৩ সালের ১২নং আইনে পরিণত হয় । আদমশুমারি ও গৃহগণনা-২০১১ - এর নমুনা জরিপ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। জিডিপির ভিত্তি-বৎসর ১৯৯৫-৯৬ অর্থ-বৎসরের পরিবর্তে ২০০৫-০৬ অর্থ-বৎসরে পরিবর্তনের কাজ দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় নতুন ভিত্তি বৎসরের (২০০৫-০৬) ভিত্তিতে জিডিপি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। নতুন ভিত্তি-বৎসরে ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসর পর্যন্ত সিরিজ ডাটা এবং এ সংক্রান্ত methodology সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকাশনা বের করার কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI)-এর ভিত্তি-বৎসর ১৯৯৫-৯৬ অর্থ-বৎসর থেকে ২০০৫-০৬ অর্থ-বৎসরে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে তা মাসিক প্রকাশনায় বের হচ্ছে। পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এর আওতায় পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ সম্পর্কিত নীতিমালা, ২০১৩ এবং পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৩ চূড়ান্তকরণের পর্যায়ে আছে।

৮। আদমশুমারি ও গৃহগণনা, ২০১১ প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১২-তে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার কমিউনিটি রিপোর্ট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। স্বাস্থ্য ও জনতত্ত্ব জরিপ, ২০১২-এর রিপোর্ট, Gender Statistics of Bangladesh 2012 ও শিশু ও মায়ের পুষ্টিমান জরিপ, ২০১২ চূড়ান্ত করা হয়। কৃষি ফসলের নির্ভরযোগ্য উৎপাদন হিসাব প্রণয়ন বিশেষত ধানের উৎপাদন হার নির্ণয়ের লক্ষ্যে FAO - এর সহায়তায় ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'Harmonization and dissemination of unified agricultural production Statistics' শীর্ষক একটি কার্যক্রম পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বিবিএস কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতির স্বরূপ নির্ধারণে ৩১ মার্চ – ৩০ মে, ২০১৩ সময়ে মাঠ প্রশাসন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও বণিক সমিতিসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় অর্থনৈতিক শুমারি, ২০১৩ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়।

৯। আর্থিক খাতের সংস্কারমূলক পদক্ষেপ হিসেবে ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নকল্পে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ৮টি বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়। পরিবর্তিত জাতীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। এতে ব্যাংক কোম্পানিসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় সুশাসন ও পর্ষদের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়। ব্যাংকিং খাতকে ঋণ খেলাপি সংস্কৃতি থেকে বের করে আরও সুসংহত করার প্রয়াসে 'ঋণ শ্রেণিকৃত, প্রভিশনিং ও পুনঃতফসিলিকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১২' নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয়। এর ফলে ঋণের প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত ক্ষতির পরিমাণ, প্রভিশনের সঠিকতা যাচাই, দক্ষ ও কার্যকর ঋণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং বিরূপ-শ্রেণিকৃত-ঋণ সহনীয় পর্যায়ে রাখা সম্ভব হবে। একটি মানবিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতাকে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল ব্যাংকিং কার্যক্রমের সঙ্গে একীভূত করা হয়। বীমা আইন, ২০১০ ও বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় বীমা নীতি ও 'Insurance Corporations Act, 2013' প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপের ফলে জীবন বীমার মোট বীমা পলিসির সংখ্যা ২০১২ সালের শেষে ১.৩৪ কোটি টাকা এবং মোট প্রিমিয়াম আয় ৯২৯৭.৫২ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।

১০। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে দারিদ্র্য নিরসন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কৃষি উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ১,৪৪০ মেট্রিক টন চাল (২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে চুক্তিকৃত অবশিষ্টাংশ) এবং 4,51,497 মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করা হয়। ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা (বিসিআইপি)-২০১০ প্রণয়ন করা হয়। ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আঞ্চলিক খাদ্য নিরাপত্তা ফোরাম এবং রোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর কমিটির সভায় অনুকরণীয় আদর্শ দলিল/দৃষ্টান্ত হিসেবে বিসিআইপিকে তুলে ধরা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন খাতে মোট ১১,৯৯৯.৯৯ কোটি টাকা ভর্তুকি (কৃষি উপকরণ সহায়তা) প্রদান করা হয়। কৃষকদের ন্যায্যমূল্য ও উৎসাহ মূল্য (support price) প্রদানের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণভাবে ১২,২০,৩৫৩ মেট্রিক টন চাল এবং 85,341 মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য সংগ্রহের কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিদেশ থেকে চাল আমদানির প্রয়োজন হয়নি।

১১। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে দেশে ৬.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ১.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন টিএসপি, ১.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন ডিএপি এবং ৩.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন এমওপি মজুদ ছিল। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে গমের উৎপাদন ২.৬ লক্ষ মেট্রিক টন, ভুট্টার উৎপাদন ২.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন, আলুর উৎপাদন ৩.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন, পেঁয়াজের উৎপাদন ০.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন, শাকসবজির উৎপাদন ৬.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন, পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ১.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন, সারের উৎপাদন ০.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন, লবণের উৎপাদন ৪.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন, মাছের উৎপাদন ১.৭ লক্ষ মেট্রিক টন, মাংসের উৎপাদন ১২.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন, গ্যাসের উৎপাদন ৫৩.৭৩৩ বিসিএফ, চা-এর উৎপাদন ২.৮৪ মিলিয়ন কেজি বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ও উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ৬,৮০০ ও ৬,৪৩৪ মেগাওয়াট। বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ বিগত বৎসরের তুলনায় যথাক্রমে ২০০ মেগাওয়াট ও ৩৬৮.৫ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অর্থ-বৎসরে সর্বমোট ৬,৬০৪ কিলোমিটার বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়, ৪৯০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ০৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় এবং ২,২৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৪টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জুন ২০১৩ পর্যন্ত ৬,৭০৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩৩টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন ছিল। বিগত বৎসরের তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা ৬.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, লোডশেডিং কমেছে ৪০.৭৯ শতাংশ এবং সিস্টেম লস ১৪.৬১ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৪.৩৬ শতাংশ হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন বৎসরে বিদ্যুতের সকল সংস্থার বিদ্যুতের গড় সিস্টেম লস পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

১৩। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে গ্যাসের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৮০১.৬৯৯ বিসিএফ। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে গ্যাসের প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৭৪৭.৯৬৬ বিসিএফ অর্থ্যাৎ গ্যাসের প্রকৃত উৎপাদন ৫৩.৭৩৩ বিসিএফ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। দেশে জ্বালানি তেলের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমদানি বৃদ্ধিসহ স্টোরেজ ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলছে। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে জ্বালানি তেল সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৫২.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে এর পরিমাণ ছিল ৫০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন, যা পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের তুলনায় ১.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন (২.৪৭ শতাংশ) কম।

১৪। নিবিড় পরিবীক্ষণ ও অব্যাহত তত্ত্বাবধানের ফলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা যে কোনো সময়ের তুলনায় উন্নত। এখন এ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে জনসাধারণ নির্বিঘ্নে গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পারছেন এবং পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি শতকরা ৯৯.৫৯ ভাগ, যা সড়ক বিভাগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। আলোচ্য বৎসরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত ১৫৬টি প্রকল্পের মধ্যে ২৯টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭টি স্থাপনা/কর্মসূচির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে নির্মিত বনানী রেলক্রসিং ওভারপাস এবং রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভারের সুফল জনগণ পেতে শুরু করেছেন। জাতীয় মহাসড়কগুলোকে ৪-লেনে উন্নীতকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে নেক্সট জেনারেশন প্রকল্প হিসেবে উত্তরা ৩য় ফেজ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 এবং হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের যানজট নিরসনে দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয়

মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। উপ-আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেংগা মহাসড়কে ধীর গতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজও শুরু হয়। বিআরটিসি'র বাস বহরে বর্তমান সরকারের আমলে বিভিন্ন ধরনের ৯৫৮টি বাস সংযুক্ত করা হয়, তন্মধ্যে প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সংযোজিত বাসের সংখ্যা ৪২৮, যা যাত্রীসেবার পরিধি বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। বিআরটিসি ৩টি রুটে মোট ৫৮টি কাউন্টারের মাধ্যমে ই-টিকেটিং সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ২০১২ সাল থেকে বিআরটিসি বাসে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে এসপাস (SPASS) কার্ড চালু করায় যাত্রী-সাধারণ উপকৃত হচ্ছেন এবং পূর্বের তুলনায় যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন ও রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করার ফলে জাল ও অবৈধ লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রবর্তনের ফলে মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় এসেছে এবং সড়ক পরিবহন খাতে শৃঙ্খলা জোরদার হয়েছে।

১৫। প্রথমবারের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয় এবং এ চুক্তি অনুস্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের বিমান সংস্থা সরাসরি কানাডায় ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রুটে 'নভো এয়ার' নামক একটি বাংলাদেশি বিমান সংস্থাকে দেশের বিভিন্ন বিমান বন্দরে ফ্লাইট পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করা হয়। দেশীয় বিমান সংস্থা রিজেন্ট এয়ারওয়েজ জুলাই ২০১৩ হতে আন্তর্জাতিক গন্তব্য তথা মালয়েশিয়ায় ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বরিশাল, সৈয়দপুর ও রাজশাহী অব্যবহৃত বিমান বন্দরে নিয়মিত ফ্লাইট চালু করা হয়। আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) কর্তৃক বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার উপর আরোপিত উদ্বেগজনক নিরাপত্তা সতর্কতা (Significant Safety Concern) প্রত্যাহার করা হয়। ফলে নতুন নতুন দেশি ও আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করায় যাত্রী পরিবহণ ৭ শতাংশ এবং কার্গো পরিবহণ ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

১৬। বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানির ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার পানগাঁও নামক স্থানে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় এবং পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৭। বাংলাদেশ রেলওয়ের গত অর্থ-বৎসরের চেয়ে এ অর্থ-বৎসরের অনুন্নয়ন বাজেটে ৮০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ৭৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে রেলওয়েতে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। ০৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে ভারতের মান্যবর রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যৌথভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় আমদানি করা ব্রডগেজ লোকমোটিভ ও ট্যাঙ্ক ওয়াগন সমন্বয়ে একটি ট্রেনের উদ্বোধন করেন। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রুটে ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডেমু) কমিউটার ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অন্যান্য রুটে ট্রেন প্রবর্তন, ট্রেনের রুট বর্ধিতকরণ এবং নতুন রেলওয়ে সেকশন চালু করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)-এর আওতায় ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১৮। 3G Cellular Mobile Phone Services Regulatory and Licensing Guidelines, 2013 অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ টেলিকমিনিকিউশনস রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃক ৮৪০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে VOIP Service Providers (VSP) লাইসেন্স ইস্যু এবং প্রায় ৩৫০টি VSP অপারেটরকে বিভিন্ন International Gateway (IGW)-তে তালিকাভুক্ত করার অনুমোদন প্রদান করা হয়। গ্রাহকদের মানসম্পন্ন সেবা ও সেবার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চার্জ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্যাকেজ নির্বিশেষে ভয়েস কল Interactive Voice Response (IVR)সহ সর্বোচ্চ দশ সেকেন্ড পালস্ হারে নির্ধারণ করা হয়। বিটিআরসি গঠিত হওয়ার পর থেকে দেশে ক্রমপ্রসারমান টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তিসমূহ বিশেষ করে মোবাইল ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির প্রসার সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে (আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত) শুধু মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০.৯১ কোটি এবং পিএসটিএন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৩.২৩ লক্ষ এবং ঘনত্ব ০.৭৯ শতাংশ আর ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩.৫৯ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ফলে দেশের টেলিডেনসিটি বর্তমানে ৭৩.৫৫ শতাংশ এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ২৪ শতাংশে উন্নীত হয়।

১৯। বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক আইন এবং এর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এবং এসআরও-কে ইলেকট্রনিক ফরমেটে businesslaws (www.businesslaws.boi.gov.bd) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। বর্তমান সরকারের বৃহত্তম ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রোগ্রামের একটি অংশ হিসেবে বিনিয়োগ বোর্ডের online registration system চালু করা হয়। Online service tracking system-এর মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ তাদের ফাইলের গতিবিধি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন।

২০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার নবীনগর মৌজায় ৩টি সরকারি সংস্থার ৩৪ একর জমিতে 'বরেন্দ্র সিলিকন সিটি' নামে একটি আইটি ভিলেজ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আইটি সেবাকে আঞ্চলিক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে তথা সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যশোরে একটি software technology park স্থাপনের প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সরকারি-বেসরকারি অংশিদারীত্বের ভিত্তিতে গাজীপুর জেলায় ২৩২ একর জমির উপর কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দেশে সফটওয়্যার পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কাওরান বাজারস্থ জনতা টাওয়ারকে সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্কে রূপান্তর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

২১। 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট (PPRP-II)' শীর্ষক প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের আওতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট (পিপিএ), ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ (পিপিআর), ২০০৮ জারি করে সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর করা হয়। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের standard tender documents (STDs) হালনাগাদসহ সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার ওপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রায় ৩,০০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অতঃপর, এরই ধারাবাহিকতায় দেশে বহুল প্রত্যাশিত ইলেকট্রনিক গভর্মেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। গত ০২ জুন ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ই-জিপি পোর্টাল (www.eprocure.gov.bd) উদ্বোধনের পর ৪টি সংস্থায় (LGED, BWDB, REB, RHD) পরীক্ষামূলকভাবে ই-জিপি কার্যক্রম শুরু করা হয়। সরকারি ক্রয়ের সকল ধাপে তথা প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান তৈরি থেকে চুক্তি সম্পাদন পর্যন্ত অন-লাইনে কাজের সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে এ কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এবং ৪ জুন ২০১৩ তারিখে প্রকল্পটি দ্বিতীয়বার সংশোধন করা হয়। গত জুন ২০১৩ পর্যন্ত ১০৯৩ জন দরপত্রদাতার নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পাদন, ৮৮১টি টেন্ডারের দরপত্র অন-লাইনে আহ্বান এবং ৩৬১টি ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়েছে। জুন ২০১৩ পর্যন্ত ৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২১টি সংস্থার ১৩৮২টি ক্রয়কারী অফিস ই-জিপি পোর্টালে নিবন্ধিত হয়।

২২। ০১ জানুয়ারি 'পাঠ্য পুস্তক উৎসব দিবস' পালন এবং সারাদেশে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ০৩ কোটি ৬৮ লক্ষের অধিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাসময়ে বিনামূল্যে ২৬ কোটি ১৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬০৬টি বই বিতরণ করা হয়। ঢাকাসহ দেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে লটারির মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০'-এর সুপারিশ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে দেশের প্রতিটি উপজেলা/থানায় ০১টি করে মোট ৫০৩টি নির্বাচিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণির পাঠদান চালু করা হয়। সারাদেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বেসরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালনা এবং নিবন্ধন শর্ত ও নীতিমালা সহজীকরণ করা হয়। বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের ৯৬.৭ শতাংশ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়। ২০১২ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২৪,৮১,১১৯ জন এবং ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২,৭৬,৩৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে, পাশ করে যথাক্রমে ২৪,১৫,৩২৪ ও ২,৫৫,৪৯৪ জন এবং পাশের হার যথাক্রমে ৯৭.৩৫ ও ৯২.৪৫ শতাংশ।

২৩। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিক্ষা বোর্ডসমূহের সকল কার্যক্রম অনলাইনে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সম্প্রসারিত ই-সেবা কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা বোর্ডসমূহের আওতাধীন ৩০,০০০-এর অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়। বোর্ডের ওয়েবসাইটের সাথে লিংক রেখে সকল ই-সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় কন্টেন্ট আপলোড করতে পারবে। ফলে শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তদারকি করতে পারবে। অনলাইনের মাধ্যমে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন (e-SIF) ও বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফরম পূরণের (e-FF) কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। শিক্ষা বোর্ডসমূহের বিভিন্ন কাজের জন্য শিক্ষা বোর্ডে না এসেই অনলাইনে আবেদন করা যাবে এবং ব্যাংক ড্রাফট (e-Draft) এর মাধ্যমে জমা দেওয়া সম্ভব হবে। ফলে শিক্ষা বোর্ডসমূহের কার্যক্রম সহজলভ্য ও স্বল্প সময়ে সম্পাদন করা সম্ভব হবে এবং আর্থিক সাশ্রয়ও হবে।

২৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ জুন ২০১৩ তারিখে ঢাকার তেজগাঁও-এ জাতীয় নাক, কান, গলা ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করেন। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য মোবাইল হেলথ্ সার্ভিস আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। পঞ্চগড় ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন করা হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় National Control Laboratory (NCL)ও Drug Testing Laboratory-স্থাপন করা হয়।

২৫। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৫৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ২৫.৪০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। ৩৩টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে ১৯.০০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া, ৩০টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহকে ৯.০০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয় । রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কার্যাদি সম্পাদনের জন্য 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প ০২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২৬। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস, মাদকাসক্তির প্রতিরোধ, যৌতুক প্রতিরোধ, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে বিভিন্ন সভা এবং মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে সচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে দুর্গম এলাকার জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা দেওয়া হয়। ২০১২ সালে ১,০৯,৯৫২ জন হজ্জ সম্পাদন করেন। হাজীদের সৌদি আরব গমন, হজ্জ পালন ও প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

২৭। প্রতিবেদনাধীন বৎসরে দেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। আন্তজার্তিক পর্যায়ে বাংলাদেশ জাতীয় দল উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। ০৬-১০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক জুডো প্রতিযোগিতা ও কর্মশালা, ১১-২২ জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত সাউথ এশিয়ান আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল টুর্নামেন্ট ও ২১-২৫ মে ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত AFC Women's Asian Cup-2014 (Qualifiers) ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১৮-২১ জুলাই, ২০১২ তারিখ আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচে ০৩ ম্যাচের সিরিজে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল আয়ারল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াস করে বিশ্ব র‍্যাংকিং - এ ৪র্থ স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে। দক্ষিণ কোরিয়ার পিয়াংচ্যাং-এ অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিক ওয়ার্ল্ড উইন্টার গেমস ফ্লোর হকি খেলায় বাংলাদেশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধি ক্রীড়া দল ২-০ গোলে কানাডাকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয় এবং অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৩য় ফজিলাতুন্নেছা মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় ১১টি স্বর্ণ, ২৮টি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে বাংলাদেশ ২য় স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

২৮। সরকার নারীর সার্বিক ক্ষমতায়ন, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, কর্মবান্ধব পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও সচেতনামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নারীর সার্বিক অধিকার, ক্ষমতায়ন ও সামগ্রিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। নারীর দারিদ্র্য বিমোচন, দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী অধিকার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিসহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল-স্রোতধারায় নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার মহিলা ও শিশু বিষয়ক যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—ভিজিডি কর্মসূচি, দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি, শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচি, দরিদ্র মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি, জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমি চালু এবং জলবায়ু পরিবর্তনের চরম হুমকির মুখে প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থানকারী নারী ও শিশুর সুপেয় পানি সরবরাহ ও সামাজিক সুরক্ষাকরণ প্রকল্প। নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত ও জোরদার করার লক্ষ্যে 'Protection and Enforcement of Women Rights' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকার ১০টি থানায় এবং ৪টি জেলার ৩৬টি থানা এলাকায় জেন্ডার বিষয়ক মামলাসমূহ মনিটর ও আইনি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে, পুলিশের ২টি নারী কন্টিনজেন্টের মাধ্যমে, ৫৩৩ জন নারী সদস্যকে বিদেশে প্রেরণ করা হয়। সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীর অংশীদারিত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২৫টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করা হয়।

২৯। দুঃস্থ ও অসহায় এবং সক্ষম মহিলাদের টেকসই উন্নয়নের জন্য খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি তাদের স্বাবলম্বী/আত্ম-নির্ভর করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় নির্বাচিত এনজিওর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৬৪টি জেলার ৪৮৪টি উপজেলা ও ৪,৫১৩টি ইউনিয়নে ২০১২-১৩ চক্রের জন্য ৭ লক্ষ ৫০ হাজার উপকারভোগী মহিলা নির্বাচন করা হয় এবং প্রতি ভিজিডি উপকারভোগীকে মাসে ৩০ কেজি গম/চাল এবং ৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলায় মাথাপিছু ৩০ কেজি করে আতপ চাল বিতরণ করা হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতি, দুঃস্থ, অসহায় ও প্রশিক্ষিত নারীদের আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সহায়তার উদ্দেশ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১৩০৬টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল হতে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২,৯৯১ জন নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশুকে ১.০২৪৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। ৩,১০৪ টি মহিলা সমিতির মাঝে ৬.৭৫০০ কোটি টাকা সাধারণ অনুদান বিতরণ করা হয়।

৩০। ২০১৩ ও ২০২১ সালের মধ্যে উচ্চ দারিদ্র্যরেখার (upper poverty lines) নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার দারিদ্র্য দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে দৃঢ়বদ্ধ। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকার কর্তৃক ২২,৫৫৬.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে এ খাতের বরাদ্দ ২৫,৩৭১.৩৫ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়, যা ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের জাতীয় বাজেটের ১১.৪০ শতাংশ এবং জিডিপির ২.১৩ শতাংশ।

৩১। বাংলাদেশ সরকারের সফল বাণিজ্যিক কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে সাফটার আওতায় ভারত সম্প্রতি বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য (টোব্যাকো ও ড্রাগ) ছাড়া বাকি সব পণ্য ভারতে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করে। এর ফলে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিপণনে ভোজ্যতেল ও চিনির সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ডি.ও ব্যবস্থার পরিবর্তে ডিস্ট্রিবিউটরশীপ পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে এ দুটি পণ্যের বিপণনের জন্য 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১' কার্যকর করা হয়। এর ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের দ্বারা সৃষ্ট পণ্য বিপণনের একাধিক স্তর বিলোপের মাধ্যমে এ দু'টি পণ্যের নির্বিঘ্ন সরবরাহ এবং সামগ্রিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে। ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কর্তৃক ঢাকাসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ১৭৪টি খোলা ট্রাকের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট সাশ্রয়ী মূল্যে আমদানি/ক্রয়কৃত সয়াবিন তেল, চিনি, মশুর ডাল ও ছোলা টিসিবির ডিলারদের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়। পুঁজিবাজারের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা হয়। বাজার পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের সার্ভেইল্যান্স সফট্ওয়্যার স্থাপন করা হয়। দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) কর্তৃক ১০ বছরের Master Plan প্রণয়ন করা হয়।

৩২। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) কর্তৃক শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ১০,৩৪৮ জনকে, প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন করা হয় ৪৩৭ টি, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন করা হয় ৬৭৭৪টি, ঋণ ব্যবস্থাকরণ/সহায়তাকরণ করা হয় ৬,২০১টি (ক্ষুদ্রশিল্প ১৬৮৩টি, কুটির শিল্প ৪৫১৮টি), নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ করা হয় ২৭৬৬টি, কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয় ১০০৮টি, সাব-সেক্টর স্টাডি ও বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন করা হয় যথক্রমে ৪৫টি ও ৩৮৩টি, মেলা আয়োজন করা হয় ১০টি, প্রকল্প নিবন্ধিকরণ হয় ১৫৪৮টি, সাবকন্ট্রাকটিং ইউনিট তালিকাভুক্ত হয় ৪০টি এবং সাবকন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন করা হয় ৪০টি। এছাড়া, শিল্প নগরীতে ৯০টি প্লট বরাদ্দ এবং ৫১,৫৫১ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়।

৩৩। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৪,৪১,৩০১ জন বাংলাদেশি কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেন। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে ২,০০০ জনের অধিক বিদেশগামী কর্মীকে প্রায় ২০ কোটি টাকা অভিবাসন ঋণ প্রদান করা হয় এবং বিদেশ ফেরত ৫০ জন কর্মীকে ৮৬.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিদেশগামী কর্মীদের ঋণ প্রদানে সহায়তার জন্য দেশের অভিবাসীবহুল টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ফরিদপুর, দিনাজপুর, নোয়াখালী মুন্সীগঞ্জ, যশোর, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা (কাকরাইল), কুষ্টিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা হয়। ভবন এবং অগ্নিনিরাপত্তার উপর National Action Plan প্রণয়ন করা হয়। 'শিশুশ্রম তথ্য সহায়িকা'-এর পাণ্ডুলিপি অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশের চিংড়ি শিল্পে শ্রমমান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'Addressing Labour Issues in the Export shrimp Sector in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের MOU স্বাক্ষর করা হয়।

৩৪। গৃহহীন, ছিন্নমূল ও নদীভাঙ্গন-কবলিত হতদরিদ্র পরিবারসমূহকে আবাসন ও কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য আশ্রয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৪,০২৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। সারাদেশে ৩০,৪০০টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১৭,৭২০.১২ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। বিভিন্ন সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে মোট ১৩৬.১৪ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। সারাদেশে মোট ৮৫৮.১৭ একর জমি অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়। বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ১৮টি সার্ভে পিলার রেকী ও প্রস্তুত করা হয়; সমগ্র বাংলাদেশের ১:২৫,০০০ স্কেলের মানচিত্র প্রণয়নের লক্ষ্যে এরিয়াল ফটোগ্রাফ সম্পন্ন করা হয়; বাংলাদেশ-মিজোরাম আন্তর্জাতিক সীমান্তে ২০টি পিলার নির্মাণ ও জরিপ কাজ সম্পন্ন করা হয়; ১৩৮টি পয়েন্টে জিপিএস সার্ভে এবং ৫,৭০০ কিলোমিটার লেভেলিং সার্ভে কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া, মিরপুরের ধামালকোটে ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টার নির্মাণকাজ ৯৫ শতাংশ সম্পন্ন হয়।

৩৫। 'একটি বাড়ি একটি খামার' শীর্ষক প্রকল্প দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৩টি উপজেলার ১,৯৩২টি ইউনিয়নের ১৭,৩৮৮টি গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় ১০ লাখ ৩৮ হাজার পরিবারের ৫১ লাখ ৯০ হাজার মানুষ ক্ষুদ্র সঞ্চয় কর্মসূচির মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। প্রকল্পের আর্থিক ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অনলাইন ও মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপকারভোগীদের সঞ্চয় জমা, উত্তোলন ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ইতোমধ্যে ১০টি জেলায় পূর্ণাঙ্গভাবে এবং ৩০টি জেলায় আংশিকভাবে এ মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

৩৬। ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব জনগণকে অবহিতকরণ এবং ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ, ২০১৩ উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে 'জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে জেলা ও উপজেলায় ৪,৪০২টি অভিযান ও ১,০২০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৬১.১৭ মেট্রিক টন মাছ ও ১১৭.৩০ লক্ষ মিটার জাল জব্দ, ৫৫৯টি মামলা দায়ের, ১৩.২৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় এবং ৯০২ জনকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

৩৭। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে নদীতীর সংরক্ষণ ও নাব্যতা পুনরুদ্ধারকল্পে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গৃহীত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় ৫৯টি চলমান প্রকল্পের মধ্যে ৫টি প্রকল্প এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চলমান ৪৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। এডিপিভুক্ত ৫টি সমাপ্ত প্রকল্পগুলো হল: কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও সুনামগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়িত Secondary Towns Integrated Flood Protection Project (phase-II); তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প; খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল শলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প; গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর মানিকদহ ও কলিগ্রামের নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প এবং মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চর আন্ডার চারিদিকে বেড়ী বাঁধ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবলায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন ইছামতি নদী পুনঃখনন প্রকল্প, রি-এক্সাভেশন অফ ড্রেনেজ খাল অব মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেল অব গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ ও রিহেবিলিটেশন অফ পোল্ডার নং ৬৩/১এ ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্প সমাপ্ত হয়। ক্যাপিটেল ড্রেজিং (পাইলট) প্রকল্পের আওতায় ২২ কিলোমিটার যমুনা নদীর ড্রেজিং, ৪টি ক্রসড্যাম নির্মাণের ফলে ৮ বর্গ কিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার দৃশ্যমান হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান নদ-নদীর ১০৬ কিলোমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়। এর ফলে, সুন্দরবনসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পায়। এ ছাড়া, গড়াই নদীর প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য ৩০ কিলোমিটার রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়। গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পে ২টি ড্রেজার সরবরাহ নেওয়া হয় এবং বাংলাদেশ নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্পের আওতায় ৮টি ড্রেজার ক্রয়ের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ৪টি ড্রেজার ডিসেম্বর ২০১৩-এর মধ্যে সরবরাহ নেওয়া সম্ভব হবে। গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পে ৩টি ফসলি মৌসুমের ৯৫,৬১৬ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হয়। সেচ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজও সম্পন্ন করা হয়। গঙ্গা চুক্তির ফলে প্রাপ্ত পানি সদ্‌ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রণীত গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের ডিপিপি একনেকে প্রেরণ করা হয়।

৩৮। বন সেক্টরে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ United Nations Development Programme (UNDP) কর্তৃক ইকুয়েডর পুরস্কার ২০১২, Food and Agrculture Organisation (FAO) কর্তৃক প্রদত্ত ওয়াঙ্গারী মাথাই পুরস্কার ২০১২ এবং ইন্ডিয়ান টাইমস ঘোষিত আর্থ কেয়ার পুরস্কার ২০১২ অর্জন করে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১৩টি প্রকল্পের আওতায় সংশোধিত এডিপিতে ১৫৪.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৯.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৪৭২.৫০ হেক্টর ব্লক বাগান, ৯০১.০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বনায়ন এবং ১৫.৮৮১ লক্ষ চারা বিক্রয়ের জন্য উত্তোলন করা হয়। অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৩৪০.৯৫ লক্ষ টাকা সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে ৩৪০.৯২৮৫ লক্ষ টাকা টাকা ব্যয়ে ১টি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৬০০.০ হেক্টর ব্লক বাগান সৃজন করা হয়।

৩৯। বিগত বৎসরে বিশ্ব উন্নয়নে সক্রিয় কূটনৈতিক উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করে, যা অন্য কোনো সরকারের সময় সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ২০১৩ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কারণে FAO Diploma Award লাভ এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের বিভিন্ন উদ্যোগের জন্য মনোনীত শীর্ষ নেতৃবৃন্দের লীড গ্রুপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়ন। বিগত বছরে বাংলাদেশ জাতিসংঘের বেশ কিছু কমিটি, অঙ্গ সংস্থা ও ফোরামের পরিচালনা ও নীতিনির্ধারণী পর্ষদে সদস্যপদ লাভ করে যার মধ্যে ECOSOC, Human Rights Council, UNDP/UNFPA, UNESCO, UN-Women, CEDAW, FAO, WHO, UNAIDS, UNEP, UN-HABITAT, IMO, UPU, ISBA উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ নিরবিচ্ছিন্নভাবে সর্বাধিক সংখ্যক সৈন্য/পুলিশ প্রেরণকারী দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখে শান্তিরক্ষায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিরল সম্মান অর্জন করে। ইসলামিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা Islamic Educational Scientific and Cultural Organisation (ISESCO) ঢাকাকে ২০১২ সালের জন্য 'এশীয় অঞ্চলের জন্য ইসলামী সংস্কৃতির রাজধানী' হিসেবে ঘোষণা করে। সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সৌদি আরব সরকার বাংলাদেশি প্রবাসী অবৈধ শ্রমিকদের ০৩ জুলাই ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ইকামা পরিবর্তনের সুযোগ এবং বিনা জরিমানায় অবৈধ শ্রমিকদের তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করে। এর ফলে, প্রায় ৩ লক্ষাধিক বাংলাদেশির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ৮ জুলাই ২০১৩ তারিখ শ্রম-পরিবেশ উন্নয়নে যৌথভাবে 'Compact for Continuous Improvements in Labour Rights and Factory Safety in the Ready Made Garment and Knitwear Industries in Bangladesh' শীর্ষক কর্মপকিল্পনা ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জেনেভায় এই সমঝোতায় (Compact) অংশীদার না হলেও, পরবর্তী সময়ে ১৯ জুলাই ২০১৩ তারিখে উক্ত যৌথ কর্মপরিকল্পনার সহযোগী হওয়ার ঘোষণা দেয়। এই Compact গ্রহণের মাধ্যমে EU, USA এবং বাংলাদেশের মধ্যে RMG খাতে বিদ্যমান সুবিধাদি অক্ষুণ্ন রাখা নিশ্চিত করা গেছে। Compact-টি তে বাংলাদেশ যেমন এর বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ/অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে, তেমনি EU, যুক্তরাষ্ট্র ও ILO কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তা-ও উল্লেখ করেছে। এর মাধ্যমে, পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণের শর্ত সাপেক্ষে, EU তাদের GSP সুবিধা অব্যাহত রাখার সুস্পষ্ট আশ্বাস দিয়েছে। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ১৯ জুলাই Compact-এ যোগদানের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে।

৪০। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৯৩তম জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০১৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে মোট ০৫ জন বিদেশি বরেণ্য ব্যক্তিকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' (Bangladesh Liberation War Honour) এবং ১৮৫ জন বিদেশি বরেণ্য ব্যক্তি ও ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' (Friends of Liberation Honour) প্রদান করা হয়। ০৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে বঙ্গভবনে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ভারত প্রজাতন্ত্রের মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদান করেন। ২৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মোট ০৮ (আট) জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৩-এ ভূষিত করা হয়। ১৩ মার্চ ২০১৩ তারিখে ২৪টি ক্যাটাগরিতে "জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১১" প্রদান করা হয়।

৪১। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যারা গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত ছিল তাদের বিচারের নিমিত্ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন মাননীয় বিচারপতিকে চেয়ারম্যান ও অপর দুই জনকে সদস্য করে তিন সদস্যবিশিষ্ট দু'টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। উক্ত দু'টি ট্রাইব্যুনালে মোট ৯টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ৮টি মামলার রায় ইতোমধ্যে ঘোষিত হয়েছে, যার মধ্যে ৫টি মামলার রায়ে আসামিকে মৃত্যুদণ্ড, একটি মামলায় যাবজ্জীবন, একটিতে ৯০ বৎসর অথবা আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং অন্য আরেকটিতে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। একটি মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে, আসামিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।

৪২। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে দেশে অপরাধের সংখ্যা সার্বিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের বিচার বানচালের উদ্দেশ্যে কতিপয় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল/সংগঠন দেশে সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টির অপচেষ্টা করলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সুষ্ঠু ও সময়োপযোগী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে পুলিশের ৩টি নারী কন্টিনজেন্ট (সদস্য সংখ্যা-৭০৫৪) এবং আনসারের ২টি মহিলা ব্যাটালিয়ন (সদস্য সংখ্যা-৮০৮) গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সচিবালয় এবং বিভিন্ন সংস্থায় ৪৬ মহিলা আনসারকে দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়েছে এবং ৬৭২ জন মহিলা আনসারকে বিভিন্ন জেলায় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে Protection and Enforcement of Women Rights নামে একটি প্রকল্প কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আয্হা, মহরম, দুর্গাপূজা, বড়দিন, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বিশ্ব-ইস্তেমা, বাংলা নববর্ষসহ সকল জাতীয় উৎসব/অনুষ্ঠান নিরাপদ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়।

৪৩। সরকার সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে। সেনাবাহিনীকে যুগোপযোগী অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি প্রদানের লক্ষ্যে ২টি ইলেকট্রিক ম্যাট স্টেশন, ১টি লোকাল ওয়ার্নিং রাডার, ১টি সাউন্ড রেঞ্জিং ইকুইপমেন্ট, ২০০টি অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার, উইপন লোকেটিং রাডার এবং ২টি ইউটিলিটি এয়ারক্রাফট ক্রয় করা হয়। সিলেটে '১৭ পদাতিক ডিভিশন' নামে একটি নতুন পদাতিক ডিভিশন গঠন করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে নবগঠিত এ ডিভিশনের পতাকা উত্তোলন করেন। চীনা নৌবাহিনী থেকে দুটি 'Off the Shelf' ফ্রিগেট ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চীনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত দুটি লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট ফেব্রুয়ারি ২০১৩ এবং জার্মানি থেকে ক্রয়কৃত দুটি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফটের প্রথমটি জুন ২০১৩ বাংলাদেশে আনা হয়। চীন ও রাশিয়া থেকে ক্রয়কৃত ৮টি FT-7BGI যুদ্ধ বিমান ও ৩টি MI-171 হেলিকপ্টার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র কোস্টগার্ড থেকে সেক্রেটারি ক্লাস হাই এনডুরেন্স কাটার সংগ্রহের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৪৪। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৪৮টি আইন প্রণয়ন করা হয়। এর মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২; হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২; টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২; বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং শিশু আইন, ২০১৩ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ০১ জুলাই—২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সময় পর্যন্ত মোট ০৯ টি আইন পাশ হয়। বিদ্যমান আইন সংশোধনের মাধ্যমে হালনাগাদকরণ এবং নতুন আইন প্রণয়নের ফলে দেশের আইনি কাঠামো সুদৃঢ় হয় এবং সরকারের কার্যক্রমে গতিশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৪৫। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৬টি নতুন পৌরসভা গঠন করা হয়। এগুলি হচ্ছে-হাটহাজারী পৌরসভা, বোয়ালখালী পৌরসভা, মধুখালী পৌরসভা, বকশীগঞ্জ পৌরসভা, উজিরপুর পৌরসভা এবং নারায়নপুর পৌরসভা। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর, চট্টগ্রাম জেলার নাজিরহাট, পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ, ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ পৌরসভা গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৭টি 'খ' শ্রেণির পৌরসভাকে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয় এবং ১৮টি 'গ' শ্রেণির পৌরসভাকে 'খ' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়।

৪৬। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ৫২টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল বৈঠকে মোট ৩০৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ২৪৩টি বাস্তবায়িত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিকার-এর ১০৭তম সভা ০৭ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ও ১০৮তম সভা ২৭ মে ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভা ২৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২৯টি বৈঠক এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ১৯৭টি প্রস্তাব এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ৪২টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৪৭। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৩১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ১,৮৯৭ জন এবং অন্যান্য ৫৪ জনসহ মোট ১,৯৫১ জন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার জন্য ২৫,৩৬৪টি পদ সৃজন, ৫৬,৪২৮টি পদ সংরক্ষণ এবং ৪২,৫২৫টি পদ স্থায়ী করা হয়।

৪৮। সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিক, প্রেস শ্রমিক ও সাধারণ কর্মচারীদের জন্য ৮ম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। "সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা, ২০১২"-এর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে দুঃস্থ ও অসচ্ছল ১৮৫ জন সাংবাদিকের মাঝে ১ (এক) কোটি টাকার সহায়তা ভাতা/অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৪৯। সার্বিক বিবেচনায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সন্তোষজনক। এ সময় সরকারের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেবার মান উন্নীত ও পরিধি বিস্তৃত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১২-১৩ অর্থ -বৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা ৫৪টি। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চার ধরনের কর্মকান্ড প্রতিফলিত হয়েছে:

(ক) অর্থনৈতিক (সামষ্টিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি); (খ) প্রশাসনিক; (গ) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক; এবং (ঘ) সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী। এ সকল কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

(ক) অর্থনৈতিক (সামষ্টিক অর্থনীতি ও উন্নয়ন কর্মসূচি)

প্রতিবেদনে বর্ণিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলি অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

ক.১ মাথাপিছু আয় ও প্রবৃদ্ধি

ক.১.১ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.০৩ শতাংশ (সাময়িক) এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ৯২৩ মার্কিন ডলার (সাময়িক) নিরূপিত হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৩২ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয় ছিল ৮৪৮ মার্কিন ডলার।

ক.১.২ একটি দেশের জিডিপি তথা জাতীয় আয়ের পরিমাণ হতে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঠিক প্রতিফলন ঘটানোর জন্য জিডিপি'র ভিত্তি-বৎসর নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি। জিডিপি'র ভিত্তি-বৎসর পরিবর্তনের ফলে অর্থনীতির নতুন নতুন খাত জিডিপি'র হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর ফলে, জিডিপি এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে পরিকল্পনাবিদ এবং নীতিনির্ধারকগণ একটি সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা লাভে সমর্থ হন। স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ সালকে ভিত্তি-বৎসর ধরে বাংলাদেশে প্রথম জিডিপির প্রাক্কলন শুরু করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯৩ সালে ১৯৮৪-৮৫কে এবং ২০০০ সালে ১৯৯৫-৯৬কে ভিত্তি-বৎসর হিসেবে পরিবর্তনপূর্বক জিডিপি প্রাক্কলন করা হয়। বর্তমানে ১৯৯৫-৯৬ সালকে ভিত্তি-বৎসর ধরে জিডিপি প্রাক্কলন ও প্রকাশ করা হচ্ছে। দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ জিডিপিতে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর কারিগরি সহায়তায় ২০১০ সালে বিবিএস জিডিপি হালনাগাদকরণ এবং ভিত্তি-বৎসর ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৫-০৬-এ পরিবর্তনের কার্যক্রম শুরু করে।

ক.১.৩. দেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদসহ পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি ও সাব-কমিটির পরামর্শ ও নির্দেশনার ভিত্তিতে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিকবার আলোচনার পর ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে জিডিপি সংশোধন ও ভিত্তি-বৎসর ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৫-০৬-এ পরিবর্তনের প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়। নতুন ভিত্তি-বৎসরে ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসর পর্যন্ত সিরিজ ডাটা এবং এ সংক্রান্ত Methodology সমন্বয়ে একটি প্রকাশনা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

ক.১.৪ বাস্তব কারণেই ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের এ প্রতিবেদনের সব হিসাবে ১৯৯৫-৯৬ সালকে ভিত্তি-বৎসর ধরা হয়েছে। চলতি অর্থ-বৎসর অর্থাৎ ২০১৩-১৪ সাল থেকে সকল সরকারি পরিসংখ্যানে ২০০৫-০৬-কে ভিত্তি-বৎসর হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে কিছুদিন আগে ঘোষণা করা হয় যে, আমাদের মাথাপিছু আয় ১,০৪৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হয়েছে ৬.১৮ শতাংশ। এছাড়া, আরো সূচক যেমন—বিনিয়োগের অনুপাত, প্রবৃদ্ধির অনুপাত ইত্যাদি নতুন ভিত্তি-বৎসর অনুযায়ী কিছুটা বেড়েছে।

ক.১.৫ শস্য, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি, বন এবং মৎস্য উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত কৃষি খাতের শস্য উপখাতে ২৪টি নতুন শস্য এবং প্রাণিসম্পদ খাতে কিছু নতুন তথ্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে জিডিপি প্রায় ৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে শিল্প খাতে কিছু কিছু নতুন কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত করায় জিডিপি শতকরা প্রায় ৪ ভাগ বেড়েছে। সেবা খাতেও একইভাবে নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে প্রায় ১৬ ভাগ জিডিপি বেড়েছে। ভিত্তি-বৎসর পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে চলতি মূল্যে কৃষি খাতের মোট মূল্য সংযোজন, চলতি মূল্যে শিল্প খাতের মোট মূল্য সংযোজন, চলতি মূল্যে সেবা খাতের মোট মূল্য সংযোজন, চলতি মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), চলতি মূল্যে মাথাপিছু আয়, চলতি মূল্যে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের বিপরীতে মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) অনুপাত, মূল্যস্ফীতির হার এবং স্থির মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও প্রবৃদ্ধির হার পরিশিষ্ট-'ক'তে দেখানো হল।

ক.২ অর্থনৈতিক বিষয়

খাদ্যশস্যের মজুদ সংক্রান্ত তথ্য খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য তথ্য অর্থ বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

আইটেম	ইউনিট	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)[1]	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-)-এর শতকরা হার
১। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (৩০ জুন ২০১৩)	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	১৫,৩১৫.২৩	১০,৩৬৪.৪৩	+ ৪৭.৭৭
২। প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	১৪,৪৬০.৫২	১২,৮৪৩.৪৩	+ ১২.৫৯
৩। আমদানির পরিমাণ (৩০ জুন ২০১৩)	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	৩৩,৯৬৯.০০	৩৫,৫১৬.০০	- ৪.৪০
৪। রপ্তানির পরিমাণ (৩০ জুন ২০১৩)	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	২৭,০২৭.৩৬	২৪,৩০১.৯০	+ ১১.২২
৫। রাজস্ব: (ক) প্রতিবেদনাধীন বৎসরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা (খ) রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (৩০ জুন ২০১৩)	কোটি টাকা	 ১১২,২৫৯.০০ ১০৩,৩৩৯.০০	 ৯১,৮৭০.০০ ৯১,৫৯৭.০০	 +২২.১৯ + ১২.৮২
৬। (ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ (খ) সরকারি খাত (গ্রস) (গ) সরকারি খাত (নিট) (৩০ জুন ২০১৩)	কোটি টাকা	৫৮৮,২৮১.৪০ ১১০,৩৩৪.৫০ ২৮,৯৭৬.০০	৫১৮,৩৩৫.৪০ ৯২,০২৭.৯০ ২৬,৬৮৬.০০	+ ১৩.৪৯ + ১৯.৯৯ + ৮.৫৮
৭। ঋণপত্র খোলা (LCs opening) (ক) খাদ্যশস্য (চাল ও গম) (খ) অন্যান্য মোট (৩০ জুন ২০১৩)	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	 ১,০১৮.৪৫ ৩৪,৯৬৬.১৭ ৩৫,৯৮৪.৬২	 ৮৫৪.০৭ ৩৬,১৮১.৭৫ ৩৭,০৩৫.৮২	 + ১৯.২৫ - ৩.৩৫ - ২.৮৪
৮। খাদ্যশস্যের মজুদ (৩০ জুন ২০১৩)	লক্ষ মেট্রিক টন	৯.৪৩	১১.৫৭	- ১৮.৫০
৯। জাতীয় ভোক্তা-মূল্যসূচক পরিবর্তনের হার (ভিত্তি ১৯৯৫-৯৬=১০০) (ক) বারো মাসের গড়ভিত্তিক (খ) পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক (৩০ জুন ২০১৩)	শতাংশ	 ৭.৭০ ৭.৯৭	 ১০.৬২ ৮.৫৬	 - ২.৯২ - ০.৫৯

ক.৩ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট)

ক্ষেত্র	ইউনিট	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসর	পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসর
		২০১২-১৩	২০১১-১২
নন-ইপিজেড	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	১২১৪.১৯	১,০০৯.৬২
ইপিজেড	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	২৫৫.২২	১৮৫.২৬
মোট		**১,৪৬৯.৪১** (সাময়িক)	**১,১৯৪.৮৮**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১,৪৬৯.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে এর পরিমাণ ছিল ১,১৯৪.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; অর্থাৎ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ২৭৪.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে।

[1] **সাময়িক**

ক.৪ বৈদেশিক ঋণ ও অনুদান

বৎসর	চুক্তির ধরন	চুক্তির সংখ্যা	কমিটমেন্ট কোটি টাকায় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	ডিসবার্সমেন্ট কোটি টাকায় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	রিপেমেন্ট/ ঋণ পরিশোধ কোটি টাকায় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)		ঋণ পরিশোধ (ডেট সার্ভিস) ও রপ্তানির অনুপাত
২০১২-১৩	ঋণ চুক্তি	২৬	৪২,৭২৮ (৫,৩৪১)	১৭,০৭৪.৭৫ (২,১৩৪.৩৪)	আসল	৭,৩৫৩.৪৪ (৯১৯.১৮)	১,১১৫.৮৯:২৭,০১৮.২৬ =১:২৪
					সুদ	১,৫৭৩.৬৮ (১৯৬.৭১)	
	অনুদান চুক্তি	৩০	৪,৬৭৪.৪৯ (৫৮৪.৩১)	৫,২১৪.৩২ (৬৫১.৭৯)	-		
	মোট	**৫৬**	**৪৭,৪০২.৪৯ (৫,৯২৫.৩১)**	**২২,২৮৯.০৭ (২,৭৮৬.১৩)**	**৮,৯২৭.১২ (১,১১৫.৮৯)**		
২০১১-১২	ঋণ চুক্তি	২৪	২৬,৫৮৫.২০ (৩,৩২৩.১৫)	১২,৩০৭.৮৪ (১,৫৩৮.৪৮)	আসল	৬,১৫৯.২০ (৭৬৯.৯০)	৯৬৬.৫০ : ২৪,৩০১.৯০ =১:২৫
					সুদ	১,৫৭২.৮০ (১৯৬.৬০)	
	অনুদান চুক্তি	৬৩	১১,৫৩০.৯৬ (১,৪৪১.৩৭)	৪,৭০৩.৯২ (৫৮৭.৯৯)	-	-	
	মোট	**৮৭**	**৩৮,১১৬ (৪,৭৬৪.৫২)**	**১৭,০১১.৭৬ (২,১২৬.৪৭)**		**৭,৭৩২.০০ (৯৬৬.৫০)**	

উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট ২৬টি ঋণ ও ৩০টি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যার আর্থিক সংশ্লেষ ৪৭,৪০২.৪৯ কোটি টাকা। ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সুদেআসলে ৮,৯২৭.১২ কোটি টাকা।

ক.৪.১ বৈদেশিক ঋণ সংক্রান্ত বাছাই কমিটি কর্তৃক বেসরকারি খাতে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১,৮২০.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত এই ঋণ পূর্ববর্তী বৎসরের অনুমোদিত ঋণ প্রস্তাব (১,০৪০.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)-এর তুলনায় প্রায় ৭৫ শতাংশ বেশি।

ক.৪.২ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে কৃষি খাতে ব্যাপক ঋণ সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে এ যাবৎ সর্বোচ্চ ১৪,১৩০.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। এর বিপরীতে ২০১৩ এর জুন পর্যন্ত রেকর্ড পরিমাণ ১৪,৬৪৭.০০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। অপরদিকে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি প্রয়াসের ধারাবাহিকতায় কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দ্রুত দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কুটির শিল্প এবং নারী উদ্যোক্তা খাতে ব্যাংকসমূহের ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকে গঠিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (এসএমই) খাতের বিভিন্ন পুনঃঅর্থায়ন স্কিমের আওতায় সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৪০,১০০টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোট ৩,২০০.০০ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়। দেশের গৃহহীন, দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে গ্রামীণ গৃহহীন পরিবারের বাসস্থান সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে গৃহায়ন তহবিল হতে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১.৬৫ বিলিয়ন টাকা বিতরণ এবং ৫৪,৫৬৩টি গৃহের নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। এর মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা ২,৯৪,২৮০ জন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, বহুল প্রশংসিত গৃহায়ন তহবিলের আওতায় পোশাক শিল্পের মহিলা কর্মীদের আবাসিক সমস্যা লাঘবের প্রচেষ্টা হিসেবে ইতোমধ্যে ঢাকার আশুলিয়ায় ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে মহিলা ডরমিটরি নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। এছাড়া, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের 'ঘরে ফেরা কর্মসূচির' মাধ্যমে এ যাবৎ ৬৫৯টি বস্তিবাসী পরিবারের মধ্যে ২৩.০০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। দেশের রেমিট্যান্স আহরণ বৃদ্ধিকল্পে বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশি ব্যাংকসমূহের ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন জ্ঞাপন পদ্ধতি সহজ করা হয়; সহজ ও দ্রুততম সময়ে প্রাপকের নিকট রেমিট্যান্সের অর্থ পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যাংক শাখার পাশাপাশি মাইক্রো-ফাইন্যান্স ইন্সটিটিউশনস্ (MFIs)-এর শাখা অফিস, বাংলাদেশ পোস্ট অফিসের শাখা অফিস এবং মোবাইল অপারেটরগুলোর আউটলেটসমূহের মাধ্যমে দেশের ২৪টি ব্যাংককে রেমিট্যান্সের অর্থ বিতরণের অনুমোদন দেওয়া হয়। রেমিট্যান্স আনয়নে গৃহীত ব্যবস্থার ফলে দেশে রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্সের অন্তর্মুখী প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ইতোমধ্যে অতীতের সকল রেকর্ড ডিঙিয়ে ২০১৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তারিখে ১৬.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। ব্যাংকিং খাতে আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৮২৮.৪২ বিলিয়ন টাকা এবং আমানত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৬.০৯ শতাংশ। এ সময়ে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৪৪১৬.৩৫ বিলিয়ন টাকা। ঋণ প্রবৃদ্ধির হার ৭.৩১ শতাংশ।

ক.৫ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

		২০১২-১৩		২০১১-১২		হ্রাস (-) /বৃদ্ধির (+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	প্রকৃত অর্জন (কোটি টাকা)	লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকা)	প্রকৃত অর্জন (কোটি টাকা)	লক্ষ্যমাত্রা (শতাংশ)	প্রকৃত অর্জন (শতাংশ)
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	১,১৬,৮২৪	১,০৭,৪৬০	৯৬,২৮৫	৯৫,২২৮	+ ২১.৩৩	+ ১২.৮৫
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	২২,৮৪৬	২১,৩৬১	১৮,৬০০	১৯,৪৬৭	+ ২২.৮৩	+ ৯.৭৪
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		৫,৬০৮	৫,৬০৭	৬,৩০০	৬,২৭৮	- ১০.৯৮	- ১০.৬৮
লভ্যাংশ		৩,৯২৮	৪,৭৫৮	২,৫১৭	২,৫৩১	+ ৫৬.০৫	+ ৮৭.৯৮

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

ক.৬ উন্নয়ন প্রকল্প

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৫৫,০০০ কোটি টাকায় মূল বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রাক্কলন করা হয়। উল্লিখিত অর্থ-বৎসর থেকে এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প বরাদ্দসহ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ১৯৭২ সালে প্রবর্তিত নীতিমালা পুনর্বহাল করা হয়। ফলে, ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের সংশোধিত এডিপিতে উভয় খাতে অন্তর্ভুক্ত ১,৪৩০টি প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ৫৭,৩৮৮ কোটি টাকা দাঁড়ায়। তন্মধ্যে সরকারের ১,৩২৫টি মূল উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ বরাদ্দ ৫২,৩৬৬ কোটি টাকা এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১০৫টি প্রকল্পে বরাদ্দ ৫,০২২ কোটি টাকা দাঁড়ায়। জুন ২০১৩ পর্যন্ত মূল উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ ৫২,৩৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৫০,০৩০ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের (সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতিরেকে) ৯৬ শতাংশ। পক্ষান্তরে, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন বাবদ ৫,০২২ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয় ২,২৫৮ কোটি টাকা, যা এ খাতে বরাদ্দের ৪৫ শতাংশ। অপরদিকে, পূর্ববর্তী ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে মূল এডিপি বরাদ্দ ৪৬,০০০ কোটি টাকা থাকলেও পরবর্তী সময়ে সংশোধিত এডিপির আকার ছিল ৪১,০৮০ কোটি টাকা। জুন ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত এডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৩৮,০২৩ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের ৯৩ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সংশোধিত এডিপিতে বাস্তবায়নাধীন ১,৪৩০টি প্রকল্পের মধ্যে সমাপ্তযোগ্য প্রকল্প ছিল ২৭৫টি, যার মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ২১৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকা **পরিশিষ্ট-'খ'** তে প্রদান করা হল।

ক.৬.১ অবকাঠামো উন্নয়ন

ক.৬.১.১ আইন ও বিচার বিভাগীয় অবকাঠামো

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে আইন ও বিচার বিভাগের দু'টি বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ ১ম পর্যায় (সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ৮৭০ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩১টি জেলা সদরে (টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, জয়পুরহাট, ঝিনাইদহ, নোয়াখালী, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, পটুয়াখালী, দিনাজপুর, সিলেট, পঞ্চগড়, ময়মনসিংহ, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা, লক্ষীপুর, জামালপুর, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কুঁড়িগ্রাম, রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, খুলনা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, পাবনা, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার) ১২তলা ভিতের উপর বহুতলবিশিষ্ট চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ৬টি জেলায় (কিশোরগঞ্জ, মাগুরা, নওগাঁ, সুনামগঞ্জ, বাগেরহাট ও মেহেরপুর) জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়। এ সকল কাজে চলতি অর্থ-বৎসরে প্রায় ১০২.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে গৃহীত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির অবকাঠামোগত চাহিদা পূরণ হবে। ফলে বিচার কাজে গতিশীলতা আসবে এবং মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পাবে।

দেশের ২০টি জেলায় জেলা রেজিস্ট্রি এবং ৬৩টি উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ ১ম পর্যায় (সংশোধিত) প্রকল্পে ২০টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ভবন, ৩৪টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণ এবং ২৩টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের জন্য জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৩০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৮টি জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ভবন এবং ৩৩টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবনের মধ্যে চলতি অর্থ-বৎসরে ১২টি জেলা রেজিস্ট্রার অফিস ভবন (ঢাকা,

মানিকগঞ্জ, জামালপুর, ময়মনসিংহ, সিরাজগঞ্জ, কুঁড়িগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, মাগুরা, পিরোজপুর এবং বরিশাল) এবং ২৩টি সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবনের (শ্রীনগর, গৌরিপুর, বারহাট্টা, পাংশা, নবাবগঞ্জ, কোটালীপাড়া, হাটহাজারী, আনোয়ারা, মিরশ্বরাই, ফটিকছড়ি, রায়পুর, সন্দ্বীপ, চকোরিয়া, লক্ষীপাশা, কাঁঠালিয়া, নলছিটি, স্বরূপকাঠি, নাজিরপুর, বাউফল, জকিগঞ্জ, ঢাকা দক্ষিণ, সিলেটের কমলগঞ্জ ও বাদশাগঞ্জ) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। জেলা রেজিস্ট্রার এবং সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণের ফলে নিবন্ধন পরিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অবকাঠামোগত চাহিদা অনেকাংশ পূরণ হয়েছে এবং দলিল ও রেকর্ড সংরক্ষণ সহজ হয়েছে।

ক.৬.১.২ কৃষি

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ৮১০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন, ৮৬৩ কিলোমিটার ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ, ৩০৯ কিলোমিটার ভূ-পরিস্থ সেচ-নালা নির্মাণ, ১৫,০০০ মিটার ফিতা পাইপ স্থাপন, ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ, ২২টি ক্রসড্যাম নির্মাণ, ৩৬টি পুকুর পুনঃখনন, ৩৯টি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ, ১৬টি ঝিরি বাঁধ নির্মাণ, ৯০১টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ১২টি সাবমার্জড ওয়্যার নির্মাণ, ৩৭৫টি প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, ৯টি স্প্রিঙ্কলার সেচ প্রদর্শনী স্থাপন, ৩৮৭টি গভীর নলকূপ স্থাপন, ৯৫১টি নলকূপ বিদ্যুতায়ন, ১০টি অগভীর নলকূপ স্থাপন, ৩০০টি গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, ২০০টি আর্টিসিয়ান নলকূপ স্থাপন, উপকূলীয় চরাঞ্চলে (পটুয়াখালী জেলার দশমিনা) ১০০০ একর আয়তন বিশিষ্ট ১টি বীজ বর্ধন খামার স্থাপন, ১৫টি সৌরবিদ্যুত চালিত সেচপাম্প স্থাপন, ৩টি স্বয়ংক্রিয় বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন ও ৩২ কিলোমিটার পাকা সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়। এছাড়াও ৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, ৫টি হোস্টেল/ডরমিটরি নির্মাণ, ৫টি অফিস ভবন নির্মাণ, ১টি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট কমপ্লেক্স নির্মাণ, ৫টি আবাসিক ভবন নির্মাণ ও ১৩টি ভবনের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হয়। এতে সর্বমোট ১২১৭.৩১,৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ আগস্ট ২০১৩ তারিখে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

ক.৬.১.৩ গৃহায়ন ও গণপূর্ত

অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে এডিপি বরাদ্দের মাধ্যমে ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থ ৪৭৮৭৪.০০ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪৭৮৫৬.৭০ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৬ শতাংশ। এছাড়া সংস্থাসমূহের নিজস্ব অর্থায়নে ৬৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পসমূহের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট অর্থ-বৎসরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থ ৭২১৫৬.৭৯ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৭২১৫৪.৫০ লক্ষ টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯৯ শতাংশ। অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হচ্ছে—ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (২য় পর্যায়) নির্মাণ; Construction of Highrise Residential Building for Hon'ble Justices of Supreme Court, Bangladesh; ঢাকার মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেটের ''এফ'' ব্লকে ১,০২০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; ঢাকাস্থ লালমাটিয়ায় সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ১২৫০ ও ১০৬০ বর্গফুটের ১৪৩টি (বর্তমানে ১৮২টি) ফ্ল্যাট নির্মাণ; ঢাকাস্থ মিরপুর সেকশন-২ ব্লক আই-এর ১৩৩৬ বর্গফুটের ৩৬০টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; চট্টগ্রাম হালিশহরে সীমিত আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ(২য় পর্যায়); যশোর জেলায় মধ্যম আয়ের লোকদের জন্যে আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; রাজশাহীর ছোট বনগ্রামে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; সিলেট শহরে সীমিত আয়ের লোকদের জন্য আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; বরিশাল জেলার রূপাতলী উপজেলায় ৫-তলা বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ; গোপালগঞ্জ জেলায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট নির্মাণ; Construction of residential flat building on Govt. land at Cox's Bazar; বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত); মাদানী এভিনিউ-এর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ (প্রগতি সরণী ইন্টারসেকশন হতে বালু নদী পর্যন্ত); গুলশান বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন; পূর্বাচল নতুন শহর (ইউসুফগঞ্জ) প্রকল্প; রাজধানীর এয়ারপোর্ট রোড ও প্রগতি সরণির সংযোগস্থলে কুড়িল ইন্টারসেকশনে সৃষ্ট যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ৩.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িল ফ্লাইওভার নির্মাণ; উত্তরা আদর্শ শহর (৩য় পর্ব) নির্মাণ প্রকল্প; ঢাকাস্থ উত্তরার ১৮ নং সেক্টরে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য এপার্টমেন্ট ভবন নির্মাণ প্রকল্প; কদমতলী জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প; Chittagong City Outer Ring Road নির্মাণ; বহদ্দারহাট জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ; খুলনা যশোর রোড হতে সিটি বাইপাস রোড পর্যন্ত দু'টি সংযোগ সড়ক নির্মাণ; সাহেব বাজার হতে গৌড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৬টি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত ৬৫টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ নির্মাণ, গাজীপুর বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার হাইটেক পার্ক নির্মাণ, চট্টগ্রামে নতুন আদালত ভবন নির্মাণ, শেখ ফজিলাতুন্নেছা চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ, জাতীয় নিউরোসাইন্স ইনষ্টিটিউট নির্মাণ, খিলগাঁও-এ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ, সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ, ঢাকাস্থ হেড অফিসে ন্যাশনাল ক্রাইম কন্ট্রোল ও অপারেশন মনিটরিং বিল্ডিং নির্মাণ, পুলিশের জন্যে ব্যারাক ভবন নির্মাণ, ০৭টি i¨ve কমপ্লেক্স নির্মাণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবন এবং বিনিয়োগ বোর্ড ভবন নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

ক.৬.১.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় 'অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিসিসি শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পে ৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৭.৯৯৬২ কোটি টাকা (৯৯.৯৫ শতাংশ) এবং ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রানেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট (banglagov.net) ৯৯.০২ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৯৫.২৭৪২ টাকা (৯৬.২২ শতাংশ) ব্যয় হয়।

ক.৬.১.৫ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট ৭টি প্রকল্পে ২৮২.৯৯ কোটি টাকার বাজেটে প্রকল্প সাহায্যসহ ৩৩০.৮৬ কোটি ব্যয় করা হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১১৭ শতাংশ। উল্লেখযোগ্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমতল জেলাসমূহের গ্রামীণ রাস্তায় ১,০৫০টি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহের গ্রামীণ রাস্তায় ১২৩টি ছোট ছোট ১২ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। এছাড়া সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় ৭টি উপজেলায় ৩৫টি ইউনিয়নে ২০২ কিলোমিটার পানির পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়। ১.২২ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলায় ১০টি পুকুর পুনঃ খনন করা হয়। জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে খুলনা ও বরিশাল বিভাগের আইলা বিধ্বস্ত জেলাসমূহে ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহনির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৯৫২টি ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহের ইটের দেয়াল ও দরজা জানালা নির্মাণের মাধ্যমে ঘর সমাপ্ত করা হয়। তাছাড়া, নব-জীবন কর্মসূচির (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত) মাধ্যমে জুন ২০১৩ সময়ে ৭টি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ প্রকল্পে সবকটির কাজ শুরু হয়। তন্মধ্যে একটি কাজ ৯০ শতাংশ ,একটি ৭০ শতাংশ অপর ৫টির কাজ ৩০ শতাংশ সম্পন্ন হয়। একই কর্মসূচির আওতায় ২৮টি সাইক্লোন সেল্টার মেরামত কাজের মধ্যে ২৪টির কাজ সম্পন্ন হয়।

ক.৬.১.৬ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩-এর আওতায় সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নসহ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে ১৩,০৪৮টি টিউবওয়েল ও ৩টি টয়লেটবিশিষ্ট ২,৪৫৬টি ওয়াশব্লক নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া, শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হ্রাসকরণের লক্ষ্যে ১২,০০০ শ্রেণিকক্ষ নির্মাণসহ প্রায় ৬,০০০ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনভিত্তিক মেরামত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়।

দেশের বিভিন্ন জরাজীর্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যে সম্পূর্ন জিওবি অর্থায়নে 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার' প্রকল্পের আওতায় ৯৫০টি বিদ্যালয় ভবন পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে এবং ৬৫৯টি বিদ্যালয় ভবন নির্মাণের কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সকল শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে পিটিআইবিহীন প্রতিটি জেলা সদরে পিটিআই নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১২টি পিটিআই নির্মাণের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে নারায়ণগঞ্জ পিটিআইয়ের ৩২ শতাংশ, গোপালগঞ্জ পিটিআইয়ের ৬০ শতাংশ, শরীয়তপুর পিটিআইয়ের ৫৫ শতাংশ, শেরপুর পিটিআইয়ের ৮৫ শতাংশ, রাজবাড়ী পিটিআইয়ের ৪৫ শতাংশ, বান্দরবান পিটিআইয়ের ৮৫ শতাংশ, খাগড়াছড়ি পিটিআইয়ের ৬৭ শতাংশ, নড়াইল পিটিআইয়ের ৮৫ শতাংশ, মেহেরপুর পিটিআইয়ের ৫৫ শতাংশ, ঝালকাঠি পিটিআইয়ের ৬০ শতাংশ, লালমনিরহাট পিটিআইয়ের ৯৫ শতাংশ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

সকলের জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকল্পে বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১,৫০০ বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৩৩৪টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। তাছাড়া ৫৪২টি বিদ্যালয় নির্মাণের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে চলমান রয়েছে।

ক.৬.১.৭ বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের রানওয়ের শক্তিবৃদ্ধিকরণ এবং যুগোপযোগী বিমান চলাচল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিজস্ব অর্থায়নে ১৮৮.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'Asphalt Concrete Overlay Over the Existing Runway at Hazrat Shahjalal International Airport' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ ৯০ শতাংশ সমাপ্ত হয়। ৮৭.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৭৮ সালে সংস্থাপিত বিভিন্ন ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল স্থাপনা সংস্কার ও আপগ্রেড করা হয়। ৪৯.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'Extension of Passenger Apron and Export Cargo Apron at Hazrat Shahjalal International Airport' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়। ৪১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের Taxiway আপ-গ্রেডেশন প্রকল্পের কাজ ৫০ শতাংশ সম্পন্ন করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন এডিপির বরাদ্দকৃত ১১৭৩.৪৫ লক্ষ টাকা ও নিজস্ব অর্থায়নে ১১৭.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন হোটেল-মোটেল নির্মাণ ও পুরাতন হোটেল-মোটেল সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে। পর্যটন সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের মাধ্যমে ১.৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জের লাঙ্গালবন্ধ স্নানঘাট ও লালমনিরহাটে পিকনিক স্পট উন্নয়ন করা হয়।

ক.৬.১.৮ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এতদুদ্দেশ্যে উল্লিখিত দু'টি সেক্টরের আওতায় প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও অবকাঠামো নির্মাণের উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৬টি সংস্থা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৫৭টি প্রকল্প ছিল। প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ৩৫৩.৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল এবং এই বরাদ্দের বিপরীতে ৩৫৩.৬৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন করা হয় সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, ব্রুড ব্যাংক স্থাপন, মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন, ওয়াচ সেন্টার নির্মাণ, খাল পুনঃখনন, পুকুর পুনঃখনন, ভবন নির্মাণ ও মেরামত, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ, চিংড়ি খামারের মেরামত ও সংস্কার , হ্যাচারি মেরামত ও সংস্কার, সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, সাভার মৎস্য একাডেমি মেরামত ও সংস্কার , গভীর নলকূপ স্থাপন, মৎস্য প্রজনন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন, ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারী কলেজ স্থাপন, হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন, গবেষণাগার সম্প্রসারণ, উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন, ভাইরোলজি ল্যাব পুনর্নির্মাণ, বুল-সেড ও বায়োটেকনোলজী ল্যাব নির্মাণ, মাল্টি চ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ ইত্যাদি।

ক.৬.১.৯ যুব ও ক্রীড়া

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে ২৪০.৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত অর্থ-বৎসরে মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ২৩৭.০৫ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি ৯৮.৪৯ শতাংশ। গোপালগঞ্জ জেলা সদরে সুইমিংপুল ও জিমন্যাসিয়াম নির্মাণ, শেখ কামাল স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিকমানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে উন্নীতকরণ, গোপালগঞ্জ পুরাতন জেলা স্টেডিয়ামের মেরামত-সংস্কার এবং মহিলা ক্রীড়া কমপেক্স নির্মাণ, চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ জেলায় নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ, ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর জেলায় স্টেডিয়ামের সংস্কার-উন্নয়ন এবং খুলনা ও রাজশাহীতে মহিলা ক্রীড়া কমপেক্স অধিকতর উন্নয়ন, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ক্রীড়া সুবিধাবলির অধিকতর উন্নয়ন করে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়। যুব উন্নয়নের নিমিত্ত 'অবশিষ্ট ১১টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পে ৫টি কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। জেলাগুলো হল জয়পুরহাট, চুয়াডাঙ্গা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নীলফামারী এবং নেত্রকোনা। 'পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের ২৯টি জেলার মধ্যে ১৪টি জেলার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত হয়। জেলাগুলো হচ্ছে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, সিলেট, সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া, বাগেরহাট, বান্দরবান, ঠাকুরগাঁও, পাবনা, ঝালকাঠি, শরীয়তপুর, মাদারীপুর এবং কিশোরগঞ্জ। এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

ক.৬.১.১০ রেলপথ

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ৪৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৩০২১.৬৯ কোটি টাকা (জিওবি ১৬৭৫.৯০ কোটি টাকা, জেডিসিএফ ২১৫.৪৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৩০.৩২ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দের বিপরীতে মোট ২৮৭৩.৮৬ কোটি টাকা (জিওবি ১৬৫৩.৯১ কোটি টাকা, জেডিসিএফ ১৬৫.৭৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০৫৪.১৭ কোটি টাকা) ব্যয় হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৫.১১ শতাংশ। ২০১২-১৩ সালে 'রাজশাহী-রোহনপুর বর্ডার এবং আমনুরা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ', 'লালমনিরহাট-বুড়িমারী', 'গৌরীপুর-জারিয়া ঝাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ' এবং 'ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই-এসআরভি-চট্টগ্রাম' সেকশনের ৪টি পুনর্বাসন প্রকল্প সমাপ্ত হয়।

৩০ জুন ২০১৩ তারিখে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০ বৎসর মেয়াদি মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদিত হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে তারাকান্দি হতে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব পর্যন্ত নবনির্মিত ৩৫ কিলোমিটার রেলপথ ট্রেন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়; ১০.৫ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্নির্মাণ, ২৪৪.৯ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্বাসন এবং ৭০ কিলোমিটার মিটারগেজ রেলপথকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়েছে; ১০৪টি সেতু পুনর্নির্মাণ, ১৫টি নতুন সেতু নির্মাণ এবং ২৫টি সেতু পুনর্বাসন/ মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়; ১২৯টি সেতুতে গতি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ফলে ট্রেনের যাত্রাসময় হ্রাস পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে নতুন ১০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ১৬৫টি ব্রডগেজ ট্যাংক ওয়াগন, ৬টি ব্রডগেজ ব্রেক ভ্যান এবং ১৪টি মিটারগেজ ডিইএমইউ সংগৃহীত হয়; ৩৫টি মিটারগেজ এবং ২৩টি ব্রডগেজ যাত্রিবাহী গাড়ি পুনর্বাসন করা হয় এবং ১৫টি স্টেশনে কালার লাইট সিগন্যালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে নতুন একজোড়া আন্তঃনগর ট্রেনসহ মোট ৮ জোড়া ট্রেন চালু করা হয়। এর মধ্যে ভারতের মান্যবর রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) অর্থায়নে সংগৃহীত ২টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ এবং ২০টি ব্রডগেজ ট্যাংক ওয়াগন দিয়ে ০৫.০৩.২০১৩ তারিখে তেলবাহী গাড়ি উদ্বোধন করা হয়। ৮টি প্রকল্প পিপিপি'র আওতায় বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। কাশিয়ানী হতে বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত ৫৫ কিলোমিটার রেললাইন নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণসহ বিস্তারিত ডিজাইনের কাজ চলছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার জন্য ৩টি প্রকল্প চলমান আছে। উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে রেলযোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন ও পদ্মা সংযোগ রেললাইন নির্মাণসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি প্রকল্পের সমীক্ষা, বিশদ ডিজাইন ও টেন্ডারিং সেবা এবং ৪টি প্রকল্পের শুধুমাত্র সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এডিবি (কো-ফাইন্যান্সিংসহ) ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নের আশ্বাস প্রদান করেছে।

ক.৬.১.১১ শিক্ষা

শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, সম্প্রসারণ এবং গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষা সহায়ক যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট ২২৫৩.০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৯টি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় অবকাঠামো খাতে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৩৪৭.০৩ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩৪৫.৮১ কোটি টাকা (৯৯.৬৪ শতাংশ) ব্যয় হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন 'সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (SESDP)'-এর আওতায় সিলেট ও বরিশাল জোনাল এডুকেশন কমপ্লেক্স-এর নির্মাণ, গাজীপুর, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা শিক্ষা অফিসের নির্মাণ, ২০টি ই-লার্নিং পাইলট বিদ্যালয় (রিফার্বিশমেন্ট ওয়ার্ক)-এর কাজ, সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় ৬৬টি নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে সর্বমোট ৪০টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১১টির ১০০ শতাংশ নির্মাণ কাজ, ২৫০টি ওভারক্রাউডেড বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের লক্ষ্যে ২৪৯টির নির্মাণ কাজ, ৩৫টি মডেল মাদ্রাসার মধ্যে ৩২টির নির্মাণ এবং অফিস রিহ্যাবিলিটেশন, এনসিটিবি-এর শতভাগ কাজ সমাপ্ত হয়। '৩১০ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ৯৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭০টি বিদ্যালয়ের নির্মাণশেষে হস্তান্তর ও ২০০টি বিদ্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান, যার মধ্যে ১২০টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়।

ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৭টি প্রতিষ্ঠানের (১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয়) নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, যার মধ্যে বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা-র নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে; শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা-র ৯৫ শতাংশ কাজ এবং দুয়ারীপাড়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রূপনগর, ঢাকা-র ৯০ শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়। 'শিক্ষা মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২২টি কলেজে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ, ২টি কলেজে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং ১টি কলেজে একাডেমিক-কাম-এক্সামিনেশন হল নির্মাণ শেষে উদ্বোধন করা হয় ।

‘নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২২৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। ‘নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অকঠামো উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬০০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ‘নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহের একাডেমিক ভবন নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৩৩টি মাদ্রাসার একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, ‘তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫৮১টি কলেজে নির্মাণ কাজ শুরুর লক্ষ্যে টেন্ডার আহ্বান করা হয়।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ‘স্কিলস ডেভেলপমেন্ট’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭টি রিজওনাল ডাইরেক্টরেট অফিসের নির্মাণ কাজ এবং ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং বগুড়াতে একটি নতুন ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়। ৫৪.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট স্থাপন’ শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ভাষা যাদুঘর, আর্কাইভ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। স্কাউট কার্যক্রম জোরদারের পাশাপাশি বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ২৪তম এশীয়-প্যাসিফিক আঞ্চলিক স্কাউট সম্মেলনকে সফল করার জন্য প্রায় ২৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধাদি সৃষ্টির জন্য ৫১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬৮৮.৭৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। বর্তমান সরকার কর্তৃক ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, ঢাকা স্থাপিত হয়। এ ছাড়া, টেক্সটাইল কলেজকে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়-এ রূপান্তর করা হয়। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ও গবেষণার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে ‘উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে (২৭টি সরকারি ও ০৩টি বেসরকারি) মোট ৩৭০.০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক.৬.১.১২ সমাজকল্যাণ

অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থ ১98.70 কোটি টাকা এবং মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ 194.03 কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি 97.64 শতাংশ। অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হচ্ছে এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য দেশের ৬ বিভাগে ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত); দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ; আহছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল; ইমপ্রুভড মেডিকেল সার্ভিসেস এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন ফর দ্য ডায়াবেটিক, ডায়াবেটিক রিলেটেড এন্ড নন-ডায়াবেটিক পেশেন্টস, লালমনিরহাট; শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ নির্মাণ; কমিউনিটি হেলথ এন্ড হার্ট হাসপাতাল, পাবনা (১ম পর্যায়); দুঃস্থ বস্তিবাসীদের জন্য ডিবিকেপি কমিউনিটি হাসপাতাল এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, হবিগঞ্জ ডায়বেটিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা; সমাজের অনগ্রসর মহিলাদের জন্য বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ; সোনাইমুড়ী অন্ধ কল্যাণ সমিতি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা; চাঁপাইনবাবগঞ্জ চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ; ঢাকা কেন্টনমেন্টে অবস্থিত ‘প্রয়াস’-এর সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন; বাংলাদেশ ডায়বেটিক এসোসিয়েশনে একটি লিভার ট্রান্সপ্লান্টটেশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা; দুঃস্থ বৃদ্ধ জনসাধারণ এবং সামাজিক প্রতিবন্ধী কিশোরীদের জন্য বহুমুখী পুবর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং ৫০ শয্যা বিশিষ্ট কিডনি ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এবং গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।

ক.৬.১.১৩ সড়ক

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সড়ক বিভাগের বিপরীতে মোট বরাদ্দ ছিল ৩,৬১২.৪২ কোটি টাকা (জিওবি ৩,০১০.৮৩ কোটি টাকা, Japan Debt Cancellation Fund (JDCF) ৬৭.৭৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৩৩.৮৪ কোটি টাকা)। তাছাড়া, রাজস্বখাতে সড়ক ও সেতু মেরামত, সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনঃনির্মাণের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১,১৩৫.৬১ কোটি টাকা। বরাদ্দের বিপরীতে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অর্জন শতকরা ৯৯.৫৯ ভাগ (৩,৫৯৭.৫২ কোটি টাকা) এবং রাজস্ব কর্মসূচির অর্জন শতভাগ। চলতি অর্থ-বৎসরে উপরে উল্লিখিত কর্মসূচির বিপরীতে নতুন সড়ক নির্মাণ/বিদ্যমান সড়ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪৭.৪৭ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। একই সময়ে ২৩৭.৯৬ কিলোমিটার সড়কবাঁধ প্রশস্তকরণ, ৩৯৮.২৫ কিলোমিটার নতুন ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ৩২৮.৮৪ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ, ৩০৭.০৫ কিলোমিটার সড়ক মজবুতিকরণ, ১০৬২.৩৪ কিলোমিটার সড়ক সার্ফেসিং এর কাজ করা হয়। এছাড়া, ১৪,৪২৭ মিটার কনক্রিট সেতু, ২,৯১৯.৭৩ মিটার আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ এবং ১,৩৫,৮৭১.৮১ মিটার রক্ষাপ্রদ কাজ করা হয়।

সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত ১৫৫টি প্রকল্পের মধ্যে প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সমাপ্ত ২৩টি প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ হল: সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২, ফরিদপুর শহরস্থ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর-বদরগঞ্জ-পার্বতীপুর সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প, এলাসিন সেতু, পালপাড়া সেতু, বথুয়াবাড়ী সেতু, জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সিলেট জোন, রংপুর জোন ও চট্টগ্রাম জোন), ফেনী-নোয়াখালী মহাসড়কের চৌমুহনী বাজার অংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, বিদ্যমান মেঘনা ও গোমতী সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প, ময়মনসিংহ শহর বাইপাস সড়ক প্রকল্প, সিলেট-জকিগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ডিভাইডারসহ পাবনা শহরের বিদ্যমান সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্প ইত্যাদি।

প্রতিবেদনাধীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ১৭টি স্থাপনা/কর্মসূচির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: রংপুর-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কে তিস্তা নদীর উপর তিস্তা সেতু, বান্দরবান পার্বত্য জেলায় সাঙ্গু নদীর উপর রুমা ও থানচি সেতু, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া-বেলকুচি সড়কে করতোয়া নদীর উপর সোনতলা সেতু, পিরোজপুরের বলেশ্বর নদীর উপর শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি সেতু, বনানী রেল ক্রসিং-এ ওভারপাস ও মিরপুর-বিমানবন্দর সড়কে রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার, পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা সড়ক উন্নয়ন, বোদা-দেবীগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন, ৭ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু), পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু), রংপুরের পীরগঞ্জে করতোয়া নদীর উপর ওয়াজেদ মিয়া সেতু, চৌফলদন্ডী সেতু, আর্টিকুলেটেড ও একতলা এসি বাস সংযোজন ইত্যাদি।

প্রতিবেদনাধীন সময়ে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হল: নবীনগর-ডিইপিজেড-চন্দ্রা সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প, গৌরনদী-আগৈলঝড়া-পয়সারহাট-কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন, ইস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, শেখ লুৎফর রহমান সেতু (পাটগাতী সেতু) নির্মাণ, অসমাপ্ত সেতুসমূহের কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্প, জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী জোন), ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, রংপুর শহর ও শহর বাইপাস সড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ, পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে শহীদ শেখ কামাল সেতু, শহীদ শেখ জামাল সেতু ও শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ, যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর সড়ক ৮-লেনে উন্নীতকরণ, সিলেটে কাজীরবাজার সেতু নির্মাণ, সুনামগঞ্জে সুরমা সেতু নির্মাণ, ৭ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু), পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) ইত্যাদি।

ক.৬.১.১৪ সেতু

সেতু বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত ৮২২.৬৭ কোটি টাকার বিপরীতে ৭৬৫.৮৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৩.০৯ শতাংশ। মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে দেশের সর্ববৃহৎ সড়ক অবকাঠামোমূলক প্রকল্প পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ নিজস্ব অর্থায়নে চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কাজ শেষ পর্যায়ে। প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য প্যাকেজসমূহের মধ্যে জাজিরা এ্যাপ্রোচ সড়ক ও জাজিরা কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের নদীতীর রক্ষামূলক কাজ চলমান আছে। মাওয়া এ্যাপ্রোচ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর জন্য ঠিকাদার নিয়োগে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন শেষ পর্যায়ে। সর্বশেষ মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের ঠিকাদার নিয়োগে দরপত্র আহ্বান করা হয়। এছাড়া, পদ্মা সেতু প্রকল্পের ৫টি প্যাকেজের মধ্যে ৩টি প্যাকেজ যথা; জাজিরা এপ্রোচ সড়ক, মাওয়া এপ্রোচ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য Special Works Organization (SWO-West), Bangladesh Army in Association with BRTC, BUET-কে Construction Supervision Constultant (CSC) হিসাবে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়। অন্য দু'টি প্যাকেজ অর্থাৎ মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের CSC নিয়োগে Expression of Interest (EoI) আহ্বান করা হলে ১১ টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব দাখিল করে। ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত করত মূল সেতুসহ অবিশিষ্ট প্যাকেজসমূহের নির্মাণ কাজ দ্রুততম সময়ে শুরু করা সম্ভব হবে আশা করা যায়।

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত প্রায় ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ পরিহারের লক্ষ্যে এলাইনমেন্ট সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধিত এলাইমেন্ট নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণে ১৩৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে পরিশোধ করা হয়। এছাড়া, ৬৯২ মিলিয়িন মার্কিন ডলার ব্যয়ে চট্রগ্রামে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

অন্যদিকে, শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া সড়ক দিয়ে চন্দ্রা পর্যন্ত প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। এটি পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণে বিনিয়োগকারী নির্বাচনে EoI আহ্বান করা হলে ৭টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। একটি চীনা সরকারি প্রতিষ্ঠান এ এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে আগ্রহ ব্যক্ত করেছে। ২৭৮.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু সেতুর ফাটল মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়।

বরিশাল ও খুলনা বিভাগের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে পিরোজপুর-ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর উপর প্রায় ২ কিলোমিটার দীর্ঘ বেকুটিয়া সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলার রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর, লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর, কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ও বরিশাল-ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর সড়কে কচা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও জাহাঙ্গীর গেইট এলাকায় যানজট নিরসনে ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

ক.৬.১.১৫ স্থানীয় সরকার

গ্রীষ্ম মৌসুমে শীতলক্ষ্যা নদীর দূষিত পানি কনভেনশনাল শোধনাগারের মাধ্যমে পরিশোধন করা সম্ভব হয় না বিধায় সায়েদাবাদ পানি শোধনাগারের অধীনে পানি শোধন করার নিমিত্ত দুই ফেজের জন্য প্রি-ট্রিটমেন্ট ইউনিটস স্থাপন করা হয় এবং সফলভাবে পানি শোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্পের তিনটি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। এগুলি হচ্ছে Intake Facility & Treatment Plant (KWSP-C1), Transmission and Distribution Pipe (KWSP-C2) **এবং** Reservoirs (KWSP-C3). প্রকল্পের প্যাকেজ সি-১ কনট্রাক্ট-এর আওতাধীন কাজসমূহ বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। ইনটেক পাম্প স্টেশন এবং ডব্লিউটিপি-এর ফেন্সিং, ড্রেনেজ, প্রি-কাস্ট ও কাস্ট ইন সিটু পাইল, পিভিসিড ইত্যাদির কাজ চলছে। ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত ভৌত কাজের অগ্রগতি ২৩ শতাংশ। প্যাকেজ সি-২ ও প্যাকেজ সি-৩ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথাক্রমে ৩৪.৫৮ ও ৭৪ শতাংশ। চট্টগ্রাম ওয়াসা জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩ সময়ে ১৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে। এতে অতিরিক্ত ১৫ এমএলডি পানি উৎপাদিত হচ্ছে। এ ছাড়া, এ সময়ে মোট ১৫ কিলোমিটার পাইপ লাইন ও উক্ত প্রকল্প হতে স্থাপন করা হয়।

রাজশাহী ওয়াসা কর্তৃক পানির কভারেজ ৪৬ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশে উন্নীত করা হয়। দৈনিক পানির উৎপাদন ২৫.৯২ মিলিয়ন লিটার থেকে ৫৫.৪৪ মিলিয়ন লিটারে বৃদ্ধি করা হয়। খুলনা ওয়াসা কর্তৃক ৫টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে ১ কোটি লিটার পানি উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। ১৩ কিলোমিটার পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়। ৫.৫ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের নির্মাণ কাজ চলমান, যার অগ্রগতি ৭৪ শতাংশ। ১.২৫ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পুনর্বাসনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, যার অগ্রগতি ৯৫ শতাংশ।

বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প দ্বারা সম্পাদিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রাবার ড্যাম, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলায় সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ৮১০ মিটার ব্রিজ, মুন্সিগঞ্জ জেলার ধলেশ্বরী-১ নদীর উপর ৪৮০ মিটার গার্ডার ব্রিজ, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ২১৬ মিটার আরসিসি ব্রিজ, বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলায় বাঙ্গালী নদীর উপর ২৮০ মিটার বিলচাপরী ব্রিজ, পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলাধীন হলুদঘর-গোপালপুর সড়কে ৯০ মিটার আরসিসি ব্রিজ, বাহ্মণ-বাড়ীয়া জেলার তিতাস নদীর উপর ২৪১.৭৫ মিটার আরসিসি ব্রিজ, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় ১০০ মিটার ব্রিজ, জামালপুর জেলার চিকায়আনি-চড়মগুরিহাট সড়কে ২৮০ মিটার গার্ডার ব্রিজ, সাতক্ষীরা জেলার চৌদ্দরশি নদীর উপর ১৪০ মিটার পিসি গার্ডার ব্রিজ, মানিকগঞ্জ জেলার ট্যাংগুন নদীর উপর ২৫০ মিটার ব্রিজ, মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় ২৭৫ মিটার ব্রিজ ও সিংগাইর উপজেলায় ১৪০ মিটার কানসা ব্রিজ, বরিশাল জেলার হিজলা-মুলাদী সড়কে ৪২০ মিটার ব্রিজ, কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় মহেশখালী-কক্সবাজার-সবাদিয়া সড়কে ২১০ মিটার ব্রিজ, গোলপাড়া-শিবু নদীর উপর ২১০ মিটার ব্রিজ, কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় ৭৫ মিটার দীর্ঘ গার্ডার ব্রিজ (বাড়ীকান্দি-মাজেদপুর-মোহনপুর লঞ্চঘাট রোড) ও নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায় লালোর ইউপি-ডাকমন্ডাল হাট সড়কে মরা আত্রাই নদীর উপর ৯৬ মিটার দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়।

ক.৬.১.১৬ স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (পিএফডি) অপারেশন প্লানে ৩৬৫৪৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২৭০৪৯.০০ লক্ষ টাকা, আরপিএ ৯,৫০০.০০ লক্ষ টাকা) এবং ২৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে ৭৯,০৩১.০০ লক্ষ টাকা সর্বমোট ১,১৫,৫৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। উক্ত প্লানে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ৩৬,৩৯১.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে ৭৫,১৬৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। যা মোট বরাদ্দের ৯৬.৫২ শতাংশ। স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস সংস্থার মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় (পিএফডি) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে: ঢাকাস্থ খিলগাঁও-এ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকার শ্যামলিতে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল নির্মাণ, শেরে বাংলা নগরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সাইন্স ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও-এ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি, রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আধুনিকায়ন এবং এক্সটেনশন নির্মাণ কাজ । এছাড়া, একই সময়ে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আইসিইউ ক্যাজুয়ালটি ইউনিটের আধুনিকায়ন এবং এক্সটেনশন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় (পিএফডি) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের চলমান কার্যসমূহ হচ্ছে: ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা থেকে ৫০০ শয্যায় উন্নীত করা, খুলনা ও পঞ্চগড়ে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্মচারীদের জন্য ষ্টাফ কোয়াটার, ঢাকা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ছাত্র/ছাত্রী হোস্টেল, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন, খুলনা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও দিনাজপুর হাসপাতালে মেডিকেল গ্যাস স্থাপন, ঢাকা মেডিকেল কলেজে বিদ্যমান স্থাপনার সম্প্রসারণ ও নতুন ভবন নির্মাণ, নোয়াখালী, পাবনা, কক্সবাজার ও যশোর-এ মেডিকেল কলেজ স্থাপন, সাভারের ধামরাইতে ট্রমা সেন্টার, হবিগঞ্জের বাহুবলে ট্রমা সেন্টার এবং মুন্সিগঞ্জে মাওয়ায় ট্রমা সেন্টার নির্মাণ। এছাড়া, বাগেরহাট, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, বরগুনা, টংগী, মাদারীপুর, কুড়িগ্রাম, ভোলা, সুনামগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, মাগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, সাভারে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যানেজমেন্ট এবং খুলনায় আই সি ইউ এবং ক্যাজুয়ালটি ইউনিট নির্মাণ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ সম্প্রসারণ, গোপালগঞ্জে শেখ সায়রা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি (বিএসএমএমইউ)-কে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে উন্নীতকরণ, গোপালগঞ্জে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন্নেছা চক্ষু হাসপাতাল এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, এক্সপানশন অফ কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অফ নার্সিং এডুকেশন, ঢাকা শিশু হাসপাতাল সম্প্রসারণ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন এবং রেফারেল সেন্টার, খুলনায় শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডাইজেসটিভ ডিজিজ রিসার্চ এবং হাসপাতাল নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া উক্ত অর্থ-বৎসরে ৪২৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় এবং ৪২৪টি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, ৩১টি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয় এবং ৪৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর উন্নীতকরণ কাজ চলমান রয়েছে। সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করাসহ অন্যান্য ৪৪টি স্থাপনার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় এবং ৫৬টি স্থাপনার কাজ চলমান রয়েছে।

ক.৭ দারিদ্র্য নিরসন

দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় দারিদ্র্য নিরসনকে অগ্রাধিকার দিয়ে একটি সংহত ও সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী তৈরি করা হচ্ছে, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সকল প্রকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক অভিঘাত থেকে সুরক্ষা দেবে। ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে, যার উদ্দেশ্য দারিদ্র্যসীমার নিচে

বসবাসকারী সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত ২০১০ সালের Household Income and Expenditure Survey (HIES) অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অতীব দরিদ্র (extreme poor) জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২৬০.৭০ লক্ষ, যা মোট জনসংখ্যার ১৭.৬ শতাংশ এবং দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী সাধারণ দরিদ্র (poor) জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৪৬৭.৯০ লক্ষ, যা মোট জনসংখ্যার ৩১.৫ শতাংশ। HIES ২০১০ ও ২০০৫ অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যা গত পাঁচ বছরে ৮.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সালে দারিদ্রসীমা ছিল ৪০.০ শতাংশ যা ২০১৩ সালে হ্রাস পেয়ে ৩১.৫ শতাংশে দাঁড়ায়। এ সময়কালে দারিদ্র ব্যবধান (poverty gap) উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সালের ৯.০ শতাংশের বিপরীতে ২০১০ সালে ৬.৫ শতাংশ এবং আয় বন্টন বৈষম্যের অনুপাত (gini coefficient) ২০০৫ সালের ০.৪৬৭ শতাংশের তুলনায় ২০১০ সালে ০.৪৫৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর HIES জরিপ করে থাকে। সর্বশেষ ২০১০ সালে জরিপ অনুষ্ঠিত হয়।

ক.৮ কর্মসংস্থান

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১০-এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে ১৫ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়সী শ্রমশক্তির পরিমাণ ৫৬.৭ মিলিয়ন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৯.৫ মিলিয়ন ও মহিলা ১৭.২ মিলিয়ন। শ্রমশক্তির মধ্যে ৫৪.১ মিলিয়ন কর্মে নিয়োজিত এবং ২.৬ মিলিয়ন বেকার। বাংলাদেশে ১৫ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়সী লোকের কর্মে অংশগ্রহণের হার (participation rate) ৫৯.৩ শতাংশ। এ হার পুরুষের ক্ষেত্রে ৮২.৫ শতাংশ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে ৩৬.০ শতাংশ এবং বেকারত্বের হার ৪.৫ শতাংশ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রতি ৩-৫ বৎসর পর পর শ্রমশক্তি জরিপ পরিচালনা করা হয়। সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ মে ২০১০ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে শ্রমশক্তি ও শিশুশ্রম জরিপ, ২০১৩ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত চলবে এবং জুন ২০১৪ সালে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হবে। উল্লেখ্য, আগামী ২০১৪ সাল থেকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে শ্রমশক্তি জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ক.৯ প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ-লোকসান

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৬৯টি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত মোট লাভের পরিমাণ **১০,৭৯৪.৭১** কোটি টাকা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ লাভজনক প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, যার লাভের পরিমাণ ১,২১২.০২ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লাভজনক প্রতিষ্ঠান জনতা ব্যাংক লিমিটেড-এর লাভের পরিমাণ ১,১৬১.৩১ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ১৭টি প্রতিষ্ঠানে মোট লোকসানের পরিমাণ ৭,১৩৮.২৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে সর্বোচ্চ লোকসানি প্রতিষ্ঠান জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, যার লোকসানের পরিমাণ ৫,৮০৭.০৩ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ভোক্তার নিকট সহনীয় মূল্যে জ্বালানি তেল বিক্রয়ের কারণে এ প্রতিষ্ঠানটিকে লোকসান দিতে হয়েছে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লোকসানি প্রতিষ্ঠান ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, যার লোকসানের পরিমাণ ৩৭৫.০০ কোটি টাকা। গত অর্থ-বৎসরের তুলনায় সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট লোকসানের পরিমাণ ৪,৩৮২.৮০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাধীন লাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও লাভের পরিমাণ **পরিশিষ্ট-'গ'**-তে এবং লোকসানি প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও লোকসানের পরিমাণ **পরিশিষ্ট-'ঘ'**-তে দেখানো হল।

ক.১০ উৎপাদন বিষয়ক

উৎপাদন বিষয়ক তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি বিষয়ক পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল:

ক.১০.১ কৃষি/শিল্প পণ্য, সার, জ্বালানি ইত্যাদি

পণ্যের নাম	একক	২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা	২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে প্রকৃত উৎপাদন	লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উৎপাদনের শতকরা হার	দেশজ উৎপাদনে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কত শতাংশ মেটানো যাচ্ছে	পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরে (২০১১-১২) প্রকৃত উৎপাদন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
চাল	লক্ষ মেট্রিক টন	৩৪৪.৩০	৩৩৮.৩৩	৯৮.২৭	১০০	৩৩৮.৯০
গম	লক্ষ মেট্রিক টন	১২.৪১	১২.৫৫	১০১.১৩	–	৯.৯৫
ভুট্টা	লক্ষ মেট্রিক টন	২০.৪২	২১.৭৮	১০৬.৬৬	–	১৯.৫৪
আলু	লক্ষ মেট্রিক টন	৮৮.৩৮	৮৬.০৩	৯৭.৩৪	১০০	৮২.০৫
পেঁয়াজ	লক্ষ মেট্রিক টন	১৯.৬১	১৯.১৪	৯৭.৬০	৬৮.৭৭	১৮.৯৯
পাট	লক্ষ বেল	৭৪.৩৭	৭৬.১১	১০২.৩৩	–	৮০.৩০
শাকসবজি	লক্ষ মেট্রিক টন	১২৬.৬৩	১৩২.২১	১০৪.৪১	১০০	১২৫.৮০
সুতা (রেশম)	মিলিয়ন কেজি	০.০০০৬	০.০০০৪৭৩	৭৮.৮৩	-	০.০০০৭০৭
সুতা[2]	মিলিয়ন কেজি	২.৬৯৩	১.৬৬৮	৬২	১%-এর চেয়েও কম	২.৪০৫
পাটজাত দ্রব্য	লক্ষ মেট্রিক টন	১১.১৯	১১.৯৯	১০৭.১৪	১০০	১০.৬৭
সার (ইউরিয়া)	লক্ষ মেট্রিক টন	১১.১৫	১০.২৬	৯২.১১	৪১.০৮	৯.৩৩
লবণ	লক্ষ মেট্রিক টন	১৫.২০	১৬.৩৪	১০৮	১০৮	১১.৬৯
চিনি	লক্ষ মেট্রিক টন	১.২৯	১.০৭	৮৩	৭.৬৫	০.৬৯
মৎস্য	লক্ষ মেট্রিক টন	৩৩.৯০	৩৩.৯২	১০০	৯৭.৫২	৩২.২২
মাংস	লক্ষ মেট্রিক টন	২৪.০০	৩৬.২০	১৫০.৮০	৫৪.২০	২৩.৩২
দুধ	কোটি লিটার	সরকারি ০.০৮ বেসরকারি ৩৫২.৫০	০.০৬ ৫০৬.৭০	- ১৪০.০০	৩৬.৪১	সরকারি ০.০৬ বেসরকারি ৩৪৬.৩
ডিম	কোটি	সরকারি ০.৭৫ বেসরকারি ৮১৪.০	০.৫৩ ৭৬১.৬৮	৯০.০	৪৮.০৩	৭৩০.০
গ্যাস	বিসিএফ	৮০৬.৯০৬	৮০১.৬৯৯	৯৯.৩৫	৮৮.৮৫	৭৪৭.৯৬৬
কয়লা	লক্ষ মেট্রিক টন	৬.৬০	৮.৫৪	১২৯.৫১	১৪	৮.৫২
কঠিন শিলা	লক্ষ মেট্রিক টন	৩.৬০	৩.৩৩	৯২.৫	–	৩.৪৪
চা	মিলিয়ন কেজি	৬০.৫০	৬২.৩৮	১০৩	১০০	৫৯.৫৪

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে গম, ভুট্টা, পাট, লবণ, মৎস্য, মাংস, কয়লা এবং চায়ের প্রকৃত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের তুলনায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে গম, ভুট্টা, আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজি, সার, লবণ, চিনি, মৎস্য, মাংস, দুধ (বেসরকারি), ডিম, গ্যাস, কয়লা এবং চায়ের প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ভুট্টার উৎপাদন পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২.২৪ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে।

[2] বিটিএমসির আওতাধীন অধিকাংশ বস্ত্রকল বন্ধ থাকা, গোল্ডেন হ্যান্ডশেক, জনবলের দক্ষতার অভাব, পুরানো মেশিনারি এবং বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে সুতা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

ক.১০.২ বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল ও পানি

বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল এবং পানি উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হল। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সকল তথ্য বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানি তেল সংক্রান্ত তথ্য জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং পানি উৎপাদন ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ক.১০.২.১ বিদ্যুৎ সরবরাহ

	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় হ্রাস/ বৃদ্ধির পরিমাণ ও শতকরা হার (%)
সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট)	৬,৮০০	৬,৬০০	+ ২০০ (৩.০৩)
সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)	৬,৪৩৪	৬,০৬৫.৫	+ ৩৬৮.৫ (৬.০৮%)
মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎ (গিগাওয়াট-ঘণ্টা)	৩৮,২৩০	৩৫,১১৮	+ ৩,১১২ (৮.৮৬%)
গড় লোড শেডিং (মেগাওয়াট)	২২৫	৩৮০	- ১৫৫ (- ৪০.৭৯%)

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ

বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ বিগত বৎসরের তুলনায় যথাক্রমে ২০০ মেগাওয়াট ও ৩৬৮.৫ মেগাওয়াট বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অর্থ-বৎসরে সর্বমোট ৬,৬০৪ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়। উল্লেখ্য, ১২ জুলাই ২০১৩ তারিখে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ উৎপাদন ৬,৬৭৫, মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। ২০০৯ সালের শুরুতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থাপিত ক্ষমতা ৫,৪৫৩ মেগাওয়াট থেকে বর্তমানে ৯,৬৭৩ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে এ পর্যন্ত ৪,৪৩২ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাণিজ্যিকভাবে চালু করে। ডিসেম্বর ২০১৩ সালের মধ্যে আরো ৬৪১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে আসবে। এতে ২০১৩ সালের মধ্যেই বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে আশা করা যায়। এছাড়া, অক্টোবর ২০১৩-এ ভারত থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১,৩৩১ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ৩৯,৬৫৭ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ৩৪ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর হার ৪৭ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

ক.১০.২.২ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে চুক্তি-স্বাক্ষরিত, চালুকৃত ও নির্মাণাধীন বিদ্যুৎকেন্দ্রের তথ্য

পর্যায়	বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা	উৎপাদন ক্ষমতা
চুক্তি-স্বাক্ষরিত	১৪টি	২,২৬০ মেগাওয়াট
চালুকৃত	৬টি	৪৯০ মেগাওয়াট
নির্মাণাধীন (জুন ২০১৩)	৩৩টি	৬,৭০৭ মেগাওয়াট

সূত্রঃ: বিদ্যুৎ বিভাগ

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর এ পর্যন্ত ৯,৮৫৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে সরকারি খাতে ২,৮২৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১১টি, বেসরকারি খাতে ৩,৫৯৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২১টি অর্থাৎ মোট ৬,৪১৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৩২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। এছাড়া, সরকারি খাতে ১,১৮৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৫টি, বেসরকারি খাতে ২,৮৬৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৫টি অর্থাৎ মোট ৪,০৪৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে। একই সাথে সরকারি খাতে বৃহৎ আকার বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ৩,৩৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৬টি এবং বেসরকারি খাতে ১০৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২টি অর্থাৎ মোট ৩,৪৬৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র

নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

ক.১০.২.৩ বিদ্যুৎ-এর গড় সিস্টেম লস

সংস্থার নাম	সিস্টেম লসের শতকরা হার		পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সিস্টেম লসের হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)
	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো)	১১.৯৫	১২.১৫	- ০.২০
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো)	১৩.৮৯	১৩.৯৯	- ০.১০
ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি)	৯.০৭	৯.৮৭	- ০.৮০
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	৮.৪৪	৮.৫২	- ০.০৮
ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)	১১.৩৮	১১.৬৬	- ০.২৮
মোট বিতরণ লস	১২.০৩	১২.২৬	- ০.২৩
সঞ্চালন	২.৯৪	২.৯৬	- ০.০২
মোট : বিতরণ ও সঞ্চালন	১৪.৩৬	১৪.৬১	- ০.২৫

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে সকল সংস্থার বিদ্যুতের গড় সিস্টেম লস পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

we`¨r wefvM Ges Gi AvIZvaxb ms¯v/†KvwÚvNimg‡ni A_-ermi wfwËK we`¨‡Zi Mo wm‡÷g jm (শতকরা হার) নিম্নে বার চার্টে প্রদর্শিত হল:

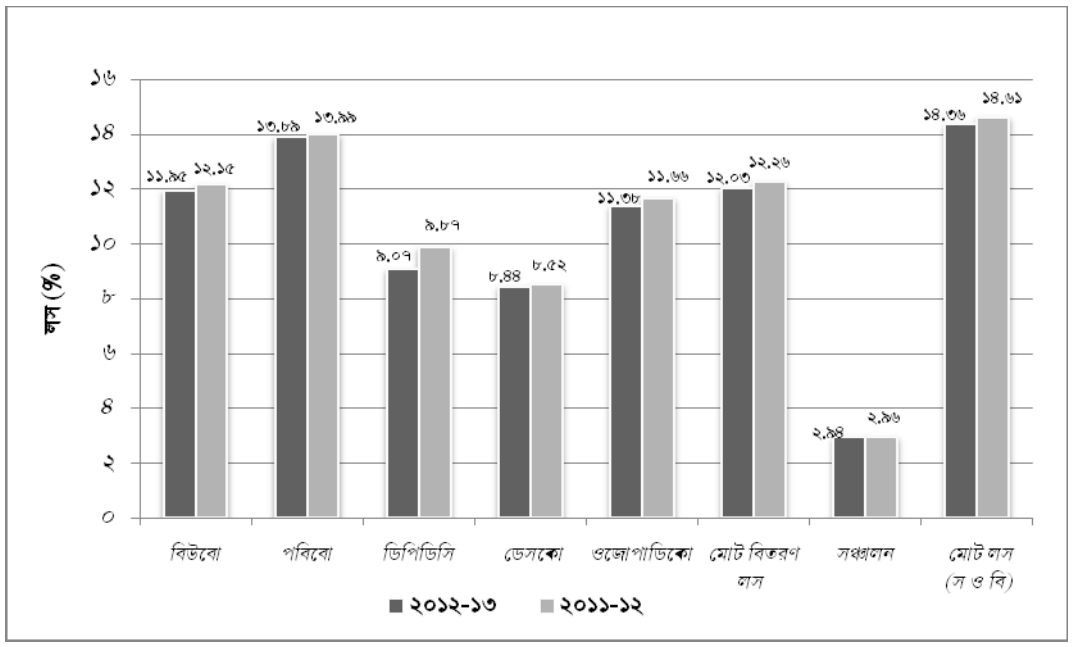

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ।

চার্টে দেখা যায়, প্রতিবেদনাধীন বৎসরে সকল সংস্থার সিস্টেম লস পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

ক.১০.২.৪ জ্বালানি তেলের সরবরাহ

	মেট্রিক টন		পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) পরিমাণ এবং শতকরা হার
	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
চাহিদা	৫৫,০০,০০০	৬৬,৭৫,০০০	- ১১,৭৫,০০০ (১৭.৬০%)
সরবরাহ	৫০,৮৫,০০০	৫২,১৩,৬৪৬	- ১,২৮,৬৪৬ (২.৪৭%)

সূত্র: জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

ক.১০.২.৫ মেট্রোপলিটন এলাকায় পানি সরবরাহ (লক্ষ গ্যালন)

		প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) পরিমাণ
ঢাকা	চাহিদা	১৮,৫১,৭৩৮	১৮,৫১,৭৩৮	-
	সরবরাহ	১৮,৫১,৭৩৮	১৬,৭২,৬৩৪	+ ১,৭৯,১০৪
চট্টগ্রাম	চাহিদা	৪,১৬,১৩২*	৬,১০,৩৪০	- ১,৯৪,২০৮
	সরবরাহ	১,৪৩,২৮৬	১,৪১,৯৩৮	+ ১,৩৪৮
রাজশাহী	চাহিদা	১,১২,২০০	১,১২,২০০	-
	সরবরাহ	৫২,৭১৬	৫২,৭১৬	-
খুলনা	চাহিদা	৬০০	৬০০	-
	সরবরাহ	২৮৫	২৫৫	+ ৩০

* আদমশুমারি ও গৃহগণনা-২০১১ এবং KOICA-এর স্টাডি রিপোর্ট অনুযায়ী চট্টগ্রাম ওয়াসার চাহিদা পুনঃনির্ধারণ করা হয়।
সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগ।

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে ঢাকা ও খুলনা মেট্রো এলাকায় পানির চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলেও সরবরাহ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজশাহী মেট্রো এলাকায় পানির চাহিদা ও সরবরাহ উভয়ই অপরিবর্তিত আছে। অন্যদিকে, পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় চট্টগ্রাম মেট্রো এলাকায় পানির চাহিদা হ্রাস পেলেও সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ক.১১ বিদেশে জনশক্তি প্রেরণ

জনশক্তি প্রেরণ ও প্রত্যাগমন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩) জন	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২) জন
প্রেরণ	৪,৪১,৩০১	৬,৯১,৪০২
প্রত্যাগমন	১৫,৯৬৪	২৮,৮৫৮

উৎস: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

ক.১২ পর্যটক (স্থল, নৌ ও আকাশপথে বাংলাদেশে আগত বিদেশি নাগরিকের সংখ্যা)

	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) পরিমাণ	আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
মোট যাত্রীর সংখ্যা **(জন)**	৪,৪৯,৫৯০	৪,৩৯,৪২৯	+ ১০,১৬১	১০০.৮৬
পর্যটকের সংখ্যা **(জন)**	২,০৪,৫৩১	২,০২,১২৫	+ ২,৪০৬	৮৭.৮০

উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।

(খ) প্রশাসনিক

খ.১ জনবল

পদের নাম	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) শতকরা হার
অনুমোদিত পদ	১২,৬৪,৩২৩	১১,৯৭,৯০০	+ ৫.৫৪
শূন্য পদ	২,৫৪,৪৫৫	২,৪২,২৩৬	+ ৫.০৪

উৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রেরিত তথ্য হতে সঙ্কলিত।

প্রতিবেদনাধীন বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় অনুমোদিত পদ এবং শূন্য পদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১০ হাজারের বেশি পদ শূন্য ছিল এমন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা আটটি। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ৩৯,৭০২টি; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২৪,৭৯৮টি; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২৪,৫৮৬টি; রেলপথ মন্ত্রণালয়ে ১৫,৩৮৫টি; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১৩,৮১৫টি; ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ১২,১৮৬টি, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে ১১,৮৫৮টি এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে

১০,৪২১টি পদ শূন্য রয়েছে।

খ.২ উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদ ও সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ

পদের ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)
উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত পদ	৩,০১০	৬,২৪৫
উন্নয়ন বাজেট থেকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরের জন্য প্রক্রিয়াধীন পদ	৬,০৪৯	১০,০৮৮
রিটেনশনকৃত অস্থায়ী পদ	২,৩০,৬৫০	২,২২,১৮৩

উ□স: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রেরিত তথ্য হতে সঙ্কলিত।

খ.৩ নিয়োগ ও পদোন্নতি

		প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)
নিয়োগ	কর্মকর্তা	৭,১৫৫	১২,০১৬
	কর্মচারি	২২,৫৯৭	৩৮,৯৯৭
	মোট	**২৯,৭৫২**	**৫১,০১৩**
পদোন্নতি	কর্মকর্তা	১০,৩৬০	১০,৭৮৬
	কর্মচারি	১১,১১২	১৩,১৭৪
	মোট	**২১,৪৭২**	**২৩,৯৬০**

উৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রেরিত তথ্য হতে সঙ্কলিত।

খ.৪ শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা

অর্থ-বৎসর	পুঞ্জীভূত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	চাকরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা	অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
২০১২-১৩	১৩,১২১	১,৩৫৬	২,৮৬০	২,৪৩৫	৬,৬৫১	৬,৪৭০
২০১১-১২	২৪,৪৬৪	৩,১৭৮	১২,৫৩৫	১,৮৭১	১৭,৫৮৪	৬,৮৮০

উৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রেরিত তথ্য হতে সঙ্কলিত।

খ.৫ অডিট আপত্তি

অর্থ-বৎসর	পুঞ্জীভূত অডিট আপত্তি		নিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকা)	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকা)	সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (কোটি টাকা)
২০১২-১৩	৯,০০,৮৪১	৫,৪২,২৯১.২৪	২৬,৫৭৪	১১,৬১৭.৮১	৮,৭৪,২৬৭	৫,৩০,৬৭৩.৪৩
২০১১-১২	৮,৯০,১৭৮	৩,৮৫,৭৯৭.২১	৩০,৩৬২	৮,৯২৩.১৩	৮,৫৯,৮১৬	৩,৭৬,৮৭৪.০৮

উৎস: কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল-এর কার্যালয়।

২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে, যেমন-স্থানীয় সরকার বিভাগে ১,৭৮,৩০৭টি; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে ৭০,৮৮১টি; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ৫৬,৫৪২টি এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে ৫১,৪৯০টি। দু'টি মাত্র মন্ত্রণালয়/বিভাগ (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়) থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী বিগত বছরের অডিট রিপোর্টে প্রদত্ত গুরুতর/বড় রকমের জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য **পরিশিষ্ট-'ঙ'**তে

দেখানো হল।

খ.৬ সরকার কর্তৃক/ সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

অর্থ-বৎসর	সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা
২০১২-১৩	৪৭,৩৩৭	২৭,৭৩৬	১,৯৮৮	২০,১৮৮
২০১১-১২	৩,৪৫,৩৭৬	২২,২৮০	১,১৫২	১৮,৫৩৩

উৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রেরিত তথ্য হতে সঙ্কলিত।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা সর্বোচ্চ ৩৩,৭০৬টি; ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০,২১২টি এবংআইন ও বিচার বিভাগে তৃতীয় সর্বোচ্চ ১,৩০৭টি।

.খ.৭ তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহার

খ.৭.১ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধা রয়েছে। ৪৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন কোনো কোনো দপ্তর/সংস্থায় Local Area Network (LAN) ও ১৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে Wide Area Network (WAN) সুবিধা আছে। মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে আনুষ্ঠানিকভাবে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা ৯৫,৭৬১ জন। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা ছিল ৮৬,৪৩২ জন। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে প্রশিক্ষিত জনবল ৯,৩২৯ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ.৭.২ যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (A2I)-এর সহায়তায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ 'Electronic Financial Inclusion (e-FI)' শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন ও প্রজ্ঞাপন জারি করে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির আওতায় আর্থিক খাতকে গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি দক্ষ ও নিরাপদ পেমেন্ট সিস্টেম চালু করা হয়। অটোমেডেট ক্লিয়ারিং হাউস প্রতিষ্ঠা করা হয়। ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে National payment switch Bangladesh (NPSB) কর্যক্রম শুরু হয় এবং অবশিষ্ট ব্যাংকগুলোকে এতে সম্পৃক্ত করার কাজ চলছে। দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এদের শাখাগুলোকে অনলাইন ব্যাংকিংয়ের আওতাভুক্তকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে দেশে কার্যরত ৪৭টি ব্যাংকের মধ্যে ৩৭টি ব্যাংক পুরোপুরি অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করেছে। মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধ প্রতিরোধ কার্যক্রম আরো জোরদার এবং এর সম্ভাব্য উৎস শনাক্তকরণ এবং তা কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর 'IT systems for Bangladesh financial intelligence unit for STR and CTR' প্যাকেজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পরিচালিত 'সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্টের' আওতায় এর সার্বিক কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়। আর্থিক খাতের সকল তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুগোপযোগী মুদ্রানীতি প্রণয়ন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স ও সুপারভিশন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে 'এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউস (EDW)' প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন প্রদানে সৃষ্ট 'ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT)' সরকারের বিভিন্ন সঞ্চয়ী প্রকল্পের কার্যক্রম, সরকারি হিসাবে লেনদেনের আর্থিক বিবরণী এবং সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নির্ভুল ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যাংকিং অ্যাপিলকেশন সফট্ওয়্যার চালু করা হয়। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণকল্পে তথ্য আদান-প্রদানের নিমিত্ত ই-রেগুলেটরি সিস্টেম নামে একটি ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করা হয়। এছাড়া, দেশে বিদ্যমান ATM (Automated Teller Machine) ও

POS (Point of Sale) সুইচসমূহের জন্য একটি কমন প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়।

খ.৭.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আধুনিকীকরণের জন্য অর্থ বিভাগের LAN স্থাপনের কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। মাঠ পর্যায়ে কর সার্কেলসমূহে করদাতাদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য Management Information System for Taxation (MIST) সফটওয়্যার-এর ব্যবহার শুরু **এবং** ই-টি রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়। সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পি.ডি.এস তৈরির লক্ষ্যে সকল ক্যাডারের ২৮,৪৫৯ জন কর্মকর্তার অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়। ৫০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১,১৯৫ জন কর্মকর্তাকে এবং মাঠ প্রশাসনের ৮৩১ জন কর্মকর্তাকে তথ্য-প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশে e-Tendering চালুর লক্ষ্যে বহুল প্রত্যাশিত National Electronic Government Procurement (e-GP) web portal ০২ জুন ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের পর জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৭৭২ জন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে।

খ.৭.৪ 3G Cellular Mobile Phone Services Regulatory and Licensing Guidelines, 2013 অনুমোদন করা হয়। বিটিআরসি কর্তৃক ৮৪০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে VOIP Service Providers (VSP) লাইসেন্স ইস্যু এবং প্রায় ৩৫০টি VSP অপারেটরকে বিভিন্ন International Gateway (IGW)-তে তালিকাভুক্ত করার অনুমোদন প্রদান করা হয়। গ্রাহকদের মানসম্পন্ন সেবা ও সেবার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চার্জ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্যাকেজ নির্বিশেষে ভয়েস কল Interactive Voice Response (IVR)সহ সর্বোচ্চ দশ সেকেন্ড পালস্ হারে নির্ধারণ করা হয়।

খ.৭.৫ বাংলাদেশ টেলিকমিনিকিউশনস রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) গঠিত হওয়ার পর থেকে দেশে ক্রমপ্রসারমান টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তিসমূহ বিশেষ করে মোবাইল ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির প্রসার সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কমিশন গঠনের পূর্বে যেখানে মোবাইল ও Public Switched Telephone Network (পিএসটিএন) গ্রাহক ছিল ৭.৪৩ লক্ষ, বর্তমানে (আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত) শুধু মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০.৯১ কোটি এবং পিএসটিএন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৩.২৩ লক্ষ এবং ঘনত্ব ০.৭৯ শতাংশ আর ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩.৫৯ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ফলে দেশের টেলিডেনসিটি বর্তমানে ৭৩.৫৫ শতাংশ এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ২৪ শতাংশে উন্নীত হয়।

খ.৭.৬ লার্নিং এন্ড আর্নিং কর্মসূচির আওতায় সারা দেশের ১১,৩৬০ জনকে ফ্রিল্যান্সিং এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ৭,৭৭০ জনকে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট ৩৫৯০ জনের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রক্রিয়াধীন। "‡বসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপ টু উপজেলা লেভেল'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১,২৬০ জন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষককে এবং প্রায় ৭০,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট শ্রেণি সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পে উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক স্তরের ৭,২০০ জন শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ২৫০টি উপজেলায় ৩৭৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া ২টি কর্মসূচির অধীনে ৩৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Virtual Desktop Computer Network Lab স্থাপন করা হয়। মোবাইল এ্যাপস এর উপর দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অন লাইনে ক্রয় বিক্রয়ে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সিলেট, চট্টগ্রাম জেলা এবং ইংল্যান্ডের লন্ডনে ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হয়। ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিসিএ) কর্তৃক আগ্রহী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী দপ্তর, ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান করা শুরু হয়। ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিষয়ক প্রচারণার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ২৫,৫০০ জন সরকারী কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রদানের জন্য একটি কর্মসূচীর কাজ চলমান রয়েছে। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য মোবাইল হেলথ্ সার্ভিস আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়।

খ.৭.৭ দেশের সরকারি অফিসসমূহের মধ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজ-কর্মে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে অফিসসমূহকে একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করতে 'BanglaGovNet' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ৬৪টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় এবং ন্যূনতম ১১৪টি সরকারি দপ্তরকে একটি পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপনের লক্ষ্যে ৯৬৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত 'CUET IT Business Incubator' স্থাপন কর্মসূচি অনুমোদিত হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সদ্য পাসকৃত IT গ্রাজুয়েটদের দক্ষ মানব

সম্পদ এবং আইটি উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলা ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং IT ইন্ডাস্ট্রিজের সাথে linkage স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

খ.৭.৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার নবীনগর মৌজায় ৩টি সরকারি সংস্থার ৩৪ একর জমিতে 'বরেন্দ্র সিলিকন সিটি' নামে একটি আইটি ভিলেজ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আইটি সেবাকে আঞ্চলিক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে তথা সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যশোরে একটি Software Technology Park স্থাপনের প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। দেশের প্রত্যেকটি বিভাগ পর্যায়ে আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠার সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপাতত সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং পঞ্চগড়ে যথাক্রমে সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি, চট্টগাম সাইবার সিটি, চন্দ্রদ্বীপ ক্লাউড চর এবং পঞ্চগড় নেটওয়ার্ক সিটি নামে একটি করে আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, ঢাকার মহাখালীতে একটি আইটি ভিলেজ স্থাপনের জন্য ঢাকার গুলশান থানার অন্তর্গত কড়াইল মৌজায় ৪৭ একর জমি চিহ্নিত করা হয়। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গাজীপুর জেলায় ২৩২ একর জমির উপর কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দেশে সফটওয়্যার পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কারওয়ান বাজারস্থ জনতা টাওয়ারকে সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্কে (STP) রূপান্তর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

খ.৭.৯ বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক আইন এবং এর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এবং এসআরও-কে ইলেকট্রনিক ফরমেটে businesslaws (www.businesslaws.boi.gov.bd) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে। বর্তমান সরকারের বৃহত্তম ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রোগ্রামের একটি অংশ হিসাবে বিনিয়োগ বোর্ডের online registration system চালু করা হয়। এর ফলে বিনিয়োগ বোর্ডে না এসে এবং কোনো মাধ্যম ছাড়াই একজন বিনিয়োগকারী approval চাইতে পারছেন। এই নতুন system-টি একইসাথে আবেদনপত্র দাখিল ও processing time কমিয়ে দিয়েছে। বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যাবলি automation এবং গ্রাহক সুবিধা উন্নত করার লক্ষ্যে BOI Online Service Tracking System (BOST) নামে একটি file tracking system স্থাপন করা হয়, যার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ তাদের file-এর গতিবিধি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

খ.৭.১০ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে আইসিটি সেল গঠন ও উক্ত সেলের জন্য জনবল ও সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়; বিভিন্ন প্রকার তথ্য আদান-প্রদানসহ দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে অপটিক্যাল ফাইবারস্ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয় ও Local Area Network (LAN) স্থাপন করা হয়। প্রথম শ্রেণির সকল কর্মকর্তাকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানসহ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাগণকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

খ.৭.১১ মে ২০১১-জুন ২০১৪ মেয়াদে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সমবায় অধিদপ্তরে 'সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন' প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, জেলা সমবায় কার্যালয়, ২৪২টি উপজেলা সমবায় কার্যালয় এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ৩৭৬টি কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কম্পিউটার ভিত্তিক এমআইএস ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়, যার ফলে দেশের সকল সমবায় সমিতির তথ্য উপাত্ত এবং কার্যক্রমের তথ্যাদি পাওয়া সহজ হচ্ছে।

খ.৭.১২ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ফেরি ও যাত্রীবাহী জাহাজসহ বিআইডব্লিউটিসির ৪০টি জাহাজে Vehicle Tracking System (VTS) স্থাপন করা হয়। এর ফলে প্রধান কার্যালয় হতে ফেরি ও যাত্রীবাহী সার্ভিসে নিয়োজিত বিভিন্ন জলযানের অবস্থান সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্যাদি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে যে কোনো অসুবিধা/দুর্ঘটনা তাৎক্ষণিক মোকাবেলার মাধ্যমে আইডব্লিউটিসি পরিচালিত বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধি এবং জনগণের দুর্ভোগ লাঘব করা সম্ভব হবে।

খ.৭.১৩ ওয়াকফ অফিস কর্তৃক ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকীকরণ ও কম্পিউটারায়ন কর্মসূচির আওতায় ৭৭,৫২,০০০

টাকার কম্পিউটারায়নসহ অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয় এবং ৯০টি উপজেলার ওয়াকফ এস্টেটসমূহের জরিপ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

খ.৭.১৪ সরকারের আইসিটি নীতিমালার আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার সেল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ০৬টি পদ সৃজনে সম্মতি নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ে ইন্টারনেট সেবার মান উন্নতকরনের জন্য বিটিসিএল হতে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়া হয় এবং Wi-Fi এর আওতায় আনা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে রেখে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মাঠ পর্যায়ে ১,১০৯টি অফিসে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়। মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ তাদের হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলি বর্তমানে অনলাইনে সম্পন্ন করছে। ICT নীতিমালার আলোকে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে শিক্ষকদের সক্ষম করে তোলার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৫৫টি পিটিআইতে অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও ক্লাসরুমে ব্যবহারের জন্য প্রতিটি পিটিআইতে ল্যাপটপ এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা হয়। দেশের ১,০০০টি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, সাউন্ড বক্স ও ইন্টারনেট মডেম সরবরাহ করা হয়। শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ১,০০০টি বিদ্যালয়ে (ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, সাউন্ড বক্স, ও ইন্টারনেট মডেম সমন্বয়ে) ০১টি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়। ক্লাসরুমে শিক্ষকরা যাতে নিজেরা content তৈরি করে ব্যবহার করতে পারেন সে লক্ষ্যে ৫,০০০ শিক্ষককে ICT based content তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও www.teachers.gov.bd ঠিকানার পোর্টালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ নিজেদের content upload করে নিজেদের মধ্যে তা বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতা এবং content মানোন্নয়নের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

খ.৭.১৫ ব্যান্সডক-এর অনলাইন প্রকাশনা National Union Catalogue of Scientific & Technological Periodicals in Bangladesh"-২০১২ শীর্ষক প্রকাশনার জন্য ৭৯৭টি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়ক জার্নালের তথ্য দেশের বিভিন্ন খ্যাতিমান এসএন্ডটি গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং সংগ্রহ অব্যাহত আছে। ব্যান্সডক-এর ওয়েব সাইটে ৫৯৯টি শিরোনামের (টাইটেলের) জার্নাল/সাময়িকীর তথ্য ডাটাবেজ আকারে ইনপুট দেওয়া হয়।

খ.৭.১৬ দেশের সকল এলাকার ডিজিটাল নক্সা ও ভূমি মালিকদের রেকর্ড প্রস্তুত, স্যাটেলাইট প্রযুক্তিসহ দীর্ঘ মেয়াদে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় ভূমি মন্ত্রণালয় দেশের ০৩টি উপজেলায় 'Strengthening Access to Land and Property Rights for All Citizens of Bangladesh' শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। দেওয়ানী মামলাসমূহ কম্পিউটারভিত্তিক দক্ষ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ''Digital Civil Suit Management System Software" নামে একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয় যার মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দেওয়ানী আদালতসমূহে সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে দায়েরকৃত ও চলমান মামলার তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকে এবং তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ তথ্যাদি পাওয়া যায়। বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ানসমূহ সংরক্ষণ এবং তা স্বল্পসময়ে জনসাধারণের মধ্যে সরবরাহ করার লক্ষ্যে সর্বশেষ জরিপে প্রণীত মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান এবং মিউটেশন খতিয়ানের উপর ভিত্তি করে স্বল্প মেয়াদে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (DLMS) প্রবর্তনের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আর্থিক সহায়তায় 'Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়), 'Computerisation of Existing Mouza Maps and Khatian' এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা ও সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'স্ট্রেনদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি-২০০১ এর আলোকে প্রথম পর্যায়ে ২১টি জেলায় জোনিং কার্যক্রম শেষ হয়। বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায়ে জুলাই ২০১২ থেকে অবশিষ্ট ৪০টি জেলায় ভূমি জোনিং কার্যক্রম শুরু হয় যা জুন ২০১৪ মেয়াদে শেষ হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেলকুচি উপজেলার বয়রা মাছুম ও বড়বেড়া খাড়ুয়া মৌজার ডিজিটাল জরিপের কাজ সমাপ্ত হয়। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক জেডিসিএফ-এর অর্থ সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন 'ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট অব দি ডিপার্টমেন্ট

অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড রিট্রিভ্যল' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গত অর্থ-বৎসরে এ অধিদপ্তরের সিএস, এসএ ও আরএস মোট মৌজা ম্যাপ সংখ্যা ২,০৪,০০০ এর মধ্যে ১,১৫,০০০টি ম্যাপ স্ক্যান ও ডিজিটাইজড করা হয়।

খ.৭.১৭ লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে 'ল'জ অব বাংলাদেশ (Laws of Bangladesh)' শিরোনামে একটি লিংক দেওয়া হয় যার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে বাংলাদেশে প্রচলিত যে কোনো আইনের সর্বশেষ অবস্থা জানা সম্ভব হচ্ছে, যা অতীতে সম্ভব ছিল না। এছাড়া 'ল'জ অব বাংলাদেশ' এর পিডিএফ ফরম্যাট বাংলাদেশ কোডে সংরক্ষণ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা ৪৫টি। লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ব্রাউজ করা যায় এবং ওয়েবসাইটটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। এছাড়া, এ বিভাগের কর্মকর্তাদের কম্পিউটারে Local Area Network (LAN)-এর মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়।

খ.৭.১৮ শিল্প মন্ত্রণালয় নাগরিক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে এবং সহজলভ্য করতে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১,৫৩৬ কেবিপিএস থেকে ১,৭৯২ কেবিপিএস ব্যান্ড উইথ উন্নীত করা হয়। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে উক্ত অর্থ-বৎসরে ০৫ জনসহ মোট ৫০ জন কর্মকর্তাকে ল্যান-এর সাহায্যে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়। সকল কর্মকর্তার দাপ্তরিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের তথ্যবহুল ডাইনামিক ওয়েবসাইট (www.moind.gov.bd) নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। উক্ত ওয়েবসাইটে মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় তথ্যের পাশাপাশি দপ্তর/সংস্থার তথ্য সংযোজন করে সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে। দৈনন্দিন সার মজুদ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় এবং বিসিআইসি'র ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হচ্ছে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত আবেদন ফরম, প্রশিক্ষণ কোর্স কারিকুলাম, পরীক্ষা, ভর্তি ও ফলাফল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থাসমূহে ব্যবহৃত বিভিন্ন কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার উন্নয়নে পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

খ.৭.১৯ বর্তমান সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে সামনে রেখে আইসিটি সুবিধা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের মাধ্যমে এক্সেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ইলেকট্রনিক পুর্জি ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়। এর মাধ্যমে চিনি কল এলাকায় আখচাষিরা চিনিকলে তাদের আখ নির্ধারিত কেন্দ্রে প্রদান সংক্রান্ত তথ্য মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে জানতে পারছেন।

খ.৭.২০ সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ও বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে বিজিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সদর দপ্তর বিজিবি হতে ফাইবার অপটিক্যাল এবং রেডিও লিংক এর মাধ্যমে মোট ০৮টি সেক্টরে 256 Kbps Digital Data Network (DDN) সংযোগ স্থাপন করে বিজিবি'র নিজস্ব নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়। এছাড়া বিজিবির টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো উন্নততর তথ্য প্রবাহে রূপান্তর করার নিমিত্ত বর্তমানে বিটিসিএল-এর নতুন সার্ভিস হিসেবে Virtual Private Network (VPN) নেটওয়ার্ক-এর আওতায় বিটিসিএল-এর আধুনিক ফাইবার অপটিক্যাল কানেকটিভিটি'র মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সসহ অন্যান্য আধুনিক সুবিধা পাওয়ার জন্য Bandwidth 2 mbps এ বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

খ.৭.২১ সড়ক বিভাগের দাপ্তরিক যোগাযোগ ও নথি আদান প্রদানে প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রকল্পের আওতায় অফিস অটোমেশন স্যুট ব্যবহার করে মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে সড়ক বিভাগ পেপারলেস্ অফিস হিসেবে যাত্রা শুরু করে। নতুন আঙ্গিকে সড়ক বিভাগের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট চালু করা হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতুসমূহের তথ্য ও চিত্র মাঠপর্যায় হতে ওয়েবসাইটে প্রদান এবং মেরামতের পর পুনরায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। এতে অন-লাইন মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে। জনগণের মতামত এবং পরামর্শ প্রাপ্তির লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফেসবুককে সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের সাথে সংযুক্ত করা হয়। সড়ক বিভাগ ও অধীনস্ত অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার কর্মকান্ডের উপর জনসাধারণের মতামতের প্রেক্ষিতে দ্রুত জবাব প্রদানের ব্যবস্থা কার্যকরভাবে চালু আছে। দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সড়ক বিভাগের আওতাধীন ৪টি অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার হাজার হাজার কোটি টাকা মূল্যের ভূমি ও স্থাপনার রেকর্ড সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে জবরদখলকৃত ও বেহাত হয়ে যাওয়া ভূমি ও স্থাপনা উদ্ধারের পথ সুগম হবে। বিআরটিসি ৩টি রুটে মোট ৫৮টি কাউন্টারের মাধ্যমে ই-টিকেটিং সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ২০১২ সাল থেকে

বিআরটিসি বাসে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে এসপাস (SPASS) কার্ড চালু করায় যাত্রী-সাধারণ উপকৃত হচ্ছেন এবং পূর্বের তুলনায় যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন ও রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিআরটিসি'র চলমান বাসগুলোর অবস্থান সনাক্তকরণের নিমিত্ত সফটওয়্যার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রকল্পের সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিআরটিএ কর্তৃক মোটরযানের কর ও ফি আদায়ে অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রর্বতনের প্রেক্ষিতে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নের পাশাপাশি মোটরযান কর, ফি, ভ্যাট এবং মোটরযান বাবদ অনুমিত আয়কর ও অগ্রিম আয়কর বাবদ সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পায়। ডেবিট/ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মোটরযান সংক্রান্ত সকল কর ও ফি জমা প্রদানের সুযোগ আছে। সড়ক পরিবহণ সেক্টরে সার্বিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মোটরযানে রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট, রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ ও ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়। ফলে মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় এসেছে। ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স চালু করার ফলে জাল ও অবৈধ লাইসেন্স ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। Smart Card দিয়ে ঝামেলামুক্ত আন্তঃপরিবহণ যাতায়াত সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ডিটিসিএ কর্তৃক একীভূত e-Ticketing এবং e-Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অনলাইনে টেন্ডার কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক স্থাপিত ই-জিপি পোর্টালে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়ায় ১৭৪টি টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

খ.৭.২২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালেই সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের তাগিদে সামনের সারিতে থেকে বিভিন্ন ই-হেলথ ও ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরেও সেগুলো অব্যাহত ছিল। বেশ কিছু সম্প্রসারিত হয়। নুতন কিছু কর্মসূচিও সংযুক্ত হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ই-ছুটি ব্যবস্থাপনা, উচ্চ শিক্ষার প্রেষণ ব্যবস্থাপনা, প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি তদারকি সফটওয়্যার, মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রসূতি পরামর্শ এবং মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সংগ্রহ ও সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনার ওয়েব পোর্টাল এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া অনলাইনে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

খ.৭.২৩ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নাগরিকগণ সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকের কাছ থেকে যে কোনো সময় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরামর্শ নিতে পারছেন। সেজন্য বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে (মোট ৪৮২টি হাসপাতাল) একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়। ডিউটিতে থাকা একজন চিকিৎসক মোবাইল কল রিসিভ করেন এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ দেন। এই সেবা চালুর ফলে গ্রাম বা প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ধনী-গরিব সকলের জন্যই বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসকদের নিকট থেকে চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে উন্নত মানের টেলিমেডিসিন সেবা কেন্দ্রের সংখ্যা ৮টি থেকে ১৮টিতে উন্নীত হয়। শীঘ্রই কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে ৩৮টি হবে। এই সেবা চালুর ফলে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা আধুনিক মানের টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে পারছেন। কমিউনিটি ক্লিনিকে টেলিমেডিসিন সেবা চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে চার হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে ইন্টারনেট সংযোগসহ ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়। একই অর্থ-বৎসরে আরও প্রায় সাড়ে ১২ হাজার ল্যাপটপ ক্রয়ের আদেশ দেওয়া হয় যা শীঘ্রী এসে পৌছাবে। ফলে চালু সব কমিউনিটি ক্লিনিকে ল্যাপটপ থাকবে ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপিত হবে। এই ল্যাপটপগুলো তথ্য আদান-প্রদান, স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান ও টেলিমেডিসিন সেবা দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হবে। যেসব রোগীর চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হবে, সেসব রোগীর জন্য ভিডিও কনফারেন্স চালু করে উপজেলা হাসপাতালের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে চিকিৎসকের অভাব পূরণ করা যাবে। বর্তমানে ৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিকে ও ৩,৫০০ স্বাস্থ্যকর্মীকে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়।

খ.৭.২৪ International Civil Aviation Organisation (ICAO)-এর সুপারিশ মোতাবেক বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ, ন্যাভ-এইড, সিকিউরিটি, টার্মিনাল যন্ত্রসমূহ কনভেনশনাল সিষ্টেম থেকে ডিজিটাল সিষ্টেমে আপগ্রেড করা হয় এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ডিজিটাল সিষ্টেমে আপগ্রেডেশনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। গত অর্থ-বৎসরে ICAO-এর সুপারিশ অনুসারে 'Aeronautical Telecommunication Network/Air Traffic Message Handling Systems (ATN/AMHS)' সংস্থাপন করা হয় এবং নতুন ফ্লাইট প্ল্যান ফরমেট অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে Instrument Landing System

(ILS) এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের জন্য নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে DVOR ও Automated Weather Observation System (AWOS) সংগ্রহ ও সংস্থাপন করা হয়। সকল দপ্তর/এয়ারপোর্টসমূহকে একই নেটওয়ার্কের আওতায় এনে অটোমেশন করে ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়া হয়। যাত্রীসেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিমান বাংলাদেশ-এর ওয়েবসাইটটি আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে টিকেট প্রাপ্তি সহজতর করা হয়। যাত্রী সাধারণের সহজ এবং সার্বক্ষণিক যোগাযোগের লক্ষ্যে কল সেন্টার চালু করা হয়। বিমানের সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করার জন্য ফ্লাইট সিডিউল পুনর্বিন্যাস করে সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করা হয়। 'বিহঙ্গ' নামে একটি ইন ফ্লাইট ম্যাগাজিন চালু করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ফিঙ্গার প্রিন্ট এ্যাটেনডেন্টস পদ্ধতি চালু করা হয়। এছাড়া, যাত্রীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে Frequent Flyer System প্রবর্তন করা হয়। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের জন্য Integrated Maintenance Management Software (IMMS) প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্য ডাটাবেইজের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় এবং বদলি, পদোন্নতিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৩,৮০৩ শর্ট কোডের উপর ভিত্তি করে কল সেন্টার চালু করা হয়। Integrated Automation System চালুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই সার্ভার রুম স্থাপন করা হয়। এছাড়া, অনলাইন বুকিং, বুকিং ইনফরমেশন এসএমএস-এর মাধ্যমে গ্রাহককে অবগতকরণ, ডিউটি ফ্রি শপে বিক্রয় কার্যক্রম অটোমেশন ইত্যাদি গ্রাহকসেবা উন্নয়ন কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়।

খ.৮ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দ্রুত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা ১৯,৫৩৮টি এবং অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি ও উপকারভোগীর সংখ্যা ২০,২৮,২৬৪ জন। বিদেশে প্রশিক্ষণে গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ৭,৭৮৭ জন। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক ১৪,৭৩২টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয় এবং বিদেশে প্রশিক্ষণে গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ৬,০৫৬ জন। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রায় ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

খ.৯ সেমিনার ও ওয়ার্কশপের সংখ্যা

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অনুষ্ঠিত ৫,৫৩৯টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ৩,৭৭,৪১৪ জন অংশগ্রহণ করেন। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে অনুষ্ঠিত ৯,৭১০টি সেমিনার/ওয়ার্কশপে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে ৫,৩৩,৯৫০ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অনুষ্ঠিত সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৪,১৭১টি এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কমেছে ১,৫৬,৫৩৬ জন।

খ.১০ সরকারি কাজে সরকার প্রধানের বিদেশ সফর

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন ও দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫-২৯ জুলাই ২০১২ লন্ডন, যুক্তরাজ্যে অলিম্পিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে; ১০-১৪ আগস্ট ২০১২ লন্ডন, যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত Global Nutrition Summit-এ; ২৯ আগস্ট ২০১২ থেকে ০১ সেপ্টেম্বর ২০১২ তেহরান, ইরানে অনুষ্ঠিত NAM আন্তর্জাতিক সম্মেলনে; ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ থেকে ০২ অক্টোবর ২০১২ নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত 67th UNGA আন্তর্জাতিক সম্মেলনে; ০৪-০৭ নভেম্বর ২০১২ লাওসে অনুষ্ঠিত 9th ASEM আন্তর্জাতিক সম্মেলনে; ১৯-২১ মে ১০১৩ চিয়াংমাই, থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 2th Asia Pasific Water Summit-এ যোগদান করেন এবং ০২-০৪ নভেম্বর ২০১২ ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক ও ১৪-১৭ জানুয়ারি ২০১৩ মস্কো, রাশিয়ায় দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সফর করেন।

খ.১১ বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানগণের বাংলাদেশ সফর

(১) H.E. Dr. Mikhail Myasnikovich, Hon'ble Prime Minister, Belarus ১১-১৩ নভেম্বর ২০১২।

(২) H.E. Ms. Yingluck Shinawatra, Hon'ble Prime Minister, Thailand ২১-২২ নভেম্বর ২০১২।

(৩) His Majesty Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, His Majesty, King of Bhutan ১৪-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

(৪) H.E. Mr. Pranab Mukherjee, Hon'ble President of India গত ৩-৫ মার্চ, ২০১৩।

(৫) Mr. Pascal Lamy, Director General, World Trade Organization (WTO) ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

(৬) Ambassador William Lacy Swing, Director General, International Organization for Migration (IOM) গত ১০-১১ মার্চ ২০১৩।

(৭) ডঃ সাঈদ আলী মোহাম্মদ মুসাভি, মহাসচিব, ডি-৮, ১৫-১৬ এপ্রিল ২০১৩।

(৮) Mr. Moneef R. Zou'bi, Director General, International World Academy of Sciences ০৪-০৯ মে ২০১৩।

(৯) H.E. Professor Dr. Ekmeleddin Ihsanoglu, Secretary General, Organization of Islamic Co-operation (OIC) ০৬-০৭ মে ২০১৩।

(১০) Dr. Abdulaziz Othman Altwaijri, Director General, Islamic Educational Scientific and Cultural Organization (IJESCO) ১৩-১৫ জুলাই ২০১২।

(১১) H.E. Kanayo F. Nwanze, President, International Agricultural Development Fund ১৬-১৯ জুলাই ২০১২।

(১২) Mr. Babatunde Ostemehin, Executive Director, United Nations Fund for Population (UNFPA).

(১৩) H.E. Mr. Jarraud, Director General, World Meteorological Organization (WMO).

(১৪) Mr. Martin Dahinden, Director General, Swiss Agency for Development and Co-operation.

খ.১২ মন্ত্রী ও সচিবগণের ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে/বিদেশে)

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ থেকে প্রেরিত তথ্য হতে দেখা যায়, ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রিগণ ১,৯৮৯ দিন দেশে ও ১,২৫৫ দিন বিদেশে এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রিগণ ১,৭৮৩ দিন দেশে ও ৬৩০ দিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। সচিবগণ ১,৪২১ দিন দেশে ও ১,৭৬৫ দিন বিদেশে ভ্রমণ করেছেন। উল্লেখ্য, কোনো কোনো মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাজের প্রকৃতির কারণে বিদেশ সফরের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে।

(গ) আইন-শৃঙ্খলা

গ.১ অপরাধ

অপরাধের ধরন	অপরাধের সংখ্যা		
	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	অপরাধের হ্রাস (-)/ বৃদ্ধি (+) এর সংখ্যা
খুন	৪,১৩৩	৪,১৩৭	- ৪
ধর্ষণ	৩,৬১৭	৩,৭৮৫	- ১৬৮
অগ্নিসংযোগ	৭৩০	৪৮৬	+ ২৪৪
এসিড নিক্ষেপ	৭৩	৮৮	- ১৫
নারী নির্যাতন	১৪,৫৪৭	১৬,৯০৮	- ২,৩৬১
ডাকাতি	৬০৮	৬২৯	- ২১
রাহাজানি	৯৭৫	১,০১১	- ৩৬
অস্ত্র আইন	১,৪৮৩	১,৩৯২	+ ৯১
বিস্ফোরক দ্রব্য	৫৪১	২১৫	+ ৩২৬
মোট	**২৬,৭০৭**	**২৮,৬৫১**	**- ১,৯৪৪**

উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের তুলনায় অগ্নিসংযোগ, অস্ত্র আইন ও বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত অপরাধ

ব্যতীত অন্যান্য সকল অপরাধ হ্রাস পেয়েছে। সার্বিকভাবে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

গ.২ কারাবন্দি

বন্দির ধরন	বন্দির সংখ্যা		
	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	বন্দির সংখ্যার হ্রাস (-)/বৃদ্ধি (+)
পুরুষ হাজতি	৪৯,২৬০	৪৮,৩২৬	+ ৯৩৪
পুরুষ কয়েদি	২০,২১২	২১,৪৬১	- ১,২৪৯
মহিলা হাজতি	১,৮৭৩	১,৯২০	- ৪৭
মহিলা কয়েদি	৬৪৮	৭৩০	- ৮২
শিশু হাজতি	২২	৫০	- ২৮
শিশু কয়েদি	-	০১	-
ডিটেইনি (Detainee)	-	-	-
আরপি[3]	১২০	১১৭	+ ৩
মোট	**৭২,১৩৫**	**৭২,৬০৫**	**- ৪৭০**

উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গ.৩ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি

	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) সংখ্যা
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	৭৬	২৪	+ ৩১৬.৬৬%
মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে এমন আসামির সংখ্যা	০২	০৫	(-)৬০%

উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গ.৪ আইন প্রণয়ন

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসর (২০১১-১২)	মন্তব্য
৪৮টি আইন	৩৬টি আইন	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে আটটি আইন প্রথমে অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হয়, পরবর্তী সময়ে এগুলি আইনে পরিণত হয়। উল্লেখ্য, ০১ জুলাই-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সময় পর্যন্ত মোট ০৯ টি আইন পাশ হয়।

উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে প্রণীত/সংশোধিত আইনসমূহের তালিকা **পরিশিষ্ট 'চ'**-এ দেখানো হল। প্রণীত/সংশোধিত বিধি ও

[3] যে সকল বিদেশি বন্দি মুক্তিপ্রাপ্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবাসনের অপেক্ষায় কারাগারে আটক আছেন তাদের সংখ্যা 'আরপি' নামে আলাদা সারিতে দেখানো হয়েছে।

নীতিসমূহের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ছ'**-এ দেখানো হল।

গ.৫ দ্রুত বিচার আইনের প্রয়োগ (৩০ জুন ২০১২ পর্যন্ত)

আইন জারির পর হতে ক্রমপুঞ্জীভূত মামলা ও আসামির সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	আইন জারির পর হতে ক্রমপুঞ্জীভূত গ্রেপ্তারকৃত আসামির সংখ্যা	কোর্ট কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত ক্রমপুঞ্জীভূত মামলার সংখ্যা	শাস্তি হয়েছে এমন মামলা ও শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির ক্রমপুঞ্জীভূত সংখ্যা	মন্তব্য
মামলা- ১৯,৭৪৭ আসামি- ১,১৭,২৫২	১০৯	৩৬,১৭৩	১৪,৯৭১	মামলা- ১০,৬৫৪ আসামি- ১৭,২১৪	গত অর্থ-বৎসরের তুলনায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ক্রমপুঞ্জীভূত মামলা ও আসামির সংখ্যা যথাক্রমে ১,০৮৩টি ও ১০,৯২০ জন এবং ক্রমপুঞ্জীভূত গ্রেফতারকৃত আসামির সংখ্যা ২,৭২৫ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গ.৬ সীমান্ত সংঘর্ষ

	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) সংখ্যা
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত	০	০	-
বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমান্ত	০	০	-

উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রতিবেদনাধীন সময়ে দেশের সীমান্ত এলাকায় শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিদ্যমান ছিল।

গ.৭ সীমান্তে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক হত্যা

	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১১-১২)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১০-১১)	হ্রাস(-)/বৃদ্ধির(+) সংখ্যা
বিএসএফ কর্তৃক	৩৫	২৯	+ ৬
মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কর্তৃক	১	০	+ ১

উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গ.৮ ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমপুঞ্জীভূত অনিষ্পন্ন ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১২-১৩) শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	পূর্ববর্তী বছরে (২০১১-১২) শাস্তি প্রাপ্ত আসামির সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০১২-১৩) নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	পূর্ববর্তী বছরে (২০১১-১২) নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
১৩,৬৪,৯৯৬	৭২,০৯২	৫৩,৪১৪	৫,১৮,৮৮৯	৬,৮৫,৩৭৮

উৎস: আইন ও বিচার বিভাগ।

প্রতিবেদনাধীন বছরে ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস পেলেও শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ) সামাজিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম

ঘ.১ শিক্ষা

ঘ.১.১ প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (জন)			ঝরে পড়ার হার (%)	শিক্ষকের সংখ্যা	
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট		মোট (জন)	মহিলা (%)
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭,৬৭২	৫২,৭৯,৯৫৫	৫৪,৭৬,৮১১	১,০৭,৫৬,৭৬৬	২৬.২০	২,১৪,৬৫৮	৬০.৭২
রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২,১০১	২০,৩৭,১৭২	২০,৬৬,৮০৮	৪১,০৩,৯৮০		৮৬,৫৩৬	৪২.০৩
পরীক্ষণ বিদ্যালয়	৫৬	৫,৭৫৯	৫,৬১৮	১১,৩৭৭		২৩২	৮৮.৭৯
কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩,১৬৯	১,২৬,৪৩৬	১,৩২,৫৬০	২,৫৮,৯৯৬		৪,৮৮৬	৮০.৩৭
অন্যান্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১৭,২২৮	২০,১৩,৭৮৬	১৮,৫৮,৩০৫	৩৮,৭২,০৯১		১,৩৪,৮৩১	৫৭.৪৮
মোট	**৮০,২২৬**	**৯৪,৬৩,১০৮**	**৯৫,৪০,১০২**	**১,৯০,০৩,২১০**		**৪,৪১,১৪৩**	**৫৬.২৯**

উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৫,৭০,৭১১ জন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের ২৯.৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২৬.২০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

ঘ.১.২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশু (৬-১০ বৎসর বয়স)

শিক্ষার্থী	গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা (৬-১০ বৎসর বয়সী)	গমনোপযোগী মোট কতজন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না, তার সংখ্যা	গমনোপযোগী মোট কতজন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না, তার শতকরা হার
বালক	৯৩,৪১,৪৭৯	৪,৬৭,০৭৪	৫.০
বালিকা	৮৮,৬৮,৪৮৮	১,০৬,৪২২	১.২
মোট	**১,৮২,০৯,৯৬৭**	**৫,৭৩,৪৯৬**	**৩.১**

উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ঘ.১.৩ সাক্ষরতা

বয়স	সাক্ষরতার শতকরা হার		গড় (শতকরা হার)
	পুরুষ	মহিলা	
৭ + বৎসর	৫৬.৯০	৫১.৩৯	৫৪.১৫
১৫ + বৎসর	৬৩.৮৯	৫৫.৭১	৫৯.৮০

উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ঘ.১.৪ মাধ্যমিক শিক্ষা (নিম্ন ও উচ্চ মাধ্যমিকসহ)

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা			শিক্ষকের সংখ্যা			পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		
		ছাত্র	ছাত্রী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	এস.এস.সি. (মাদ্রাসা , কারিগরিসহ)	এইচ.এস.সি. (মাদ্রাসা , কারিগরসহ)	স্নাতক (মাদ্রাসা , কারিগরিসহ)
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮,৯৫৮	২৫,৫৮,৮৭৮	২৮,৩৮,৪২৩	৫৩,৯৭,৩০১	১,৭৫,৯২৯	৬০,১৭১	২,৩৬,১০০	x	x	১২,৫৯,৬৭৬
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৫,৪৩৬	১০,১০,৯৭৫	১০,৯৭,৬৬৭	২১,০৮,৬৪২				১২,৭৮,৯৩৬	x	
স্কুল এন্ড কলেজ	৭৩২	২,৫৬,৭১৯	২,৫০,২১০	৫,০৬,৯২৯				x	x	
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	৩,৪৭৫	৮,৪০,৯১৫	৮,১৬,৫৭৮	১৬,৫৭,৪৯৩	৭৫,৯৪১	২১,৬৬৭	৯৭,৬০৮	x	৮,৩৬,৯০৩	
দাখিল মাদ্রাসা	৯,৩৪০	১,০৩,০৮৮	১,১১,০৮২	২,১৪,১৭০	৭৭,৮৯১	১০,৩২১	৮৮,২১২	২,২১,২৫৭	x	
আলিম মাদ্রাসা	২,৮০৪	৫২,৯৮১	৪৫,২৭২	৯৮,২৫৩	২৪,৪৬৫	২,৩৯৫	২৬,৮৬০	x	৮৮,৭২৩	
কারিগরি ও ভোকেশনাল	৬,৪০৫	৬,০৩,৭১৯	২,২৩,০৮৬	৮,২৬,৮০৫	১০,০০৯	২,৩৭৫	১২,৩৮৪	৩,৩২,৩২৫	৩,৯৬,০২৮	
মোট =	**৫৭,১৫০**	**৫৪,২৭,২৭৫**	**৫৩,৮২,৩১৮**	**১,০৮,০৯,৫৯৩**	**৩,৬৪,২৩৫**	**৯৬,৯২৯**	**৪,৬১,৪৬৪**	**১৮,৩২,৫১৮**	**১৩,২১,৬৫৪**	**১২,৫৯,৬৭৬**

উৎস: শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ঘ.১.৫ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরন	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা		শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা	
		ছাত্র	ছাত্রী	শিক্ষক	শিক্ষিকা
সরকারি	**৩৪**	**২,০৮,১৫৪ (৬৫.৮০%)**	**১,০৮,১৭৭ (৩৪.২০%)**	**৮,০৩১ (৮০.৬২%)**	**১,৯৩১ (১৯.৩৮%)**
বেসরকারি	**৭১**	**২,০৯,৩৭৬ (৬৬.১৯%)**	**৬৯,৮৫৮ (২৫.০২%)**	**৭,৫২৪ (৭২.৮৪%)**	**২,৮০৬ (২৭.১৬%)**

উৎস: শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ঘ.১.৬ চিকিৎসা শিক্ষা

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

প্রতিষ্ঠানের ধরন	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা			অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	মোট ছাত্র	মোট ছাত্রী
মেডিকেল কলেজ	২২টি	৫৪টি	২,৮১২ জন	৪,৮০০ জন	৭,৬১২ জন	৪,৫৬৭ জন	৩,০৪৫ জন
নার্সিং ইনস্টিটিউট	৪৪টি	৪৬টি	২,৬৩০ জন	১,৯১০ জন	৪,৫৪০ জন	-	-
নার্সিং কলেজ	১৪টি	১৩টি	১,৩৭৫ জন	৭০৫ জন	২,০৮০ জন	-	-
মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস)	০৮টি	১০৩টি	৭১৬ জন	৬,০৫৫ জন	৬,৭৭১ জন	৩,৭২৪ জন	৩,০৪৭ জন
ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি)	০৮টি	৮৩টি	২,৪১৯ জন	১০,৩০৬ জন	১২,৭২৫ জন	৬,৯৯৯ জন	৫,৭২৬ জন

উৎস: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

গত অর্থ-বৎসরের তুলনায় প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ.২ স্বাস্থ্য

ঘ.২.১ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত

জন্মহার (প্রতি হাজারে)	মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার (শতকরা)	নবজাতক (infant) মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	মাতৃ মৃত্যুর হার (হাজারে)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের শতকরা হার (সক্ষম দম্পতি)	গড় আয়ু (বৎসর)		
							মোট	পুরুষ	মহিলা
১৯.২	৫.৬০	১.৩৬	৩৬.০	৪৮.৯৯	১.৯৪	৬১.২	৬৭.৭	৬৬.৬	৬৮.৮

উৎস: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সকল সূচকেই গত অর্থ-বৎসরের তুলনায় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

ঘ.২.২ স্বাস্থ্য রক্ষায় ব্যয় ও অবকাঠামো সংক্রান্ত

মাথাপিছু স্বাস্থ্য ব্যয় (টাকায়)	সারাদেশে হাসপাতালের সংখ্যা			সারাদেশে হাসপাতাল বেডের মোট সংখ্যা			সারাদেশে রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর সংখ্যা			প্রতি রেজিস্টার্ড ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকস-এর বিপরীতে জনসংখ্যা		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস	ডাক্তার	নার্স	প্যারামেডিকস
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
২,০৭৯ (২৭ মা:ড:)	৫৯২	৩,১৯০	৩,৭৮২	৪২,৯০৩	৫৩,৪৪৮	৯৬,৩৫৬	৫৮,৯৭৭	৩০,৪১৮	১২,৩৬৪	১:২৫৩৯	১:৪৯২৪	১:১২১১৩

উৎস: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরে (২০১১-১২) মোট হাসপাতালের সংখ্যা ছিল ৩,৭৮২টি এবং বেড-এর সংখ্যা ছিল ৯৬,৩৫১টি। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলেও বেড-এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ.৩ হজ্জ সংক্রান্ত

	২০১২-১৩			২০১১-১২		
হজ্জে গমনকারীর সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
	৭৭,২৬৫	৩২,৬৮৭	১,০৯,৯৫২	৭৪,৩২৫	৩১,৫২১	১,০৫,৮৪৬

উৎস: ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের তুলনায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে হজ্জে গমনকারীর সংখ্যা ৪,১০৬ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ.৪ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং দারিদ্র্য নিরসনের একটি কার্যকর মাধ্যম। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের দরিদ্র মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, সামাজিক সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। সরকার টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলতে বিপুল অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকার কর্তৃক ২২,৫৫৬.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে এ খাতের বরাদ্দ ২৫,৩৭১.৩৫ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়, যা ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের জাতীয় বাজেটের ১১.৪০ শতাংশ এবং জিডিপির ২.১৩ শতাংশ। ২০১২-১৩ এবং ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র

নিচে দেওয়া হল:

ঘ.৪.১ অর্থ বিভাগ

সামাজিক নিরাপত্তা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত ৩টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ৫৮৪৪৭১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং এর ফলে আনুমানিক মোট ৫.২৫ লক্ষ জন উপকৃত হয়। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে এ তিনটি কর্মসূচির বিপরীতে ৬৪০০৬৮.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল, এবং উপকারভোগীর আনুমানিক সংখ্যা ছিল মোট ৩২.২৭ লক্ষ জন। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হলঃ

μমিক নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১।	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসর ও পারিবারিক অবসর ভাতা	৩,২৫,০০০	৪৫১৯৪৮.০০	৩,২৫,০০০	৪৯৭০০০.০০
২।	দুর্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও পোল্ট্রি খামারীদের সহায়তা তহবিল	১,০০,০০০	১০০০০.০০	১,০০,০০০	১০০০০.০০
৩।	বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য থোক বরাদ্দ	১,০০,০০০	১২২৫২৩.০০	২৮,০২,০০০	১৩৩০৬৮.০০
	৩টি কর্মসূচি -মোট	৫,২৫,০০০	৫৮৪৪৭১.০০	৩২,২৭,০০০	৬৪০০৬৮.০০

ঘ.৪.২ কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক কৃষি ভর্তুকি, রাজস্ব বাজেটে বাস্তবায়িত ক্ষুদ্র সেচ ও জলাবদ্ধতা নিরসন কর্মসূচি, ৪৭টি জেলায় আউশ ধান চাষের জন্য বিনামূল্যে রাসায়নিক সার প্রদান, রিবনার সরবরাহ কর্মসূচি এবং ১১টি জেলায় ভুট্টা প্রণোদনা কর্মসূচিসহ মোট ৪টি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে এই ৪টি কর্মসূচির বিপরীতে মোট ৭,০৭,৫৭৩.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের মাধ্যমে ১৯,১৬,০০০ জন কৃষক ও ৩,৬৫,২০৬টি পরিবার উপকৃত হয়। অপরদিকে, ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে একই কর্মসূচির বিপরীতে ১২,০৪,১৮৪.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৩,২৫,৫০০টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	ভর্তুকি (এর মধ্যে সার, বিদ্যুৎ বিলে রিবেট, চিনি ভর্তুকি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)	দেশের সকল জনগণ পরোক্ষভাবে এ কার্যক্রমের উপকারভোগী	১১,৯৯,৯৯৯.৩৮	দেশের সকল জনগণ পরোক্ষভাবে এ কার্যক্রমের উপকারভোগী	৬,৯৯,৯৯৯.০০
২।	১১টি জেলায় ভুট্টা প্রণোদনা কর্মসূচি	-	-	৫০,০০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক	৫৬৮.২৬
৩।	৪৭টি জেলায় ২০১২-১৩ মৌসুমে আউশ ধান চাষের প্রণোদনা কর্মসূচি	৪৭ টি জেলার ৩,২৫,৫০০টি কৃষক পরিবার	৪,১৮৫.০৩	৩০টি জেলার ৩,৬৫,২০৬টি পরিবার	৩,৪৯৯.৯৮
৪।	রিবনার সরবরাহ কর্মসূচি	-	-	১৮,৬৬,০০০ জন	৩,৫০৫.৮৫
৫।	ঘূর্ণিঝড় মহাসেনে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের বিনামূল্যে বীজ বিতরণ কর্মসূচি	০৪টি জেলার ২,৩৪,৯২৫টি কৃষক পরিবার	৩৯৯.৫৭২৫		
	মোট ০৫ (পাঁচ)টি কর্মসূচি	**৫,৬০,৪২৫টি কৃষক পরিবার**	**১২,০৪,৫৮৩.৯৮ লক্ষ টাকা**	**১৯,১৬,০০০ জন ৩,৬৫,২০৬টি পরিবার**	**৭,০৭,৫৭৩.০৯ লক্ষ টাকা**

এছাড়া, ঘূর্ণিঝড় মহাসেনে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের বিনামূল্যে সার বিতরণ ও পরিচর্যা বাবদ **২০১৩-১৪ অর্থ বছরে** ০৪টি জেলায় ২,৩৪,৯২৫টি কৃষক পরিবারকে ২০ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

ঘ.৪.৩ খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ওএমএস (চাল ও গম), সুলভ মূল্য (চাল ও গম), ইউনিয়ন সুলভ মূল্য চাল, ৪র্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুলভ মূল্য (চাল ও গম) এবং এলইআই গম কর্মসূচিসহ মোট আটটি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে ৮টি কর্মসূচির বিপরীতে মোট ১,১৬,৩৪১.০৮ লক্ষ টাকা এবং ৫,৭৬,৪০৮ লক্ষ মেট্রিক টন চাল+গম ব্যয়ের মাধ্যমে মোট ৯৮,৩৪,০৯৬ জন ও ৮৬,৮০,৮০৮টি পরিবার উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে, ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে দশটি কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ৭০,২৯৬.৮২ লক্ষ টাকা ও ৩,৫৯,৮১৯ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ও গম ব্যয়ের মাধ্যমে মোট ৭০,৫২,৫৪৮ জন এবং ৯,৮৪,৯৯২টি পরিবারকে খাদ্য নিরাপত্তা বলয়ে আনয়ন করা হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	**সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন**	**প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)**		**পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)**	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	**আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)**	**সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা**	**আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)**
১।	ওএমএস (চাল)	১১,৯১,০০০ জন	১১,৯২১.৫৫ ৫২,৯৮৫ মেট্রিক টন	৫৩,১৫,০০০ জন	৬২,১৮৮.৮৮ ২,৭৬,৩৯৫ মেট্রিক টন
২।	ওএমএস (গম)	৫৭,১৭,০০০ জন	৫৪,৬৮৮.৮৬ ২,৮৭,৮৩৬ মেট্রিক টন	৪২,৩০,০০০ জন	৩৭,৩৯৩.৩৭ ২,১৯,৯৬১ মেট্রিক টন
৩।	ফেয়ার প্রাইস (চাল)	৯,৪২,৫৫৮টি পরিবার	৫৯.১৩ ২৬৩ মেট্রিক টন	৯,৪২,৫৫৮টি পরিবার	৬,২৬৫.৫৮ ২৭,৮৪৭ মেট্রিক টন
৪।	ফেয়ার প্রাইস (গম)	-	-	৯,৪২,৫৫৮টি পরিবার	৩৪.৪১ ১৮৬ মেট্রিক টন
৫।	ইউনিয়ন ফেয়ার প্রাইস (চাল)	-	-	৬৭,৫৯,০০০টি পরিবার	৫,৩৬৪.২৩ ২৩,৮৪১ মেট্রিক টন
৬।	ইউনিয়ন ফেয়ার প্রাইস (গম)	-	-	-	-
৭।	৪র্থ শ্রেণি ফেয়ার প্রাইস (চাল)	১,৪৪,৫৪৮ জন	৪৩৪.৫২ ১,৯৩১ মেট্রিক টন	১,৪৪,৫৪৮ জন	২,৬০৩.৭০ ১১,৫৭২ মেট্রিক টন
৮।	৪র্থ শ্রেণি ফেয়ার প্রাইস (গম)	-	-	১,৪৪,৫৪৮ জন	৩৮৪.০৬ ২,০৭৬ মেট্রিক টন
৯।	এলইআই (চাল)	-	-	-	-
১০।	এলইআই (গম)	৪২,৪৩৪টি পরিবার	৩,১৯২.৭৬ ১৬,৮০৪ মেট্রিক টন	৩৬,৬৯২টি পরিবার	২,১০৬.৮৫ ১৪,৫৩০ মেট্রিক টন
সর্বমোট	**মোট ১০(দশ)টি কর্মসূচি**	**৭০,৫২,৫৪৮ জন ৯,৮৪,৯৯২টি পরিবার**	**৭০,২৯৬.৮২ লক্ষ টাকা ৩,৫৯,৮১৯ মেট্রিক**	**৯৮,৩৪,০৯৬ জন ৮৬,৮০,৮০৮টি**	**১,১৬,৩৪১.০৮ লক্ষ টাকা**

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
			টন	পরিবার	৫,৭৬,৪০৮ মেট্রিক টন

ঘ.৪.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত নয়টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ৩,৭৮,১৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৩৮,৪৯,৫৭৫ জন এবং ৭১,৪২,১০৩টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে একই কর্মসূচির আওতায় ৪,৯৫,৫৭১.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সর্বমোট ৪৭,৪৯,৩৮০ জন ও ১,৩০,৩২,২৮২টি পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনা হয়। ২০১১-১২ ও ২০১০-১১ অর্থ-বৎসরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রঃ	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ লক্ষ টাকা	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ লক্ষ টাকা
১।	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা)কর্মসূচি	১৮,৭৫,০০০ জন	১,১৯,৭৯৬.৫৫	১৭,৬৭,০০০ জন	১,০০,৫৫২
২।	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি	১৮,৭৫,০০০ জন জন	১,২৬,০২৪.৭৪	১০,৩০,০০০ জন	১,০৫,১২০
৩।	ভিজিএফ	১,২৬,২৫,৭০৮টি পরিবার	৯৮৩,৪১	৭০,৬০,০০০টি পরিবার	৫৪০,০৮
৪।	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৭,৬৫,৭১১ জন	১২০০,০০	৬,৩১,০০০ জন	১০০০,০০
৫।	জিআর (খাদ্যশস্য)	৩,৬২,০০০টি পরিবার	১৯৯,৫৭	৬৬,৩২৩টি পরিবার	১৩,৮৯৪
৬।	কম্বল/শীতবস্ত্র	১,৫০,৬৬৯ জন	১৩,৫০	৪,০৮,৩১৫ জন	১,১৯৯
৭।	গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি	৩৫,০০০টি পরিবার	৭০১	৬,৪২০টি পরিবার	৩২১
৮।	জিআর (নগদ অর্থ)	৮৩,০০০ জন	৬৬,০১	১৩,২৬০ জন	৬৬৩
৯।	ঢেউটিন	৯,৫৭৪টি পরিবার	২,৮০০	৯,৩৬০টি পরিবার	২,৩৮৬
সর্ব মোট	**মোট ০৯টি কর্মসূচি**	**৪৭,৪৯,৩৮০ জন ১,৩০,৩২,২৮২টি পরিবার**	**৪,৯৫,৫৭১.২৯ লক্ষ টাকা**	**৩৮,৪৯,৫৭৫ জন/ ৭১,৪২,১০৩টি পরিবার**	**৩,৭৮,১৪৩ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৫ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল এবং অসহায় পরিবারকে পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের জন্য আশ্রয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে আশ্রয়ন-২ প্রকল্প শীর্ষক কর্মসূচির মাধ্যমে ১৮,৪২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৪,৪৫০টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ২০,২১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৪,০২৫টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)	পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)

		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল এবং অসহায় পরিবারকে পুনর্বাসন	৫৪,০২৫টি পরিবার	২০,২১০	৪৪,৪৫০টি পরিবার	১৮,৪২২
মোট ১টি (একটি) কর্মসূচি		**৫৪,০২৫টি পরিবার**	**২০,২১০ লক্ষ টাকা**	**৪৪,৪৫০টি পরিবার**	**১৮,৪২২ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৬ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৫টি কর্মসূচির মাধ্যমে ১৪৭.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭,৬৫৯ জন উপকৃত হয়। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ১২.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৫৯ জন উপকৃত হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	সৌদি আরবগামী কর্মীদের ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিং সংক্রান্ত কর্মসূচি	১৬,৯৮৯	২১.১৯	-	-
২।	হাউজকিপিং কোর্সের মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণ	১৭২	৮.২৬	২৫৯	১২.৪৩
৩।	টিটিসিসমূহে ড্রাইভিং কোর্সে প্রশিক্ষণ	৩১১	৯৯.৮৩	-	-
৪।	সরকারি ব্যবস্থাপনায় জর্ডানে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণ	১৫৫	১৮.৫৫	-	-
৫।	হংকং-এ মহিলা কর্মী প্রেরণ	৩২	-	-	-
মোট ৫(পাঁচ)টি কর্মসূচি		**১৭,৬৫৯ জন**	**১৪৭.৮৩ লক্ষ টাকা**	**২৫৯ জন**	**১২.৪৩ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৭ পরিবেশ ও মন্ত্রণালয়

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১টি কর্মসূচির মাধ্যমে ৪,৩১৫.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২,৯৩১ জন উপকৃত হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	৮টি চলমান প্রকল্প	১২,৯৩১ জন	৪,৩১৫.৬৮	-	-
মোট ১টি (একটি) কর্মসূচি		**১২,৯৩১ জন**	**৪,৩১৫.৬৮ লক্ষ টাকা**	**-**	**-**

ঘ.৪.৮ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের আওতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মোট ৪০টি প্রকল্প ও কর্মসূচি (১৯টি প্রকল্প ও ২১টি কর্মসূচি) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে সমিতি গঠন, প্রশিক্ষণ প্রদান, সম্পদ সহায়তা, ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, পল্লী অবকাঠামো নির্মাণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পানির বহুমুখী ব্যবহার, গবাদি পশুপালন ইত্যাদি কার্যক্রম চলছে। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে এ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচির আওতায় মোট ১৬৩,১৭৭.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৩,৮৬,৬৪৫ জন উপকৃত হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে উল্লিখিত প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ১৮৩,০৩১.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৬,০৪,১৪৮ জন উপকৃত হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে চার ধরনের কার্যক্রমের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)

		প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	
১।	সমিতি গঠন, প্রশিক্ষণ, সম্পদ সহায়তা ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান	৬০,০০,২৭৯ জন	৮৯,৫১২.০৩	৫৮,৯০,০০০ জন	৭২,০৫৯.০০
২।	সম্পদ সহায়তা	১৪,০০০ জন	৫৩৩.৪৩	১৩,৬৪০ জন	৫৩৩.৪৩
৩।	ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণ	৫,৮৭,০০০ জন	৯২,৩৫৫.০০	৪,৮০,০০০ জন	৯০,০৩৪.০০
৪।	আরডিএ ক্রেডিট	২,৮৬৯ জন	৬৩০.৭৪	৩,০০৫ জন	৫৫১.০৬
	মোট ৪(চার)টি কর্মসূচি	**৬৬,০৪,১৪৮ জন**	**১৮৩,০৩১.২০ লক্ষ টাকা**	**৬৩,৮৬,৬৪৫ জন**	**১৬৩,১৭৭.৪৯ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি, আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা কর্মসূচি, শান্তকরণ কর্মসূচি, অ-উপজাতীয় গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি, জনসংহতি সমিতির সদস্যদের পুনর্বাসন কর্মসূচি ও ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় প্রত্যাবাসন কর্মসূচি সংক্রান্ত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে এ কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ২৩,১৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮,৮২,৬১৬ জন এবং ১২,২২৩টি পরিবার উপকৃত হন। পক্ষান্তরে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে এ কর্মসূচির আওতায় ২৩,৭০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮,৮৪,২১৮ জন এবং ১২,২২৩টি পরিবার উপকৃত হন। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	শান্তকরণ কর্মসূচি/ অ-উপজাতীয় পরিবারের গুচ্ছগ্রাম কর্মসূচি/জনংহতি সমিতির পুনর্বাসন কর্মসূচি/ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচি/বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি/আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা	৮,৮৪,২১৮ জন ১২,২২৩টি পরিবার	২৩,৭০৮	৮,৮২,৬১৬ জন ১২,২২৩টি পরিবার	২৩,১৪১
	মোট ১(এক)টি কর্মসূচি	**৮,৮৪,২১৮ জন ১২,২২৩টি পরিবার**	**২৩,৭০৮ লক্ষ টাকা**	**৮,৮২,৬১৬ জন ১২,২২৩টি পরিবার**	**২৩,১৪১ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১০ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, ইসি এ্যাসিস্টেড স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ (পিএলসিইএইচডি প্রকল্প) এবং জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ (হার্ড-টু-রীচ প্রকল্প) মোট সাতটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে এ কর্মসূচিসমূহের আওতায় ১৮৩,৭৪৮.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩,১৩,৭১,২৮৩ জন ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	প্রাথমিক শিক্ষা জন্য উপবৃত্তি	৭৭,৩০,০০০ জন	৮৮৪৬৫.৬৯	৭৭,২৫,০০০ জন	৮৬২৭১.৯২
২।	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প (রস্ক)	৩,৮৬,৭৫১ জন	৮০০০.০০	৫,৪৮,৮২৬ জন	৬,৭৯০.২৭
৩।	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির আওতায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	২৬,৮১,৮৭৯ জন	৪২,৯৭৩.০৩	২৬,০০,০০০ জন	৯,৯২৪.০০

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
৪।	ইসি এ্যাসিস্টেড স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	৩,৫১,৮৩১ জন	২,১২২.০৭	২,৩৪,৩০৯ জন	৬,৭১৯.৯৪
৫।	বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ	২,০০,৩১,৪১২ জন	৩৪,২৫১.১০	২,০০,৩১,৪১২ জন	২৮,৭৪৯.৯৩
৬।	জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ (পিএলসিইএইচডি প্রকল্প)	১,৭০,২৮০ জন	৫,৮৮৮.২৩	৩,৪২,০০০ জন	৮৫৬১.১৩
৭।	জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ (হার্ড-টু-রীচ প্রকল্প)	১৯,১৩০ জন	২,০৪৮.৭৫	১১,৬৩০ জন	১৯০১.৯৯
	মোট ৭(সাত)টি কর্মসূচি	**৩,১৩,৭১,২৮৩ জন**	**১৮৩,৭৪৮.৮৭ লক্ষ টাকা**	**৩,১৪,৯৩,১৭৭ জন**	**১,৪৮,৯১৯.১৮ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১১ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে সাতটি কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ২৫৪,৫৩৪.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৭,৪৩,০৪২ জন (২,৩২,০০০টি পরিবার) উপকৃত হন। পক্ষান্তরে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে এ কর্মসূচির আওতায় ২৭৪,৯০১.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৩,৩৭,৬০৫ জন (৪,৩০,০০০টি পরিবার) উপকৃত হন। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ ঋণ সহায়তা তহবিল	৫,৬১,৫৩৭ জন	১৬,৭৫৯.০০	৪,৮৯,২৯৩ জন	১৬,৪৭৯.০০
২।	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা তহবিল	৫,০৩,৯৩০ জন	৪৫,৬৯২.০০	৪,৩৮,৮৭৩ জন	৪০,৪১৭.০০
৩।	দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) কর্মসূচি	৭,৮৩৭ জন	১,৫৫২.০০	৮০৩ জন	৯৪৪.৩৯
৪।	পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি	৬০,১৬,৩০১ জন	১৮১,০৫৮.২০	৬০,৫৫,০৭৩ জন	১৭৪,১৫৯.১৪
৫।	অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন, ঝুঁকিপূর্ণদের অনুদান, সঞ্চয় ও আভ্যন্তরীণ ঋণ কার্যক্রম এবং ঘূর্নায়মাণ তহবিল সৃষ্টি	৮,৬২,০০০ জন ১,৯৬,০০০টি পরিবার	২৮,৬২৪.০০	৪,৫৩,০০০ জন ১,০৩,০০০টি পরিবার	২১,২২১.০০
৬।	নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন, প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ও পুনর্বাসন, কৃষি উন্নয়ন, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিকরণ, নিরাপদ সড়ক, আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, সামাজিক বনায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, আদিবাসী উন্নয়ন, গ্রামীণ তথ্য সেবা	১১,৩৩,০০০ জন ২,৩৪,০০০টি পরিবার	১১০০.০০	৬,২৩,০০০ জন ১,২৯,০০০টি পরিবার	১১৯৮.০০
৭।	আয়বর্ধক ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন	১,১৫,০০০ জন	১১৬.০০	১,৩৬,০০০ জন	১১৬.০০
মোট	**মোট ৭(সাত)টি কর্মসূচি**	**৯১,৯৯,৬০৫ জন ৪,৩০,০০০টি পরিবার**	**২৭৪,৯০১.২০ লক্ষ টাকা**	**৮১,৯৬,০৪২ জন ২,৩২,০০০টি পরিবার**	**২৫৪,৫৩৪.৫৩ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১২ ভূমি মন্ত্রণালয়

বিত্তহীন ও গৃহহীন হতদরিদ্রদের আবাসন ও কর্মসংস্থান সৃজনের মাধ্যমে পুনর্বাসনের নিমিত্ত গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম) কর্মসূচির আওতায় ৩৫টি গুচ্ছগ্রামে ১,৭৮৬টি পরিবারকে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে পুনর্বাসন করা হয়। চর উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে (সিডিএসপি-৪) ৩৭৫ পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রোগ্রাম)	১,৭৮৬টি পরিবার (৩৫টি গুচ্ছগ্রাম)	২৪৫২.০০	৯৭০টি পরিবার (২৭টি গুচ্ছগ্রাম)	১১৫৭.০০
২।	চর উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম (সিডিএসপি-৪)	৩৭৫ পরিবার	২৪.৩৯	-	-
	মোট ২(দুই)টি কর্মসূচি	**২,১৬১টি পরিবার**	**২৪৭৬.৩৯ লক্ষ টাকা**	**৯৭০টি পরিবার**	**১১৫৭.০০ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৩ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি), দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচি, শহরাঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল, স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির মধ্যে (সাধারণ অনুদান, বিশেষ অনুদান ও স্বেচ্ছাধীন অনুদান) অনুদান বিতরণ, নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল, বিত্তহীন দরিদ্র মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রম (ভিজিডি-ইউপি), মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (ইএলসিডি) প্রকল্প ও সিসিমপুর আউটরীচ ও এনাবলিং এনভাইরনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস (ইইসিআর) প্রকল্পসহ মোট ১০টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিপরীতে ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে ৯৫,৫৩৯.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯,৪৩,৫২৫ জন দরিদ্র মহিলা ও ৩,১০৪টি সমিতি উপকৃত হয়। একই কর্মসূচির মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১১৮,৪১৪.১৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ১৩,৬৩,৭১৬ জন উপকারভোগী ও ৩,১০৪টি সমিতিকে নিরাপত্তা বলয়ে আনয়ন করা হয়। ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নাম	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১.	দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচি (ভিজিডি)	৭,৫০,০০০ জন	৮৯৭১৯.৬৯	৭,৫০,০০০ জন	৮১৬৬৫.৮০
২.	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন কর্মসূচি	১,০১,২০০ জন	৪৪১৯.৬৮	১,০১,২০০ জন	৪৪১৯.৬৮
৩.	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল	৭৭,৬২৫ জন	৩৪২৪.৩৩	৭৭,৬০০ জন	৩৪৩৪.৫৩
৪.	স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির মধ্যে (সাধারণ অনুদান, বিশেষ অনুদান ও স্বেচ্ছাসেবী অনুদান) অনুদান বিতরণ	৩,১০৪টি সমিতি	৬৭৫.০০	৩,১০৪টি সমিতি	৬৩৭.৮৫
৫.	নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল	২৯৯১ জন	১০২.৪৫	১,৮৬৮ জন	৬৬.২৬
৬.	খাদ্য ও জীবিকা নিরাপত্তা প্রকল্প	৮০,০০০	৯০৬০.০০	৮০,০০০ জন	১৫২০.০০

৭.	মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	২৩,৪০০ জন	৪০০.০০	৫,৮৫৭ জন	৭৫৩.৫৫
৮.	শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (ইএলসিডি) প্রকল্প	১,৬০,০০০ জন	২,৩৬৯.০০	১,৩৫,০০০ জন	২১৭২.০০
৯.	সিসিমপুর আউটরীচ প্রকল্প	১,৬২,০০০	৫৪৪.০০	৭,৯২,০০০ জন	৮৭০.০০
১০.	ইইসিআর	৬,৫০০	৭,৭০০.০০	-	-
মোট	**কর্মসূচি ও প্রকল্প= ১০টি**	**১৩,৬৩,৭১৬ জন ও ৩,১০৪টি সমিতি**	**১১৮,৪১৪.১৫ লক্ষ টাকা**	**১৯,৪৩,৫২৫ জন ও ৩,১০৪টি সমিতি**	**৯৫৫৩৯.৬৭ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৪ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে ২৫,৬৬৩.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪,৫৮৭ জন এবং ২,২৭,৩৬৪টি পরিবারের সদস্যগণ এতে উপকৃত হয়। অপরদিকে, ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১২,৬৭৮.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২,১২,৪৬১ জন এবং ২,০৬,২২৯টি পরিবারের সদস্যগণ উপকৃত হন। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা/ মেট্রিক টন)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা/ মেট্রিক টন)
১।	হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার প্রকল্প এর আওতায় প্রজনন মৌসুমে মাছ ধরা থেকে বিরত রাখা হালদার তীরবর্তী জেলেদের মধ্যে ভিজিএফ খাদ্য শস্য বিতরণ কর্মসূচি	২৬৫০ জন	৫৯.৩৬	২৬৫০ জন	৫৩.০০
২।	জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিভিন্ন কর্মসংস্থান এবং গবেষণা প্রকল্প	১৭০০ জন	১৩০.৫০	৫৩২০ জন	১৫৯.৫০
৩।	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রিপেয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্রকল্প	২২৮৫ জন	৬৪০.০৫	৬,২৬৬ জন	২,১৪৫.৮৬
৪।	স্ট্রেংদেনিং অফ সার্পোট সার্ভিসেস ফর কমব্যাটিং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রকল্প	১৩২৬ জন	৬৭.২৪	৬৪৮৫ জন	৪১৮.৯৩
৫।	ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলপি প্রজেক্ট	৭৬০০০ জন	৭৮৯.৬৭	_	_
৬।	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রমণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন প্রকল্প (দ্বিতীয় পর্যায়)	৬১০ জন	২৬.৫৫	_	_
৭।	ইন্টিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট	১৮৮৪০ জন	৫০৯.৭৫	_	_
৮।	নির্বাচিত ২২টি জেলায় ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামারীদের কার্যকর সহায়তা	৮৪০০ জন	১৯৮.২৯	_	_

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা/ মেট্রিক টন)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা/ মেট্রিক টন)
	প্রকল্প				
৯।	পাবনার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদীর খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	৬৫০ জন	৪৮.১৪	–	–
১০।	জাটকা রক্ষায় ভিজিএফ কার্যক্রম	২,০৬,২২৯টি পরিবার	৬৯২৯.২৯	১,৮৬,২৬৪টি পরিবার	৫,৫৮৭.৯২
১১।	আঞ্চলিক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	১,০০,০০০ জন	২,৮৬৫.৫২	৪১,১০০টি পরিবার	১৮৭৫.০০
মোট	**১১ (এগার)টি প্রকল্প**	**২,১২,৪৬১ জন ২,০৬,২২৯টি পরিবার**	**১২,৬৭৮.৬৯ লক্ষ টাকা**	**২০,৭২১ জন ২,২৭,৩৬৪টি পরিবার**	**১০,২৪০.২১ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৫ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে চারটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ৪৪,৫৮০.৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৮১,৬৩০ জন এবং ৭,৮৩৮টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে একই প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ৪৩,৬১২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৭৬,৮৮৪ জন এবং ৭৮৩৮টি পরিবার উপকৃত হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানীভাতা	১,৫০,০০০ জন	৩৬,০০০	১,৫০,০০০ জন	৩৬,০০০
২।	যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা	৭,৮৩৮ জন	৬,০৫৩	৭,৮৩৮ জন	৫,৯১৬
৩।	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির অধীনে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান	২৩,৭৯২ জন	৩২৭.৪১	১৯,০৪৬ জন	৩৫৬.৫০
৪।	রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতাভোগী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার ও তারামন বিবি বীরপ্রতীকের পরিবারের সদস্যদের রেশন সুবিধা প্রদান	৭,৮৩৮টি পরিবার	২,২০০	৭,৮৩৮টি পরিবার	১,৩৪০
	মোট ৪(চার)টি কর্মসূচি	**১,৮১,৬৩০ জন ৭,৮৩৮টি পরিবার**	**৪৪,৫৮০.৪১ লক্ষ টাকা**	**১,৭৬,৮৮৪ জন ৭,৮৩৮টি পরিবার**	**৪৩,৬১২.৫০ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৬ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ৩টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে উক্ত কর্মসূচির আওতায় ৩৮,৯৬৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮২,৪৫২ জন উপকৃত হয়। অপরদিকে ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে উক্ত কর্মসূচির আওতায় ৩৮,৩৮৪.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৫,১৩৫ জন উপকৃত হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি	৬৩,১৫৬ জন	২৯,৯৬৮	৫৬,০৫৪ জন	২৯,৯৬৭
২।	পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি	৮,৯৫৬ জন	১,৯৭২.০০	৮,৪৬৭ জন	২,১৯৫.৩৮
৩।	আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি	১০,৩৪০ জন	৭,০২৭.০০	১০,৬১৪ জন	৬,২২১.৬৭
	মোট ৩(তিন)টি কর্মসূচি	**৮২,৪৫২ জন**	**৩৮,৯৬৭.০০ লক্ষ টাকা**	**৭৫,১৩৫ জন**	**৩৮,৩৮৪.০৫ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৭ শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষার প্রসার, গুণগত মান উন্নয়ন ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সংখ্যা সাম্য বিধানের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৬টি প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায় পর্যন্ত প্রায় ৩৪ লক্ষ ৭৮ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রায় ৬৭৫ কোটি টাকার উপবৃত্তিসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা প্রদানের আওতায় আনা হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধকল্পে সারাদেশে প্রথম হতে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ৩ কোটি ৬৮টি লক্ষের অধিক শিক্ষার্থীর মাঝে প্রায় ২৬ কোটি ১৭ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা ও বৃত্তি প্রদানের নিমিত্তে গঠিত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট -এর আওতায় গত ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭২৬ জন ছাত্রীর মাঝে ৭৫.১৫ কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করেন। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্য চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি)-এর আওতায় উপবৃত্তি ও টিউশন ফি	১,৮২,১৫৯ জন ২,৯১৬টি প্রতিষ্ঠান	৩,১৪৮.৩৩	১,৮৬,৭৫২ জন ২,৮৯৬টি প্রতিষ্ঠান	৩,১৬৫.৯০
২।	সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)-এর আওতায় পিএমটি ভিত্তিক উপবৃত্তি ও টিউশন ফি	১১,৮২,২০৭ জন	১৬,৮২২.৭০	১১,২৪,১৪০ জন	১৮,৩৩১.৭৭
	বিদ্যালয় সুবিধা বৃদ্ধিকরণ	৫৫০ ল্যাট্রিন	৩১৫.৮৯	৭০০টি প্রতিষ্ঠান	১,১৫৩.৮৯
	উদ্দীপনা পুরস্কার	৪০,২৩৭ জন	৪৭০.০০	১,২৬,৯৮৮ জন	৪,৭১৯.৯১
	এসএমসি/পিটিএ প্রশিক্ষণ	৬৭,০০০ জন	৬৪৯.০০	৭,০০০টি প্রতিষ্ঠান	৫৯৩.০০
৩।	*সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি)-এর আওতায় উপবৃত্তি ও টিউশন ফি	১৩,৮৮,০০০ জন	২৩,৫৯০.৩৬	১২,৮৪৭৬৪ জন	২২,১২০.৪৬
৪।	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প (পর্যায়-৪)	৩,৮৭,০০০ জন।	১০,৩০০.০০	৩,৪১,০০৬ জন	৯,১১৫.০০

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
৫।	স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এ্যানহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (উপবৃত্তি প্রদান)	৯৭,৭৬০ জন	৪,৬৯২.৫২	৩৮,১৫৭ জন	১,৮৩১.৫২
৬।	স্নাতক পাস ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প	১,৩৩,৭২৬ জন	৭,৫১৫.০০	-	-
৭।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে বর্ষে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এসএসসি (ভোকেশনাল), ইবতেদায়ী, দাখিল ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরেররের সর্বমোট ২৬,১৭,৭৪,৬০৬টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে মূল্যে সরবরাহ করা হয়।	৩,৬৮,৮৬,১৭২ জন	৩৪,৬৮৪.১৯	৩,১২,১৩,৭৫৯ জন	৩২,৮০৯.৭৮
মোট	**৭(সাত)টি কর্মসূচি**	**৪,০৩,৬৪,২৬১ জন ২,৯১৬টি প্রতিষ্ঠান ৫৫০টি ল্যাট্রিন**	**১,০২,১৮৭.৯৯ (লক্ষ টাকা)**	**৩,৪৩,১৫,৫৬৬ জন ১০,৫৯৬টি প্রতিষ্ঠান**	**৯৩,৮৪১.২৩ (লক্ষ টাকা)**

*এসইএসপি প্রকল্পে ২০১০-১১ অর্থ-বৎসরের পূর্ববর্তী বছরের বকেয়া প্রদান করা হয়। ফলে প্রতিবেদনাধীন বছরের আর্থিক সংশ্লেষ ও সুবিধাভোগীর সংখ্যা তুলনায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

ঘ.৪.১৮ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে বয়স্ক ভাতা-এর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মাথাপিছু মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার জন। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অসচ্ছল ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রদান ইত্যাদিসহ ১২টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে একই কর্মসূচির মাধ্যমে ২,০৪,২৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৩৯,১৬,৩৬৩ জন এবং ৩,৪০৪টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। অপরদিকে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে একই কর্মসূচির মাধ্যমে ১,৫০,৬০৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৩৯,৪২,৮৬৬ জন এবং ৩,৬৭৪টি প্রতিষ্ঠান উপকৃত হয়। ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	বয়স্কভাতা	২৪,৭৫,০০০ জন	৮৯,১০০	২৪,৭৫,০০০ জন	৮৯,১০০
২।	অসচ্ছল প্রতিবন্ধীভাতা	২,৮৬,০০০ জন	১০,২৯৬	২,৮৬,০০০ জন	১০,২৯৬
৩।	বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাভাতা	৯,২০,০০০ জন	৩৩,১২০	৯,২০,০০০ জন	৩৩,১২০
৪।	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	১৮,৬২০ জন	৮৮০.০০	১৮,৬২০ জন	৮৮০.০০
৫।	সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	১৬,০০০ জন	৩৯১৬.০০	১৬,৩১৫ জন	৩৯১৬.০০

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
৬।	বেসরকার এতিমখানার নিবাসীদের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্ট	৫৫,০৫৬ জন	৬৬০০.০০	৫২,৫০০ জন	৬৩০০.০০
৭।	এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	৫,৭৩৮ জন	১০০.০০	১৬,০০০ জন	১৫০.০০
৮।	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	৬৬ জন	১০০০.০০	২,০০০ জন	৭০০.০০
৯।	চাইল্ড সেনসেটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প (সিএসপিবি)	২,৮৯৩ জন	১৭৯২.০০	-	-
১০।	প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র	১,৩৫,০০০ জন	১২০০.০০	১,১০,০০০ জন	৭০০.০০
১১।	সমাজকল্যাণ পরিষদ	১৬,৬২৮ জন ৩,৬৭৪টি প্রতিষ্ঠান	২০০০.০০	৮,০৬৩ জন	১০০০.০০
১২।	বেসরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহ	১১,৮৬৫ জন	৫৯৮.৫৮	১১,৮৬৫ জন	৫৮১.৪৪
মোট	**১২(বার)টি কর্মসূচি**	**৩৯,৪২,৮৬৬ জন ৩,৬৭৪টি প্রতিষ্ঠান**	**১,৫০,৬০২.৫৮ লক্ষ টাকা**	**৩৯,১৬,৩৬৩ জন ৩,৪০৪টি প্রতিষ্ঠান**	**১,৪৬,৭৪৩.৪৪ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.১৯ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২,২০০ জন উপকৃত হয়। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে একই কর্মসূচিতে ২০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২,০০৭ জন উপকৃত হন। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির তথ্যচিত্র নিম্নে দেখানো হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)
১।	প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা।	২,২০০ জন	২৫০	২,০০৭ জন	২০০
	মোট ১(এক)টি কর্মসূচি	**২,২০০ জন সংস্কৃতিসেবী**	**২৫০ লক্ষ টাকা**	**২,০০৭ জন সংস্কৃতিসেবী**	**২০০ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.২০ স্থানীয় সরকার বিভাগ

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে মোট সাতটি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল কর্মসূচির আওতায় ৫১,৩৫০.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২,১২,৩৬৭ জন এবং ১,৫১,৭৪০টি পরিবার উপকৃত হয়। অপরদিকে ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে এ সকল কর্মসূচির আওতায় ৩৩,০৯৬.৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮,৬০,৭৬৬ জন এবং ১,৫১,৭৪০টি পরিবার

উপকৃত হয়। ২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হল:

ক্রমিক নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বছর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম (RERMP)	২,৬৩,৫১০ জন ৫১,৭৪০ পরিবার	২৫,৭৩৩.৪৯	২,৬৩,৫১০ জন ৫১,৭৪০ পরিবার	১৬,৭৬২.৬৫
২	চর অঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (MIDPCR)	১৬,৩০০ জন	১,০৫০.০০	১৯,৩৭৫ জন	১,৩৪৫.০০
৩	নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (অংশ-২)	৩,৩৭,৫৫৭ জন	৫,১৯৪.৬১	৯,৯৪,০০০ জন	১১,১৪৫.০০
৪	কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবসহাপনা প্রকল্প (CBRMP)	৫,০০,০০০ জন ১,০০,০০০ পরিবার	৬৮.০০	৫,০০,০০০ জন ১,০০,০০০ পরিবার	৬৮.০০
৫	এনহ্যান্সিং রেজিলিএ্যান্স আন্ডার বাংলাদেশ কান্ট্রি প্রোগ্রাম ২০০৭-২০১০	২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সমাপ্ত	-	৮০,০০০ জন	৩,৬৭০.০০
৬	দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহন শীর্ষক প্রকল্প। (ERDECC)	৮০,০০০ জন	১৮,৮৭৭.০০	-	-
৭	কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি: গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (RRMAIDP)	১৫,০০০ জন	৪২৭.০০	৩,৮৮১ জন	১০৬.০০
মোট	**৭ (সাত)টি কর্মসূচি**	**১২,১২,৩৬৭ জন ১,৫১,৭৪০টি পরিবার**	**৫১,৩৫০.১০ লক্ষ টাকা**	**১৮,৬০,৭৬৬ জন ১,৫১,৭৪০টি পরিবার**	**৩৩,০৯৬.৬৫ লক্ষ টাকা**

ঘ.৪.২১ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

২০১২-১৩ ও ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের তথ্যচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হল:

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	প্রতিবেদনাধীন বৎসর (২০১২-১৩)		পূর্ববর্তী বৎসর (২০১১-১২)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকা)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	ডিএসএফ মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম	নির্বাচিত ৫৩টি উপজেলার দরিদ্র প্রসূতি মা	৪,৮২৮.০০	নির্বাচিত ৫৩টি উপজেলার দরিদ্র প্রসূতি মা	৫,৭৭৫.০০
২।	রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ	সমগ্র দেশবাসী	৩৮,০৩১.০০	সমগ্র দেশবাসী	৩৩,৭৬০.০০
৩।	সমাজভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা	সমগ্র দেশবাসী	৬,৭১৮.৪৪	সমগ্র দেশবাসী	২,৪৮১.০০
৪।	জাতীয় পুষ্টি সেবা	সমগ্র দেশবাসী	৩,৬১২.০০	সমগ্র দেশবাসী	৪,০৫৩.০০
৫।	ম্যাটারনাল চাইল্ড রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডোলসেন্ট হেলথ।	সমগ্র দেশবাসী	১৩,৩৮১.৬০	সমগ্র দেশবাসী	১১,৯৯৩.০০
মোট		**নির্বাচিত ৫৩টি উপজেলার দরিদ্র প্রসূতি মা এবং সমগ্র দেশবাসী**	**৬৬,৫৭১.০৪**	**নির্বাচিত ৫৩টি উপজেলার দরিদ্র প্রসূতি মা এবং সমগ্র দেশবাসী**	**৫৮০৬২.০০**

ঙ. মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

ঙ.১ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। অর্থ বিভাগ

(১) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের সংশোধিত এবং ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরের বাজেট জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়।

(২) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের সংশোধিত কর্তৃত্ব গত ১১ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে জারি করা হয়।

(৩) ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরের প্রস্তাবিত বাজেটের সঙ্গে 'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা: একটি হালচিত্র', 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাত উন্নয়নে পথনকশা: দ্বিতীয় হালচিত্র', 'বাংলাদেশে দারিদ্র্য ও অসমতা: উত্তরণের পথে যাত্রা', 'রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা: বর্তমান ও ভবিষ্যত', 'মধ্যমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)', ও 'জেলাভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ: টাংগাইল জেলা (২০১৩-১৪)' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়।

(৪) ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরে ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন' প্রণয়ন ও সংসদে উপস্থাপন করা হয়।

(৫)২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বই প্রকাশ করা হয়।

(৫) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মোট ২৩৪টি উন্নয়ন কর্মসূচি অনুমোদন ও অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

(৬) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মৃত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্তৃক গৃহীত সরকারি ঋণ ও সুদ মওকুফের ১২৩টি প্রস্তাব নিষ্পত্তি করা হয়।

(৭) আর্থিক ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়ন এবং বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর (এমটিবিএফ) আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য অফিসের বাজেট প্রণয়ন করা হয়।

(৮) আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো পদ্ধতিকে আরও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে 'Deepening MTBF and Strengthening Financial Accountability' শীর্ষক একটি নতুন কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরের জন্য ৫৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট কাঠামো প্রণয়নে প্রকল্প হতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়, সকল মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণয়নে কারিগরি সহায়তা দেওয়া হয় এবং পাইলট হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের Medium Term Strategic Business Plan (MTSBP)-এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়নসহ ৪টি মন্ত্রণালয়ের MTSBP প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৯) কৃষি ভর্তুকি বাবদ ১২,০০০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুন্নয়ন বাজেট থেকে কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ ৫৩.৮৮৫০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়।

(১০) মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর ঐচ্ছিক তহবিলের ৪,০০,০০০ টাকা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও নিঃস্ব বিকলাঙ্গ ব্যক্তির অনুকূলে অনুদান মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়।

(১১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থ বিভাগ আধুনিকীকরণের জন্য অর্থ বিভাগের LAN স্থাপনের কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।

(১২) অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (বাজেট এবং ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা)-এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে ২৪টি সভায় ১৪১টি নতুন প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রয়োজনীয় পদ/জনবলের সুপারিশ করা হয়। এর ফলে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নকালে ডিপিপিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল অন্তর্ভুক্তকরণ বন্ধ/নিয়ন্ত্রিত হয়।

(১৩) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন অফিসসমূহে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির মোট ৬১,৯৩১টি পদ সৃষ্টির; ৬২,৩৬৭টি পদ সংরক্ষণের; ৯৭৯টি পদ স্থানান্তরের; ৩৪,৬৫৪টি পদ স্থায়ীকরণের ও ১,৬৯১টি পদ বিলুপ্তির সম্মতি দেওয়া হয়। আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে তৃতীয় শ্রেণির তিনটি ও চতুর্থ শ্রেণির ৩৭,১৫৭টি পদে নিয়োগে অর্থ বিভাগের সম্মতি দেওয়া হয়।

২। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

(১) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট ৫৩টি বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদিত হয়, যার মধ্যে ২৬টি ঋণ চুক্তি ও ২৭টি অনুদান চুক্তি। ঋণ চুক্তি ও অনুদান চুক্তির মোট আর্থিক সংশ্লেষ ৪৭,৩০৯.১২ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্যের প্রকৃত অঙ্গীকার (commitment) ও ব্যয়ন (disbursement)-এর পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে ৫৯১৪.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৪৭৩০৯.১২ কোটি টাকা) এবং ২৩৩৬.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (১৮৬৯১.৮৪ কোটি টাকা)। উল্লেখ্য, জুলাই-আগস্ট ২০১৩ সময়ে ৯৩.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পাঁচটি ঋণ ও অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই সময়ে ডিসবার্সমেন্ট ও ঋণ পরিশোধ হয় যথাক্রমে ২৭৩.৪৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ঋণ ২১৫.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার , অনুদান ৫৮.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং ১৬৮.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(২) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশ ও জাপান সরকারের মধ্যে মোট ১৪,৪৭৩.৩০ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব সংবলিত বিনিময় নোট ও সাতটি ঋণচুক্তি এবং ১৩৫.১৯ কোটি টাকার তিনটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া, জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল (জেডিসিএফ)-এর অর্থায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে ১,৩৩,৭৮২.০০ লক্ষ টাকা এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে ৭৮,৮৯৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(৩) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশ সরকার ও *USAID*-এর মধ্যে ৫৭১.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়াও ৮.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সংবলিত বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি শিল্পের শ্রমিকস্বার্থ সংশ্লিষ্ট Memorandum of Understanding (MoU) on Labor Compliance in the Shrimp Industry স্বাক্ষরিত হয়।

(৪) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশ সরকার ও ডিএফআইডি, এসডিসি এবং এএফডি-এর সঙ্গে চারটি প্রকল্পে মোট ৫৭.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঋণচুক্তি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে ৪৯.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি অনুদান চুক্তি, ডেনমার্কের সঙ্গে ৬১৪ কোটি টাকার দু'টি অনুদানচুক্তি, নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ৮০.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তিনটি অনুদান চুক্তি, জার্মানির সঙ্গে ৫৮.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পাঁচটি অনুদানচুক্তি এবং রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের সঙ্গে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের স্টেট ক্রেডিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৫) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে ৪২৩.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের দু'টি নমনীয় ঋণচুক্তি ও ২৪.৩৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি অনুদানচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৬) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে ১৭০২.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৮টি ঋণচুক্তি এবং ৯৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৪টি অনুদানচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৭) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ১,২২২.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১১টি ঋণচুক্তি এবং ৮.৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ১১টি কারিগরি সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৮) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশ-তুরস্ক যৌথ কমিশনের ৪র্থ সভা ১১-১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকায়, বাংলাদেশ-ইউরোপীয় ইউনিয়ন যৌথ কমিশনের ৬ষ্ঠ সভা ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ব্রাসেলসে, বাংলাদেশ-সৌদি আরব যৌথ কমিশনের ১০ম সভা ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে সৌদি আরবের রিয়াদে এবং বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম যৌথ সভা ০৬-০৭ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

(৯) ০৯ জুলাই ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও বেলারুশ সরকারের মধ্যে Provisional Framework Agreement on the Provision of Export Commodity Credits স্বাক্ষরিত হয়।

(১০) ১১ জুলাই ২০১৩ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজধানী আবুধাবীতে আবুধাবী ফান্ডের সাথে South Asia Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) Road Connectivity Project-শীর্ষক প্রকল্পে ৩০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একই দিনে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে Turkish International Cooperation and Coordination Agency (TIKA)'র সাথে Construction of 10 Community

Clinics in Bangladesh under the Ministry of Health and Family Welfare-শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে প্রায় ২.৫ লক্ষ মার্কিন ডলার অনুদান সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি Protocol স্বাক্ষরিত হয়।

(১১) ২১ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে 'Climate Change Adaptatation Pilot Project(CCAPP)'- শীর্ষক একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্ণিত চুক্তিতে মোট আর্থিক সংশ্লেষ প্রায় ২০.০০ কোটি টাকা

(১২) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ২৫-২৭ আগস্ট ২০১৩ তারিখে ঢাকায় æAsia Workshop on the Global Partnership for Effective Development Cooperation: Links to the Post-2015 Development Agenda"- শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১২টি দেশের ২৮ জন প্রতিনিধি ছাড়াও বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতার ক্ষেত্রে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'Recommendations for Asia-Pacific'- শীর্ষক সুপারিশমালা গৃহীত হয়। সুপারিশমালাটি ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য বৈশ্বিক সহযোগিতা বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের আন্তর্জাতিক সভায় '২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা' নির্ধারণে এ অঞ্চলের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এছাড়া কর্মশালায় উন্নয়ন সহযোগিতা কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'Asia–Pacific Development Effectiveness Facility (AP-DEF)' নামে একটি কাঠামোর আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়। বাংলাদেশ উক্ত কাঠামোর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে।

৩। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(১) করদাতাদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে 'জাতীয় আয়কর দিবস' এবং ১০ জুলাই ২০১৩ তারিখে 'মূসক দিবস' পালিত হয়।

(২) কর আপীলাত ট্রাইব্যুনালে ৪,২৩৬টি মামলা এবং কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনালে ১,৩৮১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়।

(৩) বর্তমানে প্রচলিত ১০ টাকা মূল্যমানের রাজস্ব স্ট্যাম্প প্রচলন নিশ্চিতকরণ এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান ৫ টাকা মূল্যমানের রেভিনিউ স্ট্যাম্প অচল ঘোষণা করা হয়।

(৪) অধিক হারে করদাতাদের আয়কর রিটার্ন দাখিলে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামে আয়কর মেলার আয়োজন করা হয়। জেলা/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী তিনজন এবং দীর্ঘসময় আয়কর প্রদানকারী দুইজন করদাতাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

(৫) মাঠ পর্যায়ে কর সার্কেলসমূহে করদাতাদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য Management information System for Taxation (MIST) সফটওয়্যার-এর ব্যবহার শুরু করা হয়। ই-টি রেজিস্ট্রেশন চালু করা হয়।

(৬) মামলার জট নিরসনের লক্ষ্যে এডিআর প্রথা চালু করা হয়।

(৭) স্পট এসেসমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(৮) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর, ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইব্যুনাল ও কাষ্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল অটোমেশনের আওতায় আনা হয়।

(৯) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরে 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিস চালু করা হয়, মূল্য সংযোজন কর ফাঁকি রোধে জোরদার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন করদাতা সনাক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়।

(১০) প্রতিবৎসরের ন্যায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরেও সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়। যথাসময়ে আয়কর রিটার্ন দাখিল না করার জন্য বেতন বন্ধ ও জরিমানা আরোপের বিধান রাখা হয়।

(১১) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্ব-প্রণোদিত করদাতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ক্যাম্প চালু করা হয় এবং ২,১০,৫২০ জনকে নতুন করদাতা হিসেবে নিবন্ধন করা হয়।

(১২) মূল্য সংযোজন কর (মূসক)-এর পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কিছু পণ্য ও সেবা প্রদান খাতকে মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনা হয়।

৪। আইন ও বিচার বিভাগ

(১) ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন যারা গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করেছে তাদের বিচারের নিমিত্ত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন মাননীয় বিচারপতিকে চেয়ারম্যান ও অপর দুই জনকে সদস্য করে তিন সদস্যবিশিষ্ট দু'টি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। উক্ত দু'টি ট্রাইব্যুনালে মোট ৯টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ৮টি মামলার রায় ইতোমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে, যার মধ্যে ৫টি মামলার রায়ে আসামিকে মৃত্যুদণ্ড, একটি মামলায় যাবজ্জীবন, একটিতে ৯০ বৎসর অথবা আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং অন্য আরেকটিতে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যথাক্রমে দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, কামারুজ্জামান, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। আসামি কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, অধ্যাপক গোলাম আযমকে ৯০ বৎসর অথবা আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং আব্দুল আলীমকে আমৃত্যু কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। কাদের মোল্লার মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের প্রদত্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের দায়েরকৃত আপীলের রায়ে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। বাকি মামলাগুলিরও দ্রুত নিষ্পত্তি হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়া, বর্তমান সরকারের সময়ে পিলখানায় সংঘটিত বিডিআর বিদ্রোহ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারও প্রচলিত আইনে চলমান আছে।

(২) সারাদেশে অধঃস্তন আদালতে বিদ্যমান বিশেষ ধরনের মামলাসহ সকল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মোট ৪১টি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল, ১টি ল্যান্ড সার্ভে আপীল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হয় এবং সিলেট ও বরিশালে মোট দুইটি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেট মহানগরে তিনটি মহানগর দায়রা জজ আদালত এবং ঢাকাতে একটি সাইবার ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হয়।

(৩) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে চার জন ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ছয় জন প্রসিকিউটর, বিডিআর মামলা পরিচালনায় সাত জন স্পেশাল পিপি, ঢাকা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে দুই জন প্যানেল আইনজীবীসহ সারাদেশে মোট ৫৯ জন এপিপি/বিশেষ পিপি/অতিরিক্ত পিপি/জিপি/এজিপি/অতিরিক্ত জিপি নিয়োগ দেওয়া হয়।

(৪) লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য একজন সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাসহ প্রত্যেক জেলায় তিন জন করে ৬৪টি জেলার জন্য মোট ১৯২টি পদ সৃজন করা হয়। ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলার মধ্যে ১৫টি জেলায় ১৫ জন লিগ্যাল এইড অফিসার, ৪২টি জেলায় ৪২ জন অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার গরিব ও অসহায় জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি আইনগত পরামর্শ প্রদান করবেন এবং Alternative Dispute Resolution (ADR) বা মীমাংসার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করবেন।

(৫) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৬৪টি জেলার লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে মোট ১৫,২২৫ জন ব্যক্তিকে সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, সরকারি আইনি সহায়তার মাধ্যমে প্রায় ৪,৯১১টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়।

(৬) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ২৮ এপ্রিল তারিখ 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে এবং সারা দেশে প্রথমবারের মত দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিবসটির কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন।

(৭) ২৮ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০১৩-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অসহায় ও দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ০২ মে ২০১৩ তারিখ থেকে শ্রম আদালত সংলগ্ন শ্রম ভবনে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল চালু করা হয়। শ্রমিকদের পক্ষে আইনজীবী নিয়োগ, শ্রম আদালতে মামলা দায়ের ও পরিচালনাসহ শ্রমিকদেরকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করা ইত্যাদি এ সেলের অন্যতম উদ্দেশ্য।

(৮) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক মোট ১৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সর্বমোট ৭১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৯) দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও সহজতর করাসহ এ খাতের দীর্ঘদিনের অবকাঠামো নির্মাণের চাহিদা পূরণের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং এ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় হ্রাস, রেজিস্ট্রেশন ব্যয় হ্রাস ও সকল প্রকার কর ও ফি একই পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৫। কৃষি মন্ত্রণালয়

(১) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ৭৪টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ১১৪৬.৭১ কোটি টাকার মধ্যে জুন

২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয় ১১০৮.৭২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৯৭ শতাংশ। এছাড়া একই সময়ে ১২৪টি কর্মসূচির বিপরীতে বরাদ্দকৃত ২৩৪.৩২ কোটি টাকার মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয় ২৩১.৫৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৯৯ শতাংশ।

(২) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২টি ফসলের ১৪টি জাত উদ্ভাবন করা হয়। জাতগুলি হচ্ছে বারি আম-১০, বারি লিচু-৫, বারি আলু-৩৪, বারি আলু-৩৫, বারি আলু-৩৬, বারি আলু-৩৭, বারি আলু-৩৮, বারি আলু-৩৯, বারি আলু-৪০, বারি আলু-৪১, বারি আলু-৪২, বারি আলু-৪৩, বারি আলু-৪৪ ও বারি আলু-৪৫। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে মোট ২২টি ফসলের উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়।

(৩) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) থেকে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ধানের ১টি সুগন্ধী জাত বিনাধান-৯, ১টি অধিকতর লবনাক্ত সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল জাত বিনাধান-১০, টমেটোর ৩টি জাত (বিনা টমেটো-৮, বিনা টমেটো-৯ ও বিনাটমেটো-১০) এবং ছোলার ২টি জাত (বিনাছোলা-৭ ও বিনাছোলা-৮) ছাড়করণ হয়।

(৪) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক পাট এবং পাটসহ ৫০০ উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকারক ছত্রাক Macrophomina phaseolina-এর জীবন রহস্য উন্মোচন করা হয়। এর ফলে ক্ষতিকারক ছত্রাক প্রতিরোধী পাটের জাত উদ্ভাবন সম্ভব হবে। প্রায় ১১০০ তোষা পাটের জার্মপ্লাজম মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়। যা থেকে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটিয়ে উন্নত জাত উদ্ভাবন সম্ভব হবে। আন্তর্জাতিক মানের একটি জেনোম গবেষণা প্লাটফরম নির্মাণ সম্পন্ন করা হয় যা ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসল/বীজের জেনোম তথ্য বিশ্লেষণ করে কাংখিত বৈশিষ্ট্যের জাত উদ্ভাবন করা সহজতর হবে। এছাড়া সারাদেশে ১১টি জুট ব্লক এবং ২টি জুট ভিলেজ এর মাধ্যমে নতুন উদ্ভাবিত বিজেআরআই তোষা-৫ পাটের জাতের মাঠ পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা এবং কৃষক পর্যায়ে পরিচিতি এবং সম্প্রসারণের জন্য কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(৫) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার চর এলাকায় ১০৪৪.৩৬ একরের একটি নতুন বীজ বর্ধন খামার স্থাপন করা হয় যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে উদ্বোধন করেন। পটুয়াখালী জেলায় বীজ বর্ধন খামার স্থাপনের মাধ্যমে উপকূলীয় অঞ্চলের উপযোগী ফসলের বীজ পরিবর্ধনপূর্বক কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে পর্যায়ক্রমে ঐ এলাকার অনাবাদী জমি চাষের আওতায় আনা সম্ভব হবে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং পারিবারিক খ্যদ্য নিরাপত্তা (Household Food Security) নিশ্চিত হবে।

(৬) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন খাতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১১,৯৯৯.৯৯৩৮ কোটি টাকা ভর্তুকি (কৃষি উপকরণ সহায়তা) প্রদান করা হয়।

(৭) দেশে ৬.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া ,১.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন টিএসপি ,১.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন ডিএপি এবং ৩.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন এমওপি মজুদ রয়েছে।

(৮) জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদে জলবায়ু প্রতিকূল কৃষি অঞ্চল ও অর্থনৈতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ঝালকাঠিতে বাস্তবায়নযোগ্য ৪৯৯.৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'Integrated Agricultural Productivity Project (IAPP)' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

(৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৬তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে আঞ্চলিক বীজ ব্যাংক (Regional Seed Bank) গঠনের প্রস্তাবের ধারাবাহিকতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে মালদ্বীপে সমাপ্ত ১৭তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে Agreement on Establishing SAARC Seed Bank সকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। SAARC Seed BAnk Agreement সংক্রান্ত এর প্রস্তাব মন্ত্রিসভা-বৈঠকে অনুমোদিত হয়।

(১০) খরিফ-১/২০১৩ মৌসুমে উফশী আউশ ধান ও বোনা আউশ ধান (নেরিকা) চাষে প্রণোদনার লক্ষ্যে বোনা আউশ (নেরিকা) আবাদে ১৮টি জেলার ৭০০০ জন ও উফশী আউশ ধান চাষাবাদে ৪৭টি জেলার ৩,২৫,৫০০ জন কৃষককে ১ বিঘা করে মোট ৩,৩২,৫০০ বিঘা উফশী আউশ ধান ও বোনা আউশ ধান (নেরিকা) আবাদের জন্য বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার প্রদান করা হয়।

(১১) ঘূর্ণিঝড় মহাসেনের কারণে দক্ষিণাঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত ৪টি জেলায়) পটুয়াখালী ,বরগুনা ,ভোলা ও বরিশাল (চলতি খরিফ-২/২০১৩ মৌসুমে উফশী আমন চাষাবাদে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ এক বিঘা জমির বীজ বিনামূল্যে সরবরাহ করার জন্য সর্বমোট ২,৩৪,৯২৫ বিঘা জমির জন্য (বিঘা প্রতি ৫ কেজি বীজ) বিনামূল্যে বীজ বিতরণের নিমিত্ত ২,৩৪,৯২৫টি কৃষক পরিবারকে ৩৯৯.৫৭২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

(১২) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন,

সংরক্ষণ, বিতরণ এবং সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৭ (স্বর্ণপদক)-এ ভূষিত করা হয়।

(১৩) বিএডিসি ঢাকা বিভাগে সৌরশক্তির সাহায্যে সেচ পাম্পের মাধ্যমে দৈনিক ৫ লক্ষ লিটার পানি উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন ০.৫ কিউসেক ক্ষমতার সৌরশক্তিচালিত সেচযন্ত্র স্থাপনের জন্য 'ঢাকা বিভাগে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যম ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন' শীর্ষক একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ঢাকার সাভার, গাজীপুর সদর, নরসিংদীর রায়পুর, শেরপুরের নালিতাবাড়ী, নেত্রকোনার পূর্বধলা এবং গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া ও টুংগীপাড়া উপজেলায়, ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার ধামরাই, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও, কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি ও ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গায় একটি করে সর্বমোট ১১টি সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্প সরবরাহ ও স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। আসন্ন সেচ মৌসুমে উক্ত সৌরশক্তি চালিত সেচ পাম্পের মাধ্যমে প্রায় ১৮৯৪ একর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।

(১৪) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরীক্ষামূলকভাবে ২০০টি উপজেলার মাটির উর্বরতা মান অনুযায়ী সুষম সার সুপারিশের লক্ষ্যে অনলাইন সার সুপারিশ কার্যক্রম এবং ২০টি উপজেলায় অফলাইন সার সুপারিশ কার্যক্রম চালু করা হয়।

(১৫) দেশের উত্তরাঞ্চলে কার্তিকের মঙ্গা পরিস্থিতি মোকাবেলায় অধিকতর লাভজনক শস্য পর্যায় (ব্রি ধান৩৩-আলু-ভুট্টা) উদ্ভাবন করা হয়।

(১৬) কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজারের সঙ্গে কৃষকের সংযোগ স্থাপন ,বিপণন ব্যয় হ্রাস ও শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে আয় বৃদ্ধিপূর্বক দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ২০১১-১২ হতে ২০১৫-১৬ অর্থ-বৎসর পর্যন্ত ০৫ বৎসর মেয়াদি 'মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প' কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলার ১৯টি উপজেলায় বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়।

(১৭) বিশ্ব খাদ্য দিবস -২০১২ ও ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ, ২০১৩ সফলভাবে উদযাপন করা হয়।

(১৮) উল্লেখ্য, জুলাই -সেপ্টেম্বর ২০১৩ সময়ের মধ্যে ১৫ সেপ্টম্বর ২০১৩ তারিখে সংশোধিত ও পুনর্গঠিত খসড়া 'জাতীয় কৃষি নীতি, ২০১৩' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(১৯) দেশের সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় তথা দক্ষিণাঞ্চলের সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নের জন্য ২০১১ সালে একটি মহাপরিকল্পনা Master Plan for Agricultural Development in the Southern Region of Bangladesh প্রণয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয় যা ২০১৩ সালে জুলাই মাসে সম্পন্ন হয়। এ মহাপরিকল্পনার আওতায় দক্ষিণাঞ্চলের ১৪টি জেলায় সামগ্রিক কৃষি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ফসল, মৎস্য প্রাণিসম্পদ খাতসহ পানি ব্যবস্থাপনার সমন্বিত উন্নয়নের জন্য ১০টি প্রধান ক্ষেত্রে (Thematic Area) ৮৫টি কার্যক্রম (Intervention) চিহ্নিত করা হয়। ২০১৩-২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫৭ হাজার ৬৮ কোটি টাকা।

(২০) জুলাই ২০১৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত উচ্চফলনশীল ০৩টি ফসলের মোট ১১টি নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয় যা সারাদেশে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বিনা-১১, বিনা-১২, বিনা-১৩ ও বিনা-১৪ ধানের জাত, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ব্রি-৫৯, ব্রি-৬০, ব্রি-৬১ ও ব্রি-৬২ (স্বল্প জীবনকাল ও উচ্চমাত্রার জিংকসমৃদ্ধ) ধানের জাত, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বারি আলু-৪৬ আলুর জাত ও বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক তোষা পাট-৬, দেশি পাট-৮ পাটের জাত উদ্ভাবন করা হয়।

(২১) ২৫ আগস্ট ২০১৩ তারিখে ইউরিয়া সারের মূল্য কমানো হয়। বর্তমানে কৃষক পর্যায়ে ইউরিয়া সারের দাম কেজি প্রতি ২০ টাকা থেকে ১৬ টাকা করা হয়েছে এবং ডিলার পর্যায়ে ১৮ টাকা থেকে ১৪ টাকা করা হয়েছে।

(২২) বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) কর্তৃক দেশী পাটের জীবনরহস্য উন্মোচন করা হয়, যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবনে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ১৮ আগস্ট ২০১৩ তারিখে দেশবাসীকে অবহিত করেন। এর পূর্বে একই বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে জীব প্রযুক্তি ব্যবহার করে তোষা পাট এবং পাটের কান্ড পচা রোগসহ পাঁচ শতাধিক উদ্ভিদের বিধ্বংশী ছত্রাক *Macrophomina phaseolina* এর জেনোম সিকোয়েন্সিং আবিষ্কার করা হয়। এই সকল আবিষ্কারের ফলে দেশি ও তোষা পাটের বিভিন্ন প্রতিকূলতা সহনশীল উচ্চ ফলনশীল উন্নত আঁশ সমৃদ্ধ জাত এবং পাটের কান্ড পচা রোগসহনশীল জাত উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(২৩) কৃষিখাতের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের সাড়ে চার বছরের সাফল্য ও অর্জন নিয়ে 'সাফল্যের অগ্রযাত্রা' শিরোনামে

একটি বই প্রকাশিত হয়।

৬। খাদ্য মন্ত্রণালয়

(১) অভ্যন্তরীণভাবে ১২,২০,৩৫৩ মেট্রিক টন চাল এবং 85,341 মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়।

(২) আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে 1,440 মেট্রিক টন চাল এবং 4,51,497 মেট্রিক টন গম সংগ্রহ করা হয়।

(৩) ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বাংলাদেশ সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা (বিসিআইপি)-২০১০ প্রণয়ন করা হয়। ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আঞ্চলিক খাদ্য নিরাপত্তা ফোরাম এবং রোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর কমিটির সভায় অনুকরণীয় আদর্শ দলিল/দৃষ্টান্ত হিসেবে বিসিআইপিকে তুলে ধরা হয়।

(৪) বাংলাদেশ সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা এবং জাতীয় খাদ্যনীতি ও তার কর্ম-পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন ২০১২ ও ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। এ পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় সহযোগী ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাসহ এফপিএমইউ এর কর্মকর্তাগণ থিমেটিক টিমের মাধ্যমে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় কাজ করে থাকেন।

(৫) নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন ও বিধিসমূহ সংস্কার করে একক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য 'নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩' ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।

(৬) চট্রগ্রামের হালিশহরে দেশের বৃহত্তম খাদ্য সংরক্ষণাগার হালিশহর সিএসডির বিদ্যমান খালি জায়গায় ২৩.৭৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.০০০ মেট্রিক টন ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন ৭৭ টি এবং ৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১৪ টি অর্থাৎ ৮৪ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মোট ৯১ টি গুদাম নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৯ আগস্ট ২০১৩ তারিখে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে বন্দরনগরী চট্রগ্রাম শহরে খাদ্যশস্য মজুদ ধারণ ক্ষমতা ২.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

৭। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

(১) রাজধানীর এয়ারপোর্ট রোড ও প্রগতি সরণির সংযোগস্থলে কুড়িল ইন্টারসেকশনে সৃষ্ট যানজট নিরসনের লক্ষ্যে ০৪টি লুপসহ ৩.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ কুড়িল ফ্লাইওভার এবং রাজধানী ঢাকার সাথে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প হয়ে ইস্টার্ন বাইপাস সড়কে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের জন্যে ৩০০ ফুট প্রশস্ত প্রায় ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ পূর্বাচল লিংক রোড ও বালু নদীর উপর ১০৮ মিটার দীর্ঘ একটি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়, যা ০৪ আগস্ট ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন এবং রাজউক সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যে উন্মুক্ত করে।

(২) ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা ও বর্জ্য প্রতিরোধ, ড্রেনেজ ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন; ঢাকা শহরের যানজট নিরসন তথা পূর্ব-পশ্চিম বরাবর যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে মোট ১৯৭১.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেগুনবাড়ী খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় যা ০২ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৮.৮ কিলোমিটার সার্ভিস রোড, ৮ কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ে, ০৪টি ওভারপাস, ০৪টি ব্রীজ ও ৩টি ভায়াডাক্ট সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যে রাজউক উন্মুক্ত করেছে। ফলে বিমানবন্দর সড়ক, সোনারগাঁও হোটেল, পান্থপথ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ইস্কাটন-মগবাজার, বেগুনবাড়ী-রামপুরা এলাকা এবং প্রগতি সরণি ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এলাকার যানজট নিরসন হয়েছে। এছাড়া ১০.৪০ কিলোমিটার মেইন ডাইভারশন স্যুয়ারেজ লাইন ও ৭.৭০ কিলোমিটার লোকাল ডাইভারশন স্যুয়ারেজ লাইন নির্মাণ এবং বেগুনবাড়ী খাল ও হাতিরঝিল উন্নয়নের ফলে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণসহ ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, ড্রেনেজ ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। নয়নাভিরাম হাতিরঝিল বর্তমানে ঢাকাবাসীর জন্যে অনন্য বিনোদন কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়।

(৩) রাজধানী ঢাকার নিকটবর্তী অনুন্নত এলাকায় পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে নতুন শহর সৃষ্টিকল্পে এবং ঢাকা শহরের প্রকট আবাসন সমস্যা লাঘবের উদ্দেশ্যে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের আওতায় ২৪,৬৯৭টি আবাসিক প্লট, ৫০৬টি প্রশাসনিক প্লট, ১২২৭টি বাণিজ্যিক প্লট, ৬৩৫টি প্রাতিষ্ঠানিক প্লট ও ৪১টি ডিপ্লোম্যাটিক প্লট তৈরি করা হয়। এছাড়া ঢাকাস্থ উত্তরায় উত্তরা আদর্শ আবাসিক শহর (৩য় পর্ব) প্রকল্পের আওতায় ৮২৯৫টি আবাসিক প্লট ও ৫৫০টি বাণিজ্যিক প্লট তৈরি করা হয়।

(৪) ঢাকা শহরকে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে বুড়িগঙ্গা নদীর অপরপার্শ্বে সম্প্রসারণপূর্বক পরিকল্পিত আবাসন ও নাগরিক সুবিধা সৃষ্টি করে ঢাকা মহানগরীর আবাসন সমস্যা দূরীকরণের জন্যে ঢাকা-মাওয়া রোডের পার্শ্বে কেরানীগঞ্জ উপজেলায় 'ঝিলমিল'

আবাসিক প্রকল্পের আওতায় ১১৯৪টি প্লট তৈরি করা হয়। এছাড়া, স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসনের লক্ষ্যে উত্তরা ৩য় পর্ব প্রকল্পের ১৮নং সেক্টরে উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ২২৩টি ১৬তলা ভবনে ১৮৭৩২টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(৫) প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ, পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবৈধ দখল হতে পুনরুদ্ধার করে সৌন্দর্যবর্ধন ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ড সৃষ্টির লক্ষ্যে গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন এবং উত্তরা লেক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

(৬) পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ তৈরিসহ ঢাকা মহানগরীর একটি নতুন প্রবেশপথ সৃষ্টি এবং ঢাকার পূর্ব পার্শ্বস্থ প্রস্তাবিত বাইপাসের সাথে যোগাযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদানী এভিনিউ পূর্বমুখী সম্প্রসারণ (প্রগতি সরণি হতে বালু নদী পর্যন্ত) প্রকল্পের আওতায় ৬.১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ মহাসড়ক নির্মাণ করা হয়।

(৭) ঢাকার কুটনৈতিক এলাকা গুলশানের বিভিন্ন রাস্তার উপর অবৈধ গাড়ী পার্কিং রোধ করে ঢাকা শহরের তীব্র যানজট নিরসনের লক্ষ্যে গুলশান-১ এ ২টি বেইজমেন্টসহ ১৫-তলা বিশিষ্ট ২৩০টি গাড়ি পার্কিং এর সংস্থানসহ কার পার্কিং কাম অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়।

(৮) বিদ্যমান Detailed area Plan (DAP)-কে রিভিউ করে আরো বাস্তবসম্মত ও সময়োযোগী করার লক্ষ্যে ড্যাপ (২০১৬-২০৩৫) প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(৯) ঢাকার চারদিকে স্যাটেলাইট শহর তৈরির লক্ষ্যে পিপিপি পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাব পিপিপি সেলে প্রেরণ করা হয়।

(১০) শান্তিনগর হতে ৪র্থ (নতুন) বুড়িগঙ্গা ব্রীজ হয়ে ঢাকা-মাওয়া রোড (ঝিলমিল) পর্যন্ত ১৩.৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প পিপিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের জন্যে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নীতিগত অনুমোদন গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। শান্তিনগর হতে কাকরাইল, বিজয়নগর, পল্টন, নয়াবাজার হয়ে বাবুবাজার বুড়িগঙ্গা সেতুর উভয় পার্শ্বে নতুনভাবে ২টি ব্রীজ নির্মাণ করে ঢাকা-মাওয়া রোড (ঝিলমিল) পর্যন্ত এ ফ্লাইভারটি নির্মিত হবে। একই প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ইউটিলিটি স্থানান্তর ও নির্মাণ কার্যক্রম তদারকির জন্যে একটি লিংক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

(১১) গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে ১৬টি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত ৬৫টি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। তন্মধ্যে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের জন্যে ঢাকার আগারগাঁও-এ ০১টি বেজমেন্টসহ ১১-তলা ভিতবিশিষ্ট ৭-তলা একটি ভবন, বাংলাদেশ পুলিশের ঢাকাস্থ হেড অফিসে ন্যাশনাল ক্রাইম কন্ট্রোল ও অপারেশন মনিটরিং সেন্টারের জন্যে ২টি বেইজমেন্টসহ ২২-তলা ভিত বিশিষ্ট ৭তলা ১টি ভবন, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫০০ শয্যা থেকে ১০০০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় ১০-তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ৮-তলা ভবন, ঢাকার খিলগাঁও এ ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৪-তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ১৩-তলা ভবন, মৌলভীবাজার জেলা হাসপাতালকে ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় ৫-তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ৩-তলা ভবন, পাবনা মেডিকেল কলেজ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ১০-তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ৬-তলা ভবন, নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ১০-তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ৬-তলা ভবন, জাতীয় নিউরোসাইন্স ইনষ্টিটিউট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১০-তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ৯-তলা মূল ভবন, ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ৬-তলা ডক্টরস ডরমিটরি, ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ৬-তলা স্টুডেন্টস ডরমিটরি, ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ৬-তলা নার্সেস ডরমিটরি, ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ৬-তলা ষ্টাফ ডরমিটরি, ঢাকার ফুলবাড়িয়ায় সরকারি কর্মচারীদের জন্যে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ১৬-তলা ভিত বিশিষ্ট ৪-তলা হাসপাতাল ভবন, ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ৬-তলা ডক্টরস ডরমিটরি, ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ৬-তলা নার্সেস হোস্টেল, ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ৬-তলা ষ্টাফ ডরমিটরি এবং Establishment of National Institute of ENT at Tejgaon, Dhaka. শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২-তলা ভিত বিশিষ্ট ০১টি ৮-তলা ভবন ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়। এছাড়াও শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল ও নার্সিং কলেজ নির্মাণ, গাজীপুর বেসিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার হাইটেক পার্ক নির্মাণ, চট্টগ্রামে নতুন আদালত ভবন নির্মাণ, শেখ ফজিলাতুন্নেছা চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ, সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্সক্স ভবন নির্মাণ, ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ, পুলিশের জন্যে ব্যারাক ভবন নির্মাণ, ০৭টি i¨ve কমপ্লেক্স নির্মাণ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ভবন এবং বিনিয়োগ বোর্ড ভবন নির্মাণ উল্লেখযোগ্য।

(১২) গণপূর্ত অধিদপ্তর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরীতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা লাঘবের জন্যে ৪২২টি ফ্ল্যাট নির্মাণ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ নির্মাণ, সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে ৪৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ, সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিবর্গের জন্যে আবাসিক ভবন নির্মাণের কাজ বাস্তবায়ন করে।

(১৩) স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর আবাসনের এবং ঢাকা মহানগরীতে আবাসন সংকট দূরীকরণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের আওতায় বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪২টি প্লট উন্নয়ন/ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এছাড়া আবাদযোগ্য ও উৎপাদনক্ষম জমির সুরক্ষা ও জমির পরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে আবাসন ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে জাতীয় গৃহায়ন নীতি-১৯৯৯-এর সংশোধনের খসড়া চূড়ান্ত হয়।

(১৪) পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কৌশলগত পরিকল্পনা ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্লান প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে কক্সবাজার-টেকনাফ এলাকার বিস্তারিত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিলেট ও বরিশাল বিভাগীয় শহরের মাস্টার প্লান, মাদারীপুর ও রাজৈর উপজেলার ডিটেইল্ড এরিয়া প্লান, বেনাপোল-যশোর পর্যন্ত হাইওয়ে করিডোর বরাবর এলাকার এ্যাকশন এরিয়া প্লান, কম্প্রিহেনসিভ ডেভেলপমেন্ট প্লান অব দি হোল কান্ট্রি এবং ডেভেলপমেন্ট অব রংপুর ডিভিশন প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

(১৫) পরিবেশ বান্ধব, নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত ইমারত নির্মাণের লক্ষ্যে Bangladesh National Building Code (BNBC) সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগীকরাসহ রিয়েল এষ্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ ও এতদ সংক্রান্ত বিধিমালা-২০১১ প্রণয়ন করা হয় এবং বেসরকারি আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা-২০০৪ সংশোধন করা হয়।

(১৬) কুয়াকাটা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুরে ০৪টি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(১৭) নতুন ওয়েব সাইট তৈরি ও বিদ্যমান ওয়েব সাইটের আধুনিকায়নের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল সংস্থা তাদের সকল কার্যক্রম ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তথ্য প্রযুক্তির আওতায় এনে জনগণের জন্য সহজলভ্য করা হয়।

(১৮) 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যয় সাশ্রয়ী স্থাপনা নির্মাণে গবেষণা ও উদ্বুদ্ধকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং ভূমিকম্পজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে 'Capacity Development on National Disaster Resilient Techniques Construction & Retrofitting for Public Buildings' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

(১৯) চট্টগ্রামের যানজট নিরসনে ১৪.৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড ও ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ লুপ রোড নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৯ আগস্ট ২০১৩ তারিখে স্থাপন করা হয় এবং মুরাদপুর, ২ নং গেইট ও জিইসি জংশনে ৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়। এছাড়াও চট্টগ্রাম মহানগরীর আবাসন সমস্যা দূরীকরণে অনন্যা আবাসিক এলাকা, কল্পলোক আবাসিক এলাকা, সিলিমপুর আবাসিক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।

(২০) খুলনা মহানগরীতে 'খুলনা-যশোর রোড ও সিটি বাইপাস রোডের মধ্যে দুটি লিংক রোড নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং ''খুলনা শীপইয়ার্ড সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। রাজশাহীতে 'সাহেব বাজার হতে গৌড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ' প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং ''কোর্ট হতে রাজশাহী বাইপাস সড়ক পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ'' ও 'নাটোর রোড হতে বাইপাস পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ' শীর্ষক দুটি প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

(২১) বিশ্ব বসতি দিবস, ২০১২ সফলভাবে উদ্‌যাপন করা হয়।

৮। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়।

(২) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৩১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ১,৮৯৭ জন এবং অন্যান্য ৫৪ জনসহ মোট ১,৯৫১ জন প্রার্থীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৯ হতে অদ্যাবধি ২৮তম, ২৯তম, ৩০তম ও ৩১তম বি.সি.এস. পরীক্ষা মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে মোট ৭,৮৯১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

(৩) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ১৭ জন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ সরকারের সচিব, ৩ জন কর্মকর্তাকে যুগ্মসচিব এবং ২০২ জন কর্মকর্তাকে উপসচিব পদে (মোট ২২২জন) পদোন্নতি প্রদান করা হয়। দেশি-বিদেশি সংস্থার বিভিন্ন গুরুতবপূর্ণ পদে ৮৫ জন কর্মকর্তার লিয়েন মঞ্জুর করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৯ হতে অদ্যাবধি ৭৮ জন কর্মকর্তাকে বাংলাদেশ সরকারের সচিব, ২৯৩ জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত সচিব, ১,০৮৯ জন কর্মকর্তাকে যুগ্মসচিব এবং ২,৫২০ জন কর্মকর্তাকে উপসচিব পদে (মোট ৩৯৮০জন) পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

(৪) সকল ক্যাডারের কর্মকর্তাদের Personal Data Sheet (PDS) তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে অদ্যাবধি সকল ক্যাডারের ২৯,৩২৪ জন কর্মকর্তার অনলাইন রেজিস্টেশন সম্পন্ন হয়েছে।

(৫) বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার জন্য ২৫,৩৬৪টি পদ সৃজন, ৫৬,৪২৮টি পদ সংরক্ষণ এবং ৪২,৫২৫টি পদ স্থায়ী করা হয়। ২০০৯ হতে অদ্যাবধি বিভিন্ন/সংস্থার জন্য ৩,৮৬,৪৫৬টি পদ সৃজন, ৩,৫৯,৯৬০টি পদ সংরক্ষণ এবং ১,১৫,৯২২টি পদ স্থায়ী করা হয়।

(৬) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা) এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি) পদ দুইটির সহায়ক হিসাবে ২১৪টি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদ রাজস্ব খাতে সৃজন করা হয়।

(৭) পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনসহ সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ঝাড়ুদার/ক্লিনার/সুইপার পদে জাত হরিজনদের জন্য ৮০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নন-টেকনিক্যাল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষায় ৭০ শতাংশ ও মৌখিক পরীক্ষায় ৩০ শতাংশ নম্বর বন্টন সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়।

(৮) চাকরিরত অবস্থায় অকালে মৃত্যুবরণ করলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরিবারের সদস্যদেরকে ৫ লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অক্ষম হলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ২ লক্ষ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(৯) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও 'Statistics of Civil Officers and Staff, 2011' শীর্ষক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়।

(১০) ৫০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১১৯৫জন কর্মকর্তাকে এবং মাঠ প্রশাসনের ৮৩১জন কর্মকর্তাকে তথ্য প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(১১) সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগ সৃজনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য প্রযোজ্য ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রমিতীকরণের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ইংরেজি ভাষার প্রণীত ৭টি আইন/অধ্যাদেশ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রমিতীকরণ করা হয়।

৯। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

(১) পেট্রোবাংলা ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে প্রায় ৮০০ বিলিয়ন গ্যাস উৎপাদন করে। উৎপাদিত গ্যাস বিভিন্ন বিপণন কোম্পানীর মাধ্যমে বিক্রয় লব্ধ অর্থের আয়ের অংশ হতে সিডি/ভ্যাট, লভ্যাংশ, ডিএসএল, আয়কর বাবদ ও সিডি/ভ্যাট খাতে ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে ৫৪৪৬.১১ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়। এছাড়া Royalty হিসাবে ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে ১৪০.৪৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়।

(২) বাপেক্স কর্তৃক সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫নং কূপের ওয়ার্কওভার কাজ সম্পন্ন হয় । বর্তমানে এ কূপ হতে দৈনিক ১৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডের মাধ্যমে চট্রগ্রামে সরবরাহ করা হচ্ছে।

(৩) বাপেক্স কর্তৃক শ্রীকাইল তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন (কূপ নং-২, ব্লক-৯) প্রকল্পের আওতায় কূপ খনন এলাকার ভূমি উন্নয়ন ও Rig & Ancillaries Foundation নির্মাণসহ সকল অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের কূপ খনন এলাকায় রীগ স্থাপনপূর্বক ৩২১৪.০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত অনুসন্ধান কূপ খনন কাজ সম্পন্ন হয়। এ কূপ হতে মার্চ ২০১৩ থেকে দৈনিক গড়ে ২২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া শ্রীকাইল কূপ নং-২ খনন সমাপনান্তে শ্রীকাইল ভূ-কাঠামোতে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য গ্যাস স্তর আবিষ্কৃত হয়।

(৪) তিতাস কর্তৃক ১৮ নং কূপ খনন প্রকল্পের আওতায় ১৮ নং কূপ খনন কাজ শুরু হয়। ২৬ মে ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ৩৩৩২ মিটার খনন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

(৫) গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গ্যাস ট্রান্সমিশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টভুক্ত (জিটিডিপি) ৪টি পাইপলাইন প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্পের অধীনে ৩০ ইঞ্চি ব্যাসের ১৩৩ কিলোমিটার এবং ১টি প্রকল্পের অধীনে ১২ ইঞ্চি ব্যাসের ৫৩ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ ও Horizontal Directional Drilling (HDD) পদ্ধতিতে নদী অতিক্রমণ কাজ সমাপ্তি শেষে ২০ অক্টোবর ২০১২ তারিখে ৫১ কিলোমিটার, ১৯ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ১০০ কিলোমিটার এবং ১৩ মে ২০১৩ তারিখে ৩১ কিলোমিটার পাইপলাইন কমিশনিং কাজ সম্পন্ন হয়। যার ফলে রাজশাহী অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

(৬) গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক বাখরাবাদ-সিদ্দিরগঞ্জ ৩০ ইঞ্চি ব্যাস ও ৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ সঞ্চালনলাইন স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে Row Clearing & Grading, ৫৭.০০ কিলোমিটার Main Line Welding এবং

৫০.০০ কিলোমিটার Lowering কার্য সম্পন্ন হয়। HDD পদ্ধতিতে ৬টি নদী ক্রসিং এর মধ্যে ৪টি সম্পন্ন হয় এবং বর্তমানে মেঘনা ও গোমতী নদী ক্রসিং এর কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে মেঘনাঘাট, হরিপুর ও সিদ্ধিরগঞ্জ এলাকায় নির্মিতব্য একাধিক বৃহৎ আকৃতির বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহসহ ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি সাধিত হবে।

(৭) তিতাস গ্যাস ফিল্ড হতে উৎপাদিতব্য বর্ধিত গ্যাস সঞ্চালনের নিমিত্ত গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) কর্তৃক একটি ২৪ ইঞ্চি ব্যাসের ও ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তঃসংযোগ পাইপলাইন স্থাপনের কাজ সমাপ্তির পর ৪ জুলাই ২০১২ তারিখে কমিশনিং কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস ক্ষেত্রের ১৭নং কূপ হতে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ হতে ১৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রতিদিন জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে। অপরদিকে শ্রীকাইল-এবি ২০ ইঞ্চি ব্যাসের ও ১.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণের মাধ্যমে শ্রীকাইল লোকেশন-২ (ওয়েল নং-১) হতে মার্চ ২০১৩ হতে গড়ে দৈনিক ২২ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস প্রতিদিন জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

(৮) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড কতৃক কৈলাশটিলা ৪ নং কূপে ২য় বার ওয়ার্কওভার অপারেশন কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া রশিদপুর কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট (আরসিএফপি)-এর ২য় পর্যায়ে নির্মিত দৈনিক ১২৫০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্টের উৎপাদন শুরু হয়। ৩-ডি সাইসমিক সার্ভের ফলাফলের প্রেক্ষিতে রশিদপুর ও সিলেট (হরিপুর) ফিল্ডে খননতব্য কূপসমূহের সারফেস লোকেশন চিহ্নিতকরণ করা হয়

(৯) বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক Long Wall Top Coal Caving (LTCC) নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়। এ পদ্ধতির ফলে পূর্বের কয়লা উৎপাদনের গড় ২,০০০ মেট্রিকটন বৃদ্ধি পেয়ে ৪,৫০০ মেট্রিকটনে উন্নীত হয়। উল্লেখ্য, এশিয়া মহাদেশে এ পদ্ধতিটি নতুন এবং তা প্রথমত বাংলাদেশের এই খনিতে শুরু করা হয়।

(১০) গ্যাস সঞ্চালন লাইনে নির্ধারিত চাপ ও তাপ ঠিক রেখে গ্যাস সরবরাহের জন্য এলেঙ্গা এবং আশুগঞ্জে দুটি কম্প্রেসার স্থাপনের অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে ফাউন্ডেশনসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন হয়। অক্টোবর ২০১৩ এর মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ শেষ হবে মর্মে আশা করা যায়।

(১১) 'খনিজ সম্পদ উন্নয়নের ভূবৈজ্ঞানিক কার্যক্রম ২য় পর্যায়' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলার মাসিদপুর এলাকায় জিডিএইচ-৬৮ কূপ খনন কার্যক্রম ২১৬৭.৫ ফুট বা ৬৬০.৮ মিটারে সমাপ্ত করা হয়। উক্ত কূপ খননের মাধ্যমে ৩৬২.০০-৩৬৫.৩০ মিটার গভীরতায় ৩.০৪ মিটার পুরু চুনাপাথর এবং ৪৭১.১৪-৪৭২.৫৫ মিটার, ৫৭৫.০০-৫৭৫.৯১ মিটার এবং ৫৮৬.৫৮-৫৮৭.১৯ মিটার গভীরতায় প্রায় ১.০০ মিটার পুরুত্বের ম্যাগনেটিক মিনারেল (ম্যাগনেটাইট) সমৃদ্ধ রক পাওয়া যায়।

(১২) চলন বিল এলাকার কোয়াটারনারি যুগের অতীত ইতিহাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রমাণাদি উদ্ঘাটনকল্পে সমন্বিত ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় বগুড়া, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও রাজশাহী জেলাসমূহের মোট ৭০৮২.১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন এবং উক্ত এলাকার কোয়াটারনারি যুগের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের চিহ্নসমূহ উদঘাটনের জন্য বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক ও ভূপদার্থিক (Resistivity, Geophysical Logging, Vertical Electrical Sounding) জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়। বহিরাংগন চলাকালে চলনবিল এলাকায় মাটির গভীরে হাতি ও গন্ডার সদৃশ জীবাশ্মের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।

(১৩) চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে গড়াই নদীর সংযোগস্থল পর্যন্ত পদ্মা নদীর বালিতে এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারি হতে বঙ্গবন্ধু ব্রিজ পর্যন্ত যমুনা নদীর বালিতে অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ মণিকের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় এবং নদী ভাঙ্গনপ্রবণ এলাকাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও ভাঙ্গনের ভূতাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণ শীর্ষক বিশেষ কর্মসূচির ফিল্ড ওয়ার্ক সমাপ্ত হয়। বর্তমানে প্রতিবেদন ও মানচিত্র তৈরির কাজ অব্যাহত রয়েছে।

(১৪) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি)'র আওতায় মোট ৫ টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ প্রকল্পের পূর্ত অংশের কাজ সমাপ্ত হয়। বর্তমানে জ্বালানি তেলের ধারণ ক্ষমতা ৯,৩৫,০০০ মেট্রিক টন। উক্ত ৫ টি প্রকল্পের আওতায় মোট ১৩ টি স্টোরেজ ট্যাংক নির্মাণ সম্পন্ন হলে জ্বালানি তেলের মোট ধারণ ক্ষমতা ১,৩৮,০০০ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়ে (৯,৩৫,০০০+১,৩৮,০০০) মোট ১০,৭৩,০০০ মেট্রিক টনে দাঁড়াবে। এছাড়া সিলেট ওসমানী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে

এভিয়েশন রিফুয়েলিং ফ্যাসিলিটিজ স্থাপনের পূর্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

১০। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়

(১) 3G Cellular Mobile Phone Services Regulatory and Licensing Guidelines, 2013 অনুমোদন করা হয়।

(২) বিটিআরসি কর্তৃক ৮৪০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে VOIP Service Providers (VSP) লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

(৩) বিটিআরসি কর্তৃক প্রায় ৩৫০টি VSP অপারেটরদের বিভিন্ন International Gateway (IGW)-তে তালিকাভুক্ত করার অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(৪) মোবাইলফোনের গ্রাহকগণ কল করার পর নেটওয়ার্কের ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে কল ড্রপ হয় এবং পুনঃসংযোগে প্রতিবারই এক মিনিট কিংবা পূর্ণ পালস্ হিসাবে অধিক হারে চার্জ প্রদান করতে হয় বা নির্ধারিত পালসের অংশ বিশেষ সময় কথা বললেও পূর্ণ পালসের অর্থ পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে গ্রাহকগণ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। গ্রাহকদের মানসম্পন্ন সেবা ও সেবার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চার্জ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্যাকেজ নির্বিশেষে ভয়েস কল Interactive Voice Response (IVRসহ) সর্বোচ্চ দশ সেকেন্ড পালস্ হারে নির্ধারণের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

(৫) বাংলাদেশ ডাক বিভাগ ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২৪১.২৬ কোটি টাকা রাজস্ব (নন-ট্যাক্স রেভিনিউ) আদায় করে।

(৬) বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন(বিটিআরসি)গঠিত হওয়ার পর থেকে দেশে ক্রমপ্রসারমান টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তিসমূহ বিশেষ করে মোবাইল ও ইন্টারনেট প্রযুক্তির প্রসার সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হয়। কমিশন গঠনের পূর্বে যেখানে মোবাইল ও Public Switched Telephone Network (পিএসটিএন) গ্রাহক ছিল ৭.৪৩ লক্ষ, বর্তমানে (আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত) শুধু মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১০.৯১ কোটি এবং পিএসটিএন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৩.২৩ লক্ষ এবং ঘনত্ব ০.৭৯ শতাংশ আর ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩.৫৯ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ফলে দেশের টেলিডেনসিটি বর্তমানে ৭৩.৫৫ শতাংশ এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি ২৪ শতাংশে উন্নীত হয়।

(৭) বর্তমানে বিটিআরসি সরকারের অন্যতম বৃহৎ রাজস্ব (নন-ট্যাক্স) আদায়কারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে কমিশন ৫৩৭৬.৯৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে।

(৮) ডাক অধিদপ্তর ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন সময়ে মোট ১১টি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

(৯) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাকেশিতে ১,০৫,৪২৯.১১৬ কন্ডাক্টর কিলোমিটার কপার ক্যাবল উৎপাদন হয় এবং ২৭,৭৬৭.০০৬ ফাইবার কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল উৎপাদন হয়। এ ছাড়া, বৈদ্যুতিক ক্যাবল ও হাউজ ওয়্যার তৈরির প্লান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে পরামর্শক নিয়োগের জন্য RFP document-এর price offer খোলা হয়।

(১০) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ অক্টোবর ২০১২ তারিখে টেলিটকের 3G পরীক্ষামূলক বাণিজ্যিক কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। 3G প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুরসহ চট্টগ্রাম ও সিলেট শহরে 3G প্রযুক্তি চালু করা হয়। কক্সবাজারসহ বিভাগীয় শহরগুলোতে শীঘ্রই 3G চালু হবে।

(১১) ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে 3G অকশন সম্পন্ন হয়। মোট পাঁচটি সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক 3G লাইসেন্স প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো হল গ্রামীণফোন লিমিটেড, রবি অজিয়াটা লিমিটেড, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড, এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড।

১১। তথ্য মন্ত্রণালয়

(১) সংবাদপত্রে কর্মরত সাংবাদিক, প্রেস শ্রমিক ও সাধারণ কর্মচারীদের জন্য ৮ম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। উক্ত সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে রোয়েদাদ দাখিল করে। মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তকৃত রোয়েদাদ ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

(২) সাংবাদিক সহায়তা ভাতা/অনুদান নীতিমালা, ২০১২ -এর আওতায় ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে দুঃস্থ ও অস্বচ্ছল ১৮৫ জন সাংবাদিকের মাঝে ১ কোটি টাকার সহায়তা ভাতা/অনুদান চেক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, ২৮ জুলাই ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত সহায়তা ভাতা/অনুদান চেক সাংবাদিকদের মাঝে বিতরণ করেন।

(৩) প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৩' প্রণয়নের লক্ষ্যে আইনের একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

(৪) 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউট আইন,২০১৩' ১৩ জুন ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ২০ জুন ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫) ১৩ মার্চ ২০১৩ তারিখে ২৪টি ক্যাটাগরিতে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১১' প্রদান করা হয়।

(৬) প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে আরও ২টি কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়।

(৭) জাতীয় শোকদিবস, মহান বিজয় দিবস, বর্তমান সরকারের তিন বৎসর পূর্তি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় শিশু দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, আন্তর্জাতিক আদালতে মায়ানমারের সাথে সমুদ্রসীমা নির্ধারণে বাংলাদেশের বিজয় উপলক্ষে ৯৪৮টি পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়।

(৮) একটি শিশুতোষ চলচ্চিত্রসহ মোট ০৭টি চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ৩৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ০৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদান প্রদান করা হয়।

(৯) বাংলাদেশ টেলিভিশন ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে শতকরা ৭০ ভাগ সময় জনস্বার্থ ও জনসচেতনামূলক অনুষ্ঠান এবং বাকি ৩০ ভাগ বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন সম্প্রচার করে। 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে' জাতীয় সংসদের সংসদ অধিবেশন সরাসরি সম্প্রচারের আগে ও পরে এবং সংসদ অধিবেশনবিহীন দিবসসমূহে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ভিত্তিক অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যাপারে বিটিভি ও সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(১০) শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের সুবিধার্থে ০২ টা ও ০৬ টার সংবাদ বুলেটিনে ইশারা ভাষা সংযুক্ত করা হয়।

(১১) পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্ট মাধ্যম হিসেবে চলতি বৎসরে বাংলাদেশ বেতারের প্রতিদিন প্রচার সময় ২৫২ ঘণ্টা থেকে ২৭২ ঘণ্টায় উন্নীত হয়। প্রচারিত অনুষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত দিন বদলের সনদ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠান পরিকল্পনার আওতায় 'দিন বদলের পালা','উন্নয়নে নব দিগন্ত','সুন্দর পরিবেশ - সুন্দর বাংলাদেশ','ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আইটি বিশ্ব', 'অহংকারে চির জাগ্রত' এবং 'বয়োঃভাবনা' শিরোনামের অনুষ্ঠানসমূহে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধ, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, সার ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র্য বিমোচন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, তথ্য ও প্রযুক্তি, শিশু ও নারী উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, যোগাযোগ ও পরিবহন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সাশ্রয় এবং উৎপাদন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসসহ বাঙালি সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়।

(১২) তথ্য অধিদফতর ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৫,৮৪৩টি তথ্যবিবরণী, ৩,৫৩৫টি অনুষ্ঠানের ফটোকাভারেজ ও ৯৫টি প্রেস ব্রিফিং বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ করে। এ সময়ে সাংবাদিকদের জন্য ১,২৫৯টি এক্রেডিটেশন কার্ড ইস্যু/নবায়ন করা হয়।

(১৩) সরকারের দিনবদলের সনদ ও পরিবর্তনের অঙ্গীকারভিত্তিক 'ভিশন-২০২১'-এর আলোকে স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে বিশেষ প্রচারাভিযান ও জনগণকে উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে গণউদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ৬৪টি জেলা তথ্য অফিস ও ৪টি উপজেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে দেশব্যাপী ৯,০৭১টি ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, ৬৮৫টি সংগীতানুষ্ঠান, ৮,০৭৮টি সড়ক প্রচার, ২৬৫টি কমিউনিটি সভা, ২,৮২২টি ক্ষুদ্র সমাবেশ ও ৮০২টি বিশেষ দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজন, ১৫,১৯,৫০০ টি প্রচার পোস্টার ও পুস্তিকা বিতরণ ও স্থাপন, ১,০০৪টি পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক প্রচার এবং ১৪,২৩৫টি স্থানে ভাষণযন্ত্র স্থাপন করে।

(১৪) দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের ভিত্তিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে তথ্য অধিকার আইন-এর ওপর ১টি, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক ৩টি, নারী ও শিশু উন্নয়ন বিষয়ে প্রামাণ্য চিত্র ১২টি, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র ৮টি, ইভটিজিং বিষয়ে প্রামাণ্যচিত্র ২টি, অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রামাণ্যচিত্র ৯২টি, সংবাদচিত্র ১০৬টি এবং বিশেষ সংবাদচিত্র ৩৯টি নির্মাণসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ের উপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়।

(১৫) চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশ এবং ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে ৫৯.২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বিএফডিসি'র আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ' প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

(১৬) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৫৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ৩৪টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি, ৫টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৪১টি বাংলা ও ৪টি ইংরেজি ট্রেইলার, ৪টি প্রামাণ্যচিত্র এবং ৫টি বিজ্ঞাপন চিত্র সেন্সর করা হয়। সেন্সরবিহীন অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অভিযোগ পাওয়ায় ১৮টি সিনেমা হল থেকে চলচ্চিত্র জব্দ করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর জব্দপত্র প্রেরণ করা হয়। ১৫২ টি সিনেমা হল পরিদর্শন করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে চলচ্চিত্র সেন্সর ও স্ক্রীনিং ফি বাবদ ৩৩.৩১,৯০০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়।

(১৭) তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর পকেট সংস্করণ প্রকাশ করা হয় এবং তথ্য অধিকার ম্যানুয়াল,২০১২ প্রকাশ করা হয়। তথ্য কমিশনে দায়েরকৃত অভিযোগ এবং অভিযোগের ভিত্তিতে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত সম্বলিত বই প্রকাশ করা হয়।

(১৮) তথ্য কমিশন কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সম্যক অবহিত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে এটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৩ সালের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে তথ্য অধিকার আইন অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(১৯) তথ্য কমিশনে ২০১৩ সালে ৯৩টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। শুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয় ৪৮টি, পত্র প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয় ৪১টি, ১টি খারিজ হয় এবং ৩টি নথিজাত হয় ।

(২০) ২০১৩ সালে তথ্য কমিশন তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে ১৩টি জেলায় ও ১৩টি উপজেলায় জনঅবহিতকরণ কর্মসূচি সম্পন্ন করে। সমগ্র দেশ হতে সরকারি পর্যায়ে ১০,৩০৬ জন এবং বেসরকারি পর্যায়ে ৩৬৩১ জন সর্বমোট ১৩,৯৩৭ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্যাদি সংবলিত ইলেকট্রনিক ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ১,৮৭৬ জন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(২১) পিআইবি প্রতিবেদনাধীন বৎসরে ৬৮টি স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালা/মতবিনিময়/ সেমিনার-এর আয়োজন করে। এতে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ২৫১৭।

(২২) বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক ৬টি গবেষণা কর্ম সম্পাদন, ১টি বার্ষিক জার্নাল প্রকাশ, ৬টি সেমিনার, ৭টি ছায়াছবি, ১টি স্বল্পদৈর্ঘ্য ছায়াছবি, ১১১টি বই, ২০টি ম্যাগাজিন, ৩৪২ টি ডিভিডি/সিডি এবং ৯৩৬টি পেপার কাটিং সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া সাপ্তাহিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনের অংশ হিসেবে ৪২টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

(২৩) ১৩০.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন, বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (সংশোধিত), বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফএম নেটওয়ার্ক প্রবর্তন, চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ডিজিটাল পদ্ধতিতে সনাতন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ (২য় সংশোধিত) এবং জয়েন্ট প্রোগ্রাম টু এড্রেস ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন শীর্ষক ৫টি প্রকল্প ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত হয়।

(২৪) ৫.৩৪৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে মিথস্ক্রিয়া এবং সামাজিক কূপমন্ডূকতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

১২। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(১) লার্নিং এন্ড আর্নিং কর্মসূচির আওতায় সারা দেশের ১১৩৬০ জনকে ফ্রিল্যান্সিং এবং গ্রাফিক্স ডিজাইনের উপর প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ৭,৭৭০ জনকে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট ৩৫৯০ জনের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রক্রিয়াধীন। এছাড়া আউটসোসিং অনলাইন ট্রেনিং পরিচালনার মাধ্যমে দেশে আউটসোর্সিং এ আগ্রহী দক্ষ জনবল সৃষ্টি করার

উদ্দেশ্যে ৩০৫.৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘‘Learning and Earning Training Program for Freelancing Development Project" শীর্ষক একটি প্রকল্প একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

(২) অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলায় ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হয়।

(৩) মোবাইল এ্যাপস এর উপর দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(৪) দেশের সরকারি অফিসসমূহের মধ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজ-কর্মে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে অফিসসমূহকে একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করতে ‘BanglaGovNet’ শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট কাজের ৭৩ শতাংশ সম্পন্ন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ৬৪টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় এবং ন্যূনতম ১১৪টি সরকারি দপ্তরকে একটি পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।

(৫) ‘বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপ টু উপজেলা লেভেল’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১,২৬০ জন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষককে এবং প্রায় ৭০,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট শ্রেণি সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, ২টি কর্মসূচির অধীনে ৩৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে Virtual Desktop Computer Network Lab স্থাপন করা হয়। সংশোধিত প্রকল্পে উপজেলা পর্যায়ে মাধ্যমিক স্তরের ৭,২০০ জন শিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ২৫০টি উপজেলায় ৩,৭৫০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৬) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গাজীপুর জেলায় কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(৭) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে দেশে সফটওয়্যার পার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কাওরান বাজারস্থ জনতা টাওয়ারকে সফট্ওয়্যার টেকনোলজি পার্ক-এ (STP) রূপান্তর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

(৮) চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপনের লক্ষ্যে ৯৬৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত ‘CUET IT Business Incubator’ স্থাপন কর্মসূচি অনুমোদিত হয়। এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সদ্য পাসকৃত IT গ্রাজুয়েটদের দক্ষ মানব সম্পদ এবং আইটি উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং IT ইন্ডাস্ট্রিজের সাথে linkage স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

(৯) আইটি সেবাকে আঞ্চলিক পর্যায়ে পৌঁছে দিতে তথা সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে যশোরে একটি Software Technology Park স্থাপনের প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্তমানে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।

(১০) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার নবীনগর মৌজায় ৩টি সরকারি সংস্থার ৩৪ একর জমিতে ‘বরেন্দ্র সিলিকন সিটি’ নামে একটি আইটি ভিলেজ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(১১) দেশের প্রত্যেকটি বিভাগীয় পর্যায়ে আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠার সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক আপাতত সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল এবং পঞ্চগড়ে যথাক্রমে সিলেট ইলেকট্রনিক সিটি, চট্টগাম সাইবার সিটি, চন্দ্রদ্বীপ ক্লাউড চর এবং পঞ্চগড় নেটওয়ার্ক সিটি নামে একটি করে আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া, ঢাকার মহাখালীতে একটি আইটি ভিলেজ স্থাপনের জন্য ঢাকার গুলশান থানার অন্তর্গত কড়াইল মৌজায় ৪৭ একর জমি চিহ্নিত করা হয়। প্রকল্প এলাকায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি ডিজিটাল জরিপের কাজ চলমান রয়েছে।

(১২) ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (সিসিএ) কর্তৃক আগ্রহী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি দপ্তর, ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান করা শুরু হয়। ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বিষয়ক প্রচারণার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। ২৫,৫০০ জন সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রদানের জন্য একটি কর্মসূচির কাজ শুরু হয়।

(১৩) দেশে ই-গভর্নমেন্ট-এর সুষ্ঠু এবং সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত উপজেলা পর্যায়ে পাবলিক নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় জি২জি প্রকল্প হিসেবে ১,৩৩৩.৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘‘Development of

National ICT Infra-Network for Bangladesh Government Phase-II (Info-Sarker)'' শীর্ষক প্রকল্প ০২ জুলাই ২০১৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পর্যায়ের সরকারি অফিসসমূহকে পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে। প্রকল্পটির আওতায় দেশের আনুমানিক ২৫,০০০ অফিসে ই-সার্ভিস চালু করার জন্য ২ এমবিপিএস কানেক্টিভিটি দেওয়া হবে। সরকারের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি অফিসসমূহের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে ৪৮৫টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সহ ৭০০টি পয়েন্টে ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা স্থাপিত হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪৮৫টি উপজেলার অফিসসমূহের রাউটারে Wifi অব্যাহতভাবে চালু রাখার জন্যে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হবে। বাংলাদেশ সচিবালয়কে Wifi-এর আওতায় আনাসহ দেশের উল্লেখযোগ্য ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হবে। এ ছাড়া ডাটা সেন্টার শক্তিশালীকরণ, ডাটা সেন্টারের ডিজাস্টার রিকভারি সেন্টার নির্মাণ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ট্যাবলেট পিসি সরবরাহ করা হবে।

(১৪) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীন ''বাংলাদেশ আইটি ইঞ্জিনিয়ার্স এক্সামিনেশন সেন্টার (BD-ITEC)-এর মাধ্যমে দেশে প্রথম বারের মত জাপান সরকারের সহায়তায় তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবীদের দক্ষতা পরিমাপক ITEE (Information Technology Engineers Examination) পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হতে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে ৩১.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ''Capacity Building on ITEE Management'' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়।

(১৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার নবীনগর মৌজার ৩৪ একর জমিতে 'বরেন্দ্র সিলিকন সিটি' নামে একটি আইটি ভিলেজ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(১৬) আইসিটি সেক্টরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও এ সেক্টরে রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং IT/ITES ফ্যাসিলিটিজ সমূহ ও নীতি/পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে পাবলিক সেক্টর আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে ''Leveraging Information and Communication Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance in Bangladesh'' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় আইসিটি সেক্টরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও এ সেক্টরে রপ্তানি বহুমূখীকরণ এবং IT/ITES ফ্যাসিলিটিজসমূহ ও নীতি/পদ্ধতি পরিবর্তনের মাধ্যমে পাবলিক সেক্টর আধুনিকীকরণের জন্য এ প্রকল্পের আওতায় দেশের IT/ITES সেক্টরে ৩০,০০০ দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা হবে, জাতীয় ডাটা সেন্টার সম্প্রসারণ ও Disaster Recovery Center স্থাপন ও ই-সেবা প্রদানের জন্য Cloud Computing চালু করা হবে।

১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

(১) সার্কভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ 'SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters' অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন ও ইনস্ট্রুমেন্ট অব রেটিফিকেশন স্বাক্ষর করে।

(২) সাভার রানা প্লাজা ভবন ধসের দুর্ঘটনায় সশস্ত্র বাহিনী, ফায়ার ব্রিগেড এবং এ মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবকরা সম্মিলিতভাবে উদ্ধার কাজে নিয়োজিত হয়। ভবন ধসে নিহত ও আহতদের মাঝে অর্থ বিতরণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের জন্য ৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারপ্রতি ২০,০০০ টাকা এবং চিকিৎসাধীন আহতদের প্রতিজনকে ৫,০০০ টাকা করে প্রদান করা হয় । উদ্ধারকার্য পরিচালনায় তাৎক্ষণিকভাবে দরকারি সরঞ্জাম/দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে ০৫ লক্ষ টাকা, উদ্ধার কাজে সহায়তা প্রদানকারী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভারী যন্ত্রের জ্বালানি তেল বাবদ সশস্ত্র বাহিনীর অনুকূলে ১১ লক্ষ টাকা, বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে ৮৪,৯৪,৮২১ টাকা প্রদান করা হয়। নিহতদের পারিবারিক অবস্থা, সন্তান ও পোষ্যদের তথ্য সম্বলিত তালিকা দ্রুত প্রস্তুত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের অনুরোধ করা হয়। তথ্য প্রাপ্তির পর নিহত শ্রমিকদের পোষ্য ও গরিব পরিবারের যারা উক্ত নিহত শ্রমিকদের আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল, তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

(৩) ১১ মে ২০১৩ তারিখে ঘূর্ণিঝড় 'মহাসেন' সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে গভীর নিম্নচাপ থাকাকালীন সতর্কবার্তা-৩ জারির সাথে সাথে উপকূলীয় ১৩টি জেলার জেলা প্রশাসককে এ মন্ত্রণালয় হতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময়ে ১১ মে ২০১৩ তারিখে নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলে এ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উপকূলীয় সকল জেলা ও উপজেলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। উপকূলীয় ১৩টি জেলার ৩,০৬৩টি আশ্রয় কেন্দ্রে প্রায় ১১ লক্ষ ৫৩ হাজার ব্যক্তিকে তাদের গবাদিপশু ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় মালামালসহ আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর এবং তাদেরকে তৈরি খাবার সরবরাহসহ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য জেলা প্রশাসকগণ বরাবরে ৪,৪০০ মেট্রিক টন জি,আর, চাল এবং ১.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ভোলা, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় মোট ১৫,০০০ পরিবারের ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি পুননির্মাণ/মেরামতের জন্য ৩০ কোটি টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয়।

(৪) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর, আখাউড়া এবং বিজননগর উপজেলার ১৫টি গ্রাম ভয়াবহ টর্নেডোতে আক্রান্ত হয়। টর্নেডোর সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে কর্মকর্তাগণ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ বাস্তবায়ন করে। নিহত ৩৫ জনের পরিবারকে ২০,০০০ টাকা করে ২৬,৪০,০০০ টাকা, গৃহনির্মাণ বাবদ ১,২৪১ পরিবারকে ৬,০০০ টাকা করে ৭৪,৪৬,০০০ টাকা এবং ২ বান্ডিল করে ঢেউটিন এবং এতিমখানায় ৩ বান্ডিলসহ মোট ২,৪৮৫ বান্ডিল, ১,৭২৮ পরিবারকে ৩০ কেজি করে ৫১.৮৪ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়।

(৫) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় ৩,৫৮,৪২৪.০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় ৩,৯০,৯৬১.০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য এবং ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ১,২৬,২৫,৭০৮ টি পরিবারের অনুকূলে ২,৫৫,৬৫৪.০০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এছাড়া, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে বিতরণের জন্য জি,আর চাল বাবদ ৫০,৫৮২.০০০ মেট্রিক টন ও জি,আর ক্যাশ বাবদ ৪৭,৩৭,৮০,০০০ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ৫১,৪৮৫ বান্ডিল ঢেউটিন ও ৩,৪৩,৪০৮ পিস কম্বল বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

১৪। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ১২,০০০ কুরআন শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৪,২০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হয়। ৭৬৮টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৯,২০০ জন শিক্ষার্থীকে বয়স্ক শিক্ষা এবং ২৪,০০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৭,২০,০০০ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়। শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিক্ষাকে অব্যাহত রাখার সুবিধার্থে সারাদেশে ৪৮৫টি মডেল ও ১,০৫১টি সাধারণ রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(২) ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমির সাতটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩,২১৯ জন ইমামকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ এবং ১,৩৯৪ জন ইমামকে রিফ্রেসার্স কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও জাতীয় পর্যায়ে ইমাম সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

(৩) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, মাদকাসক্তির প্রতিরোধ, যৌতুক প্রতিরোধ, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে বিভিন্ন সভা এবং মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে সচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং মসজিদের ইমামদের মাধ্যমে সচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে দুর্গম এলাকার জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়।

(৪) ২০১২ সালে ১,০৯,৯৫২ জন হজ্জ সম্পাদন করেন।

(৫) ওয়াক্‌ফ অফিস কর্তৃক ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকীকরণ ও কম্পিউটারায়ন কর্মসূচির আওতায় ৭৭,৫২,০০০ টাকার কম্পিউটারায়নসহ অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয় এবং ৯০টি উপজেলার ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের জরিপ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

(৬) হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক মন্দির সংস্কার বা উন্নয়নে প্রায় ১.৬০ কোটি টাকা এবং শারদীয় দুর্গাপূজায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে ১.৫০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলায় ৫,০০০টি মন্দিরভিত্তিক শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৪,৫০,০০০ জনকে এবং ২৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৮,৭৫০ জনকে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

(৭) বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৪৩ লক্ষ টাকা দেশে অবস্থিত বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান হিসেবে বরাদ্দ দেওয়া হয়।

১৫। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশে আমদানি-রপ্তানির ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার পানগাঁও নামক স্থানে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় এবং পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনাল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(২) চট্টগ্রাম বন্দরে আগত বিদেশি জাহাজ এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বহিঃনোঙ্গরে অবস্থানরত জাহাজসমূহে পানি সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে ১টি ১০০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজ নির্মাণাধীন আছে।

(৩) চট্টগ্রাম ওয়াসা হতে প্রতিদিন যে পরিমাণ পানি সরবরাহ করা হয় তা চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। দেশি/বিদেশি জাহাজে প্রয়োজনমত পানি সরবরাহ করতে না পারার কারণে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ তথা বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হতে বঞ্চিত হচ্ছে। বন্দর এলাকায় সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে ন্যূনতম ৪০০ ঘনমিটার/ঘণ্টার ভূ-উপরিস্থিত পানি পরিশোধন ক্ষমতাসম্পন্ন রিভার্স অসমোসিস যন্ত্রপাতিসহ একটি 'ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট' স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) পানগাঁও কন্টেইনার টার্মিনালে ব্যয়সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পরিবহন সূচনা করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে ৩টি ইনল্যান্ড কন্টেইনার ভেসেল সংগ্রহ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(৫) সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর গত ৩০ বছরের ব্যবহৃত পুরাতন প্রচলিত সার্ভে সনদ বর্তমান সময়োপযোগী করে আধুনিকায়ন করা হয়।

(৬) Machine Readable Identity Document তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়।

(৮) অভ্যন্তরীণ নৌযানের রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, পরিদর্শন, মাস্টার ড্রাইভারের সনদ ডাটাবেইজভুক্ত করা হয়।

(১০) 'ভোমরা স্থল বন্দর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০২টি ওয়্যারহাউজ, ০৪টি ওপেন ইয়ার্ড, আরসিসি ড্রেন ও রাস্তা নির্মাণসহ ১০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ০১টি ডায়াল ডিজিটাল ওয়েব্রিজ সংস্থাপন করা হয়। ১৮ মে ২০১৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক বন্দর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

(১১) 'বেনাপোল স্থল বন্দরের আধুনিকীকরণ (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০২টি ওপেন ইয়ার্ড, ০১টি বাংলা ট্রাক টার্মিনাল, ০১টি আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল ভবন ও ০১টি আন্তর্জাতিক বাস টার্মিনাল ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়।

(১২) মাননীয় নৌ-পরিবহন মন্ত্রী কর্তৃক ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলাধীন গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থল বন্দর এবং ১৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখ কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট স্থল বন্দরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।

(১৩) বেনাপোল স্থল বন্দরে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৪০০ কেবিএ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জেনারেটর সংগ্রহপূর্বক স্থাপন করা হয়।

(১৪) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ২০১১-১২ অর্থ বছরের শেয়ারহোল্ডারদের ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা ০৮ মে ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(১৫) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে ৪৫.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকায় সংস্থার নিজস্ব জমিতে একটি ২৫ তলা অফিস-কাম-বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদিত হয়।

(১৬) জয়েন্ট ভেঞ্চার/পার্টনারশীপে একটি মাদার ট্যাঙ্কার ক্রয় ও পরিচালনা সংক্রান্ত একটি প্রকল্প প্রস্তাব অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। তদানুযায়ী এ বিষয়ে EOI এর মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বরাবরে Repuest for proposal (RFP) আহ্বান করা হয়। বর্তমানে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন কাজ চলমান আছে।

(১৭) G-to-G ভিত্তিতে চীন সরকারের Prefential/Concession Loan-এর আওতায় বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জন্য ৬টি নতুন জাহাজ ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান আছে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন ও China National

Machinery Import Export Corporation (CMC)-এর মধ্যে জুন ২০১২-তে একটি Memorandum of Understanding স্বাক্ষরিত হয়। এ প্রকল্পের Commercial Contract চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।

(১৮) মংলা বন্দরের জন্য ১টি ড্রেজার, ১টি ক্রেন বোট, শোর পাইপ, ফ্লোটার, ১টি হাইজ বোট ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীতব্য ১টি পাইলট বোট ও ১টি ডেসপাচ বোটের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের অধীনে ২৩.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬২টি বিভিন্ন ধরনের লাইটেড বয়া, ২টি রোটেটিং বীকন এবং ৬টি জিআরপি লাইট টাওয়ার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও স্থাপন করা হয়।

(১৯) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) কর্তৃক ৩৬২টি ঘাট/পয়েন্ট ইজারা প্রদান করে ৩৬.৩৯,৬৪,৭৭৫ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়।

(২০) ২০১৩ সালে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথসমূহের নাব্যতা উন্নয়ন ও সংরক্ষণে বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক মে ২০১৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৮৯.৬৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়ে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথগুলি নাব্য রেখে নৌযান চলাচল নির্বিঘ্ন রাখা সম্ভব হয়।

(২১) দু'টি প্রকল্পের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার বহরে তিনটি নতুন ড্রেজার সংযোজন করা হয়। দুটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আগামী ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরে বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজার বহরে সংযুক্ত করতে আরো ১১টি ড্রেজার ও সহায়ক জলযানসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

(২২) ঢাকা শহরের চারিদিকে বৃত্তকার নৌ-পথের উন্নয়নকল্পে প্রায় ৯০ কিলোমিটার নৌ-পথে মার্কিং করা হয়।

(২৩) 'উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় 'বিআইডব্লিউটিএ-প্রত্যয়' ও 'বিআইডব্লিউটিএ-নির্ভীক' নামে ২টি উদ্ধারকারী ক্রেন বার্জ ও বিআইডব্লিউটিএ-দুরন্ত ও বিআইডব্লিউটিএ-দুর্বার নামে ২টি টাগ জাহাজ বিআইডব্লিউটিএ'র জাহাজ বহরে যুক্ত হয়।

(২৪) মাওয়া-চরজানাজাত স্পীডবোড ঘাটে দু'টি নতুন স্পীডবোড পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়।

(২৫)বিআইডব্লিউটিএ'র ঢাকা নদী বন্দর (সদর ঘাট), নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দর, বরিশাল নদী বন্দর ও খুলনা নদী বন্দরের টার্মিনাল ভবনে যথাক্রমে ২০ কিলোওয়াট, ১০ কিলোওয়াট, ১০ কিলোওয়াট ও ১০ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়।

(২৬) ঢাকা-বরিশাল নৌ-পথে পূর্বে শুধুমাত্র রাত্রিকালে লঞ্চে চলাচল করত। যাত্রী-সাধারনের স্বার্থে উক্ত নৌ-পথে দিনের বেলায় লঞ্চ সার্ভিস প্রবর্তন করা হয়।

(২৭) ০৫-০৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ভারতের কোচিনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ অতিক্রমণ ও বাণিজ্য প্রটোকল (PIWTT&T)-র আওতায় গঠিত স্ট্যান্ডিং কমিটির ১৫তম সভায় বাংলাদেশ পক্ষ যোগদান করে।

(২৮) ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ ভারত নৌ-সচিব পর্যায়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(২৯) "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)'র জন্য রো রো ফেরি, রো রো পন্টুন, কে-টাইপ ফেরি এবং ইউটিলিটি টাইপ-১ ফেরি ও পন্টুন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০১২ এ ৭টি ইউটিলিটি ফেরি নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ২টি কে-টাইপ ফেরি ও ৭টি ইউলিটি টাইপ ফেরি নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে। এ ছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২টি ইউটিলিটি পন্টুনের কাজ সম্পন্ন হয়।

(৩০) চাঁদপুর-শরীয়তপুর রুটে পরিচালনার জন্য ১টি রো রো ফেরি ও ১টি রো রো পন্টুন নির্মাণ/সংগ্রহ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ শেষে ১টি রো রো ফেরি ও ১টি রো রো পন্টুন নির্মাণের জন্য সংশ্লিষ্ট শিপইয়ার্ডের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।

(৩১) বিআইডব্লিউটিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৩.৪৫ কোটি টাকায় ৬টি ওয়াটার বাস নির্মাণ করে সদরঘাট-গাবতলী নৌ-রুট সার্ভিসে নিয়োজিত করা হয়। বৃত্তাকার নৌ-পথে অধিক সংখ্যায় ওয়াটার বাস পরিচালনার লক্ষ্যে ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ৪টি ওয়াটার বাস নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়।

(৩২) ৪৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৬৪ জন যাত্রী ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন দেশের সর্ববৃহৎ ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণের কাজ চলছে। অক্টোবর ২০১৩ সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।

(৩৩) ফেরি ও যাত্রীবাহী জাহাজসহ বিআইডব্লিউটিসির ৪০টি জাহাজে Vehicle Tracking System (VTS) স্থাপন করা হয়। এর ফলে প্রধান কার্যালয় হতে ফেরি ও যাত্রীবাহী সার্ভিসে নিয়োজিত বিভিন্ন জলযানের অবস্থান সম্পর্কে তাৎক্ষণিক তথ্যাদি পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। ফলে যে কোন অসুবিধা/দুর্ঘটনা তাৎক্ষণিক মোকাবেলার মাধ্যমে আইডব্লিউটিসি পরিচালিত বিভিন্ন সার্ভিসে সেবার মান বৃদ্ধি এবং জনগণের দুর্ভোগ লাঘব করা সম্ভব হবে।

(৩৪) মেরিন একাডেমিতে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক প্রবর্তন, ওয়েবসাইট সমৃদ্ধকরণ, ক্যাডেট ভর্তি প্রক্রিয়ায় online নিবন্ধন, MCQ প্রদ্ধতির প্রশ্ন এবং OMR পদ্ধতিতে উত্তরপত্র যাচাই কার্যক্রম প্রবর্তন, 'ভিডিও কনফারেন্সিং' সুবিধা স্থাপিত হয়।

(৩৫) ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম এমপ্লয়ার্স কমিশন (IMEC) লন্ডন এবং সিঙ্গাপুর শিপিং অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় ইউরোপীয়/সিঙ্গাপুরের সমুদ্রগামী জাহাজে ক্যাডেট নিয়োগ সহজতর হয়। International Meritime Organisation (IMO) মহাসচিব কোজি সেকিমিজু-র উপস্থিতিতে ২৫ জুন ২০১৩ তারিখে 'ম্যানিং অ্যান্ড ট্রেনিং কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়।

(৩৬) ২০১৩ সালে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটে ডাবল শীফট চালু করা হয়। ১৯৫২ সালে এই প্রতিষ্ঠান চালু করার পর হতে গত বৎসর মাদারীপুরে একমাত্র ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউটের শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৬। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

(১) বর্তমান সরকার বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে দেশে শিল্পায়নের উপর অধিক গুরুত্বারোপ করছে। শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ফলে দেশি-বিদেশি শিল্প উদ্যোক্তাগণ এ দেশে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রদর্শন করছে। বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)-এর আওতাধীন ইপিজেডসমূহ ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে রপ্তানি, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বেপজার আওতাধীন ইপিজেডসমূহ কর্তৃক রপ্তানির পরিমাণ ৪,৮৫৬.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে ইপিজেডসমূহে ২৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং ইপিজেডস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট ৩৩,৯৮৭ জন বাংলাদেশি নাগরিকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় ।

(২) ইপিজেডসমূহ নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। নারী শ্রমিকদের আবাসন এবং প্রশিক্ষণের জন্য ঢাকা, কর্ণফুলী এবং ঈশ্বরদী ইপিজেডে ডরমিটরি এবং ট্রেনিং ইন্সিটিটিউট স্থাপন বাস্তবায়নাধীন আছে। ইপিজেডে ১৮০০ নারী শ্রমিকের জন্য ডরমেটরি নির্মাণ সম্পন্ন হলে প্রায় ১১,০০০ নারী শ্রমিক কারিগরি প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে। নারীর ক্ষমতায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য International Finance Corporation (IFC) Regional কর্তৃক ২৭টি মনোনীত দেশের মধ্যে বেপজার অন্তর্গত শিল্প কারখানাসমূহ 'IFC CEO Gender Award' প্রতিযোগিতায় second runner up মর্যাদা লাভ করে।

(৩) চট্টগ্রাম ও ঢাকা ইপিজেডে অটোমেশন পদ্ধতিতে অনলাইনের মাধ্যমে আইপি/ইপি, সাব-কন্ট্রাক্ট ইত্যাদির অনুমতিপত্র প্রদান পদ্ধতি চালু করা হয়। তাছাড়া বেপজা নির্বাহী দপ্তরের সাথে ০৫টি ইপিজেডের অনলাইন যোগাযোগের জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থা চালু হয় । চট্টগ্রাম ইপিজেড লন্ডনভিত্তিক Financial Times, FDI ম্যাগাজিন জুন-জুলাই ২০১২ সংস্করণের জরিপে FDI Global Free Zone of the Future 2012/2013 ক্যাটাগরিতে নবম স্থান অর্জন করে।

(৪) শিল্পায়ন ও বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মৌলভীবাজার জেলার শেরপুর, , চট্রগ্রাম জেলার মীরসরাই ও আনোয়ারা, বাগেরহাট জেলার মংলা, সিরাজগঞ্জের বঙ্গবন্ধু সেতু সংলগ্ন এলাকা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন করা হয়।এছাড়া আরও কয়েকটি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব চুড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য একটি নতুন ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে ।

(৫) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১২ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (ডেভেলপার নিয়োগ ইত্যাদি) বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(৬) বর্তমানে বাংলাদেশে দুটি বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (পিইপিজেড)-এর কার্যক্রম চলমান আছে। যথা : (১) রাঙ্গুনিয়া ইপিজেড এবং (২) কোরিয়ান ইপিজেড । কোরিয়ান ইপিজেড এলাকায় কর্ণফুলী স্যু ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামক

একটি অত্যাধুনিক স্যু ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত স্যু ইন্ডাস্ট্রি-তে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।

(৭) ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে বিনিয়োগ বোর্ড থেকে (বিভাগীয় অফিসসমূহসহ) মোট ১,৪৬৬টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। উক্ত সময়ে বিদ্যমান শিল্পের অতিরিক্ত বিনিয়োগের ফলে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০২,৮৭৪.৮৮৬ মিলিয়ন টাকা (আনুমানিক ১১,১৪৮.২০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। নিবন্ধিত শিল্পে মোট ৪,৫১,১১৪ জনের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়। স্থানীয় বিনিয়োগে মোট ১,৭৩৫টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পগুলির প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫,৩৪,৭৬৯.০৫৭ মিলিয়ন টাকা (আনুমানিক ৭,৫০৯.৩০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং এতে ২৮২,৭৩০ জন লোকের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়। যৌথ ও শতভাগ বিদেশি বিনিয়োগে মোট ১৭২টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়, বিনিয়োগের পরিমাণ ২০৫,৫২৭.৮৫৭ মিলিয়ন টাকা (আনুমানিক 2,537.605 মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং 32,364 জন লোকের কর্মসংস্থানের প্রস্তাব করা হয়।

(৮) বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্পে প্রধানত টেকনোলজি ট্রান্সফারের নিমিত্ত এবং শিল্প প্রকল্পে কাজ করার জন্য ২০১২-১৩ (জুলাই-এপ্রিল) অর্থ-বৎসরে মোট ১,১৬৫ জন বিদেশির অনুকূলে নতুন ওয়ার্ক পারমিট প্রদান করা হয় এবং ১,৭৭০ জন ওয়ার্ক পারমিট হোল্ডারদের অনুকূলে ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।

(৯) বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ এবং সহজীকরণে বিনিয়োগ বোর্ড হতে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সহজ বোধগম্য রোডম্যাপ, বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রকৃত রোডম্যাপ, শিল্পায়নের প্রসারে শুল্ক কাঠামো পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক সেমিনারের প্রসিডিংস, চট্টগ্রাম বিভাগীয় আঞ্চলিক বিনিয়োগ সম্মেলন, ২০১২ এর প্রসিডিংস, জেলা প্রশাসনের সাথে ওয়ার্কশপ উপলক্ষ্যে জেলাভিত্তিক গবেষণা পত্র, খুলনায় অনুষ্ঠিত "Problems and Prospects of Industrialization and Private Investment in Khulna Region" শীর্ষক বিনিয়োগ সম্মেলনের প্রসিডিংস ইত্যাদি দলিল প্রকাশ করা হয়।

(১০) বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যাবলি Automation এবং গ্রাহক সুবিধা উন্নত করার লক্ষ্যে BOI Online Service Tracking System (BOST) নামে একটি File Tracking System স্থাপন করা হয়, যার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীগণ তাদের ফাইলের গতিবিধি সার্বক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন।

(১১) বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রক্রিয়া সহজীকরণের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিক আইন এবং এর আওতাধীন সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধি, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এবং এসআরও-কে ইলেকট্রনিক ফরমেটে businesslaws (www.businesslaws.boi.gov.bd) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে।

(১২) বর্তমান সরকারের বৃহত্তম ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রোগ্রামের একটি অংশ হিসেবে বিনিয়োগ বোর্ডের online registration system চালু করা হয়। এর ফলে, বিনিয়োগ বোর্ডে না এসে এবং কোনো মাধ্যম ছাড়াই একজন বিনিয়োগকারী approval চাইতে পারছেন। এই নতুন system-টি একইসাথে আবেদনপত্র দাখিল ও processing time কমিয়ে দিয়েছে।

(১৩) বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক দেশে এবং বিদেশে বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন সভা/সেমিনার/রোড-শোর আয়োজন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় বইপত্র, ফ্লেয়ার, লিফলেট, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ করা হয়। দেশে বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সুইডেনের স্টকহোমে রোড-শো অনুষ্ঠিত হয়।

(১৪) ২০১২-১৩ (জুন-এপ্রিল) অর্থ-বৎসরে ৭৫টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে ১৭৭৯.৯০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক ঋণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

(১৫) Governance Innovation Unit (GIU)-এর কার্যক্রম তদারকি ও প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি Steering Committee এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টাকে প্রধান করে একটি Strategy Committee গঠন করা হয়। সুশাসন বিষয়ক ইউনিটকে নীতিগত পরামর্শ ও সহায়তা দেওয়ার জন্য Steering Committee কাজ করছে। কমিটি বৎসরে অন্তত ৩টি অথবা প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহ্বান করে

GIU-এর অনুরোধ বা নিজ বিবেচনায় GIU-কে সুশাসন, নবতর উদ্ভাবন এবং সুনির্দিষ্ট কর্মকৌশল বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে। GIU-এর কার্যক্রম পরিচালনা এবং সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ৭টি মন্ত্রণালয় যথা: কৃষি মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে Pathfinder Ministry হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। পাথ ফাইন্ডার মন্ত্রণালয়সমূহ হতে উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে পাসপোর্ট প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ; ভূমি রেকর্ড প্রদান সহজীকরণ; সরকারি কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকল্পে অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন; অনলাইন সার ও বীজ মনিটরিং ব্যবস্থাপনা; ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের অর্থ স্থানান্তর; বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বিকেন্দ্রীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নযোগ্য মোট ১২টি প্রস্তাব পাওয়া যায়। এ সকল প্রস্তাব বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১৬) বিনিয়োগ উন্নয়নকল্পে বেসরকারিকরণ কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত জমি চিহ্নিতকরণের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন ৩৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১,২৮৮ একর উদ্বৃত্ত/অব্যবহৃত জমি চিহ্নিতকরণের কাজ সমাপ্ত করে। এ ছাড়া, হস্তান্তরিত বন্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ চালুর লক্ষ্যে ২০১১ সালে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সমীক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা হয় । বেসরকারি খাতে হস্তান্তরিত বন্ধ মিল চালু এবং চালু মিলের সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(১৭) ১৯৯৭-২০০২ সময়ে বাস্তবায়িত আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে আশ্রয়ণ-২ (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৪) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের ঘূর্ণিঝড় (সিডর, আইলা ইত্যাদি) আক্রান্ত এলাকার জন্য পাকা ব্যারাক, বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য সিআইসিট ব্যারাক এবং উপজাতীয়দের জন্য তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ ডিজাইনের গৃহ নির্মাণ করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১২০.১০ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৯.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৯৮টি ব্যারাক নির্মাণের মাধ্যমে ৫৫২০টি পরিবার পুনর্বাসিত হয়। ৩,৪৮৫ টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ৪০০০ টি পরিবারের অনুকূলে ৪.০০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, ১৩.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ১,৩৩,০৫২০টি বনজ ও ফলদ বৃক্ষ রোপণ করা হয়।

(১৯) দেশের বিভিন্ন জেলার সমতল ভূমিতে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ-বৎসরে বরাদ্দকৃত ১৬.০০ কোটি টাকা শিক্ষা বৃত্তি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট খাতে বরাদ্দের পাশাপাশি প্রায় ১০০টি উপজেলায় ১০০টি সরাসরি আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উল্লেখ্য, গত ৩টি অর্থ-বৎসরে কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ ও গৃহীত আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প ও শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে প্রায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৫০ হাজার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

(২০) একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের মাধ্যমে সরকারি সেবা প্রদানের প্রচলিত দৃশ্যপট বদলে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের দোরগোড়ায় সস্তায়, দ্রুত, স্বচ্ছ ও হয়রানিমুক্ত সেবা পৌঁছে দিয়ে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ইউনিয়ন থেকে শুরু করে উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সর্বত্র সমন্বিত ই-সেবা কাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে যাতে যেখানেই সেবা তৈরি হোক না কেন জনগণ যেকোনো সময়ে, যেকোনো জায়গায় বসে তা পেতে পারেন। ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসর এটুআই প্রোগ্রামের কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের সকল অধিদপ্তর, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের সরকারি অফিসসমূহ যেসকল নাগরিক সেবা প্রদান করে থাকে, সেই সেবাসমূহকে ই-সেবায় রূপান্তরের লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে একটি এককেন্দ্রিক সমন্বিত ই-সার্ভিস প্লাটফর্ম তৈরি করা হয় যা ন্যাশনাল ই-সার্ভিস সিস্টেম (NESS) নামে পরিচিত। যশোর জেলার ২৪০টি সরকারি অফিসে পরীক্ষামূলকভাবে এটি চালু করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ডিজিটাল যশোর উদ্বোধনকালে পরীক্ষামূলকভাবে ই-সার্ভিস সিস্টেম উদ্বোধন করেন। এটুআই প্রোগ্রামের সহায়তায় জাতীয় পোর্টাল ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় দেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ, অধিদপ্তর, মন্ত্রণালয়সহ সকল সরকারি দপ্তরের জন্য ২৫ হাজার পোর্টাল (তথ্য বাতায়ন) নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ। সকল দপ্তরে পোর্টাল চালু হলে জনগণের তথ্য ও সেবা প্রাপ্তি আরো সহজ হয়ে উঠবে। এছাড়া, জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং নেতৃত্ব প্রদানের জন্য বিদ্যমান জনবলের দ্বারা (৫/৬ জন) একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়।

(২১) এটুআই প্রোগ্রামের কারিগরি সহায়তায় ই-পর্চা প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৪.৫ কোটি খতিয়ান রেকর্ড ডিজিটাইজেশনের

লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ যাবৎ ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার রেকর্ড অনলাইনে প্রদান করা হয়। ফলে জনসাধারণ এখন খুব সহজে অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ডরুম থেকে জায়গাজমির বিভিন্ন রেকর্ডের (এসএ,সিএস,বিআরএস) নকল/পর্চা/ খতিয়ান এবং সার্টিফাইড কপি পাচ্ছেন। ‘শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষক” এই স্লোগানকে সামনে রেখে শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কনটেন্ট ভিত্তিক ওয়েব পোর্টাল ‘শিক্ষক বাতায়ন (www.teachers.gov.bd)’ চালু করা হয়। তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা নয় বরং শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এ মূল মন্ত্র ধারণ করে এটুআই প্রোগ্রামের উদ্যোগে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য ‘মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম’ ও ‘শিক্ষক কর্তৃক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি’ নামে দু'টি মডেল উদ্ভাবন করা হয়, যেখানে একটি ল্যাপটপ, একটি প্রজেক্টর, ইন্টারনেট সংযোগ ও কনটেন্ট তৈরির প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের সহযোগিতায় এই অর্থ-বৎসরে ঢাকার বাইরে ৫০০ এর বেশি সাংবাদিককে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(২২) বিভিন্ন ই-সেবা সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও কোথায়, কীভাবে এসব সেবা পাওয়া যায় তা সাধারণ মানুষকে জানানোর জন্য জাতীয় পর্যায়ে, সকল বিভাগে ও সকল জেলায় ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলার আয়োজন করা হয়। ৬-৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকায় আয়োজন করা হয় এশিয়ার অন্যতম বড় আইসিটি ইভেন্ট ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, ২০১২ । ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১২-তে তথ্য ও যোগোযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাইরের দেশগুলো কী কী অর্জন করেছে সে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের পাশাপাশি তাদের নতুন নতুন উদ্ভাবন তুলে ধরা হয়। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশ নেয়। এ মেলার ফলে দেশের তরুণদের আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়।

(২৩) Public-Private Partnership (PPP) কর্মসূচিকে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, পিপিপি পরামর্শক, সিভিল সোসাইটি সহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট উপস্থাপনের নিমিত্ত ৭-৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকায় দু’দিনব্যাপী গ্লোবাল ইনভেস্টর ফোরাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ ফোরাম উদ্বোধন করেন।

(২৪) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট ০৯টি পিপিপি প্রকল্প অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। পিপিপি অফিস কর্তৃক ৪টি প্রকল্পের জন্য Transaction Advisor নিয়োগ করা হয় যাহার মধ্যে ৩টি প্রকল্পের অর্থায়ন করা হয় PPP Technical Assistant Fund (PPPTAF) হতে ও ১টি প্রকল্পের অর্থায়ন হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের আইপিএফএফ প্রকল্প সেল হতে। এছাড়া ৩টি প্রকল্পের Transaction Advisor নিয়োগের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২৫) পিপিপি প্রোগ্রাম অপারেশনালাইজেশন প্রকল্পের আওতায় পিপিপি প্রকল্প গ্রহণ, সম্ভাব্যতা যাচাই, প্রকল্প অনুমোদন ও মনিটরিং সহজতর করার লক্ষ্যে খসড়া পিপিপি আইন, প্রজেক্ট ডেপলেপমেন্ট ম্যানুয়াল, প্রজেক্ট স্ক্রিনিং ম্যানুয়াল, ভায়াবিলিটি গ্যাপ ফাইন্যান্সিং গাইডলাইনস, পিপিপি টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স গাইডলাইনস, বিড প্রসেস ম্যানুয়াল ও মডেল ডকুমেন্টসমূহের খসড়া প্রস্তুত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণ করে তা চূড়ান্তকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২৬) বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি দারিদ্রমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার এ লক্ষ্যকে বাস্তবায়নকল্পে এনজিওবিষয়ক ব্যুরো ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (MDGs) এবং National Strategy for Accelerated Poverty reduction (NSAPR)-এর ভিত্তিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, কৃষি, খাদ্য ও পুষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমধিকার নিশ্চিতকরণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এনজিওদের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য এনজিওবিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক সকল এনজিওকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(২৭) সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সংগতি রেখে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, স্যানিটেশন, দারিদ্র্যবিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণসহ দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদেশি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ তাদের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ ৫০৮১.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৪৮টি বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে ডাটাবেইজ তৈরির লক্ষ্যে একটি অত্যাধুনিক সার্ভার সংযোজন করা হয়। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর উদ্যোগে সারা দেশব্যাপী বিভাগীয় পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে এনজিও ও স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে ‘দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের ভূমিকা’ শীর্ষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

১৭। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১) ডিসেম্বর ২০০৮-এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে জনগণের অভূতপূর্ব ম্যান্ডেট নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতি পুনঃস্থিত করে এবং বাংলাদেশের জন্য একটি সমন্বিত কার্যকর ও বেগবান পররাষ্ট্র নীতি সুসংহত করে। জুলাই ২০১২-জুন ২০১৩ সময়কালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ; উন্নত, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক সম্প্রসারণ; উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় বাংলাদেশের অবদান ও অবস্থান সুসংহতকরণ; বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি; বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারণ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের কনস্যুলার ও কল্যাণ সেবা প্রদান; বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, বাণিজ্য ব্যবস্থা, মানবাধিকার এবং নিরস্ত্রীকরণ ও বিশ্ব শান্তি উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

(২) ২০১২ সালে ৬৭তম জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত Peace Building Commission-এর প্রথম উচ্চ পর্যায়ের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং বিশ্বশান্তিতে বাংলাদেশের নেতৃত্ব আরও উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যান। এছাড়াও, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ মহাসচিবের 'Education First Initiative' ও 'Scaling up Nutrition (SUN) Movement' শীর্ষক উদ্যোগসমূহের জন্য একজন বিশ্বনেতা হিসেবে মনোনীত হন, এ সভায় বাংলাদেশ একটি রোল মডেল দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ সময় জাতিসংঘে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৬৬তম জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে প্রস্তাবিত 'জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' মডেলটি বিশ্ব শান্তি ও আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় যুগান্তকারী মডেল হিসেবে সার্বজনীন স্বীকৃতি পায় এবং এ সংক্রান্ত বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত রেজল্যুশনটি ৬৬তম ও ৬৭তম অধিবেশনে সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । এ বিষয়ে ২০১২ সালে ঢাকায় বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও ৬৭তম অধিবেশনে Autism সংক্রান্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংরক্ষণে বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত একটি রেজল্যুশন জাতিসংঘে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এছাড়াও, 'A Culture of Peace and Non-Violence' শীর্ষক রেজল্যুশনটিসহ মোট চারটি রেজল্যুশন বাংলাদেশ ২০১২-তে জাতিসংঘে উপস্থাপন করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাস দমনে ওয়ার্কশপ এবং বাংলাদেশের ১ম Universal Periodic Review (UPR)-এর সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়। ২৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের ২য় Universal Periodic Review অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের চলমান কার্যক্রমকে অব্যাহত রেখে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিকে আরও সমুন্নত করার লক্ষ্যে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরকারের পক্ষ থেকে বেশ কিছু ভবিষ্যমুখি অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

(৩) বিগত বছরে বিশ্ব উন্নয়নে সক্রিয় কূটনৈতিক উদ্যোগের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করে, যা অন্য কোনো সরকারের সময় সম্ভব হয়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ২০১৩ সালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কারণে FAO Diploma Award লাভ এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের বিভিন্ন উদ্যোগের জন্য মনোনীত শীর্ষ নেতৃবৃন্দের লীড গ্রুপে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়ন। বিগত বছরে বাংলাদেশ জাতিসংঘের বেশ কিছু কমিটি, অঙ্গ সংস্থা ও ফোরামের পরিচালনা ও নীতিনির্ধারণী পর্ষদে সদস্যপদ লাভ করে যার মধ্যে ECOSOC, Human Rights Counil, UNDP/ UNFPA, UNESCO, UN-Women, CEDAW, FAO, WHO, UNAIDS, UNEP, UN-HABITAT, IMO, UPU, ISBA উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথমবারের মত বাংলাদেশ নিরবিচ্ছিন্নভাবে সর্বাধিক সংখ্যক সৈন্য/পুলিশ প্রেরণকারী দেশ হিসাবে নিজের অবস্থান ধরে রেখে শান্তিরক্ষায় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিরল সম্মান অর্জন করে। এ সময়ে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত সংক্রান্ত ICC Rome Statute, Convention on the Rights of All Migrant Workers and their Families, United Nations Convention against Transnational Organized Crime অনুস্বাক্ষর করে । এছাড়া, জাতিসংঘ মহাসচিবসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থার শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা বাংলাদেশ সফর করে শান্তি ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় একটি রোল মডেল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিশেষ অবদান ও কূটনৈতিক নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

(৪) গণতন্ত্র ও উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রশংসনীয় অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ সেপ্টেম্বর ২০১২ মাসে Commonwealth Ministerial Action Group (CMAG)-এর ৩৮তম সম্মেলনে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি,এমপি উক্ত সংস্থাটির চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। তিনি দক্ষিণ এশিয়া থেকে নির্বাচিত এ সংস্থাটির প্রথম চেয়ারপারসন। তাছাড়া,

তিনি এ সংস্থাটির প্রথম নারী সভাপতি হিসেবেও বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। æWomen's Leadership for Enterprise" প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকায় ১৭-১৮ জুন, ২০১৩ তারিখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় 10th Commonwealth Women Affair's Ministerial Meeting অনুষ্ঠিত হয়। কমনওয়েলথ মহাসচিব মি. কমলেশ শর্মাসহ ৩০টি দেশের প্রতিনিধিগণের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে বাংলাদেশ তার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ নারীর অগ্রযাত্রার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য তুলে ধরে এবং কমনওয়েলথ দেশসমূহের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। তাছাড়াও, ২০১৩ সালের গোড়ার দিকে কমনওয়েলথ ফাউন্ডেশনে বাংলাদেশের পুনঃঅর্ন্তভুক্তিতে অর্থ মন্ত্রনালয়ের পাশাপাশি এ মন্ত্রনালয় সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

(৫) ০৬-০৯ মে, ২০১৩ তারিখে Islamic World Academy of Sciences (IAS)-এর ১৯তম আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (OIC)ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণামূলক জ্ঞান আদান-প্রদানে বাংলাদেশ বিশেষ অবদান রাখে । OIC- এর মহাসচিব মি. একমেলেদ্দিন ইহসানোওগলু বিশেষ অতিথি হিসেবে এ সম্মেলনে যোগ দেন। এ সফরে তাকে ''বাংলাদেশ মৈত্রী পদক'' প্রদান করা হয় । ISESCO কর্তৃক ঢাকাকে ২০১২ সালের জন্য ''এশীয় অঞ্চলের জন্য ইসলামী সংস্কৃতির রাজধানী'' হিসেবে ঘোষণা করা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সাফল্য। ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত OIC Contract Group on Rohingya Muslim Minority-তে বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করে । এ গ্রুপে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মিয়ানমারের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় সংশ্লিষ্ট সমস্যার একটি গ্রহনযোগ্য সমাধান অর্জনে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

(৬) ২০১৩ সালে 'Agreement on Establishing the SAARC Seed Bank এবং Convention on Cooperation on Environment' বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থন (Ratify) করা হয়। ২০১৩ সালের শেষের দিকে অনুষ্ঠেয় BIMSTEC-এর তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে সকল সদস্য রাষ্ট্র কর্তৃক 'MoA on the Establishment of the BIMSTEC Permanent Secretariat' স্বাক্ষরিত হলে BIMSTEC সচিবালয় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করবে।

(৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সকল গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অংশগ্রহণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকির মুখে থাকা দেশসমূহের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গত দুই বৎসর ধরে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের সংগঠন Climate Vulnerable Forum-এর চেয়ার হিসাবে বাংলাদেশ এসব দেশসমূহের ঝুঁকি মোকাবেলায় অর্থনৈতিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহায়তার বিষয়টি জলবায়ু বিষয়ক প্রণীতব্য আইনি বাধ্যবাধকতা সম্পন্ন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে। জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার দেশসমূহের ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণে প্রণীত Climate Vulnerability Monitor (CVM)-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে নিউইয়র্কের এশিয়া সোসাইটিতে এই প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন।

(৮) Rio+২০ সম্মেলনে গৃহিত 'Future We Want' ইশতেহারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বিশ্বব্যাপী ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রণয়নের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়, তাতেও বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে ঢাকায় ১২-১৩ মার্চ ২০১৩ তারিখে সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে Population Dynamics-এর উপর একটি বিশ্বজনীন পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। এ সভায় ৫০টি দেশের অংশগ্রহণে গৃহীত Dhaka Declaration জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়।

(৯) লিবিয়ায় রাজনৈতিক সংকটের কারণে বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর প্রত্যাগমনের প্রেক্ষাপটে ভবিষ্যতে এরূপ পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশিরা যাতে সহজে ও বিনা খরচে প্রত্যাবাসন করতে পারে সেজন্য একটি আন্তর্জাতিক তহবিল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ এই তহবিল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

(১০) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার দায়িত্ব লাভের পর থেকে নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ ও অন্যান্য বন্ধুপ্রতীম দেশের সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় ও নিবিড় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। শীর্ষ পর্যায়ে ভারতের সঙ্গে সফর বিনিময়, ভুটান ও শ্রীলঙ্কা থেকে ভিভিআইপি সফর, এবং দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের সফরের মাধ্যমে সম্পর্ক উন্নয়ন ও দৃঢ়করণ অব্যাহত থাকে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নতুন মাত্রা লাভ করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও উন্নয়নের নতুন নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়। তিন বিঘা করিডোর দিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের ২৪-ঘণ্টা যাতায়াত, দহগ্রাম-আঙ্গোরপোতায় বিদ্যুতায়ন, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে স্থল শুল্ক স্টেশন/স্থল বন্দরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত

প্রবেশাধিকার, বাংলাদেশ-মেঘালয় সীমান্তে পারস্পরিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'বর্ডার হাট' স্থাপনসহ ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গৃহীত হয়। সম্প্রতি ভারতের মন্ত্রিসভায় ১৯৭৪ সালের স্থল সীমানা চুক্তি ও এর ২০১১ সালের প্রটোকলটি অনুমোদিত হয়। এ চুক্তি ও প্রটোকলটি অনুসমর্থনের জন্য ভারতীয় পার্লামেন্টে উপস্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। সীমান্তে বাংলাদেশিদের হত্যার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের বলিষ্ঠ অবস্থানের প্রেক্ষিতে ভারতের সর্বোচ্চ পর্যায় হতে হত্যাকাণ্ড শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসার আশ্বাস পাওয়া গেছে। নিরাপত্তা ও সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আপোষহীন ভূমিকা ও অবস্থান এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ভারতসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এবং কো-অর্ডিনেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (সিবিএমপি)-এর আওতায় সীমান্তে সংঘটিত অপরাধ রোধকল্পে দু'দেশ এক সঙ্গে কাজ করছে। জন-যোগসূত্র বৃদ্ধির লক্ষ্যে দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান ভিসা ব্যবস্থাকে আরো সহজীকরণ করা হয়। জানুয়ারি ২০১৩-তে বহিঃসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে দু'দেশের মধ্যে নিরাপত্তা বিষয়ক সহযোগিতার পথ আরো প্রশস্ত হয়।

(১১) বিদ্যুৎখাতে স্বাক্ষরিত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ভারত হতে সরকারি পর্যায়ে ২৫০ মেগাওয়াট ও ভারতের খোলাবাজার হতে আরও ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ক্রয় করবে। এ উদ্দেশ্যে ভেড়ামারা-বহরমপুর আন্তঃগ্রীড সংযোগের কাজ শেষের পথে। বাগেরহাটে ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে।

(১২) দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক বাণিজ্য ও জন-যোগসূত্র বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুরোনো রেল সংযোগসমূহ পুনরায় কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ভারতীয় নমনীয় ঋণের আওতায় দ্বিতল, আর্টিকুলেটেড ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস ক্রয় করা হয়। এছাড়াও রেল ইঞ্জিন, যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ বগি, কম্পিউটার ট্রেন সরবরাহ করা হচ্ছে যা রেল ও নগর যোগাযোগ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

(১৩) এপ্রিল ২০১৩ তে বাংলাদেশ-ভুটান দু'দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ফরেন অফিস কনসালটেশনের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ফলে দু'দেশের উচ্চ পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ়করণ এবং নতুন নতুন সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার কার্যক্রম শুরু হয়।

(১৪) শ্রীলংকার সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার এবং সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নানাবিধ উদ্যোগ নেওয়া হয়। দু'দেশের দ্বিতীয় 'ফরেন অফিস কলসালটেশন' এপ্রিল ২০১৩ তে অনুষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য এবং নৌ-যোগাযোগের উপর দুটি যৌথ কার্যকরী কমিটির (JWG) সভা আগামী আগস্ট ২০১৩-এ ঢাকায় অনুষ্ঠানের বিষয়ে কার্যক্রম চলছে। দু'দেশের মধ্যে বিনিয়োগ সুবিধা বৃদ্ধি, বাংলাদেশি নার্সদের শ্রীলংকায় প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক এবং কূটনৈতিক/অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের বিনা ভিসায় দু'দেশে সফরের বিষয়ে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক সম্পন্ন করার কাজ চলছে।

(১৫) এপ্রিল ২০১৩ সময়ে মালদ্বীপের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশ হতে মালদ্বীপে ঔষধ রপ্তানিসহ স্বাস্থ্যসেবা/স্বাস্থ্য সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। মালদ্বীপে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকার কারণে বর্তমানে প্রায় ৬০,০০০ বাংলাদেশি শ্রমিক সেখানে কর্মরত। দু'দেশের মধ্যে দ্বৈত করারোপণ পরিহার, স্বাস্থ্য সেবা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক সমঝোতা স্মারক প্রক্রিয়াধীন আছে।

(১৬) নেপালের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো জোরদার করার লক্ষ্যে দু'দেশের আন্তঃযোগাযোগ, বাণিজ্য, জন-যোগসূত্রসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু অগ্রগতি হয়। এছাড়া জুলাই ২০১২-তে 'ফরেন অফিস কনসালটেশন' নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠানের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(১৭) বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিশ্বের ইসলামি দেশসমূহের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক গতিশীল করবার লক্ষ্যে বিভিন্ন কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে আসছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি (প্রয়াত) ১৪-১৫ আগস্ট ২০১২-এ ৪র্থ Extra Ordinary Session of Islamic Summit-এ যোগদানের জন্য সৌদি আরব সফর করেন। এছাড়া ১ম Asia Cooperation Dialogue (ACD) সম্মেলনে যোগদানের জন্য ১৪-১৭ অক্টোবর ২০১২ মেয়াদে কুয়েত সফর করেন। মহামান্য প্রয়াত রাষ্ট্রপতির এ সফরগুলোর কারণে এ দুদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বৃদ্ধি হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী NAM-এর ষোড়শ অধিবেশনে যোগদানের জন্য আগষ্ট ২০১২ এ ইরান সফর করেন এবং ইরানের সুপ্রীম অধিনায়ক আলী হোসাইনী খামেনী এবং ইরানের রাষ্ট্রপতি আহমেদিনেজাদ-এর সঙ্গে বৈঠক করেন এবং দুদেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে

একমত হন। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে এবং নিবিড় কূটনৈতিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। ০৪-০৫ মে, ২০১৩ তারিখে সৌদি আরব সফর করে সৌদি আরবে অবৈধভাবে বসবাসরত বাংলাদেশিদেরকে বৈধভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়ার বিষয়টিকে সর্বাত্বক গুরুত্ব পায়। এ সফরের এক সপ্তাহ পরেই ১০ মে ২০১৩ সৌদি আরবের মহামান্য বাদশা আব্দুললাহ বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ বাংলাদেশিসহ সকল বিদেশি শ্রমিকদের ০৩ জুলাই ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ইকামা পরিবর্তনের সুযোগ এবং বিনা জরিমানায় অবৈধ শ্রমিকদের তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করেন। বাংলাদেশি প্রবাসীকর্মীদের ইকামা পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করা এবং এ ব্যাপারে সৌদি কর্তৃপক্ষের সার্বিক সহযোগিতার জন্য সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার নিমিত্তে ১৯-২২ জুন ২০১৩ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সৌদি আরব সফর করেন ও সৌদি আরবের ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. নিজার বিন ওবায়েদ আল মাদানী-এর সাথে বৈঠক করেন। সৌদি আরবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের ইকামা পরিবর্তনের সুযোগ প্রদান করায় প্রায় ৩ লক্ষাধিক বাংলাদেশির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

(১৮) সৌদি মজলিশ এ শূরার (জাতীয় সংসদ) মাননীয় স্পিকার ডা. আবদুললাহ বিন মোহাম্মেদ বিন ইব্রাহিম আল-শেখ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারের আমন্ত্রণে ৬-৯ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে একটি সংসদীয় প্রতিনিধিদলসহ বাংলাদেশ সফর করেন। বাহরাইনের সংসদীয় একটি প্রতিনিধিদলও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকারের আমন্ত্রণে ১৫-২১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। সংসদীয় প্রতিনিধিদলের এই সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী শেইখ লুবনা বিনতে খালিদ আল কাশমী ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী, মাননীয় নৌ পরিবহন মন্ত্রী ও বিনিয়োগ বোর্ডের মাননীয় নির্বাহী চেয়ারম্যানের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বন্দর উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা খাতে ফলপ্রসূ আলোচনা করেন।

(১৯) বর্তমান সরকারের নানামুখী কার্যকর পদেক্ষেপ গ্রহণের ফলে মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন মুসলিম দেশের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের প্রেক্ষিতে পূর্বের যেকোনো সরকারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়।

(২০) বর্তমান সরকার উজবেকিস্তান ও কাজাখস্থানসহ মধ্যএশিয়ার দেশসমূহের সঙ্গেও সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। মধ্য এশিয়ার এ দেশগুলোতে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। আজারবাইজান সরকারের আমন্ত্রণে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী আজারবাইজানে সরকারি সফর করেন। আজারবাইজানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে পারস্পরিক সুবিধা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে উভয় মন্ত্রী বিদ্যমান সম্পর্ককে পরবর্তী ধাপে উত্তরণের কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সম্মত হন। সফরকালে দু'দেশের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার জন্য এবং কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ একাডেমির সঙ্গে সহযোগিতার নিমিত্তে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(২১) মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২০১২ এবং ২০১৩ সনে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। এসময় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে তিনি বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক ইস্যু যেমন-সন্ত্রাসবাদ নিরোধ কর্মকাণ্ড, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাসহ বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা, বিশ্ব স্বাস্থ্য ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। উভয়দেশের মাঝে ২০১২ এবং ২০১৩ সনে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় 'বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র অংশীদারিত্ব সংলাপ' অনুষ্ঠিত হয়। এ সংলাপে উন্নয়ন ও সুশাসন, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, বাংলাদেশের কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব এবং নিরাপত্তা বিষয়ক সহযোগিতাসহ অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি ২০১২ এবং ২০১৩ সনে প্রথম ও দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক 'নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়াদিতে বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যৌথ সংলাপ' এবং ২০১২ সনে প্রথম 'বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা সংলাপ' অনুষ্ঠিত হয়। এসকল সংলাপে দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যকার বিদ্যমান বিভিন্ন ইস্যু, যেমন 'সন্ত্রাস-নিরোধ', প্রথাগত ও অ-প্রথাগত (non-traditional) নিরাপত্তা বজায় রাখতে দ্বিপাক্ষিক এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, যৌথ সামরিক প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতা, দুর্যোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা ও জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমসহ অন্যান্য বিষয়ে মতবিনিময় ও বিশদ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বিগত বছরে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ এবং দ্বিপক্ষিক বাণিজ্য উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান বিনিয়োগকারী একক দেশ। বিশ্বব্যাপী মন্দা সত্ত্বেও বর্তমানে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য প্রথমবারের মতো ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমান সরকার গৃহীত বিবিধ গঠনমূলক কর্মসূচি এবং কূটনৈতিক তৎপরতার স্বীকৃতিস্বরূপ এসময়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশিত প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রশংসা

করা হয়। বাংলাদেশ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা প্রবর্তিত চারটি 'বৈশ্বিক উদ্যোগ' ('ফিড দ্য ফিউচার' কর্মসূচি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন)-এর অন্তর্ভুক্ত হয় যা বর্তমান সরকারের গৃহীত জনমুখী নীতিসমূহের স্বীকৃতিস্বরূপ ।

(২২) কানাডার Commonwealth Parliamentary Association (CPA)-এর একটি প্রতিনিধিদল ১০-১৩ মার্চ ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সফর করে। বর্তমান সরকারের সময়ে কানাডা বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানির একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পরিণত হয় এবং কানাডায় বাংলাদেশের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশ ও কানাডার মধ্যকার মোট দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ২০০৫ থেকে প্রায় ৪ গুণ বেড়ে ২০০ কোটি মার্কিন ডলারে দাড়ায়। বাংলাদেশের জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ কানাডার বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার (GPT) অব্যাহত থাকবে। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় দ্রুত উন্নয়নশীল দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিক্ষা ও কৃষি সহযোগিতা বৃদ্ধির বিবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে ২০১৩ সনে বাংলাদেশ সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার কতিপয় দেশ সফর করেন।

(২৩) ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি বাজার। উপরন্তু, ইউরোপ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন সহায়তার উৎস। প্রথম সারির ইউরোপীয় দেশগুলো যেমন যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলারুশ এবং রুশ ফেডারেশনের সঙ্গে সফর বিনিময়ের মাধ্যমে সরকারের উত্তরোত্তর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সাম্প্রতিককালে ইউরোপীয় দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি ছিল ১২৭৪০.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্বের বছরের চেয়ে ৬.৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাজ্য, জার্মানী ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৩ বছরে (২০১২/১৩-২০১৫/১৬) বাংলাদেশে দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহায়তা দ্বিগুণ করার ঘোষণা প্রদান করে।

(২৪) পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পায়। ১১-১৩ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সফরকালে মোট ১২টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩-তে রুশ ফেডারেশনে সরকারি সফর করেন। এ সফরে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে ৩টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মধ্যে রয়েছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রস্তুতিমূলক কাজের অর্থায়নের লক্ষ্যে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি অর্থায়ন চুক্তি। সাম্প্রতিককালে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দ্বিপাক্ষিক সফরে যান। বাংলাদেশে তৈরি পোশাকশিল্পের ইউরোপীয় জিএসপি রক্ষার্থে তিনি সম্প্রতি ইইউসহ অন্যান্য সহযোগী দেশগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেন। এ উপলক্ষ্যে ই.ইউ বাণিজ্য কমিশনার, OECD ফোরাম ইত্যাদি নানা বৈঠকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য জিএসপি অব্যাহত রাখার নিমিত্ত জোর সুপারিশ করেন। এছাড়াও, গত বছরে ইউরোপ থেকেও উচ্চ পর্যায়ের নানা প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ সফর করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন ব্রিটিশ মন্ত্রী সাঈদা ওয়ার্সি, গ্রীসের মন্ত্রী নিকোলাস ডেনডিয়াস, চেক বাণিজ্য মন্ত্রী ড. মার্টিন কুবা, বৃটিশ উন্নয়ন মন্ত্রী অ্যালান ডানকান, নরওয়ের বাণিজ্য মন্ত্রী ট্রন্ড জিসকে, উন্নয়ন মন্ত্রী হেইক্কি হোলমাস, নেদারল্যান্ডের উন্নয়ন মন্ত্রী লিলিয়ান পলুমেন এবং অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের ইউরোপীয় নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিবৃন্দ।

(২৫) বিগত বৎসরে বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারসহ থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, পূর্ব তিমুর, লাওস এবং পাপুয়া নিউগিনি - দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার হয়। বর্তমানে নতুন করে সরকারিভাবে বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগ শুরু হয়। ভিয়েতনামের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০২-০৪ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ভিয়েতনাম সফর করেন। এটি ছিল ভিয়েতনামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম সরকারি সফর এবং ২০০৫ সালের পরে দুই দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রথম সফর বিনিময়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী, ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি এবং ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি-এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর আলোচনা করেন এবং বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, বিনিয়োগ, জ্বালানি, এবং কৃষি ক্ষেত্রে অধিকতর সহযোগিতা জোরদারকরণে তাঁদের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

(২৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লাওসের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে ৪-৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখে লাওসে অনুষ্ঠিত Asia-Europe Meeting (ASEM)-এর শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ এবং একটি দ্বিপাক্ষিক সফর করেন। এই সম্মেলনেই বাংলাদেশ ASEM-এর সদস্য পদ লাভ করে। বাংলাদেশ ও লাওসের দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতিহাসে এটি দু'দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের প্রথম সফর। দ্বিতীয় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় পানি বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা থাইল্যান্ডের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ২০ মে ২০১৩ তারিখে এক দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে থাইল্যান্ডের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Ms. Yingluck

Shinawatra একটি শক্তিশালী প্রতিনিধিদলসহ ২১-২২ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর করেন। উভয় নেতা দু'দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট মূল বিষয়সমূহের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করেন এবং অধিকতর সহযোগিতা জোরদারকরণে তাঁদের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

(২৭) মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর আমন্ত্রণে ইন্দোনেশিয়ার মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ১৪-১৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরে উভয় দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলোচনা হয়। বিগত বছরে কম্বোডিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিবিড় করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের সফর বিনিময় সহজীকরণের নিমিত্তে এতদঞ্চলের দেশ ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, ও কম্বোডিয়ার সাথে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসা অব্যাহতি সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের বিষয় প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(২৮) ৬৪ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের চীনা প্রতিনিধিদল ২০-২১ অক্টোবর ২০১২ সময়ে বাংলাদেশ সফর করে। এই সফরে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যুৎ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহায়তার জন্যে তিনটি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রায় দুই বৎসর যাবৎ বন্ধ থাকা জাপানি ওডিএ সহায়তা পুনরায় শুরু করা ছাড়াও এর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে ৪৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশের উন্নয়নে জাপানের দীর্ঘদিনের সহায়তার পরিমাণও এ বৎসর উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৬৭০ মার্কিন ডলারে (৩২তম ইয়েন লোন প্যাকেজ) দাঁড়ায়। দক্ষিণ কোরিয়া বাংলাদেশের অন্যতম বাণিজ্যিক অংশীদার ও প্রত্যক্ষ বিনিয়োগকারী। Employment Permit System (EPS)- নীতির আওতায় দক্ষিণ কোরিয়ায় বর্তমানে প্রায় ৮,০০০ এর অধিক বাংলাদেশি কর্মরত আছে।

(২৯) অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে নানাবিধ সহযোগিতার প্রসারের অংশ হিসেবে ২০১২ সালে জনশক্তি রপ্তানি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা, শিশু এবং মাতৃস্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৃত্তি কর্মসূচিতে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অস্ট্রেলিয়ার উন্নয়ন সহায়তার মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ২০১২ সালে অস্ট্রেলিয়া সরকার বাংলাদেশের নাগরিকদের জন¨ æWork and Holiday visa" এর আওতায় কাজ করার জন্য ৫৫ জনকে অনুমতি প্রদান করে। এর ফলে অষ্ট্রেলিয়ায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশের ছাত্রদের পক্ষে তাদের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে দু' দেশের জনগণের আরও কাছে আসার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

(৩০) আফ্রিকার দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিবিড়তর করার লক্ষ্যে মরিশাসে বাংলাদেশ দূতাবাস খোলা হয়। এছাড়াও সুদান ও সিয়েরালিয়নে বাংলাদেশ দূতাবাস খোলার বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আফ্রিকার আরও কয়েকটি সম্ভাবনাময় দেশে বাংলাদেশ দূতাবাস খোলার সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল ১০-২৬ জুলাই ২০১২ তারিখে সেনেগাল, ঘানা, লাইবেরিয়া এবং আইভরি কোষ্ট সফর করে। অনুরূপ একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০ মে থেকে ০২ জুন ২০১৩ তারিখে দক্ষিণ আফ্রিকা, জাম্বিয়া এবং মোজাম্বিক সফর করে। বর্তমান সরকার আফ্রিকার বিভিন্ন প্রতিশ্রুতিশীল দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জমি লিজ নিয়ে কৃষি কাজের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে দেখছে। আফ্রিকা অঞ্চলের ৭টি দেশের সঙ্গে বার্ষিক দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়। ২১-২২ নভেম্বর ২০১২ তারিখ মরিশাসে অনুষ্ঠিত মাইগ্রেশন ও ডেভলপমেন্ট-এর ৬ষ্ঠ গ্লোবাল ফোরামে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন মাননীয় প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী। এছাড়াও, মাননীয় পাট ও বস্ত্র মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধি দল ৫-৯ আগস্ট ২০১২ তারিখ রুয়ান্ডা ও কেনিয়া সফর করেন। সফরকালে বাংলাদেশ এবং রুয়ান্ডার মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(৩১) মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপু মনির নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের ওআইসি সম্মেলনের সাইডলাইন সভায় মিশর ও বাংলাদেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ককে সুদৃঢ় ও সুসংহত করতে ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ দু'দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(৩২) মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে অমীমাংসীত সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তির পর ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিষয়ে স্থায়ী সালিশ আদালতে বাংলাদেশের সালিশ প্রক্রিয়া চলছে। আশা করা যায় যে, ডিসেম্বর, ২০১৩ নাগাদ স্থায়ী সালিশ আদালতে উভয় পক্ষের মৌখিক শুনানি আরম্ভ হবে ।

(৩৩) বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উপস্থিতি ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্ব সম্প্রসারণের গুরুত্ব বিবেচনায় বর্তমান সরকার নতুন নতুন মিশন খোলা এবং অতীতে বন্ধ হয়ে যাওয়া দূতাবাস পুনরায় চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে

গ্রীস, মেক্সিকো, ব্রাজিল, পর্তুগাল, লেবানন ও মরিশাসে পূর্ণাঙ্গ দূতাবাস, ইটালির মিলান, চীনের কুনমিং ও তুরস্কের ইস্তাম্বুলে কনস্যুলেট জেনারেল এবং ভারতের মুম্বাইয়ে একটি উপহাইকমিশন খোলা হয়। চার্জ দ্য এফেয়ার্স পর্যায়ে আফগানিস্তানের কাবুল, সুদানের খার্তুম ও সিয়েরা লিয়নের ফ্রি টাউনে দূতাবাস স্থাপনের প্রশাসনিক কার্যক্রমও সম্পন্ন হয়।

(৩৪) ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জনশক্তি, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক ১১,৮৬২ জন বাংলাদেশির লাশ দেশে ফিরিয়ে আনে। ২রা ও ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে শ্রীলংকান নৌবাহিনী কর্তৃক উদ্ধারকৃত ১৩৮ জন ব্যক্তির মধ্যে ৬২ জন বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়াও জর্জিয়ায় আটক ১২জন বাংলাদেশি নাগরিকের মধ্যে ১০ জন ০৩ এপ্রিল ২০১৩ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করে।

(৩৫) সৌদি আরবে অবস্থানরত প্রায় ২ মিলিয়ন বাংলাদেশিদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বিভিন্ন কারণে অবৈধ হয়ে যায়। মে ২০১৩ মাসে সৌদি সরকার সে দেশে বসবাসরত সকল প্রবাসীদের বৈধ হওয়া ও তাদের পেশা পরিবর্তনসহ স্ট্যাটাস সংশোধনের সুযোগ প্রদান করেন যা আগামী ৩রা নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। সাধারণ ক্ষমার আওতায় বিনা জরিমানায় দেশে প্রত্যাবর্তন ও বৈধ হয়ে সেদেশে জীবিকা লাভের এ বিশাল সুযোগটি কাজে লাগাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আওতাধীন কনস্যুলার অনুবিভাগ সরকারের সকল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সৌদি আরবের রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটে জরুরি ভিত্তিতে লোকবল ও অন্যান্য সকল সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে। ফলে এ পর্যন্ত রিয়াদ দূতাবাস কর্তৃক ১,১৩,৬৮৪ এবং জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্তৃক প্রায় ১,১৫,০০০ জন প্রবাসীকে কনস্যুলার সংক্রান্ত জরুরি সেবা প্রদান করত তাদের বৈধকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।

(৩৬) ০৮-০৯ জুলাই বেলারুশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেলারুশ সফর করেন। সফরকালে দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত যৌথ ঘোষণা ছাড়া আরও সাতটি দলিল স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্যে দু'টি চুক্তি, চারটি সমঝোতা স্মারক ও একটি যৌথ ঘোষণা রয়েছে। স্বাক্ষরিত দলিলসমূহ হল: দ্বৈতকর পরিহার চুক্তি; পণ্য সরবরাহের জন্য কাঠামোগত চুক্তি; পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের সমঝোতা স্মারক; সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সমঝোতা স্মারক; কূটনৈতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে সহযোগিতার সমঝোতা স্মারক; শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় ও বেলারুশ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতার সমঝোতা স্মারক; এবং পণ্য ও সেবা সরবরাহের বিষয়ে যৌথ ঘোষণা। এছাড়া সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উভয় দেশের ব্যবসায়ীদের যৌথ ফোরামে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্য, স্থিতিশীলতা এবং সম্ভাবনা তুলে ধরে বিনিয়োগ ও যৌথ উদ্যোগের আহ্বান জানান। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে উভয় দেশের চলমান সহযোগিতা ও ভবিষ্য সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। অর্থনৈতিক, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিবকে দলনেতা করে এবং সামরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পিএসওকে দলনেতা করে দু'টি কমিশন গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বেলারুশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী পদে ২০১৬-১৭ সালে বাংলাদেশের প্রার্থিতাকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত জানিয়েছে।

(৩৭) ০৭-০৮ জুলাই ২০১৩ তারিখে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক এবং বুনোন শিল্পে শ্রমিকের অধিকার এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে 'Staying Engaged: A Sustainability Compact with Bangladesh' শীর্ষক বহুপাক্ষিক আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি, এমপি-র নেতৃত্বে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল জেনেভা সফর করেন। আলোচনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ৮ জুলাই ২০১৩ তারিখ শ্রম পরিবেশ উন্নয়নে যৌথভাবে 'Compact for Continuous Improvements in Labour Rights and Factory Safety in the Ready Made Garment and Knitwear Industries in Bangladesh' শীর্ষক কর্মপকিল্পনা ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জেনেভায় এই সমঝোতায় (Compact) অংশীদার না হলেও পরবর্তী সময়ে ১৯ জুলাই ২০১৩ তারিখে উক্ত যৌথ কর্মপরিকল্পনার সহযোগী হওয়ার ঘোষণা দেয়। এই Compact গ্রহণের মাধ্যমে EU, USA এবং বাংলাদেশের মধ্যে RMG খাতে বিদ্যমান সুবিধাদি অক্ষুণ্ন রাখা নিশ্চিত করা গেছে। Compact-টি তে বাংলাদেশ যেমন এর বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ/অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে, তেমনি EU, যুক্তরাষ্ট্র ও ILO কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তা-ও উল্লেখ করেছে। এর মাধ্যমে, পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণের শর্ত সাপেক্ষে, EU তাদের GSP সুবিধা অব্যাহত রাখার সুস্পষ্ট আশ্বাস দিয়েছে। ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ১৯ জুলাই Compact-এ যোগদানের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে।

(৩৮) ১৭-১৮ আগস্ট ২০১৩ তারিখে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীসহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কক্সবাজার জেলার সদর, উখিয়া, টেকনাফ ও রামু উপজেলা সফর করেন। সফরকালে তাঁরা কুতুপালং শরণার্থী শিবির ও কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী মিয়ানমার নাগরিকদের দীর্ঘমেয়াদি উপস্থিতির ফলে সৃষ্ট বিরূপ পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

(৩৯) ১১ মে ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ থেকে গৃহপরিচারক হিসেবে প্রথম ব্যাচে ১১ জন নারী শ্রমিক হংকং-এ গমন করে। এ পর্যন্ত কনস্যুলেট ১৭০ টি Contract-এ স্বাক্ষর করেছে। ফলে আরো বিপুল সংখ্যক শ্রমিক গৃহপরিচারক হিসেবে হংকং-এ গমন করবে। শ্রমিক রপ্তানিতে হংকং বাংলাদেশের জন্য নতুন বাজার হতে পারে।

(৪০) বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে পুনরায় সরাসরি বিমান যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সংশোধিত বিমান চলাচল চুক্তি ২৯ আগস্ট ২০১৩ তারিখে ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে উভয় দেশের সরকারি বিমান সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি বিমান সংস্থাসমূহ দুই দেশের মধ্যে বিমান পরিচালনার সুবিধা পাবে।

১৮। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

(১) বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় বৃক্ষরোপণ আন্দোলন, ২০১৩ ও বৃক্ষমেলা, ২০১৩-এর উদ্বোধন এবং বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার ২০১২ বিতরণ করেন।

(২) জাতীয়ভাবে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৩-এর উদ্বোধন করেন। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি ঘোষিত এ বৎসরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'ভেবে চিন্তে খাই-অপচয় কমাই' (Think Eat Save)।

(৩) পরিবেশ উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (ব্যক্তিগত) ক্যাটাগরিতে জনাব মোঃ ইউসুফ মোল্লা, রাজশাহী; পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার (ব্যক্তিগত) ক্যাটাগরিতে জনাব মোঃ শরীফ খান, ঢাকা এবং পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন (প্রাতিষ্ঠানিক) ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), ঢাকা-কে জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১৩ প্রদান করা হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পরিবেশ পদক-২০১৩ প্রদান করেন।

(৪) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও ভারসাম্য রক্ষা এবং বনজ সম্পদের স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট ভূমির শতকরা ২০ ভাগ বনায়নের আওতায় আনার জন্য বন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। বন সেক্টরে অভূতপূর্ব সফলতা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ United Nations Development Programme (UNDP) কর্তৃক ইকুয়েডর পুরস্কার ২০১২ Food and Agrculture Organisation (FAO) কর্তৃক প্রদত্ত ওয়াঙ্গারী মাথাই পুরস্কার ২০১২ এবং ইন্ডিয়ান টাইমস ঘোষিত আর্থ কেয়ার পুরস্কার ২০১২ অর্জন করে।

(৫) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১৩টি প্রকল্পের আওতায় সংশোধিত এডিপিতে ১৫৪.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১৯.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৪৭২.৫০ হেক্টর ব্লক বাগান, ৯০১.০ কিলো মিটার স্ট্রীপ বনায়ন এবং ১৫.৮৮১ লক্ষ চারা বিক্রয়ের জন্য উত্তোলন করা হয়। অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৩৪০.৯৫ লক্ষ টাকা সংশোধিত বরাদ্দের বিপরীতে ৩৪০.৯২৮৫ লক্ষ টাকা টাকা ব্যয়ে ১টি উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ৬০০.০ হেক্টর ব্লক বাগান সৃজন করা হয়।

(৬) সরকার কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বন্যপ্রাণী ও মানুষের মধ্যে সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী দ্বারা আহত-নিহত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৪৩টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ৪০.২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

(৭) গাজীপুর জেলার রাথুরা বনাঞ্চলের প্রায় ৩,৬৯০ একর এলাকায় 'বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক' স্থাপনের কাজ চলমান আছে। চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া 'শেখ রাসেল এ্যাভিয়ারি এন্ড ইকোপার্ক' নামে দেশের প্রথম পাখির অভয়ারণ্য স্থাপনের কাজ শুরু হয়।

(৮) ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে খুলনা সার্কেলে Sundarban Environmental & Livelihood Security (SEALS) Project বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। Strengthenning Regional Co-operation for Wildlife Protection শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আন্তঃদেশীয় বন্যপ্রাণী পাচার রোধ ও আভ্যন্তরীণ বন্যপ্রাণী শিকার প্রতিহত করার জন্য ঢাকায় একটি Crime Control Unit-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়।

(৯) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সামাজিক বনায়নের পরিপক্ক গাছ আহরণের মাধ্যমে ১,৯০৭ জন উপকারভোগী ২১.৩০ কোটি টাকা লভ্যাংশ অর্জন করে।

(১০) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বন অধিদপ্তরের ৭৫,৫৯৩.০৭ একর ভূমিকে সংরক্ষিত বন ঘোষণা করা হয় এবং ১,১৪,২৫১.৮৯ একর সংরক্ষিত বন ঘোষণার অপেক্ষায় আছে।

(১১) প্রতিবেদনাধীন ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর এনফোর্সমেন্ট টীম কর্তৃক পরিবেশ আইন লংঘন এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধনের অপরাধে শিল্পকারখানা/স্থাপনার বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করে পরিবেশ দূষণের দায়ে বকেয়াসহ ২৭,৫৮,৩৩,৫১০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়।

(১২) Bilateral Offset Credit Mechanism (BOCM)-এর Rules of Implementation-এর আওতায় জাপান সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে Low Carbon Growth Partnership দলিলের উপর পরিবেশ অধিদপ্তরের মতামত প্রস্তুত করে বাংলাদেশস্থ জাপান দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়।

(১৩) Second National Communication চূড়ান্ত করে UNFCCC সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(১৪) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) কনভেনশনটি বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থন করার বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের মতামত প্রেরণ করা হয়।

(১৫) ৬-৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে Swedish Standards Institutes (SIS)-এর উদ্যোগে 'National Planning Workshiop in Bangladesh: Trade Promotion through Standardization in the South East Asia (SESA) Regions' বিষয়ে ঢাকায় আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদনের উপর পরিবেশ অধিদপ্তরের মতামত প্রস্তুত করা হয় ।

(১৬) হাকালুকি হাওর এলাকায় গ্রাম সংরক্ষণ দলের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে KAP (Knowledge, Attitude and Practices) সার্ভে সম্পাদন করা হয়। এছাড়া, মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের জন্য হাকালুকি হাওর এলাকায় ২.৬ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন করা হয়।

(১৭) গ্রাম সংরক্ষণ দলের সদস্যদের জন্য ৫টি প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, ৩টি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ৪টি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

(১৮) ১২৩ হেক্টর প্যারাবন, ৪.৬৬ হেকটর জলাভূমি বন এবং ১০ একর বালিয়াড়িতে বনায়ন করা হয়। কক্সবাজার এলাকায় ১০৪৫ হেক্টর জলাভূমি বন, ৬৫০ হেক্টর প্যারাবন, ৪টি মৎস্য সংরক্ষণ এলাকা, ১৫টি পাখি সংরক্ষণ এলাকা এবং সামুদ্রিক কাছিমের ৫টি হ্যাচারি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

(১৯) ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ঔষধশিল্পে মিটারড ডোজ ইনহেলার প্রস্তুতিতে ক্লোরোফ্লোরোকার্বনের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা হয়।

(২০) ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস ২০১২ এবং মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরের ২৫ বৎসর পূর্তি উদ্‌যাপন করা হয়। এ উপলক্ষে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেমিনার আয়োজন, দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশনা, পোস্টার ও স্টিকার প্রকাশনা ও বিতরণ; শিশু-কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন এবং একটি স্মারক ডাক টিকেট অবমুক্ত করা হয়। মন্ট্রিল প্রটোকল বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার জন্য জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক বাংলাদেশ প্রশংসিত হয় এবং একটি সম্মাননা স্মারক লাভ করে।

(২১) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে Taxonomic Studies-এর মাধ্যমে ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক প্রায় ৩০০টি উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ করা হয়। বর্ণিত সময়ে ১০০০টি উদ্ভিদ নমুনার বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় নাম, পরিবার, এক্সেশন নাম্বার, সংগ্রহের তারিখ, বাসস্থান, স্বরূপ, প্রাপ্তিস্থান, প্রাচুর্য্যতা, ব্যবহার ইত্যাদি যাবতীয় তথ্যাবলি সম্বলিত হারবেরিয়াম ডাটাবেজ তৈরি করা হয়।

১৯। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে আইসিটি সেল গঠন ও উক্ত সেলের জন্য জনবল ও সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিভিন্ন প্রকার তথ্য আদান-প্রদানসহ দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে অপটিক্যাল

ফাইবার ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয় ও Local Area Network (LAN) স্থাপন করা হয়। প্রথম শ্রেণির সকল কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাগণকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(২) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২৬৫টি মাঝারী/ভারী যানবাহন, ২টি ড্রেজার, ৪টি রো রো ফেরি, ১টি রোলার এবং ক্রেন ক্রয় করা হয়। সেনাবাহিনীকে যোগাযোগ ও উন্নত প্রযুক্তি-সম্পন্ন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১০টি ফিল্ড এক্সচেঞ্জ, ৫টি আর আর টারমিনাল স্টেশন, ৫টি আর আর রিপিটার স্টেশন ক্রয় করা হয়। সেনাবাহিনীর জন্য যুগোপযোগী অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি প্রদানের লক্ষ্যে ২টি ইলেকট্রিক ম্যাট স্টেশন, ১টি লোকাল ওয়ার্নিং রাডার, ১টি সাউন্ড রেঞ্জিং ইকুইপমেন্ট, ২০০টি অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চার, উইপন লোকেটিং রাডার এবং ২টি ইউটিলিটি এয়ারক্রাফট ক্রয় করা হয়।

(৩) সেনাবাহিনীতে ফরমেশন লেভেল সফটওয়্যার উন্নয়ন, সদর দপ্তর অর্টিডকের ট্যাকটিক্যাল সিমুলেশন এবং ওয়ার গেমিং, এজি শাখা ও এমইএস অভিযোগ অটোমেশন, ইউনিট ম্যানেজমেন্ট এবং ডিজিটাল পত্রালাপ অটোমেশন সফটওয়্যার প্রচলন করা হয়।

(৪) ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে সিলেটে '১৭ পদাতিক ডিভিশন' নামে একটি নতুন পদাতিক ডিভিশন গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে নবগঠিত ডিভিশনটির উদ্বোধন ও আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন করেন। একই দিন নবগঠিত ১৭ পদাতিক ডিভিশনের অধীন সদর দপ্তর ৩৬০ পদাতিক ব্রিগেড এবং উক্ত ব্রিগেডের অধীন ৩২ ও ৩৩ বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট গঠন এবং আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন করা হয়।

(৫) ১৮ সেপ্টেম্বের ২০১৩ তারিখে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ তদারকি ও নিরাপত্তার নিমিত্ত ঢাকা সেনানিবাসে 'সদর দপ্তর ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড' নামে একটি নতুন ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে উক্ত নবগঠিত ব্রিগেডের উদ্বোধন ও আনুষ্ঠানিক পতাকা উত্তোলন করেন।

(৬) খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড এবং নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডের নেভাল সাপোর্ট ইউনিটের সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, নৌ-সরবরাহ ও মোটর ট্রান্সপোর্ট পরিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো এবং 'বানৌজা ধলেশ্বরী,' 'বানৌজা বিজয়' ও 'বানৌজা অনুসন্ধান' নামক তিনটি জাহাজের সাংগঠনিক কাঠামোর অনুমোদন প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর এমইএস-এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ৫৫টি নতুন পদ সৃজনসহ Special Warfare, Diving and Salvage (SWADS)-এর সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করা হয়।

(৭) ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে চীনা নৌবাহিনী থেকে দুটি 'Off the Shelf' ফ্রিগেট ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফ্রিগেট দু'টি শীঘ্রই বাংলাদেশে পৌঁছবে বলে আশা করা যাচ্ছে। খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত প্রথম পেট্রোল ক্রাফটি ২৪ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে 'বানৌজা পদ্মা' নামে কমিশনিং করা হয়। চীনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত দুটি লার্জ পেট্রোল ক্রাফট ফেব্রুয়ারি ২০১৩ মাসে এবং জার্মানী থেকে ক্রয়কৃত দুটি মেরিটাইম পেট্রোল এয়ারক্রাফটের প্রথমটি জুন ২০১৩ মাসে বাংলাদেশে আনা হয়। যুক্তরাষ্ট্র কোস্টগার্ড থেকে 'সেক্রেটারি ক্লাস হাই এনডুরেন্স কাটার' সংগ্রহের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৮) এডিপির অর্থায়নে বিএন স্কুল এন্ড কলেজ, মংলা-এর নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

(৯) ৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে চীন ও রাশিয়া থেকে ক্রয়কৃত ৮টি FT-7BGI যুদ্ধ বিমান ও ৩টি MI-171 হেলিকপ্টার বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(১০) ২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে ১৭৫২ সংখ্যক জনবল, ২টি মুখ্য যন্ত্রপাতি এবং ৮৮টি সাধারণ যানবাহন ও ৮১টি বিশেষ যানবাহনসহ 'বাংলাদেশ বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু'-এর সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করা হয়।

(১১) ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে ২৭-সংখ্যক জনবল এবং ৫টি যানবাহনসহ æসাইবার ওয়ারফেয়ার এন্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি পরিদপ্তর"-এর সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করা হয়। এ ছাড়াও বিমান বাহিনীর অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধুতে ১,০০০ লাইন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়।

(১২) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে এবং বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে একটি জেনারেল হাসপাতালের নির্মাণকাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

(১৩) বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক জরিপ নিবন্ধন নীতিমালার অধীন ১৬টি প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হয়।

১৮টি সার্ভে পিলার রেকিকরণ ও প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশ-মিজোরাম আন্তর্জাতিক সীমান্তে ২০টি পিলার নির্মাণ ও জরিপকাজ সম্পাদিত হয়। ১৩৮টি পয়েন্টে জিপিএস সার্ভে এবং ৫,৭০০ কিলোমিটার লেভেলিং সার্ভে কাজ সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া, মিরপুরের ধামালকোটে ডিজিটাল ম্যাপিং সেন্টারের নির্মাণকাজ প্রায় সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।

(১৪) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) কর্তৃক দেশের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় ২৫,৩০০ জন ক্যাডেটকে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং সাভারে বিএনসিসি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে ক্যাডেটদের জন্য প্রশিক্ষণ শেড নির্মাণ করা হয়।

(১৫) মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো) দূর অনুধাবন প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে কৃষি সম্পদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজসহ দেশের প্রধান প্রধান খাদ্যশস্যের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও আবাদকৃত শস্যক্ষেত্রের পরিমাণ নির্ণয় করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে সরবরাহ করে। পূর্বের তুলনায় স্পারসো উচ্চতর রেজুলেশন সম্পন্ন AQUA/TERRA-MODIS স্যাটেলাইটের উপাত্ত ব্যবহার করে অধিকতর সঠিকভাবে বোরো ও আমন ধানের শস্যক্ষেত্রের পরিমাণ নির্ণয় করছে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(১৬) বাংলাদেশ আর্মড সার্ভিসেস বোর্ড (বিএএসবি)-এর প্রধান কার্যালয়ে ৬০০ ডব্লিউপিসম্পন্ন একটি সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়।

(১৭) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে রাজস্ব আয় হিসাবে ৯.৩৮১০ কোটি টাকা জমা প্রদান করা হয়।

(১৮) মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১৩টি। এসকল প্রকল্পের জন্য ২১২.৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

২০। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৪,৪১,৩০১ জন বাংলাদেশি কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেন এবং এ অর্থ-বৎসরে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৪.৪৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১১-২০১২ অর্থ-বৎসরে এর পরিমাণ ছিল ১২.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে প্রায় ৮৫ লক্ষ লোক বিশ্বের প্রায় ১৫৭টি দেশে কর্মরত রয়েছেন যারা রেমিটেন্স হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রা পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে ক্রমবর্ধমানহারে শক্তিশালী করছে।

(২) বিদেশে মহিলা কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে ৩৭,৩০৪ জন মহিলা কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়। মহিলা গৃহকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ২১ দিনের আবাসিক ট্রেনিং -এর ব্যবস্থা করা হয়। হংকং-এ এক মাসের প্রশিক্ষণ শেষে মহিলা কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।

(৩) প্রতিষ্ঠিত বাজার সুসংহতকরণ এবং নতুন শ্রমবাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ২৮ জুলাই-০৫ আগস্ট ২০১২ সময়ে সুদান সফর কালে জনশক্তি প্রেরণ বিষয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেন। এছাড়া, ইটালিতে বসবাসরত অবৈধ বাংলাদেশিদের বৈধকরণের বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত ০৬-১৭ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী ইটালি সফর করেন। ইটালিতে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা-স্মারক স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৪) বর্তমান সরকারের অব্যাহত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে ১০ মে ২০১৩ তারিখে সৌদি সরকার বাংলাদেশসহ সকল বিদেশি কর্মীদের বিনা জরিমানায় ইকামা পরিবর্তন ও পেশা পরিবর্তনের সুযোগ প্রদান করে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় হতে সৌদি সরকারের প্রতি মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আহ্বানের ফলশ্রুতিতে সৌদি সরকার সাধারন ক্ষমার মেয়াদ ০৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। আশা করা যাচ্ছে যে, সাধারন ক্ষমার আওতায় চার লক্ষাধিক বাংলাদেশি কর্মী বৈধ হওয়ার সুযোগ পাবে। এটি এ সরকারের শ্রম-কূটনৈতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক যার ইতিবাচক ফলাফল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

(৫) মালয়েশিয়া বাংলাদেশের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার। বর্তমানে প্রায় ৫ লক্ষাধিক বাংলাদেশি কর্মী মালয়েশিয়ায় কর্মরত রয়েছে। বর্তমান সরকারের নিরলস শ্রম-কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে প্রায় ০৫ বৎসর পরে মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার

বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য উন্মুক্ত হয়। বর্তমান সরকারের অব্যাহত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে '6P' কর্মসূচির আওতায় মালয়েশিয়ায় বসবাসরত ২,৬৭,৮০৩ জন অবৈধ বাংলাদেশি কর্মীর বৈধকরণের জন্য রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়। ২৬ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে দু'দেশের সরকারের সম্মতিতে 'জি টু জি' পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকের আওতায় বাংলাদেশ হতে মালয়েশিয়ায় কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী মালয়েশিয়ায় গমন করেছে। আরও প্রায় ৯,৫০০ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় গমনের অপেক্ষায় রয়েছে।

(৬) ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে অভিবাসন ঋণ বিতরণের সংখ্যা ১,১৯০টি এবং ঋণ বিতরণের পরিমান ৮.৩৬ কোটি টাকা। পুনর্বাসন ঋণ বিতরণের সংখ্যা ৩২টি এবং ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৫৮.৪০ লক্ষ টাকা। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে ২০ এপ্রিল ২০১১—৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত ২,০০৬টি অভিবাসন ঋণ বিতরণ করা হয় এবং ঋণ বিতরণের পরিমাণ ১৪.১৫ কোটি টাকা। পুনর্বাসন ঋণ বিতরণের সংখ্যা ৫০টি এবং ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৮৪.৪৫ লক্ষ টাকা। বিদেশগামী কর্মীদের ঋণ প্রদানে সহায়তার জন্য দেশের অভিবাসীবহুল টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, ফরিদপুর, দিনাজপুর, নোয়াখালী, মুন্সীগঞ্জ, যশোর, ময়মনসিংহ, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা (কাকরাইল), কুষ্টিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলায় প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখা স্থাপন করা হয়।

(৭) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ৩৮টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে ৭৪,৭০০ জন কর্মীকে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান লাভের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৮) প্রবাসীদের কল্যাণ ও স্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'বহির্গমন অধ্যাদেশ, ১৯৮২' পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী কর্মী আইন, ২০১৩'-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয় যা মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং মহান জাতীয় সংসদে বিলটি পাশের অপেক্ষা রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি রিভিউ-এর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৯) ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে প্রবাসী মৃত বাংলাদেশি কর্মীর ২,৯২৯টি লাশ দেশে আনা হয় এবং লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ ২,২৩০ জন মৃতের পরিবারকে ৭৭২.১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেয়া হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ১,৫২৭ জন মৃতের পরিবারকে মোট ২,৮৪২.৬৬ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ৪৫৯ জন মৃতের পরিবারকে মোট ২,৮৯২.৮০ লক্ষ টাকা মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়পূর্বক প্রদান করা হয়। এছাড়া, জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি এই তিন ক্যাটাগরিতে মোট ৫০ জন প্রশিক্ষনার্থীকে ১১.৯৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়।

(১০) জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৮৫,৭৮৬ জন কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়। বাংলাদেশ হতে ইরাকে কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে দু'দেশের মাননীয় মন্ত্রী একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর করেন। এর ফলে, ইরাকের সম্ভাবনাময় শ্রমবাজারটি বাংলাদেশের জন্য উন্মোচিত হয়।

২১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) সরকারের আইসিটি নীতিমালার আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার সেল গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ হতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৬টি পদ সৃজনে সম্মতি নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ইন্টারনেট সেবার মান উন্নীতকরণের জন্য বিটিসিএল হতে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়া হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে Wi-Fi নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মাঠ পর্যায়ে ১,১০৯টি অফিসে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়। মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ তাদের হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলি বর্তমানে অনলাইনে সম্পন্ন করছে। অবকাঠামো পরিকল্পনা, শিক্ষক ব্যবস্থাপনা এবং ছাত্র-ছাত্রী ব্যবস্থাপনায় স্কুল পর্যায়ে ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে e-primary school নামে একটি online সফটওয়ার তৈরি করা হয়।

(২) সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে দেশে বিদ্যমান প্রায় ২৬,২০০ রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এ সব বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রায় ১,০৪,০০০ জন শিক্ষকের চাকরি সরকারিকরণসহ জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৩) বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের জন্য সরকারি সিদ্ধান্তের আওতায় ৭টি বিভাগের ২২,৯২৫টি এমপিওভুক্ত রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ইতোমধ্যেই অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

(৪) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর সুপারিশ অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীতকরণের পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে দেশের প্রতিটি উপজেলা/থানায় একটি করে মোট ৫০৩টি নির্বাচিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণির পাঠদান চালু করা হয়।

(৫) দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যথাসময়ে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়। সারাদেশে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং ভবিষ্যতেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

(৬) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও তাদেরকে বিদ্যালয়মুখী করার জন্য বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় উচ্চ খাদ্য ঘাটতি এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ৮২টি উপজেলায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় ২৯.৬৭ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রতি স্কুল দিবসে ৭৫ গ্রাম পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে দরিদ্র পরিবারের এক সন্তান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করলে ঐ পরিবারকে প্রতিমাসে ১০০ টাকা এবং একাধিক সন্তান অধ্যয়ন করলে ১২৫ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের ৭৮.৭০ লক্ষ শিক্ষার্থী বর্তমানে এ কার্যক্রমের সুবিধাভোগী। এছাড়া বাংলাদেশের চর, হাওড় ও বাওড় এলাকার মতো দুর্গম অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এসব এলাকায় শিশুবান্ধব শিখন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ পদক্ষেপের আওতায় দেশের ২১০টি উপজেলায় ২,১০০টি শিখন কেন্দ্র স্থাপন এবং উক্ত কেন্দ্রসমূহে শিক্ষার্থীদের টিফিন পিরিয়ডে উচ্চ পুষ্টিমাত্রাসম্পন্ন বিস্কুট সরবরাহ করা এবং শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে অভিভাবক ও সুধীসমাজকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে শিশুবান্ধব পরিবেশে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

(৭) বেসরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, পরিচালনা এবং নিবন্ধন শর্ত ও নীতিমালা সহজীকরণ করা হয়।

(৮) বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের ৯৬.৭ শতাংশ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা হয়। ঝরে পড়ার হার ২৬.২ শতাংশে নেমে এসেছে যা ২০১১ সালে ছিল ২৯.৭ শতাংশ।

(৯) প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২,০০০ বা ততোধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১টি করে ১,৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(১০) পিটিআইবিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ১২টি পিটিআই স্থাপনের কাজ চলমান আছে। প্রায় ৯০ শতাংশ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

(১১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং ঝরেপড়া রোধকল্পে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। এজন্য সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে মোট ৩৭,৬৭২টি শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়।

(১২) সারাদেশব্যাপী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের dropout rate হ্রাসের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প) গ্রহণ করা হয়।

(১২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১২' ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০১২'-এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই টুর্নামেন্ট দু'টি ইউনিয়ন পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায়ে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এটি এখন বাংলাদেশের বৃহত্তম ফুটবল টুর্নামেন্টে পরিণত হয়েছে। দেশের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেদের একটি এবং মেয়েদের একটি করে টিম গঠিত হয়েছে।

(১৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য এক বৎসর মেয়াদি প্রচলিত সি-ইন-এড কোর্সের পরিবর্তে দেড় বৎসর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্সের যাবতীয় কোর্স ম্যাটেরিয়ালস প্রস্তুত করা হয়। ২৯টি পিটিআই ও ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন কোর্সের কার্যক্রম চলমান আছে।

(১৪) ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে রাজস্ব বাজেটের আওতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের অনুকূলে সারাদেশে সর্বমোট ২,৭৩৯টি সরকারি/রেজিস্টার্ড বেসরকারি/কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিড-বেইজড ভিত্তিতে বড় ধরনের মেরামত এবং ১০১টি সরকারি/রেজিস্টার্ড বেসরকারি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ বাবদ ৫৫.০০ কোটি টাকা ছাড়/ব্যয় করা হয়।

(১৫) ২০১২ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২৪,৮১,১১৯ জন এবং ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২,৭৬,৩৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে, পাশ করে যথাক্রমে ২৪,১৫,৩২৪ ও ২,৫৫,৪৯৪ জন এবং পাশের হার যথাক্রমে ৯৭.৩৫ ও ৯২.৪৫ শতাংশ।

(১৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পিইডিপি-৩ কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১৩,০৪৮টি টিউবওয়েল এবং ৩টি টয়লেটবিশিষ্ট ২,৪৫৬টি ওয়াশব্লক নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২-১৩ বৎসরসহ বিগত ৪ বৎসরে এ পর্যন্ত মোট ১৬,৪৮০টি ভবন পুনর্নির্মাণ/নির্মাণ করা হয়।

২২। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সাঙ্গু নদীর উপরে ২১৭ মিটার দীর্ঘ রুমা ব্রীজ নির্মাণ করা হয় ।

(২) বান্দরবান জেলার থানচী উপজেলায় চিম্বুক-থানচী সড়কসহ ৯৩.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সাঙ্গু নদীর উপরে ২১৭ মিটার দীর্ঘ থানচী ব্রিজ নির্মাণ করা হয়।

(৩) রাঙ্গামাটি জেলা শহরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে ৯২৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি নতুন পর্যটন মোটেল নির্মাণ করা হয়।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তার আওতায় রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক ৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় জাতির পিতার ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয় এবং ১২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বান্দরবান শহরের শিশু একাডেমী চত্বরে 'বঙ্গবন্ধু মুক্ত মঞ্চ' নির্মাণ করা হয়।

(৫) রাঙ্গামাটি সদরের সঙ্গে বাঘাইছড়ি উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নানিয়ারচর উপজেলা সংলগ্ন চেঙ্গী খালে ৫০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ট্রাফিক গার্ডার ব্রিজ নির্মাণ করা হয় ।

(৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবানস্থ জেলা অফিস, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবানস্থ জেলা অফিস, খাগড়াছড়ির তুলা উন্নয়ন বোর্ড এবং খাগড়াছড়ি/বান্দরবানস্থ সরকারি শিশু সদন এবং খাগড়াছড়ির রামগড় মৎস্য খামার (হ্যাচারী) জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয় ।

(৭) পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির Rules for the Administration of the Chittagong Hill Tracts-এর ৪১ বিধি সংশোধন করে (জুম চাষ জেলা প্রশাসকের পরিবর্তে তিন পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদে চেয়ারম্যানদের অধীনে ন্যস্ত করা সংক্রান্ত) গেজেটে প্রকাশ করা হয় ।

(৮) ঢাকায় 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স' নির্মাণের জন্য বেইলী রোডে ১.৯৬ একর জমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বদান্যতায় বরাদ্দ পাওয়া যায় ।

(৯) রাঙ্গামাটিতে রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং রাঙ্গামাটি মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়।

(১০) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃ ভাষায় পাঠদান চালু করা হয় ।

(১১) সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে প্রি-স্কুল উত্তীর্ণ ১৭,৫২৫ জন ছাত্র/ছাত্রীকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং বর্তমানে ৬৫,৫৯০ জন শিশু প্রি-স্কুলে অধ্যয়নরত আছে।

(১২) সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪টি আবাসিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ৭০০ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ছাত্র-ছাত্রীকে বিনা খরচে খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-উপকরণ, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হয়।

(১৩) UNDP-CHTDF প্রকল্পের আওতায় স্বাস্থ্য কার্যক্রমে ৪,৫৪,৯৫০ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় এবং ৫৪১ জন মায়ের নিরাপদ প্রসব (Safe Delivery) করানো হয়।

(১৪) মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে UNDP-CHTDF প্রকল্পের মাধ্যমে ১,০৬৯ জন মহিলাকে আয়বর্ধন কার্যক্রমের ওপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(১৫) ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ হতে ০৯ এপ্রিল ১৯৭৯ এবং ২৪ মার্চ ১৯৮২ হতে ১০ নভেম্বর ১৯৮৬ সময়ের মধ্যে জারিকৃত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৭৭ নং অধ্যাদেশ) টি 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, আইন ২০১৩' শীর্ষক আইনে পরিণত করার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডারদের প্রাথমিক মতামত গ্রহণপূর্বক অধ্যাদেশটি সংশোধন ও পরিমার্জনপূর্বক বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে আইনটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(১৬) পার্বত্য এলাকায় সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়ের আওতায় ৫৩৩ জন মহিলাকে পাড়াকর্মী হিসেবে এবং নয় জনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

(১৭) পার্বত্য এলাকায় ১৫টি উপজেলার ৮০টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক, ১৫টি মোবাইল মেডিকেল টীম, ৭০৯টি কম্যুনিটি হেলথ সার্ভিসেস ওয়ার্কাস, ১৬০টি কম্যুনিটি স্কীলড বার্থ এটেন্ডেন্টস (CSBA) এবং জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ৮০,০০০ রোগীকে চিকিৎসা দেয়া হয় যার মধ্যে ৫৬ শতাংশ মহিলা।

২৩। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) ক্যাপিটেল ড্রেজিং (পাইলট) প্রকল্পের আওতায় ২২ কিলোমিটার যমুনা নদীর ড্রেজিং সম্পন্ন এবং ৪টি ক্রসবার নির্মাণের ফলে ৮ বর্গ কিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার দৃশ্যমান হয়। কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় ৪.৩৯ কিলোমিটার ড্রেজিং কাজ, কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন প্রকল্পের আওতায় ২০.২৫ কিলোমিটার খনন কাজ চলমান আছে। চন্দনা-বারাসিয়া প্রকল্পের আওতায় ৪৮ কিলোমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয় এবং ১০ কিলোমিটার ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান আছে। বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ৩৬ কিলোমিটার পুংলি ও তুরাগ নদী ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয় এবং পুংলি নদীর আরও ৩.৪০ কিলোমিটার ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান আছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা হ্রাসে গড়াই নদীর প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য ৩০ কিলোমিটার রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং সমাপ্ত হয়। ফলে সুন্দরবনসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষিত হয় এবং জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন সাধিত হয়।

(২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ২৬টি প্রকল্পের মধ্যে প্রতিবেদনাধীন বৎসরে ৩টিসহ মোট ১৬টি প্রকল্প সমাপ্ত হয় এবং ১০টি প্রকল্পের কাজ চলমান আছে।

(৩) বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত জেলাসমূহে সমন্বিতভাবে গঙ্গার পানি প্রবাহ নিশ্চিত করে ঐ অঞ্চলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্যবিমোচন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে গঙ্গা নদীর উপর গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের স্টাডি ও ডিজাইন সমাপ্ত হয় এবং প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ প্রকল্পে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিডিপিপি তৈরি করে ইতোমধ্যে ইআরডিতে প্রেরণ করা হয় এবং দাতা সংস্থার সাথে আলোচনা চলমান আছে।

(৪) খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল শলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পের আওতায় ৫.০০ কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ, ২৩ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন এবং ৫টি স্লুইস নির্মাণ করে ৯,১০০ হেক্টর জমিতে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ সম্ভব হয়।

(৫) মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)-এর আওতায় মাতামুহুরী নদীর উপর বাগঘুজোড়া নামক স্থানে ২৩৪ মিটার দৈর্ঘ্যের এবং পালাকাটা নামক স্থানে ১৮৬ মিটার দৈর্ঘ্যের ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে ১৩,০০০ হেক্টর জমি ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সেচ সুবিধার আওতায় আনা হয়।

(৬) তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ৯.২৫ কিলোমিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয় এবং ৫.০০ কিলোমিটার চর অপসারণ করা হয়।

(৭) গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর মানিকদহ ও কলিগ্রামের নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ফুকরা, মানিকদহ ও কলিগ্রাম নামক স্থানে ৩.৫০ কিলোমিটার তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়।

(৮) 'Secondary Towns Integrated Flood Protection Project (Phase-II)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯টি জেলায় (কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও সুনামগঞ্জ) ৩৪.৬৯ কিলোমিটার তীর সংরক্ষণ কাজসহ ২০.৯৪ কিলোমিটার বাঁধ এবং রাজশাহী ও জামালপুর জেলায় ১১.৫০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ, ৬.৪২ কিলোমিটার স্লোপ প্রটেকশান, ২.৭৮ কিলোমিটার ফ্ল্যাড ওয়াল এবং ৬৮টি নতুন রেগুলেটর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

(৯) ভূমি সংরক্ষণ, পরিবৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে ৮.০০ বর্গ কিলোমিটার ভূমি নদী হতে পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(১০) মেজর হাইড্রলিক স্ট্রাকচার ৪৪টি, মাইনর হাইড্রলিক স্ট্রাকচার ৩১টি, ব্রিজ ও কালভার্ট ১১টি, ক্লোজার ২২টি, বাঁধ নির্মাণ ১৪৭.৮৮ কিলোমিটার, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ১০৭৯.০৮ কিলোমিটার, নিষ্কাশন খাল খনন ৭৭.৫০ কিলোমিটার, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন ২৯৩.৩৩ কিলোমিটার, সেচ খাল খনন ৭৭.৩০ কিলোমিটার এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ১১৪.৮৭ কিলোমিটার

(পূর্ণ) ও ৫৩.৯৪ কিলোমিটার (আংশিক) সম্পন্ন হয়।

(১১) বাংলাদেশের ভূখন্ড নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে সীমান্ত নদী ভাঙ্গন রোধে ২৪.০০ কিলোমিটার তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন হয়।

(১২) জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় ৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয় এবং ৫৭৯.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪১টি প্রকল্প চলমান আছে।

(১৩) পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিগত বৎসরের ন্যায় ৬০.৮০ লক্ষ হেক্টর এলাকায় সেচ ও সহায়ক সুবিধার ফলে প্রতি বৎসর প্রায় ৯৮.০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন সম্ভব হয়।

২৪। পরিকল্পনা বিভাগ

(১) মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের সংশোধিত বাজেট, ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরের বাজেট বরাদ্দের প্রাক্কলন ও ২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮ অর্থ-বৎসরের বাজেট প্রক্ষেপণ প্রণয়ন এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(২) ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিভিন্ন তারিখে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বরাবরে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর স্বেচ্ছাধীন তহবিলের ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের ৪,০০,০০০ টাকার সরকারি মঞ্জুরি জারি করা হয়।

(৩) পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা ও ই-গভর্ন্যান্স চালু করা হয় এবং পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের ২০১০-১১ অর্থ-বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কিত বই প্রকাশ করা হয়।

(৪) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট ১৯টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় ১৫০টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পগুলির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৬,৭৫০.২০ কোটি টাকা। প্রতিবেদনাধীন বৎসরে একনেক সভায় অনুমোদিত ১৬৩টি প্রকল্পের অনুমোদন পত্র জারি করা হয়। এ ছাড়া, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ সময়ে মোট ছয়টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় ৫৫টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। প্রকল্পগুলির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬,১৩৬.১০৩ কোটি টাকা।

(৫) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Sustainable Development Strategy-NSDS)
(২০১১-২০২১) ও ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন দেওয়া হয়।

(৬) সাভারের রানা প্লাজা ধসে ক্ষতিগ্রস্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সাহায্যার্থে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ০১ দিনের বেতন সংগ্রহপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হয়।

(৭) পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি সেক্টরের মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১৬টি এবং ভৌত অবকাঠামো বিভাগ কর্তৃক ৬০টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

(৮) ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি মুদ্রণ এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। নতুন অনুমোদিত প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ, প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তির সম্মতি জ্ঞাপন ও চলতি প্রকল্পে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(৯) ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫) দলিলের প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডের বঙ্গানুবাদকৃত অধ্যায়সমূহ নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা/সংশোধনপূর্বক বাংলা সংস্করণ চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ কর হয়।

(১০) 'The First Implementation Review of the Sixth Five Year Plan-2012' শীর্ষক ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-১৫)-এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্টদের নিকট বিতরণ করা হয়।

(১১) UN Millennium Declaration-এর আলোকে ২০১৫ সাল পরবর্তী সময়ে উন্নয়ন ভাবনায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে Post-2015 Development Agenda বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতিনিধিদের সাথে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা, উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে পরামর্শ সভা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে সাতটি বিভাগে ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়।

(১২) Strengthening Strategic Planning and Monitoring (SPM)-এর কার্যক্রম সংক্রান্ত পরামর্শক সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত Inception Report of SPM-এর উপর সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের বিস্তারিত মতামত প্রণয়নপূর্বক বিশ্বব্যাংক ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করা হয়।

(১৩) 'Outline Perspective Plan for Bangladesh (2010-2021)' শীর্ষক বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দলিলটি ১০ মে ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত NEC সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে এবং ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে প্রেক্ষিত পরিকল্পনার

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

(১৪) 'Bangladesh Delta Plan 2100' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের টিপিপি চূড়ান্ত করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(১৫) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে একটি উচ্চ পর্যায়ের পলিসি সেমিনার আয়োজন করা হয় এবং ২৩-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় ।

(১৬) Draft Concept Note on National Social Protection Strategy **চূড়ান্ত** করা হয়।

(১৭) Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report, 2012 চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়।

(১৮) জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি কর্তৃক বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের ৪৪৩ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান, বিসিএস (ইকোনমিক) ক্যাডারের ৪৫ জন কর্মকর্তাকে বিভাগীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ১৪৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও পরিকল্পনা ও বাজেট বিষয়ে ১১৪ জন কর্মকর্তা/উপজেলা চেয়ারম্যানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২৫। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(১) বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারে ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে ব্যাপক সাফল্যের ধারাবাহিকতায় পরিসংখ্যান বিভাগের (Statistics Division) নাম পরিবর্তন করে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (Statistics and Informatics Division) নামকরণ করা হয় এবং Allocation of Business পরিবর্তন করে কার্যপরিধি বৃদ্ধি করা হয়।

(২) পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশের দ্বৈততা পরিহার এবং পরিসংখ্যান কার্যক্রমকে গতিশীল, সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও প্রমিতীকরণের জন্য 'পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩' ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে ৯ম জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ৩রা মার্চ ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সালের ১২নং আইন হিসেবে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়। পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩-এর আওতায় পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ সম্পর্কিত নীতিমালা, ২০১৩ এবং পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৩ চুড়ান্তকরণের পর্যায়ে আছে ।

(৩) ২০২১ সাল নাগাদ দেশের পরিসংখ্যান পদ্ধতি সম্পূর্ণ digitized এবং paperless করার পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তত্ত্বাবধায়নে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রোগ্রামের মধ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয় উক্ত MoU এর আওতায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হবেঃ (ক) National Population Register (খ) UISC Census (গ) National ICT, e-Governance (ঘ) Big Data Management (ঙ) Departmental Register

(৪) বাংলাদেশের কৃষি নির্ভর অর্থনীতি ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে শিল্প ও সেবা নির্ভর অর্থনীতিতে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে দ্রুত পরিবর্তনশীল অর্থনীতির স্বরূপ নির্ধারণের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দশ বৎসর পর পর দেশে অর্থনৈতিক শুমারি পরিচালনা করে আসছে। ৩১ মার্চ থেকে ৩০ মে ,২০১৩ সময়ের মধ্যে দুই পর্বে দেশে তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। এই শুমারির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য দেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পণা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণে নির্ভরযোগ্য ভিত রচনা করবে।

(৫) পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী পরিসংখ্যান ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র বা National Strategy for the Development of Statistics (NSDS)-এর খসড়া প্রণয়ন করে। NSDS-এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতির যুগোপযোগী ও দৃঢ় ভিত্তি তৈরি করা হবে যার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে তথ্যভিত্তিক, সঠিক ও ফলপ্রসু জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং এটি বাস্তবায়িত হলে সরকারি পরিসংখ্যানের গুণগত মানোন্নয়নসহ ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে।

(৬) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ই-সূচকে বাংলাদেশ অবস্থান নির্ণয়ের জন্য 'Global e-Indice's Ranking and Bangladesh: Indicator for Measuring Digital Bangladesh' শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, ই-সূচকের গবেষণার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কার্যপরিধিসম্বলিত ২৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়।

(৭) বিবিএস-এর বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের আন্তঃসমন্বয় নিশ্চিত করে যে কোন duplication পরিহার করা, data gap চিহ্নিত করা এবং data dissemination ও পরিসংখ্যানের উন্নয়নে user ও stakeholder গণের জন্য বিবিএস কর্তৃক আয়োজিত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে অধিকতর সার্থক ও ফলপ্রসূ করতে সার্বিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৩ মাসে 'পিডি'স ফোরাম' (প্রজেক্ট ডাইরেক্টর'স ফোরাম) নামে একটি ফোরাম গঠন করা হয়। তাছাড়া বিবিএস-এর প্রকাশনাসমূহ সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বিবিএস-এর সকল পরিচালক ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সমন্বয়ে 'Editors ফোরাম' গঠন করা হয়।

(৮) Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) ও UNICEF এর সাথে যৌথভাবে আদমশুমারি ও গৃহগণনা, ২০১১-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে 'Child Equity Atlas: Pockets of Social Deprivation in Bangladesh' প্রণয়ন করা হয়।

(৯) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধা/সেবা দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে জনসাধারণের দোর-গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক তথ্যসম্বলিত National Population Register (NPR) নামে একটি পৃথক ডাটাবেইজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা এবং টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার NPR-এর পাইলট জরিপ সম্পন্ন হয়। NPR বাস্তবায়িত হলে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর তথ্য ভাণ্ডার (database) গঠন করা যাবে।

(১০) চলমান সোস্যাল সেফটি নেট প্রোগ্রামের (SSNP) আওতায় সুবিধাভোগী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি ডাটা বেইজ প্রণয়নের নিমিত্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা এবং টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় এ উদ্দেশ্যে একটি পাইলট জরিপ সম্পন্ন হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে পাইলট জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর একটি স্টেকহোল্ডার ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মসূচির অভিজ্ঞতার আলোকে দেশে বিদ্যমান অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তথ্যসম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হবে। এ তালিকা প্রস্তুত সম্পন্ন হলে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীগণকে আরো বস্তুনিষ্ঠভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। ১ জুলাই ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৪ বৎসরে এ প্রকল্পের আওতায় দেশের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন করা হবে।

(১১) বাংলাদেশের তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারি, ২০১৩-এর পাইলট জরিপ ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। অকৃষিমূলক খাতগুলোকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে একটি পরিসংখ্যানভিত্তিক কার্যকর ভিত গড়ে তোলাই এ শুমারির মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলিসম্পন্ন খানা ও প্রতিষ্ঠানের সঠিক হিসেব নিরূপনের জন্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় অর্থনৈতিক শুমারি, ২০১৩ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩১শে মার্চ—৩১ মে ২০১৩ পর্যন্ত তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

(১২) আদমশুমারি ও গৃহগণনা, ২০১১-এর নমুনা জরিপ রির্পোট প্রকাশিত হয় এবং ৩০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। 'আদমশুমারি ও গৃহগণনা, ২০১১' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুলাই ২০১২ মাসে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার কমিউনিটি রির্পোট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

(১৩) লিটারেসি অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে, ২০১১-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ জরিপে দেশের শিক্ষার মান যাচাইয়ের জন্য ইউনেসকো কর্তৃক প্রদত্ত সংখ্যা ব্যবহার করে ৬৪টি জেলা ও ৬টি সিটি কর্পোরেশনে প্রতিটির ১,২০০টি খানা থেকে Kish grid পদ্ধতি ব্যবহার করে নির্বাচিত একজন করে উপযুক্ত (১১-৫৪ বছরের) ব্যক্তির কগনিজেন্স টেস্ট গ্রহণ করা হয়। দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মত এ জরিপটি অনুষ্ঠিত হয়।

(১৪) 'পরিসংখ্যান পকেট বুক, ২০১২' প্রকাশিত হয় এবং পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ২০১২' সংখ্যার চূড়ান্ত ডামি প্রণয়ন করা হয়।

(১৫) 'শিশু শ্রম ও শ্রমশক্তি জরিপ ,২০১৩'-এর মাঠ জরিপ কাজ জানুয়ারি ২০১৩ হতে শুরু হয়। এই জরিপ কাজ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত চলবে। ঋতু ভেদে জনশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি নিরূপণের জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। ইতোমধ্যে 'শিশু শ্রম ও শ্রমশক্তি জরিপ ,২০১০'- এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

(১৬) ১৫ বৎসর বা তদুর্ধ্ব জনগোষ্ঠী পড়ালেখা চলাকালীন অথবা পড়ালেখা শেষে কতজন কর্মে প্রবেশ করে তা নিরূপণের লক্ষ্যে 'Youth Transition to Work' জরিপের মাঠ পর্যায়ের কাজ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৩-এ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। তাছাড়া দেশের দৈনন্দিন জীবনে নারী-পুরুষ অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কত সময় ব্যয় করে তা নির্ধারণের জন্য 'Time Use Pilot Survey-2012' অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলাফল সহসাই প্রকাশ করা হবে। তাছাড়া সেবাখাতে ৪টি ক্রমবর্ধমান কর্মকান্ডের ডেকোরেটর সার্ভিস, সিকিউরিটি সার্ভিস, রিক্রুটমেন্ট সার্ভিস এবং ক্লিনিং সার্ভিসের উপর ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ১ম বারের মত জরিপ অনুষ্ঠিত হয় এবং জুন মাসে উক্ত জরিপের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এর ফলে উক্ত সেবাখাতের চলতি মূল্য সংযোজন করলে ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে জিডিপির আকার ০.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

(১৭) দেশে উৎপাদিত প্রধান ফসল আউশ, আমন ও পাট-এর ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে উৎপাদন হিসেব প্রকাশ করা হয় এবং গম ও আলু ফসলের জাতভিত্তিক জেলাওয়ারি আয়তন ও উৎপাদন হিসাব চূড়ান্ত করা হয়। এছাড়া, পেঁপে, বেগুন, টমেটো ও তরমুজ ফসলের উৎপাদন খরচ জরিপ, ২০১২-এর রির্পোট চূড়ান্ত করা হয়। ৬২টি অপ্রধান ফসলের আয়তন ও উৎপাদনের হিসাব প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়।

(১৮) সারা দেশের ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র থেকে বিবিএস-এর সদর দপ্তরে তথ্য সরবরাহ করা হয়।

(১৯) স্বাস্থ্য ও জনতত্ত্ব জরিপ, ২০১২-এর রিপোর্ট, Gender Statistics of Bangladesh 2012 এবং শিশু ও মায়ের পুষ্টিমান জরিপ, ২০১২ চূড়ান্ত করা হয়।

(২০) বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'Capacity Building of BBS (Phase:2 NSDS Preparation) Project' শীর্ষক প্রকল্পের অধীন 'National Strategy for the Development of Statistics (NSDS)' শীর্ষক একটি পরিকল্পনা দলিলের খসড়া প্রণয়ন করা হয়।

(২১) কৃষি ফসলের নির্ভরযোগ্য উৎপাদন হিসেব প্রণয়ন বিশেষত, ধানের উৎপাদন হার নির্ণয়ের লক্ষ্যে FAO-এর সহায়তায় ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'Harmonization and Dissemination of Unified Agricultural Production Statistics' শীর্ষক একটি কার্যক্রম বিবিএস কর্তৃক গ্রহণ করা হয়।

(২২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নিজস্ব ভবনে দেশের বৃহত্তম 200KWP ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যানেল ২৯৩.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্থাপন করা হয়। সোলার প্যানেল হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পরিসংখ্যান ভবনে ব্যবহারের পর অতিরিক্ত উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হচ্ছে।

(২৩) মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর অংশগ্রহণে FAO ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর উদ্যোগে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে 'Harmonization and Dissemination of Unified Agricultural Production Statistics' শীর্ষক একটি workshop অনুষ্ঠিত হয়।

(২৪) জিডিপির ভিত্তি-বৎসর ১৯৯৫-৯৬ অর্থ-বৎসরের পরিবর্তে ২০০৫-০৬ অর্থ-বৎসরে প্রবর্তনের কাজ দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ২০০৫-০৬ কে ভিত্তি-বৎসর ধরে জিডিপি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০০৫-০৬ ভিত্তি-বৎসর অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সাময়িকভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৬.১৮ ভাগ ও মাথাপিছু জাতীয় আয় ১,০৪৪ ইউ.এস.ডলার নিরূপিত হয়েছে । এছাড়া, ভোক্তার মূল্য সূচক (CPI)-এর ভিত্তি-বৎসর ১৯৯৫-৯৬ অর্থ-বৎসর থেকে ২০০৫-০৬-অর্থ-বৎসরে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে তা পরিসংখ্যান বিভাগের মাসিক প্রকাশনায় প্রকাশিত হচ্ছে।

২৬। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(১) 'একটি বাড়ি একটি খামার' শীর্ষক প্রকল্প দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৩টি উপজেলার ১,৯৩২টি ইউনিয়নের ১৭,৩৮৮টি গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে ১০ লাখ ৩৮ হাজার পরিবারের ৫১ লাখ ৯০ হাজার মানুষ ক্ষুদ্র সঞ্চয় কর্মসূচির মাধ্যমে সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। প্রকল্পের সার্বিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা ইলেট্রনিক মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অনলাইন ও

মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপকারভোগীদের সঞ্চয় জমা, উত্তোলন ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। ইতোমধ্যে ১০টি জেলায় পূর্ণাঙ্গভাবে এবং ৩০টি জেলায় আংশিকভাবে এ মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্যবিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য 'উৎকর্ষ কেন্দ্র' হিসেবে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২-এর প্রজ্ঞাপন ০৮ মার্চ ২০১২ তারিখে জারি করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দারিদ্র্যবিমোচন, পেশাগত প্রশিক্ষণ, স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর সকল শ্রেণির যুবককে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় Bangabandhu Academy for Poverty Alleviation and Rural Development (BAPARD) বা বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ইতোমধ্যে বাপার্ড-এর জন্য রাজস্ব খাতে ১০০ পদ সৃজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অনুমোদনসহ প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। এছাড়া, আন্তর্জাতিক মানের একাডেমির অবকাঠামো ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১০-১৬ মেয়াদে ২২৭৪৮.৬৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স-এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (সংশোধিত) ০২ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে একনেক-এর অনুমোদন লাভ করে।

(৩) সমবায় বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য মধ্যস্বত্বভোগী, দালালমুক্ত রেখে ন্যায্যমূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং শহর অঞ্চলের নিম্ন আয়ের ভোক্তাদের নিকট সুলভমূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমবায়ীদেরকে সংগঠিত করে সরকারের আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ছাড়া সারাদেশে ৪৮৬টি সমবায় বাজার স্থাপন করা হয়। পর্যায়ক্রমে ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটির প্রতিটি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১টি করে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় কমপক্ষে ১টি করে সমবায় বাজার স্থাপন প্রক্রিয়াধীন। বাজার পরিচালনাকারী সমিতিগুলি সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ও ব্যবস্থাপনায় ''সমবায় বাজার'' কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব বাজার হতে ন্যায্যমূল্যে ভোক্তা সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করতে পারছেন। সমবায় বাজার স্থাপনের মাধ্যমে একদিকে পণ্যের গুণগতমান বজায় রয়েছে, অপর দিকে মধ্যস্বত্বভোগী না থাকায় কৃষকরা উৎপাদিত পণ্যের সঠিক দাম পেতে শুরু করেছেন। ইতোমধ্যে একাধিক কনসোর্টিয়াম বা চেইন শপ স্থাপনের মাধ্যমে এ কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(৪) দেশের একমাত্র সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা) আলোচ্য অর্থ-বৎসরে ১৭৪৮.৩২ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করে। মিল্ক ভিটা-এর Website (www.milkvita.org) ও সমিতি বিভাগের তথ্য সংরক্ষণের জন্য www.mvsamity.com খোলা হয়। মিল্ক ইউনিয়নের প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা দুগ্ধ কারখানায় CCTV'র ক্যামেরা, সার্ভার ও মনিটর স্থাপন করা হয়। যথারীতি মনিটরিং কাজ চলছে।

(৫) পঞ্চগড়, মাদারগঞ্জ (জামালপুর), ধনবাড়ী, (টাঙ্গাইল), পটিয়া (চট্টগ্রাম), ত্রিশাল (ময়মনসিংহ), অভয়নগর (যশোর), টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ), শ্রীপুর (গাজীপুর) ও মতলব (চাঁদপুর) দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয় এবং দুগ্ধ সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া, বাবুগঞ্জ (বরিশাল), ঠাকুরগাঁও ও ঝিকরগাছা (যশোর) এলাকায় দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অপরদিকে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি মোতাবেক সন্দ্বীপ উপজেলায় দুগ্ধ শীতলীকরণ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই (Feasibility Study) প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৬) প্রতি বিভাগে কমপক্ষে একটি সমবায় গোচারণ ভূমি সৃজন ও সংরক্ষণের প্রয়োজনে সমবায় গোচারণ ভূমিনীতি, ২০১১ প্রণয়ন ও জারি করা হয়। উন্নত জাতের ঘাস সৃজনের জন্য স্বল্পমূল্যে ঘাসের বীজ সমবায়ীগণের মধ্যে সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(৭) প্রত্যন্ত চরাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জুলাই ২০০৩—জানুয়ারি, ২০১১ মেয়াদে চর জীবিকায়ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় ধারাবাহিকতার যমুনা, তিস্তা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্ববর্তী আটটি জেলার (কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, পাবনা ও টাঙ্গাইল) ৩৩টি উপজেলার ১২০টি চর ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত

জনগণের আর্থ-সামাজিক এবং জীবনযাপনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায় গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ৬৭,০০০টি পরিবারকে সম্পদ হস্তান্তরের লক্ষ্যমাত্রায় ৪৫,৪৬০টি পরিবারকে সম্পদ বিতরণের মাধ্যমে জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা হয়। ১৬১টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র ৩৭৮১টি শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, ১৫,৭৯৬টি সেটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে ৮,২২,৫৭৭ জন চরবাসীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ৫০,৪১৫টি বসতভিটা উঁচুকরণের মাধ্যমে উক্ত পরিবারগুলিকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান, নিরাপদ পানির জন্য ৬২৩টি টিউবওয়েল এবং পয়ঃনিষ্কাশন এর জন্য ৩৫,৪৫৯টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়। মঙ্গা মৌসুমে খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের জন্য ১১,৩৫,৬৮৮ জন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়, ২,৩১,৭৬৭ জন হাঁসমুরগি পালন প্রশিক্ষণ এবং ৫,৪৯,১২২ জন কম্পোস্ট সার উৎপাদনের প্রশিক্ষণ, উন্নতমানের ঘাসচাষের জন্য ৩১,৮৮৩ জন প্রশিক্ষণ, ১,২০,৬২৪ জনকে আঙিনা বাগান তৈরির প্রশিক্ষণ প্রদান, ৪৫,৫৯৮ জনকে গবাদি পশুপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(৮) মে ২০১১—জুন ২০১৪ মেয়াদে সমবায় অধিদপ্তরে ''সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন'' প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়, বিভাগীয় সমবায় দপ্তর, জেলা সমবায় কার্যালয়, ২৪২ টি উপজেলা সমবায় কার্যালয় এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ৩৭৬টি কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কম্পিউটারভিত্তিক এমআইএস ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়, যার ফলে দেশের সকল সমবায় সমিতির তথ্য উপাত্ত এবং কার্যক্রমের তথ্যাদি পাওয়া সহজ হবে।

(৯) সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিদ্যামান সমবায় সমিতি বিধিমালা,২০০৪-এর সংশোধন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।

(১০) আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ, ২০১২ উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকেট অবমুক্তকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

(১১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) বিভিন্ন মেয়াদের ১০৬টি বিভিন্ন ধরণের কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে ।

(১২) পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ) বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্যোগে ও যৌথ উদ্যোগে মোট ৬,৬৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৩৮টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, ৩টি এডিপিভুক্ত প্রকল্পে মোট ২৬.৪৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় এবং একাডেমির কর্মকাণ্ডের ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে সম্পাদিত কাজের পর্যালোচনা ও ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণকল্পে 'বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয়।

২৭। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

(১) আএমইডি'র অন্যতম মূল কাজ হলো উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৯৩৬টি প্রকল্প পরিদর্শন করা হয় এবং ৮১৩টি পরিদর্শন প্রতিবেদন জারি করা হয়।

(২) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সংশোধিত এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা ২১৫টি। এ প্রকল্পগুলির Project Completion Report (PCR) সংগ্রহের কাজ চলছে। তাছাড়া, ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে সমাপ্ত ১৯৯টি প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন (Terminal evaluation) প্রতিবেদন সঙ্কলনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

(৩) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে ২২টি সমাপ্ত প্রকল্পের ওপর প্রভাব মূল্যায়ন (Impact evaluation) সমীক্ষা এবং ৬টি চলমান বৃহৎ ও কারিগরি প্রকল্পের ওপর নিবিড় পরিবীক্ষণ (In-depth monitoring) পরিচালনা করা হয়। এ সকল প্রতিবেদনের ওপর বিভিন্ন প্রচারণামূলক ওয়ার্কশপ/সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় এবং সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে প্রেরণ করা হয়।

(৪) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সরকারের এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনার ওপর সুপারিশসহ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা

হচ্ছে এবং অনুমোদন বিবেচনার জন্য জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (NEC) সভায় শীঘ্রই উপস্থাপন করা হবে।

(৫) নবম জাতীয় সংসদের ফ্লোরে মন্ত্রিসভার মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে আইএমইডি কর্তৃক কার্যপত্র নিয়মিত সরবরাহ করা হয়। এ কার্যক্রমের ফলে, উন্নয়ন প্রকল্পের আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে এবং জনগণ অধিক হারে উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে।

(৬) Central Procurement Technical Unit (CPTU) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট (PPRP-II) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটির টিপিপি ০৪ জুন ২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৩৬৩৭.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় দাঁড়ায় ৩৩২৫.৫০ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের প্রায় ৯২ শতাংশ। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের আওতায় পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট (পিপিএ), ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্ (পিপিআর), ২০০৮ জারি করা হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন প্রকারের standard tender documents (STDs) হালনাগাদ করা হয়। সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ার ওপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে প্রায় ৩,০০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া, ৪টি সংস্থায় (LGED, BWDB, REB, RHD) পরীক্ষামূলকভাবে ইলেকট্রনিক গভর্মেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) কার্যক্রম শুরু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে ০২ জুন ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ই-জিপি পোর্টাল (www.eprocure.gov.bd) উদ্বোধনের পর, জাতীয় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিতে (NCB) ইলেকট্রনিক টেন্ডার কার্যক্রমের সূচনা হয়। এ যাবৎ ১,০৯৩ জন দরপত্রদাতার নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পাদন, ৮৮১টি টেন্ডারের দরপত্র অন-লাইনে আহবান এবং ৩৬১টি ক্রয়াদেশ দেওয়া হয়। জুন ২০১৩ পর্যন্তত ৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২১টি সংস্থার ১,৩৮২টি ক্রয়কারী অফিস ই-জিপি পোর্টালে নিবন্ধনকৃত হয়। ই-জিপিভুক্ত সংস্থাগুলি হলোঃ এলজিইডি, বাপাউবো, আরইবি, সওজ, বাবিউবো, ডিপিডিসি, পিডব্লিউডি, রাজউক, এফটিসিএল, পিজিসিবি, ডেসকো, বাপেক্স, ওয়াসা, ডিপিএইচই, ডিএনসিসি, ডিএসসিসি, ডিএসএইচসি, ডিপিই, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও সেতু বিভাগ, এ কার্যক্রমের ফলে, ক্রয়-স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সৃষ্টি হয়েছে এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পদের অপচয় রোধ এবং দুর্নীতি দূর করার মজবুত ভিত্তি রচিত হয়।

(৮) 'Strengthening Monitoring & Evaluation Capabilities of IMED (SMECI)' শীর্ষক প্রকল্পটি ২৪ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ৭,০৯১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দকৃত ৫৩২.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয় ৪৭২.০০ লক্ষ টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের ৮৯ শতাংশ। উক্ত অর্থ-বৎসরে প্রকল্পের আওতায় উল্লেখযোগ্য কার্যাবলির মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিংয়ের জন্য ৬টি জীপ সংগ্রহ, ৩৫টি কম্পিউটার, ৩৫টি প্রিন্টারসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়।

২৮। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(১) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (এনসিএসটি)-এর ৭ম সভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ০৪ অক্টোবর ২০১২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

(২) ১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ৬ জুন ২০১৩ তারিখে Korea International Cooperation Agency (KOICA)-এর সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের 'On the Implementation of Multi-year Capacity Development Programme'-এর বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(৩) বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রোগ্রামের আওতায় দেশে-বিদেশে ১৮০ ফেলোকে এম.এস, পিএইচডি ও পিএইচডি-উত্তর-ফেলোশিপ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয় এবং ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে এ বাবদ ১৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

(৪) দেশে বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য ২০১২-১৩

অর্থ-বৎসরে "গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান" কর্মসূচির আওতায় ২৩৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ১০.২৮৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। এছাড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণারত ছাত্র-ছাত্রী/গবেষকদের গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় ০৪টি ক্যাটাগরীতে ((১) ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ন্যানোটেকনোলজী ও লাগসই প্রযুক্তি বিষয়ক; (২) জীব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক; (৩) খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক এবং (৪) ফেলোশিপ নবায়ন বিষয়ক ফেলোশিপ প্রদান করা হয় । ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে উক্ত খাতে বরাদ্দকৃত ৫.৫০ কোটি টাকা থেকে ৭০০ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ফেলোশিপ প্রদান করা হয় ।

(৫) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং গবেষণার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশীয় বিজ্ঞানীগণকে তাঁদের চলমান/প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পের জন্য ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৫৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ২৫.৪০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। ৩৩টি বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে ১৯.০০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয় । এছাড়া, ৩০টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লাবসমূহকে ৯.০০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয় ।

(৬) সেপ্টেম্বর ২০১২ মাসে আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (IAEA)-এর ৫৬তম জেনারেল কনফারেন্সে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে বাংলাদেশের অবস্থান (Country Statement) তুলে ধরা হয়। উক্ত সম্মেলনে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে বাংলাদেশের গৃহীত পদক্ষেপের প্রশংসা করা হয়। উল্লেখ্য, IAEA-এর 'Integrated Nuclear Infrastructure Review Mission' নামক একটি স্বতন্ত্র mission বাংলাদেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কার্যক্রমের ভৌত ও অবকাঠামোগত প্রকৃত অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। উক্ত মিশনের প্রতিবেদন অনুযায়ী IAEA কর্তৃক নির্ধারিত তিনটি মাইলস্টোনের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম দু'টি মাইলস্টোনের সমুদয় কার্যক্রম সম্পাদন করেছে । বর্তমানে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

(৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়ান ফেডারেশন সফরকালে ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের প্রাথমিক কার্যাদির জন্য উভয় সরকারের মধ্যে State Export Credit সংক্রান্ত একটি Agreement স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া প্রকল্পের মূল নির্মাণ কাজে অর্থায়নের জন্য পৃথক একটি MoU অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সফরকালে ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে রাশিয়ান ফেডারেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় একটি Nuclear Information Center স্থাপনের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকার ও রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যে "Agreement on Cooperation Concerning Establishment of a Nuclear Industry Information Centre in Bangladesh" স্বাক্ষরিত হয়।

(৮) 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রথম পর্যায়ের কার্যাদি সম্পাদনের জন্য রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প ০২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(৯) রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্রকল্প এলাকাস্থ পরিবেশের ওপর রাসায়নিক দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব পরীক্ষার্থে প্রকল্প এলাকার মাটি, ভূগর্ভস্থ পানি, তলানি, মাছ ও জলজ উদ্ভিদে বিভিন্ন ট্রেস মেটাল, সুরভিকেন্দ্রিক হাইড্রোকার্বন, সরল হাইড্রোকার্বন, ফেনল ও ফেনলজাতক যৌগের পরিমাণগত নির্ণয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

(১০) স্বাস্থ্য পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, পরমাণু শক্তি কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক বিকিরণ ব্যবহারকারী ২,৮৯৮টি প্রতিষ্ঠানের ৬,৪৯৬ জন বিকিরণ কর্মীকে ব্যক্তি পরিবীক্ষণ সেবা প্রদান করা হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আর্সেনিকে আক্রান্ত রোগীর মাথার চুল ও নখের নমুনায় আর্সেনিক বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন হাসপাতাল/ক্লিনিক/জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে সরবরাহের কাজ অব্যাহত রাখা হয়।

(১১) প্রতিবেদনাধীন সময়ে রেডিয়েশন টেস্টিং মনিটরিং ল্যাবরেটরি (আরটিএমএল) কর্তৃক ৭,৭২৬ টি আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নির্ণয় করে প্রায় ১০.০০ কোটি টাকা আয় হয়।

(১২) ইনস্টিটিউট অব রেডিয়েশন পলিমার টেকনোলজি কর্তৃক বিকিরণ প্রয়োগের মাধ্যমে গৃহস্থালী ও নির্মাণ সামগ্রীর জন্য পরিবেশ বান্ধব Jute Reinforced Polymer Composites (Jutin) উদ্ভাবন করা হয়।

(১৩) পোকা বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে ডেঙ্গু মশক নিয়ন্ত্রণের প্রথম ধাপ অর্থাৎ মাস রিয়ারিং পদ্ধতি সুনির্ধারণ করা হয়। এছাড়া, বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতিতে ফলের মাছি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে মেলন পামকিন এবং অরিয়েন্টাল ফলের মাছির পাকস্থলীর

ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ এবং মাছির ডিম্বায়ন ও আয়ুষ্কালের উপর খাবার হিসেবে ব্যাকটেরিয়ার প্রভাব পর্যবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন হয়। ইতোমধ্যে কয়েক প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ সম্ভব হয়।

(১৪) ১টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউট এবং ১৩টি পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩.৩০ লক্ষ রোগীকে পরমাণু চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হয় এবং চিকিৎসা সেবা বাবদ প্রায় ১৪.২৪ কোটি টাকা আয় হয়।

(১৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ জন শিক্ষার্থী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ জন শিক্ষার্থীকে 'ইন্টার্ণশীপ কোর্স অন ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ে যথাক্রমে ৪র্থ ব্যাচ ও পঞ্চম ব্যাচ-এর তথ্য ব্যবস্থাপনায় বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

(১৬) ব্যান্সডক-এর অনলাইন প্রকাশনা "National Union Catalogue of Scientific & Technological Periodicals in Bangladesh"-২০১২ শীর্ষক প্রকাশনার জন্য ৭৯৭টি বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিষয়ক জার্নালের তথ্য দেশের বিভিন্ন খ্যাতিমান এসএন্ডটি গ্রন্থাগার থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং সংগ্রহ অব্যাহত আছে। ব্যান্সডক-এর ওয়েব সাইটে ৫৯৯টি শিরোনামের জার্নাল/সাময়িকীর তথ্য ডেটাবেজ আকারে ইনপুট দেওয়া হয়।

(১৭) জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের জন্য 'ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর (মিউজু বাস)'-এর মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩০টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রায় ৪৮,৩৫০ জন দর্শক এটি দর্শন করে।

(১৮) ১০ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে 'বিশ্ব বিজ্ঞান দিবস' উদ্‌যাপন করা হয়। জেলা পর্যায়ে ৬৪টি জেলায় ৩৪তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয় এবং ০১—০৩ জুন ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তৃতীয় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়।

(১৯) প্ল্যান্ট বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরীতে স্থানীয় ধানের জাতে ইন ভিট্রো রিজেনারেশন ও agrobacterium mediated জিন ট্রান্সফরমেশন প্রোটোকল প্রতিষ্ঠা করা হয়। মলিকিউলার বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরিতে ডিএনএ প্রোফাইলিং-এর সুযোগ-সুবিধা তৈরিসহ ডিএনএ প্রোফাইলিং প্রোটোকল তৈরি করা হয়।

২৯। বিদ্যুৎ বিভাগ

(১) সরকারি পর্যায়ে রাউজান ২৫ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কাটাখালী ৫০ মেগা ওয়াট পিকিং বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং সান্তাহার ৫০ মেগা ওয়াট পিকিং বিদ্যুৎকেন্দ্র যথাক্রমে ০৩ মে ২০১৩ ও ডিসেম্বর ২০১২ হতে বাণিজ্যিকভাবে চালু হয়।

(২) গাজীপুর ৫০ মেগা ওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্রটির চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। ০৭ জুলাই ১২ তারিখে capacity test সম্পন্ন হয়।

(৩) খুলনা ১৫০ মেগা ওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ কাজ জুন ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ৮৭ শতাংশ সম্পন্ন হয়।
(৪) ভোলা ২২৫ মেগা ওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প নির্মাণের জন্য চংড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি, চায়না-এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি ৩০ মে ২০১৩ হতে কার্যকর হয়। বর্তমানে ভূমি উন্নয়ন কাজ চলছে।

(৪) বেসরকারি (আইপিপি) বিদ্যুৎকেন্দ্র হিসাবে ভৈরব কিশোরগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট (HFO) বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য ২০ মার্চ ১২ তারিখে LoI ইস্যু হয়।

(৫) নবাবগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট (HFO) বিদ্যুৎকেন্দ্র ও মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেগাওয়াট (HFO) বিদ্যুৎকেন্দ্র ০৭ মে ২০১২ তারিখে ক্রয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(৬) বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর কর্তৃক বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র চালুর অনুমোদন জারি-২,১২৯টি, বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স নায়ন ও জারি-৩,৩৭৯টি, বৈদ্যুতিক সুপারভাইজার নবায়ন ও জারি-৪,০৭৯টি, বৈদ্যুতিক কারিগরি পারমিট নবায়ন ও জার-১,৫১৫টি, পাওয়ার সেল কর্তৃক সিরাজগঞ্জ ৩০০-৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও Notification of Award প্রদান করা হয়।

(৭) কাপ্তাই ৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার ফটো ভোলটাইক গ্রীড কানেক্টেড পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন ও হাতিয়া ৭.৫ মেগা ওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন অফগ্রিড সোলার-উইন্ড-ডিজেল ভিত্তিক হাইব্রীড বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে কনসালটেন্টের নিকট হতে

RFP গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে মূল্যায়ন চলছে।

(৮) বিবিয়ানা-৩ ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের DPP ০৪ জুন ২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(৯) শাহজীবাজার ৩৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে EPC ঠিকাদারের সাথে ২০ মে ২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঘোড়াশাল ৩০০-৪৫০ মেগাওয়াট গ্যাস বেইজড কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(১০) বাঘাবাড়ী ১০০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ১৫০ মেগা ওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর, শাহজীবাজার ২x৩৫ মেগা ওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ১০৫ মেগা ওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তর ও সিলেট ১৫০ মেগা ওয়াট গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেলে রূপান্তরের জন্য কনসালটেন্টের-এর নিকট হতে EoI পাওয়া যায় যা বর্তমানে মূল্যায়ন পর্যায়ে আছে।

৩০। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

(১) "Extension of Passenger Apron from Foxtrot Taxiway Towards West and Export Cargo Apron from Northern Side of the Existing Export Cargo apron at Hazrat Shahjalal International Airport" ও "Ashalt Concrete Overlay Over the Existing Runway at Hazrat Shahjalal International Airport শীর্ষক প্রকল্পের ১০০ শতাংশ বাস্তবায়ন করা হয়।

(৩) মহামান্য আদালতের রায়ের আলোকে স্বেচ্ছা অবসর স্কীম (ভিআরএস)-এর আওতায় অবসরগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে ১৬০ জনকে স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

(৪) ২০১৩ সনে ঢাকায় ডি-৮ সিভিল এভিয়েশন-এর ৭ম ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এক বছরের জন্য ডি-৮ সিভিল এভিয়েশন গ্রুপের চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন।

(৫) ভুটান, মায়ানমার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সৌদি আরব, মালদ্বীপ ও সিংগাপুরসহ মোট ৭টি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি অনুস্বাক্ষর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, প্রথমবারের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি অনুস্বাক্ষরিত হয় এবং এ চুক্তি অনুস্বাক্ষরের ফলে বাংলাদেশের বিমান সংস্থা সরাসরি কানাডায় ফ্লাইট পরিচালনা করতে পারবে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রুটে 'নভো এয়ার' নামক একটি বাংলাদেশি বিমান সংস্থাকে দেশের বিভিন্ন বিমান বন্দরে ফ্লাইট পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করা হয়। রিজেন্ট এয়ারওয়েজ জুলাই ২০১৩ হতে আন্তর্জাতিক গন্তব্য তথা মালয়েশিয়ায় ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অব্যবহৃত বরিশাল, সৈয়দপুর ও রাজশাহী বিমান বন্দরে নিয়মিত ফ্লাইট শুরু করা হয়।

(৬) ভবিষ্যতে পাইলট চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে ৩টি নতুন ফ্লাইং ট্রেনিং স্কুলের অনুমোদন দেওয়া হয়।

(৭) বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদন ও পর্যালোচনার ফলে নতুন ৫টি বিমান সংস্থা যথাঃ (১) এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস, (২) মালদিভিয়ান এয়ারলাইন্স, (৩) মিহির লংকা এয়ারলাইন্স, (৪) টাইগার এয়ারওয়েজ ও (৫) মালিন্দো এয়ারলাইন্স বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করে।

(৮) ২০১২ সালের জুন মাসে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) কর্তৃক বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার উপর আরোপিত উদ্বেগজনক নিরাপত্তা সতর্কতা (Significant Safety Concern) প্রত্যাহার করা হয়। ফলে নতুন নতুন দেশি ও আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাসমূহ বাংলাদেশে ফ্লাইট পরিচালনা শুরু করায় যাত্রী পরিবহণ ৭ শতাংশ এবং কার্গো পরিবহণ ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

(৯) Civil Aviation Authority, Bangladesh (CAAB) নিজস্ব জনবলের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি Co-operative Development of Operational Safety and Continuing Airworthiness under ICAO Technical Cooperation Programme (COSCAP)ভূক্ত দেশসমূহের ৪০জন কর্মকর্তাকে ঢাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এছাড়া, আফগানিস্তান সিভিল এভিয়েশনের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের বাংলাদেশে প্রশিক্ষণের জন্য আফগানিস্তান সিভিল এভিয়শনের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

(১০) আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার এশিয়া অঞ্চলের পিবিএন (Performance Based Navigation)-এর একটি অফিস ঢাকায় স্থাপনের জন্য (ICAO)-এর সংগে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(১১) বিমানের যাত্রী, মালামাল ও কার্গো-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বিমান বন্দরের জন্য Gantry Scanning Machine, Baggage Scanner, CCTV System যন্ত্রাবলি সংগ্রহ ও সংস্থাপন করা হয়। এতে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব তহবিল হতে প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

(১২) সকল নাব্য যন্ত্রাবলির ফ্লাইট ক্যালিব্রেশন কাজ নিজস্ব অর্থায়নে প্রায় ৪.২ কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন করা হয়। ফলে বিমান উড্ডয়ন-অবতরণ ও চলাচলের ক্ষেত্রে সংস্থাপিত নাব্য যন্ত্রাবলির অপারেশনাল ষ্ট্যান্ডার্ড নিশ্চিত হয়।

(১৩) বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেড তার হোটেল (বর্তমানে রূপসী বাংলা হোটেল) পরিচালনার জন্য Intercontinental Hotels Group (Asia Pacific) Pte Ltd. (IHG)-এর সাথে ত্রিশ বৎসর মেয়াদী ব্যবস্থাপনা চুক্তি স্বাক্ষর করে। সম্পাদিত চুক্তিমতে IHG- এর ব্র্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হোটেলটিতে ব্যাপক সংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ডিসেম্বর ২০১৫ সাল হতে Intercontinental Dhaka নামে হোটেলটি পরিচালিত হবে।

(১৪) কক্সবাজারে ৯ হাজার একর ও কুয়াকাটায় ৮ হাজার একর জমি চিহ্নিত করে পর্যটন সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

(১৫) কক্সবাজারের সাবরাং এলাকায় ১,১৬৪ একর খাস জমি চিহ্নিত করে exclusive tourist zone হিসেবে সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ প্রাপ্তির নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

(১৬) জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে পর্যটন সেবা সম্পর্কিত ৪৮টি কোর্সে ১,৩৯৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(১৭) নতুন প্রজন্মের দুটি বোয়িং '৭৭৭-৩০০ ই আর' উড়োজাহাজ ক্রয়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার sovereign guarantee প্রদান করেছে। যার ফলে বিমানের পক্ষে নতুন প্রজন্মের অত্যাধুনিক উড়োজাহাজ ক্রয় করা সম্ভব হয়।

(১৮) বিমানে প্রথমবারের মত একজন পেশাদার বিদেশি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও নিয়োগ করা হয়।

৩১। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(১) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়নে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মন্ত্রণালয়ের সফল বাণিজ্যিক তৎপরতার ফলে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়েছে। এ ছাড়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের উপস্থিতি সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

(২) সফল বাণিজ্যিক তৎপরতার ফলে ভারত সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য (তামাক ও ড্রাগ) ছাড়া বাকি সব পণ্য ভারতে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। এর ফলে ভারতে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে।

(৩) ০৪ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ভারতের বাণিজ্যসচিব বাংলাদেশ সফর করেন। এ সময়ে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষত বাংলাদেশি সাবান, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি ও জামদানি শাড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে নন্-ট্যারিফ বাধাসমূহ নিয়ে আলোচনা হয়। ভারত উক্ত নন্-ট্যারিফ বাধাসমূহ দূরীকরণে সম্মত হয়। ভারত কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের এলসিএস দিয়ে অন্যান্য পণ্যের সাথে সাবান, ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি এবং জামদানি শাড়ি ভারতে রপ্তানি হচ্ছে।

(৪) সাফটার আওতায় সদস্য দেশসমূহ তাদের সেন্সিটিভ লিস্টের পণ্য সংখ্যা দ্বিতীয় পর্যায়ে ১লা জানুয়ারি ২০১২ হতে কার্যকর করে ২০ শতাংশ হ্রাস করে।

(৫) বাংলাদেশ-মিয়ানমার জয়েন্ট ট্রেড কমিশনের ৬ষ্ঠ সভা ১১-১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যেমন- ব্যাংকিং চ্যানেলে বাণিজ্য সম্পাদন ও এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নকে ব্যবহার করে এবং একক চালানে পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি ইত্যাদি বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

(৬) ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে সম্পাদিত পাঁচ বৎসর মেয়াদি বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বুড়িমারি ও তামাবিলের পাশাপাশি ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে গোবরাকুড়া ও কড়ইতলী (হালুয়াঘাট) এবং নকুগাঁও শুল্কস্টেশন/স্থলবন্দর ভুটানের ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়।

(৭) Common Fund for Commodities (CFC)-এর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে বাণিজ্যসচিব বাংলাদেশের পক্ষে নেদারল্যান্ডসের হেগ-এ গভর্নিং কাউন্সিলের ২৩তম সভায় যোগদান করে এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে CF- এর অবদান এবং ১২টি প্রকল্পের মধ্যে ৯টি প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের বিষয় তুলে ধরেন।

(৮) তিন বৎসর মেয়াদি রপ্তানি নীতি, ২০১২-১৫ এবং আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-১৫ গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।

(৯) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের প্রতিবেশী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে রপ্তানি বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব পড়ে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং সময়োচিত পদক্ষেপ গ্রহণসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের তুলনায় ১১.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ২৭,০২৮.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

(১০) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক রপ্তানি সম্ভাবনাময় পণ্য হিসেবে ১২টি পণ্য যথা- জাহাজ, ঔষধ, ফার্নিচার, ইলেক্ট্রনিক্স ও হোম এ্যাপ্লায়েন্স, কাগজ, রাবার, আইসিটি, এগ্রো-প্রসেসড সামগ্রী, পাদুকা, লাগেজ, খেলনা ও প্রিন্টিং সামগ্রীকে চিহ্নিত করা হয় এবং এ সকল পণ্যের রপ্তানি উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়।

(১১) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে ২৯টি আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। এসব মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ৬৫.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তাৎক্ষণিক রপ্তানি আদেশ এবং ৯৩.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্ভাব্য রপ্তানি আদেশ অর্থাৎ মোট ১৫৯.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানি আদেশ লাভে সক্ষম হয়।

(১২) ০১-৩১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ১৮তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, ২০১৩ ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরে অনুষ্ঠিত হয়। এ মেলায় ১২টি দেশের ৩২টি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেশি-বিদেশি সর্বমোট ৫০৭টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, ২০১৩ হতে ১৫৭ কোটি টাকা রপ্তানি আদেশ পাওয়া যায়।

(১৩) বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রম সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স ইস্যুসমূহ, যেমন-শ্রমিকদের কর্মের পরিবেশ, নিরাপত্তা, বেতন-কাঠামো ও আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোষাক শিল্পের গুণগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে 'কান্ট্রি ব্র্যান্ডিং' সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে 'Better Work Programme' শুরু করার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প, রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা এবং চিংড়িখাতে শ্রম অধিকার ও সোসাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি বুকলেট প্রকাশ করা হয়।

(১৪) জুন ২০১৩ মাসে নেদারল্যান্ডসের বৈদেশিক বাণিজ্য ও উন্নয়ন মন্ত্রী মিস লিলিয়ান প্লাউমেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে RMG সেক্টরে কর্মপরিবেশ উন্নয়নে যৌথভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। LCG Working Group এ বিষয়ে নানারূপ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

(১৫) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে দেশের অভ্যন্তরীণ নিত্য পণ্যের বাজার সহনশীল রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মতৎপরতার ফলে পবিত্র রমজান, কোরবানির ঈদ এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের উৎসব ও অনুষ্ঠান পালনের সময় নিত্য পণ্যের বাজার স্থিতিশীল ছিল।

(১৬) অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য স্বাভাবিক রাখার জন্য The Essential Commodities Act, 1958-এর আওতায় ১৭টি পণ্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি ও কার্যকর করা হয়।

(১৭) নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিপণনে ডিও ব্যবস্থার পরিবর্তে ডিস্ট্রিবিউটরশীপ পদ্ধতি প্রবর্তন করে ভোজ্যতেল ও চিনির সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে The Essential Commodities Act, 1958-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ দু'টি পণ্যের বিপণনের জন্য অত্যবশ্যকীয় পণ্য বিপণন ও পরিবেশক নিয়োগ আদেশ, ২০১১ কার্যকর করা হয়। ফলে এ দু'টি পণ্যের সরবরাহ নির্বিঘ্ন এবং স্বাভাবিক হয়।

(১৮) ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর আর্থিক সক্ষমতা, পণ্য গুদামজাত করার ক্ষমতা ও ডিলার সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে টিসিবি ভোজ্যতেল, চিনি, ছোলা ও খেজুর ৩,০০০ ডিলারের মাধ্যমে সারাদেশে ভর্তুকিকৃত মূল্যে বিক্রয় করে।

(১৯)টিসিবির ডিলারদের মাধ্যমে ঢাকাসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে ১৭৪টি খোলা ট্রাকের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট সাশ্রয়ী মূল্যে আমদানি/ক্রয়কৃত সয়াবিন তেল, চিনি, মশুর ডাল ও ছোলা বিক্রি করা হয়। এ ছাড়া, জনসাধারণের নিকট সাশ্রয়ীমূল্যে চিনি, সয়াবিন তেল ও মশুর ডাল টিসিবি'র নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রি করা হচ্ছে।

(২০) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ০৫ লক্ষ পোস্টার, লিফলেট ও প্যামপ্লেট ভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রতিদিনের বাজার অভিযানের কার্যক্রম প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়। ভোক্তাদের অভিযোগ দায়েরের আহবান জানিয়ে ৬টি দৈনিক পত্রিকায় ২টি গণবিজ্ঞপ্তি এবং দেশের ৬টি মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে ২ বার এসএমএস প্রচার করা হয়।

(২১) ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ লঙ্ঘনের দায়ে বাজার অভিযানের মাধ্যমে ৫,২৮৫টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন ধারায় ৫.৪৬ কোটি টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

(২২) বাংলাদেশ LDC Group-এর সদস্য হিসেবে সকল এলডিসির স্বার্থসংরক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলি হচ্ছে- উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত প্রবেশাধিকার; সেবাখাতে 'মোড-৪' অর্থাৎ 'Movement of Natural Person'-এর আওতায় বাংলাদেশের skilled and semi-skilled জনশক্তি রপ্তানির অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি। Trade facilitation নেগোশিয়েশনে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরার জন্য বাংলাদেশ নেগোশিয়েশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

(২৩) বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও)-এর মহাপরিচালক Mr. Pascal Lamy ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ মেয়াদে বাংলাদেশ সফর করেন। এ সফর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সমন্বয় করে।

(২৪) ১৫—১৭ অক্টোবর ২০১২ মেয়াদে সুইজারল্যান্ডের ডব্লিউটিও-এর সচিবালয়ে বাংলাদেশের ৪র্থ ট্রেড পলিসি রিভিউ (টিপিআর) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত রিভিউতে বাংলাদেশ নিজ অবস্থান তুলে ধরে।

(২৫) দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবিরোধী সকল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে বাজারে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ বজায় রাখা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'কম্পিটিশন আইন, ২০১২' প্রণয়ন ও জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(২৬) ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্দেশিত নীতিমালার আলোকে পণ্য বহুমুখীকরণ কর্মসূচির আওতায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হতে নানারূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নতুন রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে পাঁপড়, কেঁচো এবং কাঁকড়া উৎপাদন এবং রপ্তানির লক্ষ্যে নানারূপ উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

(২৭) বাজার বহুমুখীকরণ কার্যক্রমের আওতায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে বিভিন্ন নতুন নতুন দেশে বাণিজ্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ অব্যাহত আছে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকায় সরকারি এবং বেসরকারি সদস্য সমন্বয়ে প্রেরিত প্রতিনিধি দল ঐসব অঞ্চলে রপ্তানি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

(২৮) চীন, ভারত, চেক রিপাবলিকসহ বিভিন্ন দেশ হতে আগত বাণিজ্য প্রতিনিধি দলকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে আলোচনা করা হয় এবং তাদের নিকট বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্য ও বিনিয়োগের সুপারিশ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত তুলে ধরা হয়।

(২৯) বাংলাদেশ-কুয়েত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি মন্ত্রিসভার বৈঠকে অনুসমর্থিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক ০৫ জুলাই ২০১২ তারিখে স্বাক্ষরিত Instrument of Ratification ১৬ জুলাই ২০১২ তারিখে কার্যকর হয়।

(৩০) উল্লেখ্য, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ সময়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। ০২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কার্যক্রম (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ২০১৩ জারি করা হয়। এর ফলে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) ব্যবসা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম আইনের আওতায় আনা হয়।

(৩১) ১৯ আগস্ট ২০১৩ তারিখে মন্ত্রিসভা কর্তৃক 'সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস)'-এর আওতায় বাংলাদেশের সিডিউল অব কমিটমেন্টস অনুমোদন করা হয়ে। বাংলাদেশ সাটিসের আওতায় ০২টি সেক্টরে (টেলিকম ও ট্যুরিজম) অফার দিয়েছে। চুক্তিটির বাস্তবায়ন শুরু হলে সেবা খাতে বাংলাদেশের বিনিয়োগ ও রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে।

(৩২) পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে বাজারে বিভিন্ন দ্রব্যের সরবরাহ স্থিতিশীল ও যৌক্তিক মূল্যে পণ্য বিক্রি নিশ্চিতকরণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। টিসিবি কর্তৃক ৭টি মহানগরসহ সকল জেলা সদরে মোট ১৭৪টি ট্রাকের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিক্রি করা হয়। এছাড়া, সারাদেশে ২,৯৮৪ জন ডিলারের মাধ্যমেও এ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। ঢাকা মহানগরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ১৪টি টিম বাজার মনিটরিংয়ের কাজে নিয়োজিত ছিল। এ টিমের সাথে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। সারাদেশে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কার্যক্রম চলমান ছিল। এছাড়া জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বিভিন্ন পর্যায়ে বাজার মনিটরিং ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে। রমজানের বাড়তি চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় কাঁচা মরিচের আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করে। এছাড়া বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ বৃদ্ধি ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী স্থল বন্দরসমূহ ছুটির দিনগুলিতে খোলা রাখা ও শুল্ক কার্যক্রম চালু রাখা হয়। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) কর্তৃক উৎপাদক, আমদানিকারক ও পাইকারি ব্যবসায়ী মহলের সঙ্গে আলোচনা করে সয়াবিন তেল, পাম অয়েল, চিনি, ছোলা, মশুর ডাল ও খেজুরের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এ ধরনের সার্বিক কার্যক্রম গ্রহণের ফলে পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-ফিতরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ও সরবরাহ স্থিতিশীল ছিল।

(৩৩) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কুটনীতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সাফল্য হিসেবে উল্লেখ্য, বাংলাদেশসহ Least Developed Countries (LDC)-এর বিভিন্ন সদস্য দেশের সক্রিয় প্রচেষ্টার মাধ্যমে ট্রিপস্ কাউন্সিলের ১১-১২ জুলাই, ২০১৩-এর সভায় TRIPS Waiver-এর মেয়াদ ২০১৩ থেকে বেড়ে ২০২১ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। এটি বাংলাদেশের ভিশন ২০২১-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এছাড়া, বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সমস্যাবলি চিহ্নিত এবং কার্যকরী সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য EIF-এর আওতায় বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের জন্য Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) সম্পন্ন করেছে। এ স্টাডি প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য সংগঠন এবং দাতা সংস্থাসমূহ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকবে বিধায় চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প প্রণয়ণ এবং অর্থায়ন সহজ হবে। DTIS-এর মাধ্যমে চিহ্নিত প্রকল্পে Aid for Trade-এর আওতায় প্রয়োজনীয় ফান্ড সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। ৩-৬ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিতব্য 9th Ministerial Conference-এ স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে উন্নত বিশ্ব থেকে DFQF বাজার সুবিধা প্রাপ্তির বিষয়ে বাংলাদেশ চলমান নেগোসিয়েশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে আসছে।

৩২। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(১) পুঁজিবাজারের ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা হয়।

(২) বাজার পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের সার্ভেইল্যান্স সফট্ওয়্যার স্থাপন করা হয়।

(৩) দেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) কর্তৃক ১০ বছরের Master Plan প্রণয়ন করা হয়।

(৪) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেড, ডেসটিনি মাল্টি-পারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড ও এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের অবৈধ কার্যক্রম সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হয়।

(৫) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ সংশোধনকল্পে ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর বিল জাতীয় সংসদ

সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৬) বাংলাদেশ ব্যাংকে গঠিত Bangladesh Financial Intelligence Unit (BFIU)-কে আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রেগুলেটরী সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অন-লাইন কানেকটিভিটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে অনুরোধ করা হয়।

(৭) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে Equity and Entrepreneurship Fund (EEF) পরিচালনার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাজেট সমমূলধন উন্নয়ন তহবিল-কৃষি খাতের অনুকূলে ইক্যুইটি খাতে বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়।

(৮) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে গৃহায়ন তহবিল হতে মোট ১৫.০৩ কোটি টাকা ছাড় করায় ৪,২৯৩টি গৃহ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয় যাতে ২১,৪৬৫ জন লোক উপকৃত হয়। গৃহ নির্মাণ ছাড়াও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে গৃহায়ন তহবিলের অর্থায়নে ঢাকা জেলার আশুলিয়ায় কর্মজীবী মহিলা শ্রমিকদের জন্য ৭৪৪ আসনবিশিষ্ট হোস্টেল নির্মাণের লক্ষ্যে ২৪.৬১ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়।

(৯) ঢাকায় মানবেতর জীবনযাপনকারী ছিন্নমূল অসহায় বস্তিবাসী মানুষদের স্বস্তিকর পরিবেশে নিজ এলাকায় বাসগৃহ প্রত্যাবাসন, বস্তিতে বসবাসকারী দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি উন্নত পরিবেশে বেড়ে উঠার সুযোগ প্রদান, কর্মসংস্থান এবং নিরাপত্তাবেষ্টনী নিশ্চিতকল্পে বাংলাদশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচিটি পরিচালিত হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৬৭৯টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে ২.৪৩ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়।

(১০) বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত Asian Clearing Union (ACU) মেকানিজমের আওতায় লেন-দেনের ক্ষেত্রে আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে সৃষ্ট বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি task force গঠন করা হয়।

(১১) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেডের আওতাভুক্ত সমবায়ী কৃষকদের কৃষি ঋণ মওকুফ সুবিধা প্রদানের জন্য সুদ মওকুফজনিত কারণে ভর্তুকি বাবদ চলতি অর্থ-বৎসরের বাজেটে সংস্থানকৃত বরাদ্দ হতে ৬০ কোটি টাকা ছাড়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।

(১২) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক আধুনিকায়নের লক্ষ্যে Central Bank Strengthening Project বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রকল্পটির বিপরীতে ৯১.৪৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। প্রকল্পটি এপ্রিল ২০১৩ মাসে সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় এন্টারপ্রাইজ ডেটা ওয়্যারহাউজ, অফিস লে-আউট মর্ডানাইজেশন, ব্যাংকিং এপ্লিকেশন, নেটওয়ার্কিং, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং ও ভিডিও কনফারেন্সিংসহ গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া উক্ত প্রকল্পের আওতায় ন্যাশনাল পেমেন্টে সুইচ (এনপিএস) বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(১৩) ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Small and Medium-sized Enterprise Development Project' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫,৮৮৪টি উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে এসএমই খাতে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ৩১টি পিএফআইসমূহকে মোট ৩২৪ কোটি টাকা রি-ফাইন্যান্স করা হয়।

(১৪) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) শীর্ষক প্রকল্পের ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরের Annual Work Plan and Budget (AWPB) বিষয়ে এ বিভাগের সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে পিকেএসএফ-এর অনুকূলে ১৬.০০ কোটি টাকা সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হয়। পিকেএসএফ উক্ত সময়ে ২০০টি ছোট বড় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৭১ লক্ষ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ২,৪৫১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে। এছাড়া মঙ্গা নিরসনে সংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫.৪ লক্ষ উপকারভোগীর জন্য প্রায় ৫০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজ করা হয়।

(১৫) Social Development Foundation (SDF) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘Empowerment and Livelihood Improvement “Nuton Jibon” Project’ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২৮৯ কোটি টাকার অথরাইজেশন জারি করা হয়। এছাড়া এসডিএফ-এর এনডাওমেন্ট ফান্ডের ২৬ কোটি টাকার সরকারি মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে এসডিএফ-এর ‘নতুন জীবন’ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক ও গ্রামীণ সংগঠন উন্নয়ন খাতে ৪৬.৫১ কোটি টাকা, স্বাবলম্বী উন্নয়ন খাতে ৬৫.১৩ কোটি টাকা এবং গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন খাতে ৭৪.৪২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

(১৬) যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য এটুআই প্রোগ্রামের অধীনে Electronic Financial Inclusion (e-FI) শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন ও প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

৩৩। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(১) লীজ হতে বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি)-এর নিয়ন্ত্রণে ফেরৎ আনা দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ, খুলনা এবং কর্ণফুলী জুট মিলস লিঃ ও ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরী, চট্টগ্রাম, যথাক্রমে ২৪ জানুয়ারি ২০১৩ এবং ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেন।

(২) বন্ধ আদমজী জুট মিলের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। টেন্ডারের বিক্রিত মালামাল বিক্রি/অপসারণ কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে।

(৩) পণ্য মোড়কে পাটজাত ব্যবহার বাধ্যতামূলক আইন, ২০১০-এর বিধিমালা ২০১৩ প্রণয়ন সম্পন্ন হয়।

(৪) বস্ত্র দপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২৬৫ জন কর্মচারীকে চাকরিতে স্থায়ীকরণ করা হয় এবং ১৫০টি পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয় এবং ২৪৩টি পদ রাজস্ব খাতে সৃষ্টি করা হয়।

(৫) চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল মিলকে চিত্তরঞ্জন টেক্সটাইল পল্লীতে রূপান্তরের লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি বিক্রয় করা হয়। দালান-কোঠা/স্থাপনা বিক্রয়ের জন্য টেন্ডার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

(৬) খুলনা টেক্সটাইল মিলকে ‘‘টেক্সটাইল পল্লী’তে রূপান্তরের জন্য যন্ত্রাংশ ও স্থাপনা বিক্রয় করা হয়। মামলাজনিত কারনে প্লট বিক্রির কাজ বন্ধ রাখা হয়। এছাড়া বিটিএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন হাটখোলাস্থ ওয়ারী মৌজার বেদখলকৃত ১.৬৪৬৭ একর জমি দখলমুক্ত করে বিক্রয় করা হয়।

(৭) রেশম শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন করে ‘বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।
(৮) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বস্ত্র দপ্তরকে বস্ত্র শিল্পের পোষাক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ জানানো হয় এবং বস্ত্র খাতের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশে বস্ত্র দপ্তর কর্তৃক বস্ত্র শিল্পের পোষাক কর্তৃপক্ষের অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করা হচ্ছে।

(৯) মিলসমূহের পাট ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২২.০৩ লক্ষ কুইন্টালের বিপরীতে ক্রয় করা হয়েছে ১৮.৪০ লক্ষ কুইন্টাল এবং ক্রয়কৃত পাটের গড় দর ছিল প্রতি কুইন্টাল ৩,৪৫৯.৪৬ টাকা ।

(১০) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ০৪টি মিলস যথা: সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলস সাতক্ষীরা, বেঙ্গল টেক্সটাইল মিলস যশোর, আমিন টেক্সটাইল মিলস চট্টগ্রাম এবং রাজশাহী টেক্সটাইল মিলস রাজশাহী সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু আছে। আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড মিলটি আংশিক ভাড়ায় চলছে। মিলসমূহ চালু থাকায় অধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। সুতা উৎপাদনের পাশাপাশি Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC) কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে।

(১১) বস্ত্র দপ্তরের নিয়োগ বিধি প্রণয়ন করা হয়।

(১২) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের ০১টি পদ এবং যুগ্ম-সচিবের ০১টি পদ সৃজন করা হয়।

(১৩) ১৯৬০-১৯৮০ দশকের দীর্ঘদিনের পুরাতন ৩.৩৭ কোটি টাকার ৩৭৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়।

(১৪) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে প্রকল্পের বরাদ্দ ছিল ১৪৭.৫৭ কোটি টাকা; ব্যয়িত অর্থের পরিমান ১৪৪.৮৮৩৭ কোটি টাকা। ব্যয়ের হার ৯৮.১৮ শতাংশ ।

(১৫) এ পর্যন্ত বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন (বিজেসি)'-এর মোট ৯২টি সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়। বিক্রয় লব্ধ অর্থের পরিমাণ ২০০.৮৪ কোটি টাকা, যা সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪৮টি অঙ্গানের সম্পত্তি বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩৪। ভূমি মন্ত্রণালয়

(১) সারাদেশে ৩০,৪০০টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১৭,৭২০.১২ একর কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়। বিভিন্ন সরকারি অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি পর্যায়ে মোট ১৩৬.১৪ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়।

(২) সারাদেশে মোট ৮৫৮.১৭ একর জমি অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়।

(৩) ২৪.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৫টি গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি) সৃজনের মাধ্যমে ১,৭৮৬টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়। চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (সিডিএসপি-৪)-এর আওতায় ২০,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৩০,০০০ হেক্টর খাসজমির প্লট-টু-প্লট সার্ভে চলমান আছে। ইতোমধ্যে ১১,১১৩ একর খাসজমির সার্ভে সমাপ্ত হয়।

(৪) দেশে সরকারি জমিতে মোট চা বাগানের সংখ্যা ১৫৮টি। এ পর্যন্ত ১৩৭টি চা বাগান ইজারার আওতায় এসেছে, বাকি ২১টি চা বাগান ইজারার আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলতি অর্থব□সরে ১১টি ইজারাবিহীন চা বাগানকে ইজারার আওতায় আনা হয় এবং ২০টি চা বাগানের ইজারা নবায়ন করা হয়।

(৫) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যপর্ণ আইন প্রণয়ন করার পর থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে ২,৪৮,২৮১টি এবং জেলা কমিটিতে ২,৬৩,৫৫১টি মামলা দায়ের হয়। মামলা/আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একাধিক ট্রাইব্যুনাল জেলা পর্যায়ে আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং ৭টি বিভাগে ৭টি বিভাগীয় কমিটি গঠনপূর্বক জেলা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১০,৩৮৮টি।

(৬) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী ১৪১৯-২৪ বাংলা সন মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভূমি মন্ত্রণালয় হতে মোট ৯২টি জলমহাল ইজারা প্রদান করা হয়। সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন 'ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি রিহেবিলিটেশন' প্রকল্পে সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলায় মোট ৩৫টি জলমহাল জানুয়ারি ২০১২-জুন ২০১৫ মেয়াদে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন সিবিআরএমপি প্রকল্পে ৬৯টি জলমহাল স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে জুলাই ২০১১-জুন ২০১৯ মেয়াদে হস্তান্তর করা হয়।

(৭) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট ৩,৬৫৩ একর জমি বিভিন্ন প্রকল্পে অধিগ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে গাজীপুর জেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক নির্মাণ প্রকল্পে ১৯৮.৬৭ একর, কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া-কাশিয়ানী-গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্পে ৮০৮.৩৫ একর, সিরাজগঞ্জ বিসিক শিল্প পার্ক নির্মাণে ৪০০ একর এবং পাবনা-ঢালার চর রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্পে ৬০৯.৮৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়।

(৮) দেওয়ানী মামলাসমূহ কম্পিউটারভিত্তিক দক্ষ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ''Digital Civil Suit Management System Software" নামে একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দেওয়ানী আদালতসমূহে সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে দায়েরকৃত ও চলমান মামলার বর্তমান অবস্থার তথ্যাদি সংরক্ষিত থাকে এবং তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ তথ্যাদি পাওয়া যায়।

(৯) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের এর মাধ্যমে দেশের সকল এলাকার ডিজিটাল নক্সা ও ভূমি মালিকদের রেকর্ড প্রস্তুত, স্যাটেলাইট প্রযুক্তিসহ দীর্ঘ মেয়াদে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক

সহায়তায় ভূমি মন্ত্রণালয় দেশের ০৩টি উপজেলায় "Strengthening Access to Land and Property Rights for All Citizens of Bangladesh" শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

(১০) বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ানসমূহ সংরক্ষণ এবং তা স্বল্পসময়ের মধ্যে জনসাধারণের মধ্যে সরবরাহ করার লক্ষ্যে সর্বশেষ জরিপে প্রণীত মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান এবং মিউটেশন খতিয়ানের উপর ভিত্তি করে স্বল্প মেয়াদে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (DLMS) প্রবর্তনের জন্য 'Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital land Management System)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(১১) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়), 'Computerisation of Existing Mouza Maps and Khatian' এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করা ও সেবার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে 'স্ট্রেনদেনিং সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্রিপারেশন অব ডিজিটাল ম্যাপস প্রকল্প' বাস্তবায়নাধীন আছে।

(১২) জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১-এর আলোকে প্রথম পর্যায়ে ২১টি জেলায় জোনিং কার্যক্রম শেষ হয়। বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায়ে জুলাই ২০১২ থেকে অবশিষ্ট ৪০টি জেলায় ভূমি জোনিং কার্যক্রম শুরু হয় যা জুন ২০১৪ মেয়াদে শেষ হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ৪০টি জেলায় ৩০১টি উপজেলার ডিজিটাল ভূমি জোনিং ম্যাপ তৈরি করা হবে।

(১৩) আগস্ট ২০১২ মাসে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সভা করে সাতক্ষীরা জেলার এবং পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার সীমান্ত পিলার পরিদর্শন করে উভয় দেশের সম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক সীমানা পিলার স্থাপন ও সংরক্ষণ করা হয়।

(১৪) ০৬—০৮ নভেম্বর ২০১২ সিলেট সার্কিট হাউজে বাংলাদেশ-মেঘালয় (ভারত) যৌথ সীমানা সম্মেলন করে বর্ণিত সেক্টরের সীমানা সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(১৫) মার্চ ২০১৩ মাসে বাংলাদেশ-ত্রিপুরা (ভারত) সেক্টরের যৌথ মাঠ পরিদর্শন করে ঐ সেক্টরের সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(১৬) ঢাকা জেলার গুলশান থানার কড়াইল মৌজায় আইটি ভিলেজ (হাই-টেক পার্ক) স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করে সিট প্রস্তুত করা হয়।

(১৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১৮ এপ্রিল ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বেলকুচি উপজেলার বয়রা মাছুম ও বড়বেড়া খাড়ুয়া মৌজার ডিজিটাল জরিপের কাজ সমাপ্ত হয়।

(১৮) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক জেডিসিএফ-এর অর্থ সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন 'ক্যাপাসিটি ডেভলপমেন্ট অব দি ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড রিট্রিভ্যল প্রকল্পের' আওতায় গত অর্থ -বৎসরে এ অধিদপ্তরের সিএস, এসএ ও আরএস মৌজা ম্যাপের সংখ্যা ২,০৪,০০০; এর মধ্যে ১,১৫,০০০টি ম্যাপ স্ক্যান ও ডিজিটাইজড করা হয়।

(১৯) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২৯৪,৩২,৫১,১৮৩ টাকা ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়।

(২০) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ের ২৪৬ জন কর্মকর্তা ও ৭৮৩ জন কর্মচারীকে (মোট ১০২৯) ভূমি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৩৫। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

(১) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ৫২টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল বৈঠকে মোট ৩০৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ২৪৩টি বাস্তবায়িত হয়।

(২) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২৯টি বৈঠক এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ১৯৭টি প্রস্তাব এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে ৪২টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৩) স্বাধীনতা পুরস্কার, একুশে পদক এবং বেগম রোকেয়া পদক প্রদানের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিকার-এর ১০৭তম সভা ০৭ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ও ১০৮তম সভা ২৭ মে ২০১৩

তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। নিকার-এর ১০৭তম সভায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা, ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলাধীন তারাকান্দা থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা সদরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলা সদরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, চট্টগ্রাম মহানগরে ৪টি নতুন থানা স্থাপন এবং এর জন্য সর্বমোট ২০০টি পদ সৃজন, চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই থানাকে বিভক্ত করে জোরারগঞ্জ নামে নতুন থানা স্থাপন ও এর জন্য ৪৪টি পদ সৃজন এবং মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানাধীন ডাসার তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীতকরণ ও এর জন্য ২৪টি পদ সৃজন করা হয়। নিকার-এর ১০৮তম সভায় নাটোর জেলার নলডাঙ্গা থানাকে উপজেলায় উন্নীতকরণ, ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলা সদরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা সদরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠা, বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ থানাধীন কাজিরহাট পুলিশ তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীতকরণ ও এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৭টি পদ সৃজন, পাবনা জেলার বেড়া থানাধীন আমিনপুর তদন্তকেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ থানায় উন্নীতকরণ ও এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত ২৩টি পদ সৃজন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যাত্রাবাড়ী থানাধীন ০৭ নম্বর ওয়ার্ড (সাবেক-৩০ নম্বর ওয়ার্ড)-এর কাজীরবাগ, মানিকনগর, মিয়াজান লেন ও দক্ষিণ মানিকনগর এলাকাকে নবগঠিত মুগদা থানায় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং খুলনা মহানগরে ০৩টি নতুন থানা স্থাপন ও থানাসমূহের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৩৮টি পদ সৃজন করা হয়।

(৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদের প্রথম সভা ২৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

(৬) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ২৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে মোট ২৩০টি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় এবং ২২০টি প্রস্তাব বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হয়।

(৭) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ৪৭টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৮) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট ০৪টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ০১টি সচিব সভা এবং ১৮ জুলাই ২০১২, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ও ১২ জুন ২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ০৩টি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সর্বমোট ০৯টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ০৬টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

(১০) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট 'কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি'র দুইটি সভা ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ ও ২৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(১১) নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ০৪টি সভা ০৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে, ২৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখে, ০২ মে ২০১৩ তারিখে এবং ২০ মে ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

(১২) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর মোট ৫টি সভা (১৬৩তম, ১৬৪তম, ১৬৫তম, ১৬৬তম ও ১৬৭তম) অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভায় মোট ১৭টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১৩) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে মোট ২০৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১৪) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সমরপুস্তক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(১৫) মাঠ পর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ১০-১২ জুলাই ২০১২ তারিখে জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ও মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যাদি সমাধানকল্পে এ সম্মেলনে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত মোট ৫৩৩টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ১৩০টি স্বল্পমেয়াদি, ১৭২টি মধ্যমেয়াদি এবং ২৩১টি দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত। স্বল্পমেয়াদি ১৩০টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১২৯টি, মধ্যমেয়াদি ১৭২টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৬১টি এবং

দীর্ঘমেয়াদি ২৩১টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৯৬টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত/নিষ্পত্তি হয়। সর্বমোট ৪৮৬টি (৯১.১৮ শতাংশ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়।

(১৬) President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2013 জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২০১৩ সনের ৮নং আইনরূপে প্রকাশিত হয়।

(১৭) ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠন করে যথাক্রমে- 'MINISTRY OF FOOD' (খাদ্য মন্ত্রণালয়) এবং 'MINISTRY OF DISASTER MANAGEMENT AND RELIEF' (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) নামে দুইটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয় এবং Rules of Business, 1996 এর Schedule-I-(ALLOCATION OF BUSINESS AMONG THE DIFFERENT MINISTRIES AND DIVISIONS)-এ উক্ত মন্ত্রণালয় দুইটির কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখের এস.আর.ও নং ৩২০-আইন/২০১২) জারি করা হয়।

(১৮) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২০ অক্টোবর ২০১২, ১৫ ডিসেম্বর ২০১২ এবং ২৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ও ০৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে বঙ্গভবনে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মোট ০৫ জন বিদেশি বরেণ্য ব্যক্তিকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মননা' (Bangladesh Liberation War Honour) এবং ১৮৫ জন বিদেশি বরেণ্য ব্যক্তি ও ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' (Friends of Liberation Honour) প্রদান করা হয়। মোট পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯৩। ০৪ মার্চ ২০১৩ তারিখে বঙ্গভবনে আয়োজিত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ভারত প্রজাতন্ত্রের মান্যবর রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জীকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মননা' প্রদান করেন।

(১৯) ২৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে মোট ০৮ (আট) জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাধীনতা পুরস্কার ২০১৩-এ ভূষিত করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তগণ হলেন স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে মরহুম এম এ হান্নান, শহীদ মো. সামসুল হক, জনাব মো. আবদুল হামিদ এডভোকেট, আলহাজ ডা. মো. মোশারফ হোসেন ও লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক; অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রয়াত স্বদেশ রঞ্জন বোস; সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রয়াত সত্য সাহা এবং গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে ড. মোহাম্মদ আবদুল হামিদ মিয়া।

(২০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান ১৩-১৭ আগস্ট ২০১২ তারিখ পর্যন্ত সৌদি আরব, ১৫-১৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত কুয়েত, ১৩-১৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর, এবং ১৬-২৫ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে সরকারি সফরে গমন করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঢাকা ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(২১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান অসুস্থতাজনিত কারণে দায়িত্ব পালনে সাময়িকভাবে অসমর্থ হওয়ায় তিনি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট এর রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার পালন সংক্রান্ত ১৪ মার্চ ২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান গত ২০ মার্চ ২০১৩ তারিখে ইন্তেকাল করায় রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট-এর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত ২০ মার্চ ২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপন সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৩) সিঙ্গাপুরে মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২০ মার্চ ২০১৩ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিল্লুর রহমানের ইন্তেকালে দেশ ও জাতির পক্ষ থেকে ২১-২৩ মার্চ ২০১৩ তিন দিন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শোক পালন এবং উক্ত দিবসসমূহে বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবন এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার জন্য ২০ মার্চ ২০১৩ তারিখে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতির মৃত্যুতে ২১ মার্চ ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গভীর শোক প্রকাশ

করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৮ মার্চ ২০১৩ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৪) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত জনাব মোঃ আবদুল হামিদ এডভোকেট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ এবং কার্যভার গ্রহণ করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৫) গত ১৪ জুলাই ২০১২ তারিখে বাংলাদেশের আধুনিক স্থাপত্যের পথিকৃৎ বিশিষ্ট স্থপতি মাজহারুল ইসলামের মৃত্যুতে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে ২৩ জুলাই ২০১২ তারিখে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শোক প্রস্তাবটি ২৯ জুলাই ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৬) গত ১৯ জুলাই ২০১২ তারিখে জননন্দিত কথাসাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার ও বিশিষ্ট সংস্কৃতিসেবী হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুতে ২৩ জুলাই ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শোক প্রস্তাবটি ২৯ জুলাই ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৭) ২৪ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকার উপকণ্ঠে আশুলিয়ায় একটি তৈরি পোশাক কারখানায় সংঘটিত ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১১০ জন কর্মী এবং একই দিনে চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট এলাকায় নির্মাণাধীন ফ্লাইওভারের গার্ডার ভেঙ্গে ১৪ জন নিহত হওয়ায় ২৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া, এ দু'টি দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে ২৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখ জাতীয় পর্যায়ে শোক পালন এবং এ উপলক্ষে সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ভবনে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, দেশের সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত ও নিহতদের আত্মার শান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়ে গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্ত ২৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়।

(২৮) গত ০৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে নির্ভীক ও মুক্তচিন্তার অধিকারী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড .খান সারওয়ার মুরশিদের মৃত্যুতে ১০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে শোক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং শোক প্রস্তাবটি ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(২৯) প্রখ্যাত চিকিৎসক ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ইন্তেকাল করেন। বিশিষ্ট এ চিকিৎসক ও সমাজসেবকের মৃত্যুতে মন্ত্রিসভার ২৮ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয় এবং শোকপ্রস্তাবটি ৩০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৩০) বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল জলিল ০৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে ১১ মার্চ ২০১৩ তারিখের মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৩ মার্চ ২০১৩ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৩১) বিশিষ্ট কম্পিউটার বিজ্ঞানী জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়ের শাশুড়ি মিসেস মেরি লু ওভারমায়ার ১২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে মৃত্যুবরণ করার পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিসভার ১৫ এপ্রিল ২০১৩ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৮ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৩২) গত ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ সকালে সাভারে অবস্থিত একটি বহুতল ভবন ধসে পড়ে। ধসে পড়া ভবন হতে ২৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত মোট ২,৮১৮ জনকে উদ্ধার করা হয়। এর মধ্যে ২,৪৩৭ জনকে জীবিত এবং ৩৮১ জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে ২৫ এপ্রিল ২০১৩ তারিখ জাতীয় পর্যায়ে শোক পালন করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এ মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং নিহতদের আত্মার মাগফেরাত ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে মন্ত্রিসভার ২৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গৃহীত হয়। শোকপ্রস্তাবটি ০২ মে ২০১৩ তারিখের ০৪.৪২১.০৬২.০১.০১. ০২২.২০১৩.১০৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৩৩) ১৫ আগস্ট ২০১২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে জাতীয় শোক দিবস ২০১২ সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনার্থে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিস্থলসহ ৬৪টি জেলা এবং ৪২৩টি উপজেলায় যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় শোক দিবস ২০১২ জাতীয়

পর্যায়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।

(৩৪) অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. মোহাম্মদ তারেক আগস্ট ২০১২ মাসের শুরুতে বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তার পূর্বে তিনি দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বৎসর অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে অর্থসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ ৩২ বছরের চাকরি জীবনে মেধা, সততা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সরকার ও দেশের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় ড. মোহাম্মদ তারেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২৩ জুলাই ২০১২ তারিখের বৈঠকে একটি ধন্যবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি ২৯ জুলাই ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৩৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব তানজিম আহমদ ০৭ জুলাই ২০১২ তারিখ অপরাহ্নে সংসদ-সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৮ (১)(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ০৭ জুলাই ২০১২ তারিখ থেকে জনাব তানজিম আহমদের প্রতিমন্ত্রী পদে নিয়োগের অবসান হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ০৮ জুলাই ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে জারি করা হয়।

(৩৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের এর ২৩ জুলাই ২০১২ তারিখের পদত্যাগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৩ আগস্ট ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৩৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬)২ (অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, জনাব হাসানুল হক ইনু, জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, জনাব মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ ও জনাব মোঃ মুজিবুল হককে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী এবং জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী ও জনাব মোঃ আব্দুল হাইকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী পদে নিয়োগ প্রদান করেন। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রিগণের শপথ অনুষ্ঠিত হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে জারি করা হয়

(৩৮) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business 1996-এর Rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে জনাব রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজুকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুনকে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনাব আবুল কালাম আজাদকে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জনাব ওবায়দুল কাদেরকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ,জনাব হাসানুল হক ইনুকে তথ্য মন্ত্রণালয়, ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাককে খাদ্য মন্ত্রণালয় ,জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলীকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জনাব মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও জনাব মোঃ মুজিবুল হককে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব বণ্টন/পুনর্বণ্টন এবং জনাব ওমর ফারুক চৌধুরীকে শিল্প মন্ত্রণালয় ও জনাব মোঃ আব্দুল হাইকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব বণ্টন করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে জারি করা হয়।

(৩৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business, 1996-এর Rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে জনাব প্রমোদ মানকিনকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পুনর্বণ্টন করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে জারি করা হয়।

(৪০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম শিরীন শারমিন চৌধুরী ৩০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৩০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৪১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০২ জুন ২০১৩ রবিবার ১৯৮ গাজীপুর-৫ আসনের সংসদ-সদস্য বেগম মেহের আফরোজকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। ০২ জুন ২০১৩ তারিখে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৪২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Rules of Business 1996-এর Rule 3(iv)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নবনিযুক্ত প্রতিমন্ত্রী বেগম মেহের আফরোজকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন। ০২ জুন ২০১৩ তারিখে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৪৩) গত ০৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকার মিরপুরের শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সাহারা কাপ ক্রিকেটের পঞ্চম এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে এক দিনের আন্তর্জাতিক (ওডিআই) সিরিজ ৩-২ ম্যাচে জয়লাভ করায় বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের এ সাফল্যে ১০ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়। অভিনন্দন প্রস্তাবটি গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৪৪) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৬তম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উত্থাপিত 'জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' মডেলটি আরও যুগোপযোগী করে পুনরায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে উপস্থাপন করা হলে তা গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে রেজল্যুশন আকারে গৃহীত হয়। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য-রাষ্ট্র এ রেজল্যুশন সমর্থন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত এবং জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত 'জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' মডেল বিশ্বে বাংলাদেশের এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করায় মন্ত্রিসভার ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের বৈঠকে একটি অভিন্দন-প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৪৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্যা কন্যা সায়েমা ওয়াজেদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশের সফল কূটনৈতিক তৎপরতায় অটিজম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথমবারের মত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ১২ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে একটি রেজল্যুশন গৃহীত হয়। এ রেজল্যুশন জাতিসংঘের সদস্য-রাষ্ট্রসমূহে অটিজম সম্পর্কিত গবেষণায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জনসাধারণ ও প্রফেশনালদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অটিজমে আক্রান্তদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করতে সহায়ক হবে। মূল্যবান এ অর্জনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করায় মন্ত্রিসভার ২৪ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের বৈঠকে একটি অভিনন্দন-প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এ প্রস্তাবটি ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখের প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়।

(৪৬) জাতীয় সংসদের ১৯৭ গাজীপুর-৪, ১৩২ টাঙ্গাইল-৩, ২৮৯ চট্টগ্রাম-১২, ৫০ নওগাঁ-৫, ও ১৬৫ কিশোরগঞ্জ-৪ শূন্য আসনসমূহের নির্বাচন এবং রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনসমূহের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ এবং নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র জারি করা হয়।

(৪৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ ০৪-০৯ মে ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সিঙ্গাপুরে সরকারি সফরে গমন করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির ঢাকা ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৪৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ২৫-৩০ জুলাই ২০১২ তারিখ পর্যন্ত এবং ১১-১৪ আগস্ট ২০১২ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য (লন্ডন), ২৯ আগস্ট-০১ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ইরান, ২২ সেপ্টেম্বর-০২ অক্টোবর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, ০২-০৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখ পর্যন্ত ভিয়েতনাম ও লাওস, ১৪-১৭ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত রাশিয়া এবং ১৯-২১ মে ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত থাইল্যান্ডে সরকারি সফরে গমন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৪৯) দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর ৭(১) ধারার বিধান মতে কমিশনের কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারককে সভাপতি করে ১৬ জুন ২০১৩ তারিখে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।

(৫০) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মোট ৩৭৫টি (পুঞ্জীভূত) মামলা দায়ের করা হয়। এর মধ্যে ৬৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয় এবং ৩০৮ টি মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ৭৭টি নতুন মামলা রুজু করা হয়।

(৫১) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা সংক্রান্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ২৯,৩৫২টির বিপরীতে ৪৬,২২৩টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। ১,০৭,৬৫৫টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ২১,১১,৪৪,২৪৮ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ১৫৭ শতাংশ। উল্লিখিত সময়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দণ্ডপ্রদানকৃত মামলার উল্লেখযোগ্য আইনগুলি হল– মটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩; বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ-

১৯৫৯, মৎস্য সংরক্ষণ আইন-১৯৫০, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯০, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫, প্রকাশ্য জুয়া আইন-১৮৮৭, বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০, পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন-১৯৮০, ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন- ১৯৮৯, বন আইন-১৯২৭, বিএসটিআই অধ্যাদেশ-১৯৮৫, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯, ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন-২০০৬, খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন-১৯৯২, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল অধ্যাদেশ-১৯৭৬, বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্টুরেন্ট অধ্যাদেশ-১৯৮২, নোট বই (নিষিদ্ধকরণ) আইন-১৯৮০, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩, বিদ্যুৎ আইন-১৯১০, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৫৬, দণ্ড বিধির সংশ্লিষ্ট ধারা এবং দণ্ড বিধির ৫০৯ ধারায় ইভটিজিং সংক্রান্ত অপরাধ।

(৫২) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিরুদ্ধে মোট ৩৩টি মামলা দায়ের করা হয়। এ সকল মামলায় আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।

(৫৩) ৩০ জুলাই ২০১২ তারিখে 'প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)'-এর কার্যপরিধির পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৫৪) ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ও জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সংশোধনক্রমে পুনর্গঠন করা হয়।

(৫৫) ০৯ অক্টোবর ২০১২ তারিখে 'খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি (এফ,পি,এম,সি)', 'জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD)', 'জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল', 'পর্যটন সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি', 'প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)', আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি' এবং 'দেশের উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলার মঙ্গা কবলিত দরিদ্র জনসাধারণের দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে স্বল্প মেয়াদে মঙ্গা হ্রাস করা এবং দীর্ঘ মেয়াদে মঙ্গা দূরীভূত/উচ্ছেদ করার নিমিত্ত সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে গঠিত জাতীয় পর্যায়ের কমিটি' সংশোধনক্রমে পুনর্গঠন করা হয়।

(৫৬) ৩০ অক্টোবর ২০১২ তারিখে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্বৃত্ত জমি চিহ্নিতকরণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি এবং 'ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১০' এর খসড়া পরীক্ষা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি সংশোধনক্রমে পুনর্গঠন করা হয়।

(৫৭) ০৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সংশোধনক্রমে পুনর্গঠন করা হয়।

(৫৮) রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (National Integrity Strategy)' শীর্ষক একটি কৌশলপত্র গত ১৮ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করে।

(৫৯) ২৯ নভেম্বর ২০১২ তারিখে রাষ্ট্র ও সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সরকারের অব্যাহত কাযর্ক্রমের অংশ হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নে দিক্-নির্দেশনা প্রদান এবং শুদ্ধাচার অনুশীলন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 'জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ 'গঠন করা হয় এবং জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদকে সহায়তা প্রদানের জন্য উক্ত পরিষদের নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।

(৬০) ০৩ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে 'জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ' (NCID) কমিটি সংশোধনক্রমে পুনর্গঠন করা হয়।

(৬১) ২০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে 'জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ' সংশোধনক্রমে পুনর্গঠন করা হয়।

(৬২) ২৩ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে 'জুডিশিয়াল সার্ভিস পে কমিশন, ২০০৭'-এর সুপারিশ বাস্তবায়নের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়।

(৬৩) ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে দেশের গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে স্থিতিশীল পরিবেশ সমুন্নত রাখার মাধ্যমে একে টেকসই শিল্প খাতে পরিণত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি উচ্চ পর্যায়ে নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা এবং এ সকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/দিক্-নির্দেশনা প্রদানের জন্য 'গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি' গঠন করা হয়।

(৬৪) ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সোনালী, জনতা ও অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এর জন্য অভিন্ন বেতন কাঠামো প্রণয়নের নিমিত্ত কমিটি গঠন সম্পর্কে ইতঃপূর্বে জারিকৃত

প্রজ্ঞাপনটি আংশিক সংশোধনক্রমে উক্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৬৫) ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে চট্টগ্রাম শহরের নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় অবস্থিত মেসার্স আরকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর ৪.৪০ একর (৯৯ বৎসর মেয়াদি লিজহোল্ড যার মেয়াদ ২০৫৫ সালে উত্তীর্ণ হবে) জমি ও সম্পদের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

(৬৬) ০২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ জাতীয় সংরক্ষণ কৌশলপত্র (Bangladesh National Conservation Strategy)-এর খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়।

(৬৭) ২২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে বিদ্যুৎ খাত উন্নয়নে ভারতের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের ভিত্তিতে গৃহীতব্য কার্যক্রম যথা দ্রুত বাস্তবায়নের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গঠিত মন্ত্রিসভা কমিটির কার্যপরিধি সংশোধনক্রমে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

(৬৮) ০৬ মে ২০১৩ তারিখে দেশের তৈরি পোশাক কারখানাসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এ শিল্পে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সুরক্ষা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

(৬৯) ২৭ মে ২০১৩ তারিখে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর ও পার্শ্বে অবস্থিত হাটবাজার অপসারণ/স্থানান্তর এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে চলাচল অনুপযোগী শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নছিমন, করিমন, ভটভটি ও বৈদ্যুতিক ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক প্রভৃতি চলাচল নিষিদ্ধ করত মহাসড়কে যান চলাচল নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়।

(৭০) ১০ জুন ২০১৩ তারিখে দেশের তৈরি পোশাক কারখানাসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক এ শিল্পে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সুরক্ষা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(৭১) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৫টি সভা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৭২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মাঠ প্রশাসন শৃঙ্খলা শাখায় বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ১৪৬টি অভিযোগ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২৩টির বিষয়ে বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য সম্মতি দেওয়া হয় এবং ৯৮টি মামলা নথিজাত করার জন্য বলা হয় অর্থাৎ মোট ১২১টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়। অবশিষ্ট ২৫টি অভিযোগ বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণের নিকট তদন্তাধীন রয়েছে।

(৭৩) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সচিবালয় পত্র গ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অভিযোগ সংক্রান্ত সর্বমোট ৬৬টি অভিযোগ/আবেদনপত্র পাওয়া গেছে এবং প্রতিটি পত্র যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়। অভিযোগ সংক্রান্ত প্রাপ্ত ৬৬টি পত্রের মধ্যে ৩২টির অভিযোগ/আবেদনপত্রের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অত্র বিভাগকে অবহিত করা হয় এবং অবশিষ্ট ৩৪টি অভিযোগ/আবেদনপত্র নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৪) বিভাগীয় কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর ২৪টি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। সার-সংক্ষেপসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**র** প্রদত্ত অনুশাসন বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

(৭৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলা সফরকালে বিদ্যমান আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, নীতিমালা এবং আদেশ ও পরিপত্র মোতাবেক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান, যথাযথ রাষ্ট্রাচার অনুসরণ এবং প্রয়োজনীয় যানবাহন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্র**দান** করা হয়।

(৭৬) সড়ক পরিবহন উপদেষ্টা পরিষদের ৩৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদসহ পরিকল্পিতভাবে মহাসড়কগুলি সংরক্ষণের লক্ষ্যে জেলা কমিটি গঠনপূর্বক এ সংক্রান্ত ২৪ জুলাই ২০১২ তারিখের পরিপত্র সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব, চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, সকল বিভাগীয় কমিশনার ও ডিআইজি এবং সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৭৭) আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১০ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মহাসড়ক সংলগ্ন বাজারসমূহ নিরাপদ দূরত্বে

স্থানান্তর এবং মহাসড়কের পার্শ্বে বাজার স্থাপন প্রতিরোধ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠনপূর্বক গত ২৪ জুলাই ২০১২ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব এবং সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৮) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত বিভাগ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটিতে মাঠ প্রশাসনে কর্মরত সাধারণ প্রশাসনের সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি জানানো হয়।

(৭৯) নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিশেষ অভিযানের নিমিত্ত গঠিত কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট মনিটরিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ২৯ আগস্ট ২০১২ তারিখে সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮০) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস যথা –শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, ২০১২; মহান বিজয় দিবস, ২০১২; মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, ২০১৩; পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা.) ২০১৩; শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০১৩; ১৭ মার্চ ২০১৩ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৩তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০১৩; ১৭ এপ্রিল ২০১৩ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস; আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস, ২০১২ এবং মহান মে দিবস, ২০১৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় কর্মসূচির নিরিখে বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচি পালন এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুরূপ কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়।

(৮১) সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি মনিটর করতে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৮২) মহানগর, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে 'সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি' গঠনের নিমিত্ত ০৭ মার্চ ২০১৩ তারিখে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সকল বিভাগীয় কমিশনার বরাবর নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(৮৩) নবগঠিত রংপুর বিভাগে পরিচালক, আনসার ও ভিডিপি'র দপ্তর, উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তর এবং বিভাগীয় পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা-এর দপ্তর স্থাপনের জন্য গত ১৫ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৪) দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারদের বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৫) বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এয়ারকুলার সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ব্যবহার সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সকল পুরুষ কর্মকর্তা মার্চ-নভেম্বর সময়ে আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা না থাকলে স্যুট-টাই পরিধান না করে অফিসে প্যান্ট-শার্ট (অর্ধ/পুরা হাতা) পরিধানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ইতঃপূর্বে জারিকৃত পরিপত্রটি অনুসরণের বিষয়ে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে ১৩ মে ২০১৩ তারিখে একটি পরিপত্র জারি করা হয়।

(৮৬) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় পূর্ণাঙ্গ ট্রেজারি কার্যক্রম চালুকরণের বিষয়ে গত ০২ জুন ২০১৩ তারিখে অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

(৮৭) ২০১৩ সালের প্রারম্ভে জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন, মন্ত্রিসভার অনুমোদনক গ্রহণ এবং ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে সরবরাহ করা হয়।

(৮৮) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মন্ত্রিসভার অবগতির জন্য মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন, মুদ্রণ ও সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়।

(৮৯) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষিণকভাবে ১৭টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

(৯০) জনপ্রশাসনে কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিকসেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সংস্থা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ইনোভেশন টিম গঠন করার জন্য ২০ মে ২০১৩ তারিখে সিনিয়র সচিব/সচিব, সংস্থাপ্রধান, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেওয়া হয়।

(৯১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব ২৫-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখ মেয়াদে ভারত সফর করেন। সফরকালে তিনি ভারতের মন্ত্রিপরিষদ

সচিব এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পশ্চিম) ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে তিনি উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত 'Dollar Credit Line Agreement' বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণের বিষয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়া, তিনি Lal Bahadur Shashri National Academy of Administration (LBSNAA) পরিদর্শন করেন এবং এর পরিচালক (সচিব) ও অনুষদসদস্য/ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন। একাডেমী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন। এরপর তিনি Indian Adminsitrative Service (IAS) ও Indian Foreign Service (IFS)-এর বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে Interactive session-এ অংশগ্রণ করেন।

(৯২) ১৩-২১ এপ্রিল ২০১৩ মেয়াদে মন্ত্রিপরিষদ সচিব নিউইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত 'United Nations Committee of Experts on Public Administration (CEPA)'-এর দ্বাদশ অধিবেশনে যোগদান এবং বোস্টন ও ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমন করেন।

(৯৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, মধ্যমেয়াদি বাজেট ব্যবস্থাপনা ও সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়সমূহের উপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৪৯ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সচিবালয় নির্দেশমালা-২০০৮ এর উপর ২৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং ৪২ জন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এছাড়া অফিস ব্যবস্থাপনা সহায়তা কোর্সের উপর ৫৩ জন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীর প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

(৯৪) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইসিটি এবং তাদের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার বাস্তবায়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে 'ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব কেবিনেট ডিভিশন' শীর্ষক একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কর্মসুচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবৎসরে বেশ কিছু কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবৎসরে ৩৮টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ২৩টি ল্যাপটপ, ৭টি প্রিন্টার এবং ১০ টি স্ক্যানার ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া Interactive Website & Information Exchange Management System সফটওয়্যারের ২য় ফেইজ ডেভেলপ করা হয়েছে।

(৯৫) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন 'Supporting the Good Governance Programme' এ ৪৭টি tranche condition-এর মধ্যে ৪৪টি conditions বাস্তবায়িত হয়।

(৯৬) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সভাপতি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের 'নৈতিকতা কমিটি' ০৬ মে ২০১৩ তারিখে গঠন করা হয়।

(৯৭) নাগরিক সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্ভাবনী দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগ প্রধানের নেতৃত্বে ০৮ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়।

(৯৮) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) বাস্তবায়নে সন্তোষজনক অগ্রগতি অর্জিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৭৪.৫ শতাংশ; মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার ৯৮ শতাংশ; মন্ত্রিসভায় আইন/ নীতিমালা/ কর্মকৌশল/কমপরিকল্পনা অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের হার ১০০ শতাংশ: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়নের হার ১৬৩ শতাংশ; জেলা প্রশাসকগণের বাৎসরিক পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়নের হার ১৪৪ শতাংশ; জেলা প্রশাসক সম্মেলনে জেলা প্রশাসন সংশিষ্ট সিদ্ধান্ত (স্বল্পমেয়াদি) বাস্তবায়নের হার ৯৯.২৩ শতাংশ এবং বাৎসরিক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার প্রমাপ বাস্তবায়নের হার ১৫৭ শতাংশ।

৩৬। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) সারাদেশে সফলভাবে ০৭-১৩ জুলাই, ২০১২ পর্যন্ত জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। এবারের স্লোগান ছিল 'রূপালী মৎস্য দিচ্ছে ডাক, দরিদ্রতা ঘুচে যাক'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ০৭ জুলাই ২০১২ তারিখে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন করেন এবং গণভবন পুকুরে ৫,০০০টি মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য মোট ২০ জনকে (পাঁচ জনকে স্বর্ণ ও ১৫ জনকে রৌপ্য পদক) জাতীয় মৎস্য পুরস্কার, ২০১২ প্রদান করেন।

(২) দেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে মহিষের দুধের ও মাংসের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মতো কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মহিষের জাত উন্নয়নের এক ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ১৯ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে ভোলা জেলায় এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

(৩) ডেইরি সেক্টর উন্নয়নকল্পে ও দেশের আমিষের চাহিদা মেটানোর জন্য দীর্ঘদিন গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর বিশেষজ্ঞ মতামতের ভিত্তিতে ১৮ জুন ২০১৩ তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নতজাতের একটি Proven Bull ঘোষণা করা হয়। উন্নত প্রজাতির এ ষাঁড়ের সিমেন দিয়ে গাভীর প্রজননের মাধ্যমে দুধের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের বিপুল পরিমান দুধের চাহিদাপূরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

(৪) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক উদ্ভাবিত গরু, ছাগল ও ভেড়ার বাচ্চা পালনে দুধ খাওয়ানো ব্যয়বহুল বিধায় স্বল্প ব্যয়ে বাচ্চা পালনের জন্য দুধের বিকল্প খাদ্য এবং স্টার্টার খাদ্য উদ্ভাবন করা হয়। এছাড়া, বিএলআরআই নেপিয়ার-৪ নামে নতুন একটি উচ্চ ফলনশীল (হেক্টর ২২০-২৫০ মেট্রিক টন) ঘাসের জাত উদ্ভাবন ও খামারীদের মাঝে বিতরণ করে। ঘাসটি চাষ করে ব□সরে একর প্রতি ৭৬,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব।

(৫) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ২টি উন্নয়ন মডেলের মধ্যে কুষ্টিয়ার মেহেরপুর ফডার মডেল কমিউনিটি পর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়। এর ফলে দেশের অন্যান্য এলাকায় খামারিগণ এটিকে মডেল হিসেবে গ্রহণ করে নিজ নিজ এলাকায় বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। লাইভষ্টক কমিউনিটি উন্নয়ন মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে দেশের তিনটি জেলা যথা: সিরাজগঞ্জ, বান্দরবান ও রংপুরে ড. ওয়াজেদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় শুরু হয়।

(৬) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে জাটকা রক্ষার গুরুত্ব জনগণকে অবহিতকরণ এবং ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ, ২০১৩ উদ্‌যাপন করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ‘‘জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণা” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে (২৫ সেপ্টেম্বর-০৫ অক্টোবর, ২০১২) জেলা ও উপজেলায় ৪,৪০২টি অভিযান ও ১,০২০টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনাও এ সকল অভিযানের মাধ্যমে ৬১.১৭ মেট্রিক টন মাছ ও ১১৭.৩০ লক্ষ মিটার জাল আটক করা হয় এছাড়া, ৫৫৯টি মামলা দায়েরর ফলে ১৩.২৩ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় ও ৯০২ জনকে কারাদন্ড দেওয়া হয়।

(৭) মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও গণসচেতনতা সৃষ্টি, শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭৬৯.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকাস্থ মৎস্য বাজার ও মৎস্য আড়ৎ এবং সকল জেলা ও উপজেলায় ৩০২টি সচেতনতামূলক সভা করা হয়। এ প্রকল্পের সহায়তায় সারা দেশে ৩,৮৫৯টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৫৮.০৭ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়, ৭.৬৪ টন মাছ এবং ৮.০০ টন ফল বিনষ্ট করা হয়। ৬৭৬টি ব্যাচে ১৬,৯০২ জন মৎস্য ব্যবসায়ী, মৎস্য আড়ৎদার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(৮) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার জাটকা নিধন রোধে ১.৩০৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি জেলার ২১টি উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত থাকা মোট ১,৭৪৩ জন মৎস্যজীবী পরিবারের মাঝে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ যেমন- রিক্সা, ভ্যান, সেলাইমেশিন, ক্ষুদ্র ব্যবসার উপকরণ, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি ইত্যাদি বিতরণ করে। জেলেদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১,৭০০ জন সুফলভোগীকে বিকল্প কর্মসংস্থানের বিভিন্ন প্যাকেজভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(৯) দেশীয় প্রজাতির মৎস্যসমূহের বংশবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করাসহ পোনা মাছকে কাঙ্ক্ষিত আকারে পৌঁছানো এবং মা মাছকে রক্ষার জন্য ২০১২-১৩ অর্থ ব□সরে ২৩টি জেলার ৩৯টি উপজেলায় ৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়।

(১০) ‘অর্থনৈতিকভাবে পশ্চা□পদ এলাকার জনগণের দারিদ্র্যবিমোচন ও জীবিকা নির্বাহ নিশ্চিতকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৭টি জেলার ৪৮টি উপজেলায় ৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১,৬০০ জন জেলের মাঝে ৩২০টি মৎস্যবান্ধব জাল বিতরণ করা হয় এবং ২৯টি জেলার ৯৭টি উপজেলায় ২,৩৫০টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর আয়বর্ধক কাজের সহায়তা হিসেবে ১৮৮.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গরু, ছাগল, সেলাইমেশিন, রিকশা-ভ্যান, সাইকেল, হাঁড়ি-পাতিল ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

(১১) মানসম্মত মৎস্যবীজ ও পোনা উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য স্থাপনা পুনর্বাসন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থব□সরে ১,৪৬০ জন হ্যাচারী মালিক/ম্যানেজার/মৎস্য চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(১২) International Livestock Research Institute (ILRI)-এর সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে যৌথভাবে গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(১৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত আগ্রহ ও উদ্যোগে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্পের আওতায় গণনাকারী

নিয়োগের মাধ্যমে জেলেদের তালিকা প্রস্তুতের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২.৮৩ লক্ষ জেলের তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয় যা লক্ষ্যমাত্রার অধিক। ইতোমধ্যে জেলেদের পরিচয়পত্র প্রস্তুতের কার্যক্রমও হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২৫টি উপজেলায় ১ লক্ষ জেলের ছবি তোলা হয়।

৩৭। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০২১ সালে রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষে সরকার নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা, সার্বিক ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি যথা: (১) ভিজিডি কর্মসূচি, (২) দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি, (৩) কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি, (৪) শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচি, (৫) দরিদ্র মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি, (৪) জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমি এবং (৭) জলবায়ু পরিবর্তনের চরম হুমকির মুখে প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থানকারী নারী ও শিশুর সুপেয় পানি সরবরাহ ও সামাজিক সুরক্ষাকরণ প্রকল্প পরিচালনা করছে।

(২) ৯ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে বেগম রোকেয়া দিবস, ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস, ২০১৩, ১৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৯৩তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস, ২০১৩ পালন করা হয়।

(৩) দুই জন সম্মানিত নারী ব্যাক্তিত্বকে বেগম রোকেয়া পদক, ২০১২ প্রদান করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে অনন্য সাধারণ ভূমিকাসহ নারী শিক্ষা বিস্তার, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রফেসর মাহফুজা খানকে এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, দুঃস্থ মহিলাদের অধিকার আদায় ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সৈয়দা জেবুন্নেছা হককে বেগম রোকেয়া পদকে ভূষিত করা হয়।

(৪) দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১,০১,২০০ জন ভাতাভোগীকে ৩৫০ টাকা হারে ৪৪.১৯৬৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়।

(৫) শহর অঞ্চলে কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র কর্মজীবী মা ও শিশুর পুষ্টি উন্নয়ন বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৭৭,৬২৫ জন ভাতাভোগীকে ৩৫০ টাকা হারে ৩৪.২৪৩৩ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকের জন্য নির্যাতন রোধকল্পে শুধুমাত্র ২০ বছরের অধিক বয়সী দরিদ্র কর্মজীবী গর্ভবর্তী/দুগ্ধদায়ী মা'দের ক্ষেত্রে প্রথম বা দ্বিতীয় গর্ভধারণকালে এ ভাতা প্রদান করা হয়।

(৬) দুঃস্থ ও অসহায় এবং সক্ষম মহিলাদের টেকসই উন্নয়নের জন্য খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি তাদের স্বাবলম্বী/আত্ম-নির্ভরশীল করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় নির্বাচিত এনজিওর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ৬৪ জেলার ৪৮৪টি উপজেলায় ৪,৫১৩টি ইউনিয়নে ২০১২-১৩ চক্রের জন্য ৭ লক্ষ ৫০ হাজার উপকারভোগী মহিলা নির্বাচন করা হয় এবং ভিজিডি উপকারভোগীকে মাসে ৩০কেজি গম/চাল এবং ৩টি পার্বত্য জেলার ২৫টি উপজেলায় মাথাপিছু ৩০ কেজি করে আতপ চাল বিতরণ করা হয়।

(৭) নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল হতে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২,৯৯১ জন নির্যাতিত দুঃস্থ মহিলা ও শিশুকে ১.০২৪৫ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

(৮) ৩,১০৪টি মহিলা সমিতির মাঝে ৬.৭৫০০ কোটি টাকা সাধারণ অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়।

(৯) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনকৃত মহিলা সমিতির দুঃস্থ, অসহায় ও প্রশিক্ষিত নারীদের আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সহায়তার উদ্দেশ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১,৩০৬টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়।

(১০) সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীর অংশীদারিত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২৫টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করা হয়।

(১১) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির নিজস্ব ওয়েবসাইট আপডেট করে যুগোপযোগী করা হয়। এছাড়া, বেগম রোকেয়া ডকুমেন্টেশন সেন্টারে বইপত্রের অটোমেশন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

(১২) নারীর দক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গাজীপুরে জিরানীতে অবস্থিত শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব প্রশিক্ষণ একাডেমিতে দেশের দূর দূরান্ত থেকে আগত ১৮-৩৫ বৎসর বয়সী ৮১৬ জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের মাসিক ৩০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানসহ আধুনিক গার্মেন্টস, বিউটিফিকেশন, মোবাইল সার্ভিসিং, টেইলারিং,

ব্লক বাটিক ও বেসিক কম্পিউটার বিষয়ে ৬মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ ব□সরে ৮১৬ জন প্রশিক্ষণার্থী সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করে।

(১৩) গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক ৬৪ জেলায় ১৫০জন করে ৯,৬০০ জন এবং ১৩৬টি উপজেলায় ৩০ জন করে ৪,০৮০ জনসহ মোট ১২,৮০০ জন দুঃস্থ, দরিদ্র ও স্বল্প শিক্ষিত মহিলাকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে । ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার জিরাবো, নরসিংহপুরে মহিলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৭৬ জন হতদরিদ্র নারীদের মাশরুম চাষ, রন্ধন প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ময়মনসিংহ বেগম রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১৮৫জন মহিলাকে আধুনিক পদ্ধতিতে তিন মাস মেয়াদি হাউজ কিপিং এন্ড কেয়ার গিভিং এবং বিউটিফিকেশন কোর্সে তাত্ত্বিক ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

(১৪) জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমি কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২৭২ জন মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্লক বাটিক এন্ড টাইডাই, দর্জি বিজ্ঞান ও এমব্রয়ডারি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(১৫) দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিপণন এবং বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত বিপণন কেন্দ্র 'জয়িতা'-এর মত একটি নারী উদ্যোক্তাবান্ধব প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়।

(১৬) ১৭-১৯ জুন ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত দশম কমনওয়েলথ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রীদের সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

(১৭) নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে চিকিৎসা সেবা, পুলিশি সহায়তা এবং আশ্রয় ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে অবস্থিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি) স্থাপন করা হয়। পর্যায়ক্রমে জেলা পর্যায়ে ৪০টি এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০টি ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেল স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(১৮) নির্যাতনের শিকার নারীদের দ্রুত ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরি এবং দেশব্যাপী নির্যাতিতাদের সহায়তা করার জন্য সাতটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(১৯) নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে নির্যাতিত নারীদের সহায়তা প্রদানের জন্য ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি সেল্টার হোমের মাধ্যমে নির্যাতিত নারী ও তাদের সন্তানদের আশ্রয়, আইনি সহায়তা, খাদ্য সহায়তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৬মাস থেকে ১বৎসর পর্যন্ত সেল্টার হোমে রেখে সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া, প্রমোশন অব জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি এন্ড ওমেন এম্পাওয়ারমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে ৯টি সেল্টার হোমের প্রতিটিতে ২৫ জন নারী ও তাদের ২জন সন্তানকে একই সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

(২০) নির্যাতিত নারীদের আইনগত পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে ৬টি সহায়তা কেন্দ্রে সকল শ্রেণির নির্যাতিত মহিলাদের অভিযোগ গ্রহণ, পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন, সন্তানদের ভরণ পোষণ, দেনমোহর ও খোরপোষ আদায়সহ সব ধরণের আইনগত পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

(২১) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টার স্থাপন করা হয়। হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯২১ নম্বরে ফোন করলে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু এবং তাদের পরিবার প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ নিতে পারবে।

(২২) শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্যর জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'UN Milliennium Award, 2010' প্রদান করা হয়। UNICEF-এর সহায়তায় (CRC) Convention on the Rights of the Child-এর ৫ম পিরিয়ডিক রিপোর্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(২৩) শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপত্তা, বিনোদনসহ সার্বিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'জাতীয় শিশু নীতি, ২০১১' প্রণয়ন করা হয়। শিশুর প্রতি সকল বৈষম্য ও নির্যাতন দূরীকরণের মাধ্যমে শিশুর সার্বিক সুরক্ষা ও স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য এ নীতিতে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা দেওয়া আছে।

(২৪) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'Empowerment and Protection of Children (EPC)' শীর্ষক প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর অর্থায়নে মহিলা ও শিশুদের কল্যাণে ৫ বৎসর মেয়াদি (২০১২-২০১৭)

‘Enabling Environment for Child Rights (EECR)’ নামক ৩১৮.৪০২২ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৯টি নির্বাচিত জেলায় ২,৯৩০টি কিশোর-কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে ১০-১৯ বৎসর বয়সী ২৭,৯০০ জন কিশোর-কিশোরীকে জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি ৯২,৩৪০ জন বাবা-মাকে বাবা সভা ও মা সভার মাধ্যমে সচেতন করা হয়। দেশের ৬৪টি জেলায় ৩৭৭ জন কর্মকর্তাকে জীবন দক্ষতা বিষয়ক Training of Trainer (ToT) প্রদান করা হয়।

(২৫) EPC প্রকল্পের আওতায় মোট ২৩টি স্থায়ী শিশু-বান্ধব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। EECR প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৭ মেয়াদে United National Development Assistant Fund (UNDAF) নির্বাচিত ২০টি জেলায় মোট ২,০০০টি (১৮০০টি অস্থায়ী ও ২০০ টি স্থায়ী) শিশু-বান্ধব কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

(২৬) EPC প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও কক্সবাজার জেলায় মোট ৭৩৫ জন শিশুর মধ্যে ১,৯৮,৪৫০০০ টাকা ক্রস চেকের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়। EECR প্রকল্পের আওতায় সারা দেশে UNDAF নির্বাচিত ২০ টি জেলায় ৫০,০০০ শিশুর মধ্যে ২,০০০ টাকা হিসেবে ১৮ মাসব্যাপী ১৮০ কোটি টাকা ক্যাশ ট্রান্সফার কার্যক্রম গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে ৩,৮৬৯ জন এতিম, দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের মধ্যে ৪ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৮ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।

(২৭) সারা দেশে UNDAF নির্বাচিত ২০টি জেলায় ৩,০০০ কিশোর-কিশোরীর (বয়স ১৪-১৮) মধ্যে প্রত্যেকে এককালীন ১৫,০০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ১,১০০ জনের মধ্যে ক্রস চেকের মাধ্যমে বৃত্তি প্রদান করা হয়। আগামী ২০১৭ সালের মধ্যে ১৫,০০০ শিশুর মধ্যে স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে।

(২৮) বাল্য বিবাহ, শিশু শ্রম ও শারীরিক শাস্তি বন্ধে UNDAF নির্বাচিত ২০টি জেলার মধ্যে নির্বাচিত ৭টি জেলায় ও ২১টি উপজেলায় Social Norm Change বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ২০১৭ সাল নাগাদ ২০টি জেলার ৬০টি উপজেলায় এ কার্যক্রম বিস্তৃত হবে।

(২৯) বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ১২১ জন এসিড আক্রান্তদের সহায়তা প্রদান করা হয় ।

(৩০) ‘শিশু উন্নয়ন কর্মসূচি’-এর আওতায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক দরিদ্র শিশুদের কল্যাণে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের দুইটি কেন্দ্রসহ সারাদেশে ৬৪টি জেলায় (প্রতিটি জেলায় দুইটি কেন্দ্র) এবং ছয়টি বিভাগের ছয়টি উপজেলায় (প্রতিটি উপজেলায় দুইটি কেন্দ্র) শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুদেরকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়।

(৩১) গর্ভ থেকে পাঁচ বৎসর বয়সী শিশুদের কল্যাণে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক পরিচালিত ‘শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা’ (ইএলসিডি) প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ১৫টি জেলায় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা সিটি করপোরেশনের মোট ৫,৩৮৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু বিকাশ ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমসহ শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(৩২) সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সহজভাবে শেখার সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং শিশুদের শিক্ষার চাহিদা মেটানোর জন্য দেশের ৬৪টি জেলা ও ৬টি উপজেলায় সিসিমপুর আউটরীচ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় তিন থেকে ছয় বৎসর বয়সী শিশুর উপযোগী মানসম্মত শিখন কার্যক্রমের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শিশুকে সুবিধা প্রদান, স্বাক্ষরতা, সংখ্যার ধারণা, বুদ্ধিভিত্তিক চিন্তা এবং মনো-সামাজিক বিষয়ের ধারণা সঠিকভাবে শিশুদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কার্যক্রম শুরু করা হয়।

(৩৩) ৬টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা পর্যায়ের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে ভবন নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১০-২০১৩ মেয়াদে ৬৩.৯০৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি জেলা যথা: নরসিংদী, পটুয়াখালী, গোপালগঞ্জ, খাগড়াছড়ি, ঝিনাইদহ ও ফরিদপুরে জেলা শাখা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প গৃহীত হয়।

(৩৪) বর্তমান সরকার দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগে মেয়ে শিশুদের জন্য আজিমপুর কেন্দ্র এবং ছেলে শিশুদের জন্য কেরানীগঞ্জ ও গাজীপুরে (টঙ্গী) ১টি করে কেন্দ্রসহ মোট ৩টি এবং রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে ১টি করে মোট ৩টি সর্বমোট ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে।

৩৮। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য ভারতের মান্যবর রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জীকে ‘বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা’ (Bangladesh Freedom Honour) প্রদান করা হয় ।

(২) বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য ০৫ পর্বে ২৯১ ব্যক্তি/সংগঠনকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' (Bangladesh Liberation War Honour) এবং 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' (Friends of Liberation War Honour) প্রদান করা হয় ।

(৩) মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীগণের চাকরি হতে অবসর গ্রহণের বয়স ০২ বৎসর বৃদ্ধি করার জন্য ৫২১টি পত্রের মাধ্যমে ৯৪৯ জনের কাগজপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক ৩৭১ জনকে প্রত্যয়ন করা হয়।

(৪) মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/পুত্র কন্যার পুত্র-কন্যা কোটায় নিয়োগ ও ভর্তির জন্য ৫১৬টি পত্রের মাধ্যমে ৭,৫৯৬ জনের সনদপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক ৭,০৮৯ জনকে প্রত্যয়ন করা হয়।

(৫) ৮,৯৯৩ জনকে মুক্তিযোদ্ধা সাময়িক সনদপত্র প্রদান করা হয় এবং মাসিক ২০০০ টাকা হারে ১.৫০ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানীভাতা প্রদান করা হয়।

(৬) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, মহান বিজয় দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস এবং ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস জাতীয় ভাবে উদ্‌যাপনের জন্য সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করা হয়।

৩৯। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

(১) ১১—১৪ জুলাই, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ক্যারাম দল ০২টি রৌপ্য ও ০২টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে ৩য় স্থান অধিকার করে।

(২) ১১ আগস্ট, ২০১২ তারিখে অষ্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে শ্রীলংকার বিপক্ষে বাংলাদেশ অনুর্ধ্ব-১৯ দল ২৫ রানে জয় লাভ করে।

(৩) ১৭-৩১ আগস্ট, ২০১২ তারিখে পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড তায়কোয়ানডো হ্যানম্যাডার প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের জনাব মোঃ ইমতিয়াজ ইবনে আলী ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন।

(৪) ১৮-২১ জুলাই, ২০১২ তারিখে আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচের ০৩ ম্যাচের সিরিজে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল আয়ারল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াস করে বিশ্ব র‍্যাংকিং- এ ৪র্থ স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে। ২৫ জুলাই ২০১২ তারিখে ১ম টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল নেদারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটে জয় লাভ করে।

(৫) ৩০ আগস্ট, ২০১২ তারিখে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি চ্যাম্পিয়নশীপ লীগের ১ম ম্যাচে হংকংকে ০৬-০১ গোলে হারিয়ে বাংলাদেশ হকি দল জয় লাভ করে।

(৬) ৩১ আগস্ট, ২০১২ তারিখে সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হকি চ্যাম্পিয়নশীপ লীগে ২য় ম্যাচে বাংলাদেশ হকি দল জয় লাভ করে।

(৭) ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে মালয়েশিয়ার সেলাঙ্করে গলফ মাস্টার্সে বাংলাদেশ গলফ খেলোয়াড় সিদ্দিকুর রহমান তৃতীয় স্থান লাভ করেন।

(৮) ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে শ্রীলংকার কলোম্বতে অনুষ্ঠিত সাফ মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টে ভুটানকে ০১ গোলে পরাজিত করে বাংলাদেশ মহিলা ফুটবল দল জয় লাভ করে।

(৯) ২৯ জানুয়ারি হতে ০৫ ফেব্রুয়ারি - ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার পিয়াংচ্যাং-এ অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিক ওয়ার্ল্ড উইন্টার গেমস ফ্লোর হকি খেলায় বাংলাদেশ বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ক্রীড়া দল ২-০ গোলে কানাডাকে হারিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

(১০) ১৭-২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৩য় ফজিলাতুন্নেছা মার্শাল আর্ট প্রতিযোগিতায় ১১টি স্বর্ণ, ২৮টি রৌপ্য ও চারটি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে বাংলাদেশ ২য় স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে।

(১১) ২৭-২৯ মে, ২০১৩ পর্যন্ত নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত নেপাল ওপেন চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ কারাতে দল ০১টি স্বর্ণ, ০৭টি রৌপ্য ও ০৪টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ করে।

(১২) ০৭-১০ মে, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত বিটিসিএল আন্তর্জাতিক গলফ খেলায় সিদ্দিকুর রহমান চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

(১৩) ০৬-১০ ডিসেম্বর, ২০১২ তারিখ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক জুডো প্রতিযোগিতা ও কর্মশালা বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

(১৪) ১১-২২ জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত সাউথ এশিয়ান আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল টূর্ণামেন্ট বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় ।

(১৫) ২১-২৫মে, ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত AFC Women's Asian Cup-2014 (Qualifier's) ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ।

৪০। রেলপথ মন্ত্রণালয়

(১) পরিবেশ বান্ধব, সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও আরামদায়ক স্থলপরিবহন মাধ্যম হিসেবে রেলওয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সরকার কর্তৃক ০৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে পৃথক রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠনের পর রেলওয়ের উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। গত অর্থ-বৎসরের চেয়ে এ অর্থ-বৎসরের অনুন্নয়ন বাজেটে ৮০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন বাজেটে ৭৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(২) ভবিষ্যতে রেলওয়েকে একটি শক্তিশালী ও আধুনিক গণপরিবহন মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক বিভিন্ন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সরকারের সকল অনুমোদিত পরিকল্পনা প্রতিফলিত করে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০ বৎসর মেয়াদি মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হয়। এ মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়িত হলে রেলওয়ের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর নিরাপদ, পরিবেশ বান্ধব এবং সাশ্রয়ী পরিবহন ব্যবস্থা চালুসহ রেলওয়ের সেবার মান ও আয় বৃদ্ধি পাবে এবং রেলওয়ে একটি লাভজনক, গণমুখী, নিরাপদ ও সাশ্রয়ী গণপরিবহণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

(৩) অনুমোদিত মাস্টার প্ল্যানের আওতায় পর্যায়ক্রমে সমগ্র নেটওয়ার্কে ব্রডগেজ স্টান্ডার্ড রেলপথ স্থাপন এবং গুরুত্বপূর্ণ সকল রুটে ডাবল লাইন নির্মাণের মাধ্যমে লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

(৪) ০৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে ভারতের মান্যবর রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যৌথভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় আমদানি করা ব্রডগেজ লোকমোটিভ ও ট্যাঙ্ক ওয়াগন সমন্বয়ে একটি ট্রেনের উদ্বোধন করেন।

(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা রুটে ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডেমু) কমিউটার ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন।

(৬) এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অন্যান্য রুটে ট্রেন প্রবর্তন, ট্রেনের রুট বর্ধিতকরণ এবং নতুন রেলওয়ে সেকশন চালু করা হয়। ০৬ জুলাই ২০১২ তারিখে ময়মনসিংহ-বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব সেকশনে একজোড়া নতুন ট্রেন 'ধলেশ্বরী এক্সপ্রেস' চালু করা হয়। ০৩ অক্টোবর ২০১২ তারিখে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ-রাজশাহী রুটে 'রাজশাহী কমিউটার' ট্রেন চালু করা হয়েছে। ২৫ মে ২০১৩ তারিখে চট্টগ্রাম-লাকসাম সেকশনে ডেমু দিয়ে একজোড়া নতুন ট্রেন 'লাকসাম কমিউটার' চালু করা হয়। ২৫ মে ২০১৩ তারিখে ডেমু দিয়ে চট্রগ্রাম-সল্টগোলা-চট্রগ্রাম-জানালীহাট-চট্রগ্রাম রুটে একজোড়া নতুন ট্রেন 'চট্টগ্রাম সার্কুলার ট্রেন' চালু করা হয়। ২৭ জুন ২০১৩ তারিখে ঈশ্বরদী-সিরাজগঞ্জ বাজার-জামতৈল-ঢাকা-ঈশ্বরদী রুটে একজোড়া নতুন আন্তঃনগর ট্রেন 'সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস' চালু করা হয়।

(৭) জামালপুর জেলার তারাকান্দি হতে বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব পর্যন্ত নবনির্মিত ৩৫ কিলোমিটার রেলপথ ট্রেন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। এছাড়া ১০.৫ কিলোমিটার রেলপথ পুনঃনির্মাণ, ২৪৪.৯ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্বাসন এবং ৭০ কিলোমিটার মিটারগেজ রেলপথকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন হয়। ফলে এ সেকশনসমূহে পূর্ণগতিতে ট্রেন চলাচল করতে পারায় ট্রেনের ভ্রমণ সময় হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া ১০৪টি বিদ্যমান সেতু পুনঃনির্মাণ, ১৫টি নতুন সেতু নির্মাণ এবং ২৫টি বিদ্যমান সেতু পুনর্বাসন/মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়। ১২৯টি সেতুতে গতি নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ফলে ট্রেনের ভ্রমণ সময় হ্রাস পেয়েছে।

(৮) নতুন ১০টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভ, ১৬৫টি ব্রডগেজ ট্যাংক ওয়াগন, ৬টি ব্রডগেজ ব্রেক ভ্যান এবং ১৪টি মিটারগেজ ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) ট্রেন সংগৃহীত হয়।

(৯) ৩৫টি মিটারগেজ এবং ২৩টি ব্রডগেজ যাত্রিবাহী গাড়ি পুনর্বাসন ও মেরামত কাজ সম্পন্ন হয়। এর ফলে আরও অধিক সংখ্যক যাত্রী পরিবহন করা সম্ভব হচ্ছে। ১৫টি স্টেশনে কালার লাইট সিগন্যালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।

(১০) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়ার কাছাকাছি পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। কাশিয়ানী থেকে গোপালগঞ্জ হয়ে টুঙ্গিপাড়া পর্যন্ত ৪২ কিলোমেটার নতুন রেলপথের সমীক্ষা ও বিস্তারিত ডিজাইনের জন্য নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত রিপোর্টের আলোকে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।

(১১) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি)-এর আওতায় (১) বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে পৃথক রেলসেতু নির্মাণ, (২) বাহাদুরাবাদ-ফুলছড়িঘাটের মধ্যে রেলসেতু নির্মাণ, (৩) ধীরাশ্রমে আইসিডি নির্মাণ, (৪) ঢাকায় মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং ইনিস্টিটিউট নির্মাণ ও বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ, (৫) খুলনায় নতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নির্মাণ, (১২) চট্টগ্রামে মেডিকেল কলেজ নির্মাণ ও বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ, (৭) সৈয়দপুরে মেডিকেল কলেজ নির্মাণ ও বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ, এবং (৮) পাকশীতে মেডিকেল কলেজ নির্মাণ ও বিদ্যমান রেলওয়ে হাসপাতাল আধুনিকীকরণ -এই ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির অনুমোদন পাওয়া যায়।

(১৩) ঢাকা থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত বিদ্যমান সেকশনের লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন এবং ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন নির্মাণের দরপত্র চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন এবং ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন নির্মিত হলে অধিকসংখ্যক ট্রেন চালু করা যাবে। এতে ঢাকা শহরের যানজট বহুলাংশে কমবে এবং যাত্রীগণ রেলওয়ের সুবিধা ভোগ করবে।

(১৪) দর্শনা হতে সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত বিভিন্ন সেকশনের লুপ লাইন বর্ধিতকরণ এবং সিগন্যালিং ব্যবস্থা আধুনিকায়নের প্রকল্প অনুমোদিত হয়। তাছাড়া ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ ডাবল লাইন, কর্ণফুলী নদীর উপরে দ্বিতীয় রেল-কাম রোড সেতু, ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ওয়ার্কশপ, ঢাকা ও চট্টগ্রামের দু'টি ডিইএমইউ ইন্সপেকশন সেড নির্মাণ, বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে একটি আধুনিক ট্র্যাক মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ শপ নির্মাণ এবং পূর্বাঞ্চলের সেতু ওয়ার্কশপটি একটি আধুনিক ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ শপে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(১৫) দোহাজারী-কক্সবাজার রেললাইন ও পদ্মা সংযোগ রেললাইন নির্মাণসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের ৭টি প্রকল্পে একটি টিএ প্রকল্পের আওতায় ৩টি প্রকল্পের সমীক্ষা, বিশদ ডিজাইন ও টেন্ডারিং সেবা এবং ৪টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে।এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এডিবি কো-ফাইন্যান্সিংসহ ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করার আশ্বাস প্রদান করেছে।

(১৬) সরকার অবহেলিত রেলওয়েকে পুনরুজ্জীবিত করে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভারত, নেপাল ও ভুটানের সাথে রেলযোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়।

(১৭) জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ সময় পর্যন্ত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন, রোলিং স্টক সংগ্রহ ও ট্রেন পরিচালনা খাতে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পাদিত হয়। লাকসাম-ফেনী সেকশনে ১১ কিলোমিটার রেললাইন নতুন নির্মাণ করা হয়। এছাড়া, ফতেয়াবাদ-নাজিরহাট সেকশনে ৯ কিলোমিটার এবং সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশনে ১৪ কিলোমিটারসহ মোট ২৩ কিলোমিটার রেললাইন উন্নয়ন/পূনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ করা হয়। ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে ২য় ভৈরব সেতুর Contract Signing সম্পন্ন হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক খুব শীঘ্রই মূল সেতু নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনপূর্বক বাস্তব কাজ শুরু করা হবে।

(১৮) বাংলাদেশ রেলওয়ের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে লোকোমোটিভ, কোচ ও ওয়াগন সংগ্রহ এবং পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলমান আছে। ৪৮টি ক্যারেজ পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন হয়। ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় ৮১টি এমজি ট্যাংক ওয়াগন এবং ৩টি ব্রেক ভ্যান ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় রেলপথ মন্ত্রী এ ট্যাংক ওয়াগন এবং সম্প্রতি সংগৃহীত এমজি লোকোমোটিভ দ্বারা গঠিত একটি তেলবাহী ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন। উল্লেখ্য যে, ট্যাংক ওয়াগনগুলো দ্বারা বিমানের জ্বালানি পরিবহনসহ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ০৮টি এমজি লোকোমোটিভ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ মাসে পাওয়া যায় এবং ৬ সেট ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট জুলাই মাসে পাওয়া যায়।

(১৯) অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়াও জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ সময়ে নয়টি রুটে নতুন ২০টি ট্রেনের সার্ভিস চালু করা হয় এবং রাজশাহী-ঢাকা রুটে দু'টি ট্রেন সার্ভিস বর্ধিত করা হয়।

৪১। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

(১) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে একটি আইসিটি সেল প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এ বিভাগের ওয়েবসাইট (www.legislativediv.gov.bd) চালু করা হয়। ওয়েবসাইটটি বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় ব্রাউজ করা যায় । এছাড়া, এ বিভাগের কর্মকর্তাদের কম্পিউটারে Local Area Network (LAN)-এর মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়।

(২) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ওয়েবসাইটে 'ল'জ অব বাংলাদেশ'' (http:// bdlaws.minlaw.gov.bd/) শিরোনামে একটি লিংক দেওয়া হয় যার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে বাংলাদেশে প্রচলিত যে কোনো আইনের সর্বশেষ অবস্থা জানা সম্ভব হচ্ছে, যা অতীতে সম্ভব ছিল না। এছাড়া 'ল'জ অব বাংলাদেশ'-এর পিডিএফ ফরম্যাট বাংলাদেশ কোডে সংরক্ষণ করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত আইনের সংখ্যা ৪৫টি।

(৩) ২০০৯ সালের জুলাই মাসে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন প্রণীত হয় এবং মানবাধিকার কমিশন সংক্রান্ত জাতিসংঘ স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড 'প্যারিস প্রিন্সিপল'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০১০ সালে পুনর্গঠিত হয়। এরপর থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯-এর বিধান অনুযায়ী জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন এ পর্যন্ত ৯১২টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করেছে। মানবাধিকার বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কমিশন বছরব্যাপী বিভিন্ন ওয়ার্কশপ এবং সেমিনার আয়োজন করে থাকে।

(৪) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক আইনের খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং-এর সংখ্যা ৫৩টি, অধ্যাদেশের খসড়া প্রণয়ন ও জারির সংখ্যা ১১টি, বিধিমালা ও প্রজ্ঞাপণের খসড়া প্রণয়ন, ভেটিং এবং এস,আর,ও আকারে জারির সংখ্যা ৪৭৮টি, অনুবাদকৃত আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালার সংখ্যা ৫৫টি, বিভিন্ন আইন ও অধ্যাদেশ মুদ্রণ ও প্রকাশনা ৫৪২টি, চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও ভেটিং-এর সংখ্যা ১৭৯টি।

(৫) বাংলাদেশে প্রচলিত ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ সাধারণ মানুষের নিকট সহজবোধ্য নয়। সরকারের উদার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষত ব্যবসায় ও অর্থনৈতিক আইনের ইংরেজি অনুবাদ অত্যন্ত প্রয়োজন। বিশ্বায়নের এ যুগে অনুবাদের গুরুত্ব অপরিহার্য। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে প্রচলিত আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধিমালা, প্রবিধানমালা, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চুক্তি, সমঝোতা ইত্যাদি, ক্ষেত্রমতে, বাংলা বা ইংরেজিতে অনুবাদের কাজ এ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হচ্ছে এবং প্রতিবেদনাধীন সময়ে এ বিভাগের অনুবাদ শাখা কর্তৃক অনূদিত আইন, অধ্যাদেশ ও বিধিমালার সংখ্যা ৪৫টি।

(৬) সাম্প্রতিক কালে আইন কমিশন বহুল আলোচিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রচলিত আইনের সংস্কার সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারকে দিয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩-এর সংশোধনী, আইন শিক্ষার উপর মতামত, অর্থ ঋণ আদালত (সংশোধন) আইন, কাষ্টমস ও আয়কর আইনে ADR-এর অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ক খসড়া আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর সংশোধনী, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের সংশোধন সংক্রান্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি।

(৭) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক 'পলিসি এডভোকেসী এন্ড লেজিসলেটিভ রিফর্ম' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। শিশু সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনসমূহ যুগোপযোগী করা এবং শিশুবান্ধব প্রক্রিয়ায় শিশুর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বিদ্যমান কিশোর বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও শক্তিশালী করাই হচ্ছে এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ প্রকল্পের আওতায় অধিকতর কার্যকরী শিশু অধিকারভিত্তিক নীতি ও আইন-কানুন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

(৮) মানবাধিকার রক্ষা এবং আইনগত সুবিধা লাভের অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'প্রমোটিং একসেস টু জাসটিস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয় । প্রকল্পের আওতায় তথ্য প্রযুক্তি, বাণিজ্যিক ও ভৌগোলিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত এমন ২২টি আইন বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ইতোমধ্যে ২০টি আইন বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। পাশাপাশি সকলের জন্য আইনের সহজ অভিগম্যতা

নিশ্চিতকরণের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কোড হালনাগাদকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(৯) বর্তমান সরকার দারিদ্র্য নিরসন ও নারী ও শিশুদের অবস্থার উন্নয়নে বদ্ধ পরিকর। এরই ধারাবাহিকতায় লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ বিভিন্ন বিষয়ে আইনগত পরামর্শ প্রদান, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আইনগত পরামর্শ নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন না করলেও আইনের সহায়তার প্রভাব এ কাজে সহায়ক হয়। মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ দারিদ্র্য নিরসন, নারীদের অধিকার সমন্বিতকরণ এবং নারী ও শিশুদের অবস্থার উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। এছাড়া, নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ হ্রাস, সম-অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর মানবাধিকার সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের মহিলা সদস্যগণকে CEDAW বাস্তবায়নে সচেতন করে তোলা এবং নারী নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক আচরণ রোধে দেশে সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থায় CEDAW কনভেনশন বাস্তবায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সিডো ফর রিডিউসিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।

৪২। শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) সারাদেশে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ০৩ কোটি ৬৮ লক্ষের অধিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ২৬ কোটি ১৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬০৬টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। সেইসাথে প্রতিবছর ১লা জানুয়ারি ‘পাঠ্যপুস্তক উৎসব দিবস” পালন করা হচ্ছে।

(২) ২০১২ সালে জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। জেএসসি পরীক্ষায় ১৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৭২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয় এবং পাশের হার ৮৬.১১ শতাংশ। জেডিসি পরীক্ষায় ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয় এবং পাশের হার ৯০.৮৭ শতাংশ। ২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯০২ জন ছাত্র এবং ৫ লক্ষ ২ হাজার ৪১১ জন ছাত্রী সর্বমোট ৯ লক্ষ ৯২ হাজার ৩১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং পাশের হার ৮৯.৭২ শতাংশ। দাখিল পরীক্ষায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৪০ জন ছাত্র ও ১ লক্ষ ৯ হাজার ৪৬০ জন ছাত্রী সর্বমোট ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে, পাশের হার ৮৯.১৩%। কারিগরি পরীক্ষায় ৮৮ হাজার ৩৬০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং পাশের হার ৮১.১৩ শতাংশ। ২০১৩ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ৮১৪৪৬৯ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। পাসের হার ৭১.১৩ শতাংশ । ২০১৩ সালে আলীম পরীক্ষায় ৮৭৪৭৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং পাসের হার ৯১.৪৬ শতাংশ । ২০১৩ সালের এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ৯৫৯৮৪ জন অংশগ্রহণ করে এবং পাসের হার ৮৫.০৩ শতাংশ। শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতায় ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জিত হয়েছে।

(৩) ঢাকাসহ দেশের সরকারি/বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে লটারির মাধ্যমে ভর্তি সম্পন্ন করা হয়।

(৪) ১৬ ডিসেম্বর, ২০১২ মহান বিজয় দিবস ও ২৬মার্চ, ২০১৩ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও শহীদ দিবস এবং বাংলা নববর্ষ ১৪২০ উদ্‌যাপন করা হয়।

(৫) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৩তম জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস ২০১৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৩৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়।

(৬) বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক একটি Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।

(৭) ৩১তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে নবনিয়োগ প্রাপ্ত ৪৫০ জন শিক্ষককে বিভিন্ন সরকারি কলেজে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

(৮) স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে Çপ্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট” নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয় এবং এ ট্রাস্ট ফান্ডে সরকার ১,০০০ কোটি টাকা সীড মানি প্রদান করে। ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য এ ফান্ড হতে ১,৩৩,৭২৬ জন ছাত্রীকে মোট ৭৫.১৫ কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩০ জুন, ২০১৩ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের সরাসরি উপবৃত্তি প্রদান করেন।

(৯) বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন পর্যায়ের ১,৬৩২ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ২০১৩ সালে ১,২৫৭ জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়।

(১০) সারাদেশে "আইসিটি ফর এডুকেশন ইন সেকেন্ডারি এন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল" প্রকল্পের মাধ্যমে ২০,৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১৮,০০০টি ল্যাপটপ, স্পিকার, ইন্টারনেট মডেম ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়।

(১১) ১৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে, ৫টি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে, একটি মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এবং নেকটারে প্রায় ৪০০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে একটি resource pool তৈরি করা হয়। উক্ত resource pool দ্বারা প্রায় ১৮,২৭০ জন মাধ্যমিক শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, এটুআই প্রোগ্রাম এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ডিজিটাল কনটেন্ট বিষয়ে ১,৫০০ জন শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং শিক্ষা কর্মকর্তাকে orientation প্রদান করা হয়।

(১২) মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্তরে আইসিটির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং আইসিটির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সারাদেশে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে ৩,১৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, ৩১০টি মডেল স্কুল, ৭০টি স্নাতোকোত্তর কলেজ এবং ৩৫টি মডেল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

(১৩) ১৯৯৫ সালে প্রণীত কারিকুলামকে যুগোপযোগী করে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নতুন কারিকুলামে ১১১টি নতুন বই লেখা হয় এবং উক্ত নতুন বইসমূহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ সকল ধারার শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করা হয়।

(১৪) জাতীয় শিক্ষানীতির অনুসরণে ধর্ম এবং নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জন এবং শ্রমমূখী হওয়ার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে পূর্বের ধর্ম বইয়ের পরিবর্তে ২০১৩ সালে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বই প্রদান করা হয়।

(১৫) সারাদেশে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে মোট ৭১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়।

(১৬) 'Establishment of Upazila ICT Training and Resource for Education (UITRCE)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১২৮টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস স্থাপনের নিমিত্ত চারতলা ফাউন্ডেশনসহ দোতলা ভবন নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

(১৭) 'বাংলাদেশ কোরিয়া আইসিটি ট্রেনিং সেন্টার ফর এডুকেশন (BKITCE)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ব্যানবেইস অফিসে ৫টি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবে শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং দপ্তর/অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(১৮) শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্ত শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়।

(১৯) আধুনিক, দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার নিমিত্ত কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে ইতোমধ্যে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। 'Skills Development Project' ও 'Skill and Training Enhancement Project' শীর্ষক ০২টি প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ৩,৬০০ টেকনিক্যাল ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (TVET) শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩২,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৮০০.০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হয়। সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডাবল শিফট চালু করা হয়। তাছাড়া, উপজেলা পর্যায়ে ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এবং ২৩টি জেলায় ও ৩টি বিভাগীয় শহরে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়।

(২০) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনন্যসাধারণ মেধা অন্বেষণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ০৩টি পর্যায়ে ০৪টি বিষয়ে মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা শুরু করা হয়। এ প্রতিযোগিতায় প্রায় ৭,০০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় ১২ জন সেরা মেধাবী নির্বাচন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেরা মেধাবীদেরকে পুরস্কার প্রদান করে।

(২১) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাংলাদেশের সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা, অবস্থা ও ভাষা

বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য ৩৮৯.৪৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বাংলাদেশের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' (Ethno-Linguistic Survey of Bangladesh) শীর্ষক একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

(২২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নে ৩,০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১,০০০টি মাদ্রাসা এবং ১,৫০০টি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ করা হয়। এছাড়া শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে ৩১০টি মডেল স্কুল, ৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে।

(২৩) ১০০ মাদ্রাসায় ভোকেশনাল কোর্স, ৩১টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স ও ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়।

(২৪) শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে প্রায় ৯,১৫,৭৭৮ জন শিক্ষককে কম্পিউটার, ইংরেজি, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ; সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরি বিষয়ে ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ৪,৫৩,৮৬৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ; প্রায় ১৮,২৭০ জন শিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি ও মাল্টিমিডিয়ায় ক্লাস পরিচালনার বিষয়ে প্রশিক্ষণ; 'টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন' (টিকিউআই) প্রকল্পের আওতায় ১,৯৮,০০০ জন শ্রেণি শিক্ষক, ১৬,৫০০ জন প্রধান শিক্ষক, ৪৫,০০০ জন স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং ১,১০০ জন শিক্ষা কর্মকর্তা এবং 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কারিক্যুলাম ডেসিমিনেশনে ৪,০৯,০৩০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) অধ্যক্ষ, অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকগণের জন্য ২টি নতুন অ্যাডভান্সড কোর্স অন এডুকেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এসইএমএস) কোর্স চালু করা হয়।

(২৫) জুলাই ২০১২ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ৬৫টি কলেজের পাঠদানের অনুমতি, ১৯টি কলেজের একাডেমি স্বীকৃতি প্রদান এবং ২৮৫টি বিষয়ে বিষয় খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়।

(২৬) জুলাই ২০১২ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ৯টি বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণ করা হয়। তন্মধ্যে আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ এবং বঙ্গবন্ধু স্মৃতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হয়। উল্লেখ্য, আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজটি ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেন।

(২৭) বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করা হয় যা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(২৮) উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য Accreditation Council গঠনের কার্যক্রম শুরু করা হয় যা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে গবেষণা সহায়তা বাবদ ৪,৩৮,৭১,৫০০,০০ টাকা প্রদান করা হয়।

(২৯) বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পরীক্ষার আবেদন থেকে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত যাবতীয় কার্যক্রম বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অন-লাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।

(৩০) সরকারি/বেসরকারি স্কুল/স্কুল এন্ড কলেজে মাধ্যমিক, নিম্নমাধ্যমিক ও সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তি নীতিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। কোচিং বাণিজ্য বন্ধের নিমিত্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়।

(৩১) Bangladesh Civil Service Recruitment Rules, ১৯৮১ সংশোধন করা হয়। এতে ৫০ শতাংশের স্থলে ৮০ শতাংশ সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা পদে পদোন্নতির সুযোগ পাবেন।

(৩২) ১ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ভাতা ১০০ টাকা হতে ৫০০ টাকায় এবং চিকিৎসা ভাতা ১৫০ টাকা হতে ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। তাছাড়া, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাসিক ভাতা ৫০০ টাকা হতে ১,০০০ টাকায় উন্নীত করা হয়।

(৩৩) 'ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়।

(৩৪) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন 'সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (SESDP)'-এর আওতায় ২০টি ই-লার্নিং পাইলট বিদ্যালয়ের (রিফার্বিশমেন্ট ওয়ার্ক) কাজ; সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় ৬৬টি নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে সর্বমোট ৪৬টি বিদ্যালয়ের ১০০ শতাংশ কাজ; ২৫০টি ওভারক্রাউডেড বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণি কক্ষ

নির্মাণের লক্ষ্যে ২৪৯টির কাজ; ৩৫টি মডেল মাদ্রাসার মধ্যে ৩৩টির কাজ এবং অফিস রিহ্যবিলিটেশন: এনসিটিবি, বেডু-এর শতভাগ কাজ সমাপ্ত হয়।

(৩৫) 'শিক্ষা মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২২টি কলেজে উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ; ২টি কলেজে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং ১টি কলেজে একাডেমিক কাম এক্সামিনেশন হল নির্মাণ শেষে উদ্বোধন করা হয়।

(৩৬) 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ২,১৩৪ টি বিদ্যালয়ের মধ্যে মোট ,২০৫২টির নির্মাণ কাজ এবং ২,০০২টির আসবাবপত্র সরবরাহ সম্পন্ন হয়।

(৩৭) 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ৩,০০০টি বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের মধ্যে ১ম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য অনুমোদিত ১,৪০৯টির মধ্যে ১,৩৭৫টির দরপত্র আহ্বান করা হয়।

(৩৮) 'তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ১,৫০০টি কলেজের মধ্যে ১ম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য অনুমোদিত ৬২০টি কলেজের ভবন নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়। 'নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ১,০০০টি মাদ্রাসার মধ্যে জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১৩২টি মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

(৩৯) 'Enhancing the Learning Environment of Selected Madrasas in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সমগ্র দেশে ৯৫টি মাদ্রাসায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়।

(৪০) 'সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিলেট শহরে দুটি, বরিশাল শহরে দুটি এবং খুলনা শহরে তিনটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়।

(৪১) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন 'স্কিলস ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক প্রজেক্টের আওতায় ৭টি রিজিওনাল ডাইরেক্টরেট অফিসের নির্মাণ কাজ ও ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়াতে ১টি নতুন ল্যাব ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়।

(৪২) 'কারিগরি শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরি অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্কিল এন্ড ট্রেনিং ইনহ্যান্সমেন্ট প্রকল্প (STEP)'-এর মাধ্যমে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ৬৫০ জন শিক্ষককে বিজ্ঞান সংক্রান্ত ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। স্কিল ডেভলাপমেন্ট প্রকল্প (SDP)-এর মাধ্যমে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ২,১০০ জন শিক্ষককে মার্কেট রেসপনসিভ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। টেকনিক্যাল ভোকেশনাল এডুকেশন এন্ড ট্রেনিং (TVET) রিফর্ম ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের আওতায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের প্রায় ১০০ জন শিক্ষককে স্বল্পকালীন বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

(৪৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে অবকাঠামো খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৩৪৬.৯৮ কোটি টাকা। তন্মধ্যে প্রতিবেদনাধীন বৎসরে ব্যয়ের পরিমাণ ৩৪৬.৮১ কোটি টাকা যার বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ৯৯.৬৬ শতাংশ।

(৪৪) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট ১৮টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

(৪৫) ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক হল নির্মাণ এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)'র ৫৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৫৪৭.৮৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ব্যয় হয় ৩৮৭.৪৭ কোটি টাকা।

(৪৬) বর্তমান সরকার কর্তৃক গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; ঢাকায় ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া টেক্সটাইল কলেজকে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়। রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়।

(৪৭) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান্নোনয়নের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ও গবেষণার জন্য দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যে 'উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে (২৭টি সরকারি ও ০৩টি বেসরকারি) মোট ৩৭০.০ কোটি

টাকা ব্যয়ে ১৯৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়।

(৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,০০০ আসনবিশিষ্ট 'বিজয় ৭১' নামে ১১ তলাবিশিষ্ট ছাত্র হল ও ১১ তলাবিশিষ্ট কবি সুফিয়া কামাল ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়। এছাড়া ২০ তলাবিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু টাওয়ারের নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়।

(৪৯) ঢাকার ইডেন মহিলা কলেজে ২৮.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,০০০ আসনবিশিষ্ট একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয় যার নাম রাখা হয়েছে "শহীদ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রীনিবাস"। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে উক্ত ছাত্রীনিবাসের শুভ উদ্বোধন করেন। এ ছাড়া, ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে 'ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি মহাবিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় হাজারীবাগে শহীদ বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবন ও শিক্ষা কার্যক্রম মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উদ্বোধন করেন।

(৫০) বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১-এর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিক্ষা বোর্ডসমূহের সকল কার্যক্রম অনলাইনে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সম্প্রসারিত ই-সেবা কার্যক্রম মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ০৬ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে উদ্বোধন করেন। এ কার্যক্রমের আওতায় শিক্ষা বোর্ডসমূহের আওতাধীন ৩০,০০০-এর অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়। বোর্ডের ওয়েবসাইটের সাথে লিংক রেখে সকল ই-সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় কন্টেন্ট (যেমন: প্রতিষ্ঠানের তথ্য, ক্লাস রুটিন, ফলাফল, একাডেমিক ক্যালেন্ডার, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর হাজিরা, নোটিশ, নিউজ ইত্যাদি) আপলোড করতে পারবে। ফলে শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তদারকি করতে পারবে।

(৫১) অনলাইনের মাধ্যমে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন (e-SIF) ও বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার ফরম পূরণের (e-FF) কার্যক্রম সম্পাদন করা হচ্ছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই এ কাজ সম্পাদন করছেন।

(৫২) শিক্ষকগণ তাদের প্রোফাইল (যেমন: একাডেমিক, ব্যক্তিগত চাকরি সংক্রান্ত, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) অনলাইনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এন্ট্রি করতে পারছেন। এ তথ্যের মাধ্যমে অনলাইনে প্রধান পরীক্ষক, প্রশ্ন সেটার ও মডারেটর নিয়োগ করা সম্ভব হবে। এসএমএস ও ই-মেইলের মাধ্যমে শিক্ষক, পরীক্ষক, প্রধান পরীক্ষক, অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, কেন্দ্রীয় সচিব ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে।

(৫৩) শিক্ষা বোর্ডসমূহের বিভিন্ন কাজের জন্য (যেমন: পাঠদান, স্বীকৃতি, রেজিস্ট্রেশন, ফরম পূরণ, নাম সংশোধন, বয়স সংশোধন, ইংরেজি ভার্সন সনদ ইত্যাদি) শিক্ষা বোর্ডে না এসেই অনলাইনে আবেদন করা যাবে এবং ব্যাংক ড্রাফট (e-Draft)-এর মাধ্যমে জমা দেয়া সম্ভব হবে। ফলে শিক্ষা বোর্ডসমূহের কার্যক্রম সহজলভ্য ও স্বল্প সময়ে সম্পাদন করা সম্ভব হবে এবং আর্থিক সাশ্রয়ও হবে।

৪৩। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

(১) শ্রমজীবী মানুষের আইনানুগ অধিকার বাস্তবায়ন, কমপ্লায়েন্স ও পারস্পরিক সম্পর্কের আইনগতভিত্তি সুদৃঢ় করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য ও প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬'-এর সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগী করা। এ সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ, শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সংশোধনী আনা হয়।

(২) মহান মুক্তিযুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের গৌরবময় ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদানসহ সংবিধানের অঙ্গীকার অনুযায়ী শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করা, শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদন্ড মেনে চলার অঙ্গীকারসহ বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়।

(৩) উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণের চাকরির শর্ত নির্ধারণ ও কল্যাণার্থে সরকার জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন, ২০১০ গঠন করে। উক্ত কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকরির শর্তাবলি) আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। যার ফলশ্রুতিতে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প কারখানাসমূহের শ্রমিকদের জন্য নতুনভাবে ঘোষিত জাতীয় মজুরি স্কেল বাস্তবায়ন করা হয়।

(৪) দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের কল্যাণার্থে 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬' প্রদান করা হয়। আইনের কতিপয় বিধানের অস্পষ্টতা ও বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা না থাকায় কল্যাণধর্মী আইনটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছিল না বিধায় ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩' প্রণীত হয়। সংশোধিত আইনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

(৫) আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ খাতসহ সকল ধরনের শ্রম থেকে শিশুদেরকে মুক্ত করে তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। এ নীতিমালার আলোকে 'শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা' অনুমোদন করে বাস্তবায়নের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

(৬) শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ৩৮টি কাজের তালিকা অনুমোদন এবং গেজেট প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া 'শিশুশ্রম তথ্য সহায়িকা'-এর পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়।

(৭) দেশের গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে ১০ জন মাননীয় মন্ত্রীর সমন্বয়ে সরকার 'গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি' গঠন করে। কমিটি নিয়মিত সভা করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করছে। এ ছাড়া, মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর নেতৃত্বে আরও একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির মূল দায়িত্ব হচ্ছে শিল্প কারখানায় 'ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তা' বিষয়ে সরজমিনে পরিদর্শন করে সুপারিশ প্রণয়ন করা ।

(৮) ২০১০ সালে দেশের শ্রমঘন ও সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী RMG সেক্টরে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ১,৬৫০ টাকা থেকে ৮২ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৩,০০০ টাকা পুনঃনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ সেক্টরের মালিক শ্রমিক উভয়ের সম্মতিতে RMG সেক্টরে শ্রমিকদের জন্য পুনরায় ১৩ জুন ২০১৩ তারিখে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর আওতায় ঘোষিত মোট ৪২টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৭টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ/ঘোষণা করা হয়। অবশিষ্ট ০৫টি সেক্টরের কার্যক্রম চলমান।

(৯) দেশের গার্মেন্টস শিল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সহযোগিতায় সরকার, মালিক ও শ্রমিকের অংশ গ্রহণে 'National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in Ready-Made Garment Sector in Bangladesh' প্রণয়ন করা হয় যার মাধ্যমে বর্তমান ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এ কর্ম পরিকল্পনায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর, বুয়েট, ফায়ার সার্ভিস ও রাজউককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(১০) সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দেশে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপার্সন করে 'National Skill Development Council (NSDC)' গঠন করা হয়। দক্ষতা উন্নয়নের সকল উপাদান ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের মধ্যে সুসমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষে 'Time Bound Action Plan' তৈরির কাজ শুরু হয়।

(১১) ন্যাশনাল স্কিল সার্ভে, ২০১২-এর ১ম পর্যায়ে শিল্প-কারখানায় কর্মসংস্থান উপযোগী দক্ষতা চাহিদা সংক্রান্ত ডাটা সংগ্রহ করে NSDC সচিবালয়ের স্কিল ডাটা সেলের সার্ভারে সংরক্ষণ করা হয়। ২য় পর্যায়ে দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতার ওপর জরিপ পরিচালনা শুরু করা হয়।

(১২) বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দেশে প্রথমবারের মতো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করা হয় এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-এর খসড়া প্রণয়ন

করা হয়।

(১৩) উত্তরবঙ্গের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে বিনা ব্যয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে RMG সেক্টরে কর্মসংস্থানের লক্ষে 'Northern Area Reduction of Poverty Initiative (NARI)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার ১০,৬০০ জন যুব মহিলাকে গার্মেন্টস সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।

(১৪) বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে দুই পর্যায়ে দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়তন করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ৩য় পর্যায়ে ৬,৮৬৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০,০০০ শিশু শ্রমিককে দুই বছরের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং নয়টি ট্রেডে ছয় মাসব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়।

(১৫) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির আওতায় শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের কারখানার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়।

(১৬) ' Decent Work Country Programme for Bangladesh 2012-2015' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া, 'Way Out Informality: Facilitating Formalization of the Informal Economy in South Asia' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ, হোটেল-রেস্তোরা ও পরিবহন সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের প্রাতিষ্ঠানিকিকরণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(১৭) বাংলাদেশের চিংড়ি শিল্পে শ্রমমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আইএলও-এর মাধ্যমে 'Addressing Labour Issues in the Export Shrimp Sector in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় এবং World Fish-এর মাধ্যমে অপর একটি প্রকল্পের অধীনে সেক্টরের শ্রমিকদেরকে শ্রম অধিকার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

(১৮) জিএসপি সুবিধাপ্রাপ্তির বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের American Federation of Labour এবং Congress of Industrial Organization (AFL-CIO) কর্তৃক United States Trade Representative (USTR)-এর শুনানীতে অংশগ্রহণ করা হয়।

(১৯) ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত প্রথম বাংলাদেশ-ইউএস অংশীদারিত্বমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শ্রম পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর ২য় Universal Periodic Review-এর প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করা হয়।

(২০) ১২ই জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস এবং মহান মে দিবস, ২০১৩ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মে দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৪৪। শিল্প মন্ত্রণালয়

(১) শিল্প মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.moind.gov.bd) মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় তথ্যের পাশাপাশি দপ্তর/সংস্থার তথ্য সংযোজন করে সেবার মান বৃদ্ধি করা হয় এবং ওয়েবসাইটটি নিয়মিতভাবে আপডেট করা হচ্ছে। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত আবেদন ফরম, প্রশিক্ষণ কোর্স কারিকুলাম, পরীক্ষা, ভর্তি ও ফলাফল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। দৈনন্দিন সার মজুদ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় এবং বিসিআইসির ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হচ্ছে।

(২) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১,৫৩৬ কেবিপিএস থেকে ১,৭৯২ কেবিপিএস ব্যান্ড উইথে উন্নীত করা হয়। উল্লেখ্য, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথ ১৭৯২ কেবিপিএস হতে ৩,০৭২ কেবিপিএস (৩ এমবিপিএস)-এ উন্নীত করা হয়। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে উক্ত অর্থ-বৎসরে ০৫ জনসহ মোট ৫০ জন কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়। সকল কর্মকর্তার দাপ্তরিক ই-মেইল একাউন্ট খোলা হয়।

(৩) Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI)-তে সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) লাইসেন্সের

আবেদন অনলাইনে জমা দেওয়ার পরীক্ষামূলক পদ্ধতি চালু করা হয়।

(৪) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক) কর্তৃক শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ১০,৩৪৮ জন, প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন করা হয় ৪৩৭টি, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও মূল্যায়ন করা হয় ৬,৭৭৪টি, ঋণ ব্যবস্থা সহায়তা করা হয় ৬,২০১টি (ক্ষুদ্রশিল্প ১,৬৮৩টি, কুটির শিল্প ৪,৫১৮টি), নকশা নমুনা উন্নয়ন ও বিতরণ করা হয় ২,৭৬৬টি, কারিগরি তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয় ১,০০৮টি, সাব-সেক্টর স্টাডি ও বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন করা হয় যথক্রমে ৪৫টি ও ৩৮৩টি, মেলা আয়োজন করা হয় ১০টি, প্রকল্প নিবন্ধীকরণ ১,৫৪৮টি, সাবকনট্রাকটিং ইউনিট তালিকাভুক্তকরণ ৪০টি, সাবকন্ট্রাকটিং সংযোগ স্থাপন ৪০টি, শিল্প নগরীর প্লট বরাদ্দকরণ ৯০টি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয় ৫১,৫৫১ জনের।

(৫) BSTI-এর সার্টিফিকেশন মার্কস (সিএম) কার্যক্রমের আওতায় ১,১৭৮টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, ১,৪৯৬টি মামলা দায়ের, ১৪৯৬টি মামলা নিষ্পত্তি, ৩৬ জনের কারাদন্ড, ৪.৭৩ কোটি টাকা জরিমানা আদায়, ৯১৮টি স্কোয়াড অভিযান পরিচালনা, ৩৯৬টি মামলা দায়ের, চারটি মামলা নিষ্পত্তি, ০.০১৯৮ কোটি টাকা জরিমানা আদায় ও ১,৪৮২টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়। বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ২০০৩ - এর আওতায় অবৈধ ও নিম্নমানের পণ্যের উৎপাদন, বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধে BSTI কর্তৃক জুলাই-আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ২১৫টি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও ৯১টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ৩৯৩টি মামলা দায়ের করে মোট ১১১.২৭ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়।

(৬) BSTI-এর মেট্রোলজি উইং-এর আওতায় ১,১৭৮টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, ১,৪৯৮টি মামলা দায়ের, ১,৪৯৮টি মামলা নিষ্পত্তি, ৩৮.৪১ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়, ৯১৭টি স্কোয়াড অভিযান পরিচালনা, ২৫২টি মামলা দায়ের, ২৯টি মামলা নিষ্পত্তি, ০১.২২ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় ও ১৪৯৮টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়। ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এবং ওজন ও পরিমাপ আইন (সংশোধনী), ২০০১-এর অধীনে মেট্রোলজী কার্যক্রমের আওতায় পেট্রোল পাম্পসহ বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সঠিক ওজন ও পরিমাপ নিশ্চিত করার জন্য বিএসটিআই কর্তৃক জুলাই-আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ২১৫টি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও ৯১টি সার্ভিল্যান্স টীম পরিচালনার মাধ্যমে মোট ২৮০টি মামলা দায়ের করে মোট ৬.৫৪ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়।

(৭) Bangladesh Institute of Management (BIM) কর্তৃক মানব সম্পদ উন্নয়নে স্বল্প মেয়াদি ৫৪টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ১,২৭৪ জন। এছাড়া, BIM-এ এক বৎসর মেয়াদি পাঁচটি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স এবং ছয় মাস মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন সোসাল কমপ্লায়েন্স কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে ৭০৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জুলাই—সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বিআইএম কর্তৃক ঢাকা এবং খুলনায় স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে মোট ৩৫৪ ব্যক্তিকে আইসিটি, শ্রম আইন, প্রোডাকটিভিটি ইম্প্রুভমেন্ট টেকনিক, লিডারশীপ, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট, ইনকামট্যাক্স ও ভ্যাট, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং ও সেলস্, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ই-গর্ভনেন্স ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

(৮) বেলারুশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**র** বাংলাদেশ সফরের সময় ১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে বেলারুশের শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের মধ্যে Agro-Industrial Manufacturing সংক্রান্ত সহযোগিতামূলক একটি সমঝোতা স্মারক, Belarusian State Centre for Accreditation ও বাংলাদেশ এক্রেডিটেশন বোর্ডের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক চুক্তি, বেলারুশ ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এছাড়া, এপ্রিল ২০১২ মাসে তুরস্ক-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক পুঁজি বিনিয়োগ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(৯) ০৮-১০ অক্টোবর ২০১২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকায় 7th Meeting of the Working Group on Industrial Cooperation এবং 3rd D-8 Ministerial Meeting on Industrial Cooperation অনুষ্ঠিত হয়। ইরান, তুরস্ক, পাকি**স্তা**ন এবং ইন্দোনেশিয়া হতে মন্ত্রী পর্যায়ের প্রতিনিধিসহ এ সম্মেলনে ০৭টি সদস্য রাষ্ট্র হতে প্রায় ৯০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। Ministerial Meeting -এ Dhaka Declaration অনুমোদিত হয় এবং এর মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহ শিল্প সেক্টরে অদূর ভবিষ্যতে প্রভূত সাফল্য অর্জন করবে মর্মে আশা করা হয়।

(১০) ২৬ মে ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ ক্যান কোম্পানির বিদ্যমান অবশিষ্ট ৪.৩১ একর জায়গা বেসরকারিকরণ তালিকা হতে প্রত্যাহারপূর্বক বাংলাদেশ ক্যান কোম্পানি লিমিটেডকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ফেরত প্রদানের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়।

(১১) চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার (সিইটিপি) নির্মাণের লক্ষ্যে ১৪ মে ২০১৩ তারিখে অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, সিইটিপি পরিচালনার জন্য একটি কোম্পানি স্থাপন করা হবে এবং সরকার ২৫০ কোটি টাকা টেনারি মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেবে।

(১২) ২০১২-১৩ অর্থ-বছরের মূল এডিপিতে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যতিরেকে প্রতিফলিত প্রকল্প তালিকায় দু'টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চলতি প্রকল্পগুলি হচ্ছে 'বিএমআরই অব কেপিএম লিমিটেড প্রকল্প (সংশোধিত)' ও 'শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প (এসএফপি)'।

(১৩) বরাদ্দবিহীনভাবে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের সংশোধিত এডিপিতে 'সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় নতুন ১৩টি বাফার গোডাউন নির্মাণ' ও 'বিএমআর অব খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লিমিটেড' শীর্ষক প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(১৪) মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmacutical Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন প্রকল্পটি ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ব্যয় ২৩৩৫০,০০ লক্ষ টাকা। বর্তমানে মাটি ভরাট কাজ চলছে।

(১৫) ছয়টি দেশীয় ও বহুজাতিক টেস্টিং ল্যাবরেটরিকে ISO/IEC 17025 আন্তর্জাতিক মানের উপর এ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করা হয়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট ৯৬ জন কর্মকর্তাদের ISO/IEC 17025 আন্তর্জাতিক মানের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(১৬) জুন মাসের ০৯ তারিখকে 'বিশ্ব এ্যাক্রেডিটেশন দিবস' হিসেবে ঘোষণা এবং দিবসটিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন/পালন সংক্রান্ত পরিপত্রের 'গ' শ্রেণিভুক্ত করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

(১৭) ঢাকার সাভারে 'চামড়া শিল্প নগরী' স্থানান্তর সংক্রান্ত প্রকল্পের ১,০৭৮.৭১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে দ্বিতীয় সংশোধিত ডিপিপি ১৩ আগস্ট ২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

(১৮) মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে 'Active Pharmacuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) স্থাপন এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য ৮০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি এ প্রকল্পের ৮০ কোটি টাকা ব্যয় বহন করে সিইটিপি স্থাপন এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ করবে মর্মে ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন এবং বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির মধ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(১৯) Geographical Indications Act, 2013-এর খসড়া আইনটি মন্ত্রিসভা কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদন হওয়ার পর আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন হয়। মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদনের পর আইনটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হবে।

৪৫। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) যাত্রাশিল্প উন্নয়ন নীতিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়।

(২) জাতীয় জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১২ জন সুধীকে এবং একটি সংগঠনকে একুশে পদক, ২০১৩ প্রদান করা হয়। সুধীগণ হচ্ছেন ভাষা আন্দোলনে এম. এ. ওয়াদুদ (মরণোত্তর); অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ (মরণোত্তর); জনাব তোফাজ্জল হোসেন; মুক্তিযুদ্ধে জনাব এনামূল হক মোস্তফা শহীদ; সমাজসেবায় নূরজাহান মুরশিদ (মরণোত্তর); স্যামসন এইচ চৌধুরী (মরণোত্তর); ভাষা ও সাহিত্যে জনাব রফিক আজাদ; জনাব আসাদ চৌধুরী; শিল্পকলায় জনাব কাদেরী কিবরিয়া; জনাব জামালউদ্দিন হোসেন; বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী (চারণ কবি বিজয় সরকার) (মরণোত্তর) এবং একটি সংগঠন বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।

(৩) যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০১৩ উদ্‌যাপন এবং এ উপলক্ষে মাসব্যাপী

একুশে গ্রন্থমেলা, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

(৪) ০৮ মে ২০১৩ তারিখে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫২তম জন্মবার্ষিকী ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির শতবর্ষ উদযাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মূল অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

(৫) ২৫ মে ২০১৩ তারিখে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মূল অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন।

(৬) দেশে অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও সুকুমার শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকাসহ সারাদেশে সরকারিভাবে পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ, ১৪২০ উদ্‌যাপন করা হয়।

(৭) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সিলেট, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় বইমেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বইমেলায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে।

(৮) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশের সঙ্গে তুরস্কের ও ফিলিপাইনের সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যক্রম এবং রাশিয়ার সঙ্গে ২০১৩-১৫ মেয়াদে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয় ।

(৯) বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক মাসব্যাপী লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৩ বৈশাখী মেলা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে জয়নুল মেলা এবং পৌষ-পার্বণ উপলক্ষে পৌষ মেলার আয়োজন করা হয়।

(১০) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বেসরকারি পাঠাগার অনুদান খাতে বরাদ্দকৃত ২.২৫ কোটি টাকা ৬৪১টি বেসরকারি পাঠাগারসমূহের মধ্যে ৫০ শতাংশ বই ও অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ ক্রসড চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

(১১) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে চারুশিল্প, থিয়েটার খাতে বরাদ্দকৃত ২.৫০ কোটি টাকা দেশের ৯২৩টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুদান হিসেবে বরাদ্দ দেওয়া হয়।

(১২) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে প্রশংসাযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য আর্থিকভাবে অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা খাতে বরাদ্দকৃত ২.৫০ কোটি টাকা বিভিন্ন জেলার মোট ২,২০০ জন সংস্কৃতিসেবীকে বিভিন্ন হারে ভাতা প্রদান করা হয়।

(১৩) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় চিত্রশালায় মাসব্যাপী ১৫তম দ্বি-বার্ষিকী এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

(১৪) কুমিল্লায় মোট ৬৭৯.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নজরুল ইন্সটিটিউট কেন্দ্রের ভবন নির্মাণ করা হয়। ২০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রটির শুভ উদ্বোধন করেন।

(১৫) ভারতের মান্যবর রাষ্ট্রপতি জনাব প্রণব মুখার্জি ০৫ মার্চ ২০১৩ তারিখে রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত কুষ্টিয়ার শিলাইদহ পরিদর্শন করেন। সফরকালে তিনি কুষ্টিয়ার শিলাইদহে কুঠিবাড়ী কমপ্লেক্সে 'রবীন্দ্র ভবন' স্থাপনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের ঘোষণা দেন।

(১৬) ২০ জুলাই-০১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত জাপানের তাকামৎসু দ্বীপে অনুষ্ঠিত Setouchi Trienniale 2013 Festival-এ বাংলাদেশের ৩৯ জন কারুশিল্পী, শিল্পকর্মসহ ১২ জন চিত্রশিল্পী এবং ৪৮ জন সঙ্গীত ও নৃত্য শিল্পী এবং সিম্পোজিয়াম স্পিকার হিসেবে ০৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন। এ উৎসবে দেশের শিল্প সংস্কৃতির গৌরবময় ও ঐতিহ্যমন্ডিত উপস্থাপনা করা হয় এবং তা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।

(১৭) ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে বাংলা 'একাডেমি আইন, ২০১৩' জাতীয় সংসদে পাশ হয়।

৪৬। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মন্ত্রণালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

(২) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জনপ্রশাসন কাজের গতিশীলতা, উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন এবং চর্চার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতরের ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়।

(৩) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে অধিদপ্তরে রূপান্তরের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতি পাওয়া যায়।

(৪) সমাজসেবা অধিদফতরের যশোর জেলাধীন সকল কার্যালয়/প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল ই-সার্ভিসের আওতায় আনা হয়।

(৫) সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত সকল কার্যক্রমের উপর কর্মকর্তাদের পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়ক হিসেবে সমাজসেবা ব্লগ চালু করা হয়।

(৬) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে বয়স্কভাতা খাতে ৮৯১ কোটি টাকা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা খাতে ৩৩১.২০ কোটি টাকা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা খাতে ১০২.৯৬ কোটি টাকা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি খাতে ৮.৮০ কোটি টাকা বিতরণের নিমিত্ত মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে প্রাপ্ত ৫০.০০ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণের লক্ষ্যে উপজেলা/ইউনিট পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়।

(৭) পাইলট কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা, সঠিক সংখ্যা নির্ণয়, প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ, নিবন্ধন এবং পরিচয়পত্র প্রদান, data base প্রস্তুত, লক্ষ্যভুক্তির কৌশল সহজতর করা এবং এ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১ জুন ২০১৩ হতে দেশব্যাপী 'প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ' কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৮০ শতাংশ জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(৮) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের খেলাধূলা উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্প 'প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পটির জন্য সাভারে ১২.০১ একর জমি পাওয়া যায়।

(৯) বাংলাদেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের নিমিত্ত ''হিজড়া পুনর্বাসন কর্মসূচি'' শীর্ষক একটি স্থায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে পাইলটিং পর্যায়ে ৭টি জেলা যথা: ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, দিনাজপুর. খুলনা, পটুয়াখালী ও সিলেটে এ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপবৃত্তি প্রদান করা হয়।

(১০) বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের নিমিত্ত ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ''বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন'' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বেদে, দলিত ও হরিজন সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা এবং প্রশিক্ষণ সহায়তাসহ তাদের বিশেষ ভাতা, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, এবং বাস-ট্রেন ভ্রমণকার্ড, হেলথকার্ড প্রদান করে তাদের জীবনমান সাধারণের পর্যায়ে উন্নীত করা এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য। পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ৭টি জেলা যথা: ঢাকা, চট্টগ্রাম, নওগাঁ, দিনাজপুর, যশোর, পটুয়াখালী ও হবিগঞ্জ জেলাকে এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়।

(১১) 'সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ফর ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসপিভিজি)**'-এর** সফল বাস্তবায়নের ফলে চা শ্রমিকদের পুনর্বাসন, খাদ্য সামগ্রী সহায়তা, লিল্লাহ বোর্ডিং, রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার, মঠ, টোল ও মিশনারী ছাত্রদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংস্কার কাজ অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ডিসেম্বর ২০১১ থেকে জুন ২০১৩ মেয়াদে সাপোর্ট সার্ভিসেস ফর দি ভালনারেবল গ্রুপ (এসএসভিজি) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(১২) 'ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ময়মনসিংহ জেলায় ৩৭ জন ও জামালপুর জেলায় ২৯ জন ভিক্ষুককে রিকশা, ভ্যান ও ক্ষুদ্র ব্যবসার পুঁজি বিতরণের মধ্য দিয়ে পুনর্বাসন করা হয়। ঢাকা শহরকে ভিক্ষুকমুক্ত করার লক্ষ্যে মহানগরীর বিমানবন্দর এলাকা, হোটেল সোনারগাঁও, হোটেল রূপসী বাংলা, হোটেল রেডিসান, বেইলী রোড, কূটনৈতিক জোন ও দূতাবাস এলাকাসমূহকে ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভিক্ষাবৃত্তিমুক্ত হিসেবে ঘোষিত এলাকাসমূহে অভিযান চালানোর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও সমাজসেবা অধিদফতরে কর্মরত প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। কর্মসূচির সুফল প্রচারণার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

(১৩) সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন আবাসিক প্রতিষ্ঠানে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২,৯৭৩ জন নিবাসীকে সামাজিক ও পারিবারিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়।

(১৪) হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৩,৫৫,২৫৮ জন গরিব ও দুঃস্থ রোগীকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়।

(১৫) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে প্রবেশন এন্ড আফটার-কেয়ার কার্যক্রমের আওতায় ২১৮ জনকে প্রবেশনে মুক্তি/জামিন দেওয়া হয় এবং আফটার-কেয়ার সার্ভিসের আওতায় উপকৃতের সংখ্যা ২,১৩৭ জন।

(১৬) এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে পুনর্বাসনের নিমিত্ত ৬ বিভাগে '৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দাউদকান্দি (কুমিল্লা), শিবচর (মাদারীপুর), পটুয়াখালী, আশাশুনি (সাতক্ষীরা), মৌলভীবাজার ও শিবগঞ্জ (বগুড়া)' শীর্ষক

প্রকল্পের কাজ ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হয়।

(১৭) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক পূর্বের ৯০টি উপজেলার অতিরিক্ত আরো ৪১৯টি উপজেলায় নতুন রোগীকল্যাণ সমিতি গঠন করা হয় এবং তাদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

(১৮) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের বাজেটে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে প্রাপ্ত ৫০ কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণের লক্ষ্যে উপজেলা/ইউনিট পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়।

(১৯) সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় ৭৯টি সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়।

(২০) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক নিবন্ধীকৃত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যেমন: জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ, রোগীকল্যাণ সমিতি, অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি, সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিষদ, জেলা ও উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদ, আদিবাসী, বস্তিবাসী, চা বাগান শ্রমিকসহ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য বিশেষ অনুদান হিসেবে ২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

(২১) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরসমূহের ২৫টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের কার্যক্রম নবায়নসহ জেলা/উপজেলায় সরকারি অর্থায়নে আরো ২৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র সম্প্রসারণ করার জন্য ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(২২) প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রগুলির প্রতিটি কেন্দ্রে অক্টোবর ২০১২ থেকে একটি করে 'Autism Corner' স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রে কর্মরত কনসালট্যান্ট ফিজিওথেরাপি, ক্লিনিক্যাল ফিজিওথেরাপিস্ট, ক্লিনিক্যাল অকুপেশনাল থেরাপিস্ট ও অটিজমে প্রশিক্ষিত অপরাপর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ অটিজমের সুনির্দিষ্ট পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থেকে অটিজমের শিকার জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করে আসছে।

(২৩) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত '২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা ও কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন' শীর্ষক ২৫টি কোর্স মে, ২০১৩ মাসে সম্পন্ন হয়। অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা মোট ৭১৭ জন। তন্মধ্যে ৯৯ জন মহিলা এবং ৬১৮ জন পুরুষ।

(২৪) 'শিশু আইন, ২০১৩' মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে ২০ জুন ২০১৩ তারিখে গেজেটে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সুরক্ষা ও অধিকার আইন, ২০১৩' মন্ত্রিসভার বৈঠকে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের নিমিত্ত সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়। উক্ত ২টি আইন প্রণয়নের ফলে শিশুদের অধিকার এবং প্রবিন্ধীদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিতকরণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

(২৫) 'সমাজসেবা অধিদফতরের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সমাজসেবা ভবন ৭তলা হতে ১০ তলা সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

৪৭। সড়ক বিভাগ

(১) ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসর হতে সড়ক বিভাগ পেপারলেস্ অফিস হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2I প্রকল্পের আওতায় অফিস অটোমেশন স্যুট ব্যবহার করে এ বিভাগের দাপ্তরিক যোগাযোগ ও নথি আদান প্রদানে প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু করা হয়।

(২) নতুন আঙ্গিকে সড়ক বিভাগের একটি সমৃদ্ধ ওয়েবসাইট চালু করা হয় যাতে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদানের সুযোগ রয়েছে। ওয়েবসাইটে মাঠপর্যায় হতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক ও সেতুসমূহের তথ্য এবং মেরামতের পর পুনরায় সচিত্র প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। এছাড়া, সামাজিক যোগাযোগের জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ফেসবুককে সড়ক বিভাগের ওয়েবসাইটের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

(৩) সড়ক বিভাগে প্রথমবারের মত জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং জেলা সড়কের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য ২১টি স্থায়ী মনিটরিং টীম গঠন করা হয়। সড়ক বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী থেকে শুরু করে সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান পর্যন্ত সকলে নিয়মিত সড়কের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ মনিটরিং করায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা যে কোনো সময়ের তুলনায় উন্নত। এখন এ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে মানুষ নির্বিঘ্নে গন্তব্যে আসা-যাওয়া করতে পারছেন এবং পণ্য পরিবহন সহজতর হয়েছে।

(৪) মোটরযানের কর ও ফি অনলাইন ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আদায় কার্যক্রমের আওতায় ২০১০ সাল থেকে বর্তমান অর্থ-বৎসর পর্যন্ত মোট ১ হাজার ৮ শত ৩২ কোটি টাকা আদায় করা হয়। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে আদায়ের পরিমাণ ৭৬৯ কোটি টাকা। জুলাই হতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সময়ে আরও ১৭০.৭৫ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। ক্রেডিট/ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে ঘরে বসে মোটরযানের কর ও ফি পরিশোধের পদ্ধতি চালু করা হয়।

(৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ অক্টোবর ২০১২ তারিখে মোটরযানের রেডিও ফ্রিক্যুয়েন্সি আইডেনটিফিকেশন (আরএফআইডি) ট্যাগ, রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট এবং ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ১,৫২,১৪৫টি আরএফআইডি ট্যাগ ও রেট্রো-রিফ্লেক্টিভ নাম্বারপ্লেট গাড়িতে সংযোজন করা হয়েছে। এতে মোটরযানের এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতির আওতায় এসেছে।

(৬) ইলেক্ট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল স্মার্ট কার্ড ড্রাইভিং লাইসেন্স ২০১১ সালে চালু করার পর হতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৫,০১,৬৮৪ টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

(৭) ঢাকা ও চট্রগ্রাম মহানগরী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় যাত্রী সাধারণের স্বাচ্ছন্দ্যে চলাচলের জন্য সংশোধিত ট্যাক্সিক্যাব গাইড লাইন অনুযায়ী ৬৫০টি নতুন ট্যাক্সিক্যাব নামানোর অনুমতি প্রদান করা হয়। একইসাথে ঢাকা মহানগরীর যাত্রীসেবার মানোন্নয়নে ১০০টি এসি মিনিবাসের রুট পারমিট প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়।

(৮) দেশে পর্যাপ্ত দক্ষ ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর না থাকায় ২০১২ সালে দক্ষ ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর তৈরির বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২৫ জনকে ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর লাইসেন্স এবং ২৪টি বেসরকারি ড্রাইভিং স্কুলকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়।

(৯) ২০১২ সাল হতে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ৬০০ জন দক্ষ পেশাদার মহিলা গাড়ীচালক তৈরির লক্ষ্যে ৫ মাসব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৭৫ জনকে প্রশিক্ষণ সমাপনান্তে লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

(১০) গাড়ি চালকদের দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২২৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ২৯,৪৭০ জন পেশাজীবী গাড়িচালককে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সড়ক ব্যবহার এবং ট্রাফিক আইন সম্পর্কে ৭৬টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ১,০৫,০০০ জনকে সচেতন করা হয়। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ৭৯১ বার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় এবং ৩,৫০,০০০টি লিফলেট ও ৬,৭৫,৫০০টি পোস্টার/স্টিকার বিতরণ করা হয়।

(১১) ঢাকা মহানগরীতে ১৩,০০০ সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি হুইলার অটোরিক্সা চলার অনুমোদন রয়েছে। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বিবেচনা করে ঢাকায় রেজিস্ট্রিকৃত ২,৬৯৬টি মিশুকের পরিবর্তে সমসংখ্যক সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি হুইলার অটোরিক্সা প্রতিস্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া যাত্রীদের যাতায়াত সহজতর করতে ঢাকা শহরে আরও ৫০০০ এবং চট্রগ্রামে ৪,০০০ সিএনজি/পেট্রোলচালিত ৪ স্ট্রোক থ্রি হুইলার অটোরিক্সা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

(১২) বিআরটিএ'র বিভিন্ন ডিজিটাল সার্ভিসের ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে ব্যাক-আপসহ নিরাপদে সংরক্ষণের নিমিত্ত ডিজিটাল ডাটা সেন্টার স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে।

(১৩) জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের উপর ও পার্শ্বে অবস্থিত হাট-বাজার অপসারণ/স্থানান্তর এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে চলাচল অনুপযোগী শ্যালো ইঞ্জিন চালিত নছিমন, করিমন, ভটভটি ও বৈদ্যুতিক ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক প্রভৃতি চলাচল নিষিদ্ধকরত মহাসড়কে যান চলাচল নির্বিঘ্ন করার উদ্দেশ্যে সরকার যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে ১০ সদস্যবিশিষ্ট নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করে। এ কমিটির প্রথম সভা ৯ জুন ২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়।

(১৪) প্রায় ২২,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্ত উত্তরা ৩য় ফেইজ হতে

বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ ১৬ স্টেশনবিশিষ্ট Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়। এটি বাস্তবায়িত হলে উভয়দিকে ঘণ্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহন করা যাবে। ইতোমধ্যে MRT বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়। MRT Line-6-এর ডিপো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ৫৪.৩৪ একর ভূমির মধ্যে রাজউক হতে ১৪.০৭ একর ভূমি পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পের Detail Design and Construction Supervision-এর নিমিত্ত General Consultant নিয়োগের জন্য RFP মূল্যায়ন শেষে JICA'র সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। সহসাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

(১৫) হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে গাজীপুর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার Bus Rapid Transit (BRT) সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়। এটি বাস্তবায়িত হলে উভয়দিকে ঘণ্টায় ৪০ হাজার যাত্রী পরিবহন করা যাবে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রধানত ১৫.৫ কিলোমিটার At Grade বিআরটি সড়ক, ৪.৫ কিলোমিটার Elevated বিআরটি সড়ক, ৮ লেন টঙ্গি সেতু নির্মাণ, ৭টি ফ্লাইওভার, ৩১টি স্টেশন, ৫০টি আর্টিকুলেটেড এসি বাস সংগ্রহ, সড়কের দু'পাশে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ড্রেইন নির্মাণ, ১৪১টি সংযোগ সড়ক, ১টি বিআরটি বাস ডিপো এবং এয়ারপোর্টে পিপিপি ভিত্তিতে মাল্টিমোডাল হাব নির্মিত হবে। BRT System পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শতভাগ সরকারি মালিকানাধীন ঢাকা BRT নামক একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়। BRT-এর ডিপো নির্মাণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ভূমি বিটিসিএল হতে পাওয়া গিয়েছে। প্রকল্পের (১) Project Management Coordination and Capacity Building (PMCCB), (২) Engineering, Procurement & Construction Management (EPCM) এবং (৩) Operational Design and Business Model (ODBM) পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। শীঘ্রই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

(১৬) হযরত শাহজালাল (র.) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে মহাখালী-মগবাজার-রমনা-গুলিস্তান-নয়াবাজার হয়ে ঝিলমিল পর্যন্ত Bus Rapid Transit (BRT) Line-3 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রুট সমীক্ষা ও প্রাথমিক নকশা চূড়ান্ত করা হয়। প্রকল্পের Detail Engineering Design-এর পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

(১৭) ঢাকা শহরের বাস নেটওয়ার্ক পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে ঢাকা বাস নেটওয়ার্ক পুনর্গঠন ও রেগুলেটরি রিফর্ম সমীক্ষা সমাপ্ত করে সুপারিশ চূড়ান্ত করা হয়।

(১৮) Smart Card দিয়ে ঝামেলামুক্ত আন্তঃপরিবহন যাতায়াত সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে একীভূত e-Ticketing এবং e-Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(১৯) প্রতিবেদনাধীন সময়ে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) ১ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ডিএসএল পরিশোধ করে। একইসাথে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের দীর্ঘ দিনের বকেয়া পরিশোধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

(২০) বিআরটিসি'র বাস বহরে চলতি অর্থ-বৎসরে ২৯০টি দ্বিতল বাস, ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস এবং ৮৮টি একতলা এসি বাসসহ সর্বমোট ৪২৮টি বাস সংযোজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে আর্টিকুলেটেড বাস এবং ১৩ জুলাই ২০১৩ তারিখ একতলা এসি বাস সংযোজন উদ্বোধন করেন।

(২১) ধারাবাহিকভাবে দক্ষ ড্রাইভার সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিসি'র ১৭টি ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। গোপালগঞ্জের টুংগী পাড়ায় আরও একটি নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়। প্রতিবেদনাধীন সময়ে মোট ৬,৩১৮ জনকে ড্রাইভিং ও অন্যান্য ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, তম্মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৫০ জন।

(২২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বিআরটিসি'র ট্রাকবহরে আরো ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রস্তাব অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

(২৩) বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মহিলাদের স্বচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের সুবিধার্থে স্থায়ী মহিলা বাস সার্ভিস চালু করেছে। বর্তমানে অলাভজনক হওয়া সত্ত্বেও মহিলাদের জন্য ২০টি বাস ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুরের বিভিন্ন রুটে চলাচল করছে।

(২৪) আইসিটি ফেয়ার কালেকশনের আওতায় ২০১২ সাল থেকে বিআরটিসি বাসে যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে এসপাস

(SPASS) কার্ড চালু করা হয়। এ কার্ড ব্যবহার করে যাত্রী সাধারণ উপকৃত হচ্ছেন এবং পূর্বের তুলনায় যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন ও রাজস্ব আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ পর্যন্ত ২৬,০০০ যাত্রী এসপাস (SPASS) কার্ড ক্রয় করেন।

(২৫) নিয়মিত যাত্রীসেবার বাইরে জনসাধারণের প্রয়োজনে বিআরটিসি ঈদ, হজ্জ, বিশ্ব ইজতেমা ও দেশের যে কোন দুর্যোগকালীন বিশেষ বাস ও ট্রাক সার্ভিস প্রদান করে থাকে। উল্লেখ্য যে, ঘূর্ণিঝড় মহাসেন পরবর্তী সময়ে বিনা ভাড়ায় বিভিন্ন উপকূলীয় জেলায় এ সেবা প্রদান করা হয়।

(২৬) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নতুন সড়ক নির্মাণ/বিদ্যমান সড়ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪৭.৪৭ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়। একই সময়ে ২৩৭.৯৬ কিলোমিটার সড়কবাঁধ প্রশস্তকরণ, ৩৯৮.২৫ কিলোমিটার নতুন ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট নির্মাণ, ৩২৮.৮৪ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ, ৩০৭.০৫ কিলোমিটার সড়ক মজবুতিকরণ, ১০৬২.৩৪ কিলোমিটার সড়ক সার্ফেসিং-এর কাজ করা হয়। এছাড়া ১৪,৪২৭ মিটার কনক্রিট সেতু, ২,৯১৯.৭৩ মিটার আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ এবং ১,৩৫,৮৭১.৮১ মিটার রক্ষাপ্রদ কাজ করা হয়।

(২৭) বৈদেশিক সহায়তায় কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার সাথে সারাদেশের সুষ্ঠু ও সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের নিমিত্ত রংপুর-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে ১৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে তিস্তা নদীর উপর ৭৫০ মিটার দীর্ঘ তিস্তা সেতু নির্মাণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে যান চলাচলের জন্য সেতুটি উন্মুক্ত করেন।

(২৮) সারাদেশের সঙ্গে পার্বত্য জেলা বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাঙ্গু নদীর উপর ৩৩.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে যথাক্রমে ২১৭.১৫ মিটার দীর্ঘ রুমা সেতু এবং ২১৬.৪৪ মিটার দীর্ঘ থানচি সেতু নির্মাণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭ নভেম্বর ২০১২ তারিখে সেতুদ্বয় যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।

(২৯) ঢাকা শহরে যানজট নিরসনকল্পে ১১২.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বনানী রেল ক্রসিং এবং ৮০৪ মিটার দীর্ঘ রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণ করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে রেলওয়ে ওভারপাসটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, প্রতিদিন বনানী রেল ক্রসিং দিয়ে গড়ে ৭২টি ট্রেন চলাচল করে থাকে।

(৩০) দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক সড়ক সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত দক্ষিণ এশীয় উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা (SASEC)-এর চিহ্নিত রুট হিসেবে নেপাল ও ভূটানকে ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের জন্য ১৮৭.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৩.১০ কিলোমিটার দীর্ঘ পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া-বাংলাবান্ধা জাতীয় মহাসড়ক (তেঁতুলিয়া বাইপাসসহ) এবং ৮৪.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৬.৩০ কিলোমিটার দীর্ঘ বোদা-দেবীগঞ্জ আঞ্চলিক মহাসড়ক (বোদা বাইপাসসহ) নির্মাণ করা হয়। এ সড়ক দু'টি এশিয়ান হাইওয়ে-২ এর অন্তর্ভুক্ত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে সড়ক দু'টি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।

(৩১) South Asian Sub-regional Economic Cooperation (SASEC) সড়ক সংযোগ প্রকল্পের আওতায় ২,৭৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জয়দেবপুর হতে এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার সড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণের কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় সমপরিমাণ ধীর গতিসম্পন্ন যানবাহনের জন্য আলাদা লেন, ৫টি ফ্লাইওভার, ২৭টি সেতু ও ৬০টি কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। সহসাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ সড়কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

(৩২) আন্তঃজেলা সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বার্থে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার সোনতলা ঘাটে করতোয়া নদীর উপর ৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৪৭.২৯৫ মিটার দীর্ঘ সোনতলা সেতু নির্মাণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।

(৩৩) মাদারীপুর (মোস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কটি বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সাথে মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, খুলনা এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য জেলাসমূহের সড়ক যোগাযোগের সংক্ষিপ্ততম পথ। এ গুরুত্বপূর্ণ সড়কের ১১.৫৭তম কিলোমিটারে কাজিরটেক নামক স্থানে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর ২৭৫.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৯৪.৩৬ মিটার দীর্ঘ ৭ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (আচমত আলী খান সেতু)সহ আরও ৩টি সেতুর (মোট ৩১৬ মিটার দীর্ঘ টেকেরহাট সেতু, টুমচর সেতু ও আঙ্গারিয়া সেতু) ভিত্তি প্রস্তর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০২ মার্চ ২০১৩ তারিখে স্থাপন করেন। সেতুর নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

(৩৪) টগড়া-ইন্দুরকানী-বালিপাড়া-কলারন-সন্ন্যাসী সড়কটির ২য় কিলোমিটারে ইন্দুরকানী নামক স্থানে বলেশ্বর নদী থাকায় ইন্দুরকানী উপজেলা পিরোজপুর জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এ সড়কের বলেশ্বর নদীর উপর ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৮৭.৩১ মিটার দীর্ঘ শহীদ শেখ ফজলুল হক মনি সেতু নির্মাণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখ সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।

(৩৫) পর্যটন নগরী কুয়াকাটার সাথে সারা দেশের সড়ক যোগাযোগ সহজতর করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-বরিশাল-পটুয়াখালী-(কুয়াকাটা) জাতীয় মহাসড়কের ১৮৯তম কিলোমিটারে পায়রা নদীর উপর ৪১৩.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪৭০ মিটার দীর্ঘ পায়রা সেতুর (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে কুয়েত ফান্ডের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়।

(৩৬) ঢাকা শহরের পূর্ব-পশ্চিম যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে যানজট নিরসণকল্পে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ১৯৯.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৭৯৩ মিটার দীর্ঘ রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান ফ্লাইওভার (মিরপুর-এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার) নির্মাণ করে। এ ফ্লাইওভার নির্মাণের ফলে রাজধানীর মিরপুর এলাকার জনসাধারণ ১১ কিলোমিটার রাস্তা পরিহার করে বাধাহীনভাবে মাত্র ৩ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে বিমানবন্দরসহ রাজধানীর পূর্বাঞ্চলে যাতায়াত করতে পারছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ মার্চ ২০১৩ তারিখ ফ্লাইওভারটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।

(৩৭) সাদুল্লাপুর (মাদারগঞ্জ)-পীরগঞ্জ-নবাবগঞ্জ সড়কের ২৭তম কিলোমিটারে কাঁচদহঘাটে করতোয়া নদীর উপর ২২.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০৩.৩২ মিটার দীর্ঘ ওয়াজেদ মিয়া সেতু নির্মাণ করা হয়। ফলে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ ও দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।

(৩৮) অসমাপ্ত সেতুর কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজার জেলার খুরুস্কুল-চৌফলদন্ডী-ঈদগাঁও সড়কের ৯ম কিলোমিটারে চৌফলদন্ডী চ্যানেলের উপর ১৭.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৪৭.৪৬ মিটার দীর্ঘ চৌফলদন্ডী সেতু নির্মাণ করা হয়। সেতুটি নির্মাণের ফলে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের সাথে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের সড়ক সংযোগ সহজ ও সংক্ষিপ্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে সেতুটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।

(৩৯) কাঁচপুর ইন্টারসেকশনের যানজট নিরসনকল্পে চট্টগ্রাম-ঢাকা মহাসড়কের যানবাহন যাতে কাঁচপুর সেতুর নীচ দিয়ে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে যেতে পারে সেজন্য ৮৬০ মিটার দীর্ঘ একটি সার্কুলার সড়ক নির্মাণ করা হয়। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ২১ অক্টোবর ২০১২ তারিখ সড়কটি যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।

(৪০) শিরনিরটেক-গাবতলী সংযোগ সড়কের গাবতলী সেতুর নীচ দিয়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০০ মিটার দীর্ঘ একটি ইউ-লুপ নির্মাণ করা হয়। ফলে গাবতলী-সোয়ারীঘাট ও গাবতলী-শিরনিরটেক সড়কের সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের গাবতলী অংশের যানজট হ্রাস পেয়েছে। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ২৯ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে গাবতলী ইউ-লুপটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।

(৪১) ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে সোনারগাঁও উপজেলার ব্যস্ততম ও ঝুঁকিপূর্ণ মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় জনগণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত ফুটওভার ব্রীজ নির্মাণের ফলে জনগণ নিরাপদে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক পার হতে পারছেন।

(৪২) ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২৫তম কিলোমিটারে ১৯৯১ সনে ৯৩০ মিটার দীর্ঘ মেঘনা সেতু এবং ৪২তম কিলোমিটারে ১৯৯৫ সনে ১,৪১০ মিটার দীর্ঘ গোমতী সেতু যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। কিন্তু অবিরাম ব্যবহার ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেতু দু'টি যান চলাচলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। বড় ধরনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিতে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ৪৩৬.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে মেঘনা ও গোমতী সেতুর হিঞ্জবিয়ারিং ও এক্সপানশন জয়েন্ট প্রতিস্থাপন এবং মেঘনা সেতুর ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ নম্বর পিয়ার সংলগ্ন নদীর তলদেশের স্কাউরিং অংশ ভরাট ও রক্ষাপ্রদ কাজ করা হয়। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ১০ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মেঘনা এবং গোমতী সেতুর সংস্কার ও মেরামত কাজ উদ্বোধন করেন।

(৪৩) শেরপুর-ধুনট-কাজীপুর-সিরাজগঞ্জ সড়কের ৯ম কিলোমিটারে বথুয়াবাড়ী নামক স্থানে ৩.৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪৮.১৪ মিটার দীর্ঘ বথুয়াবাড়ী সেতু নির্মাণ করা হয়। সেতুটি নির্মাণের ফলে সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার সাথে বগুড়া জেলার

সদর, ধুনট ও শেরপুর উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ৩০.০৭.২০১৩ তারিখে বথুয়াবাড়ী সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।

(৪৪) কক্সবাজার-টেকনাফ সড়কে ইস্টার্ণ ব্রীজ প্রকল্পের আওতায় জিওবি অর্থায়নে ৭টি এবং বৈদেশিক সহায়তায় ৫টি মোট ১২টি সেতুর নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী ০৮.০৯.২০১৩ তারিখে স্থাপন করেন।

(৪৫) টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর এবং মানিকগঞ্জ জেলার দৌলতপুর ও ঘিওর উপজেলার মাধ্যমে ঢাকাসহ সারাদেশের সাথে সংক্ষিপ্ত ও নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে আরিচা-ঘিওর-টাঙ্গাইল সড়কের এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর ওপর ৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫১৫.১২ মিটার দীর্ঘ এলাসিন সেতুর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়। সহসাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেতুটি উদ্বোধন করবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

(৪৬) জাতীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেইট পর্যন্ত ১৯২.৩০ কিলোমিটার বিদ্যমান ২ লেন সড়ককে ৩১৯০.২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ লেনে উন্নীতকরণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৩৮.৬০ শতাংশ। এ প্রকল্পের আওতায় ২ লেন বিশিষ্ট সড়ক নির্মাণ ছাড়াও ১টি ফ্লাইওভার, ২৩ টি সেতু, ২৪৪ টি কালভার্ট, ৩টি রেল ওভারপাস, ১৪টি সড়ক বাইপাস (৩২.১৩৭ কিলোমিটার), ৩৩টি স্টীল ফুট ওভার ব্রীজ, ২টি (৩৪ মিটার) আন্ডারপাস এবং ৬১টি বাস স্টপেজ নির্মাণ করা হবে। তম্মধ্যে এ পর্যন্ত সড়কবাঁধের কাজ ৯০.০০ শতাংশ করা হয়েছে। সাব-বেইস নির্মাণ কাজ ৮২.০০ কিলোমিটার, বেইস কোর্স ৩৭.০০ কিলোমিটার ও বাইন্ডার কোর্স (বিটুমিনাস সার্ফেস) ১৯.২০ কিলোমিটার সম্পন্ন হয়েছে। ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ৩টি রেল ওভারপাসের মধ্যে যথাক্রমে ফেনী (অগ্রগতি ১২ শতাংশ) ও কুমিল্লা (অগ্রগতি ২৪ শতাংশ) রেল ওভারপাসের কাজ চলমান আছে এবং চট্টগ্রাম রেল ওভারপাসের নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ২৩টি সেতুর মধ্যে ১৩টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, অবশিষ্ট সেতুর কাজ চলমান। ২৪৪টি কালভার্টের মধ্যে ২২৮টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও অবশিষ্ট ১৬টি কালভার্টের কাজ চলমান। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সড়ক সম্প্রসারণের প্রয়োজনে প্রকল্প এলাকায় ১৩টি স্কুল, ৬টি মসজিদ, ২টি মন্দির ও ৪টি কবরস্থান স্থানান্তর করা হয়েছে এবং পুনঃনির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বন্দর নগরী চট্টগ্রামের সাথে রাজধানী ঢাকার সড়ক পথে যোগযোগ সহজ, দ্রুত, যানজটমুক্ত ও উন্নততর হবে।

(৪৭) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পের আওতায় জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ মোড় পর্যন্ত ৮৮.১৮ কিলোমিটার বিদ্যমান ২-লেন সড়ককে ৪-লেনে উন্নীত করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ৯৯২.১০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পভুক্ত প্যাকেজ-১ (জয়দেবপুর চৌরাস্তা হতে রাজেন্দ্রপুর পর্যন্ত ১২.৬৫ কিলোমিটার) ও প্যাকেজ-২ (রাজেন্দ্রপুর হতে নয়নপুর পর্যন্ত ১৭.৬০ কিলোমিটার)-এর নির্মাণ কাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে সম্প্রতি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। প্যাকেজ-৩ [নয়নপুর (মাওনা) থেকে রায়মনি পর্যন্ত ২৯.৬০ কিলোমিটার] ও প্যাকেজ-৪ (রায়মনি থেকে ময়মনসিংহ পর্যন্ত ২৭.৩২৯ কিলোমিটার) সড়ক নির্মাণ কাজ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। প্যাকেজ-৩ এর বাস্তব অগ্রগতি ২৫.২০ শতাংশ এবং প্যাকেজ-৪ এর বাস্তব অগ্রগতি ২৯.৮০ শতাংশ। প্যাকেজ-৩ ও প্যাকেজ-৪ এর আওতায় প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত ৫৬.৯৩ কিলোমিটার সড়কবাঁধের মধ্যে ৩৪.৪০ কিলোমিটার সড়কবাঁধের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। সাব-বেইস নির্মাণ কাজ ২৬ কিলোমিটার, বেইস কোর্স ১৫.৭০ কিলোমিটার ও বাইন্ডার কোর্স (বিটুমিনাস সার্ফেস) ১৪.৩০ কিলোমিটার সম্পন্ন হয়েছে। ৫টি সেতুর নির্মাণ কাজ চলমান ও অগ্রগতি ৮৮.৫০ শতাংশ। ৯৮টি কালভার্টের মধ্যে ৬১টি কালভার্টের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও অবশিষ্ট কালভার্টের কাজ চলমান। প্রকল্পটি শেষ হলে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও বৃহত্তর সিলেটের পশ্চিমাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হবে এবং যাতায়াত ত্বরান্বিত ও নিরাপদ হবে।

(৪৮) রাজধানী ঢাকার সাথে উত্তরাঞ্চলের সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে ১৩০.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ চন্দ্রা-ইপিজেড-নবীনগর বিদ্যমান ২-লেন বিশিষ্ট সড়ক ও সেতু ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ৯৫ শতাংশ। সহসাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি উদ্বোধন করবেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

(৪৯) বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের অর্থাৎ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ঢাকা জোন, কুমিল্লা জোন, সিলেট জোন এবং চট্টগ্রাম জোনের আওতাধীন জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কের সরু এবং ক্ষতিগ্রস্থ সেতুসমূহ পুনঃনির্মাণের লক্ষ্যে ১,১৮৭.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ইস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (ইবিবিআইপি) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ১১৮টি সেতু ও ২৮টি কালভার্টের মধ্যে প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত ২০টি সেতু ও ২টি কালভার্ট নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সার্বিক বাস্তব

অগ্রগতি ৩৫ শতাংশ।

(৫০) ঢাকা-চট্রগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতী সেতু দিয়ে যাতায়াতকারী ক্রমবর্ধমান ট্রাফিক ভলিউমের বিষয়টি বিবেচনা করে ৮,৪৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ লেন বিশিষ্ট দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতী সেতু নির্মাণ এবং বিদ্যমান ৩টি সেতু পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পটি ২৩ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১০ মার্চ ২০১৩ তারিখ জাইকার সঙ্গে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে পরামর্শক নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ সেতু তিনটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে সানুগ্রহ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

(৫১) নারায়ণগঞ্জ জেলা সদরের সাথে সোনারগাঁও ও বন্দর উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ৩৭৭.৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,২৯০.০০ মিটার দীর্ঘ ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির পরামর্শক নিয়োগের লক্ষ্যে কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।

(৫২) গৌরনদী-আগৈলঝড়া-পয়সারহাট হয়ে কোটালীপাড়া-গোপালগঞ্জ পর্যন্ত ৪৭.৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কাজ ২১৭.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পের সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৭২.৭৪ শতাংশ।

(৫৩) সমগ্র দেশের জেলা সড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮টি জোনাল জেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। তম্মধ্যে রংপুর, চট্টগ্রাম ও সিলেট জোনের প্রকল্পসমূহের কাজ শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে।

(৫৪) অসমাপ্ত সেতুসমূহের কাজ সমাপ্তকরণ প্রকল্পের আওতায় ৩০৬.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৪৮টি অসমাপ্ত সেতুর (দৈর্ঘ্য ৫,৮৫২.৪৫ মিটার) মধ্যে ২৪টি সেতুর নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত করে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭০ শতাংশ।

(৫৫) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ফেরি, ফেরিঘাট ও পন্টুনের অধিকাংশই বহু বছরের পুরাতন হওয়ায় ১২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫১টি ফেরি ও ৩১টি পন্টুন পুনঃনির্মাণ এবং ১০টি ফেরি ও ৬টি পন্টুন নতুন নির্মাণ, ১৭টি নতুন ইঞ্জিন প্রোপালশন ইউনিট সংগ্রহ ও ১৫টি ইঞ্জিন ওভার হোলিং এর জন্য ফেরী ও পন্টুন নির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে।

(৫৬) ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরে নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুত যাত্রী ও মালামাল পরিবহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৯৭.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে 'Technical Assistance for Detailed Study & Design of Dhaka-Chittagong Expressway on PPP Basis' শীর্ষক প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা ও বিস্তারিত নকশা প্রণয়নের জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় মূলত ৪টি বিকল্প রুটের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য রুট নির্বাচন করে বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন করা হবে।

(৫৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পগুলোর মধ্যে সওজ অধিদপ্তরের ৫২টি প্রকল্প রয়েছে। তন্মধ্যে ১৮টি প্রকল্পের কাজ পূর্ণাঙ্গভাবে ও ৪টি প্রকল্পের কাজ আংশিকভাবে চলমান। কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ২টি প্রকল্প সমীক্ষাধীন রয়েছে। অবশিষ্ট প্রকল্পগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলোর মধ্যে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, ৩য় শীতলক্ষ্যা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, পায়রা নদীর উপর পায়রা সেতু (লেবুখালী সেতু) নির্মাণ প্রকল্প, পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে শহীদ শেখ কামাল, শহীদ শেখ জামাল ও শহীদ শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। মধুমতি নদীর উপর কালনা সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে বুয়েট কর্তৃক পরিচালিত হাইড্রোলজি ও মরফোলজি সমীক্ষা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(৫৮) মোটরযানের এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১২ অনুযায়ী সড়ক ও সেতুর স্থায়িত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৮টি স্থানে এক্সেললোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনপূর্বক পরিচালনা করা হচ্ছে। অবশিষ্ট আরও ৮টি স্থানে এক্সেললোড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপনের নিমিত্ত ওয়ে-স্কেল সংগ্রহ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(৫৯) পরিবহন সেক্টরে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ১৩টি সড়ক প্রকল্প পিপিপি'র ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির নীতিগত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ৩টি প্রকল্পের ট্র্যানজেকশন এ্যাডভাইজার নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পিপিপি অফিসে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আরও ৪টি প্রকল্প অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত চিহ্নিত করে টেমপ্লেট প্রস্তুত করা হচ্ছে। এশিয়ান উন্নয়ন

ব্যাংকের সহায়তায় ১টি প্রকল্পের ডিটেইল্ড স্টাডি ও ডিজাইন প্রণয়নের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৬০) Sub-regional Road Transport প্রকল্পের আওতায় ৮৬.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রধান ১২টি জাতীয় মহাসড়ক (১৭৮৬ কিলোমিটার) ৪-লেনে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। ডিটেইল্ড ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলছে।

(৬১) অনুন্নয়ন খাতের আওতায় চলতি অর্থবছরে ১১৩৫.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮৬০ কিলোমিটার সড়ক ওভারলে, ৮২.৮০ কিলোমিটার ডিবিএসটি, ৬১৬.৭২ কিলোমিটার কার্পেটিংসহ সীলকোট, ১৭২৫.১৭ কিলোমিটার মেরামতসহ সীলকোট, ১০টি সেতু (মোট ৪১২মিটার), ১২৩টি কালভার্ট (মোট ৫৯৫.৪৩মিটার) পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত, সংস্কার ও সংরক্ষণ করে যান চলাচলের উপযোগী রাখা হয়েছে। বর্তমানে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক নেটওয়ার্কের অবস্থা আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় উন্নত।

(৬২) মাননীয় উচ্চ আদালতের আদেশে রমনাস্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় সড়ক ভবন ছেড়ে দেওয়ার প্রেক্ষিতে তেজগাঁওস্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নিজস্ব ১৭.৪ একর জমিতে ১২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন সড়ক ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত মূল ভবনটিতে ২,৩৮,৪০২ বর্গফুট অফিস স্পেস, মসজিদ, গাড়ি পার্কিং, লাইব্রেরি, কনফারেন্স রুম, অডিটোরিয়াম, সেমিনার হল, ডে-কেয়ার সেন্টার ইত্যাদি সুবিধা রয়েছে। কমপ্লেক্সটিতে পর্যাপ্ত ন্যাচারাল ভেন্টিলেশন, ডে-লাইটের ব্যবস্থা, সোলার প্যানেল, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ও আরবান ফরেস্ট সংযুক্ত করা হবে।

৪৮। সেতু বিভাগ

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০২ মার্চ ২০১৩ তারিখে পদ্মা সেতু প্রকল্পের আওতায় ৯৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাজিরা কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের উদ্বোধন করেন।

(২) পদ্মা সেতু প্রকল্পের আওতাধীন জাজিরা এপ্রোচ সড়কের নির্মাণ কাজে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ০৫ জুন ২০১৩ তারিখে ১০৯৭.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নির্মাণ কাজ চলমান। উক্ত প্রকল্পের আওতাধীন মাওয়া এপ্রোচ সড়ক, সার্ভিস এরিয়া-২, মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের ঠিকাদার নিয়োগে দরপত্র আহবান করা হয়। এছাড়া, পদ্মা সেতু প্রকল্পের ৫টি প্যাকেজের মধ্যে ৩টি প্যাকেজ যথা; জাজিরা এপ্রোচ সড়ক, মাওয়া এপ্রোচ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য Special Works Organization (SWO-West), Bangladesh Army in Association with BRTC, BUET -কে Construction Supervision Constultant (CSC) হিসেবে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়। অন্য দু'টি প্যাকেজ অর্থাৎ মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের CSC নিয়োগে Expression of Interest (EoI) আহ্বান করা হলে ১১ টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তাব দাখিল করে।

(৩) প্রস্তাবিত ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সংশোধিত এলাইনমেন্ট নীতিগতভাবে অনুমোদিত এবং জুন ২০১৩ মাসে প্রথম পর্যায়ে ৬.৮৭৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ১৩৫ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে পরিশোধ করা হয়।

(৪) শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া সড়ক দিয়ে চন্দ্রা পর্যন্ত প্রায় ৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়।

(৫) ২৭৮.৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে বঙ্গবন্ধু সেতুর ফাটল মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়।

(৬) বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল কার্যক্রম ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় হতে সরাসরি মনিটরিং-এর জন্য অন-লাইন মনিটরিং পদ্ধতি চালু করা হয়।

(৭) বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আদায় বৃদ্ধি পায়। প্রতিবেদনাধীন বৎসরে এ সেতু হতে ৩২৫.২০ কোটি টাকা টোল বাবদ আয় হয়, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৬.৭৪ শতাংশ বেশি।

(৮) কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়। এটি নির্মাণে চীনের একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান আগ্রহ প্রকাশ করায় চীন সরকারের অর্থ সহায়তার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

(৯) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও জাহাঙ্গীর গেইট এলাকায় যানজট নিরসনে ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়।

(১০) পিরোজপুর-ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর উপর বেকুটিয়া সেতু, রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদি-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর উপর, লেবুখালী-দুমকী-বগা-দশমিনা-গলাচিপা-আমড়াগাছি সড়কে গলাচিপা নদীর উপর, কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-লোহালিয়া-কালিয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ও বরিশাল-ঝালকাঠি-ভান্ডারিয়া-পিরোজপুর সড়কে কচা নদীর উপর সেতু নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়।

৪৯। স্থানীয় সরকার বিভাগ

(১) ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে এস.আর.ও নং-১৭/আইন/২০১৩ মোতাবেক টঙ্গী ও গাজীপুর পৌরসভা সমন্বয়ে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়।

(২) এলজিইডি'র মাধ্যমে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভাসমূহের অবকাঠামো ব্যবস্থার উন্নয়ন/ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ ড্রেন, মার্কেট নির্মাণ করা হয় এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(৩) পৌরসভাসমূহে কর্মরত ২৯ জন সহকারী প্রকৌশলী, ১১ জন বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ১২ জন সচিব (খ শ্রেণি) এবং ৩৮ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

(৪) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৬টি নতুন পৌরসভা গঠন করা হয়। এগুলি হচ্ছে-হাটহাজারী পৌরসভা, বোয়ালখালী পৌরসভা, মধুখালী পৌরসভা, বকশীগঞ্জ পৌরসভা, উজিরপুর পৌরসভা এবং নারায়নপুর পৌরসভা। এছাড়া বি-বাড়ীয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর, চট্টগ্রাম জেলার নাজিরহাট, পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ, ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, রংপুর জেলার পীরগঞ্জ পৌরসভা গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৫) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৭টি 'খ' শ্রেণির পৌরসভাকে 'ক' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয় এবং ১৮টি 'গ' শ্রেণি পৌরসভাকে 'খ' শ্রেণিতে উন্নীত করা হয়।

(৬) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দকৃত ৩৬১.০০ কোটি টাকা থেকে পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন, বিভিন্ন পৌরসভার জন্য ৯টি হাইড্রোলিক বিম লিফটার, ৭টি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, ৯টি রোড রোলার ও ১৮টি গার্বেজ ট্রাক বরাদ্দ এবং পৌরভবন/অডিটরিয়াম নির্মাণের জন্য অর্থ ছাড় করা হয়।

(৭) ১৩ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প, ফেজ-২ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। ফলে দৈনিক আরও ২২.৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা ওয়াসার সিস্টেমে যোগ হয় এবং বর্তমানে ওয়াসার মোট পানি উৎপাদন ক্ষমতা ২৪২ কোটি লিটার। সায়েদাবাদ ফেজ-২ শোধনাগার থেকে ঢাকা মহানগরীতে সরবরাহের জন্য দৈনিক আরও সাড়ে ২২ কোটি লিটার পানি যুক্ত হওয়ায় বর্তমানে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সরবরাহের শতকরা ৭৮:২২ যা পূর্বে ছিল ৮৭:১৩। বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবেশগত ভারসাম্য বিবেচনায় ২০২১ সালের মধ্যে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির উপর ৭০ শতাংশ নির্ভরতা উন্নীত করার লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(৮) গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে সার্বক্ষণিক ও উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা লিংক-১৬১৬২ স্থাপন করে, যার মাধ্যমে গ্রাহকবৃন্দ ওয়াসা লিংক এ ফোন করে পানি সরবরাহ বা পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কিত যে কোনো অভিযোগ জানাতে অথবা তথ্য জানাতে পারছেন। ঢাকা ওয়াসার গ্রাহকবৃন্দ মোবাইল টেলিফোন এসএমএস এর মাধ্যমে অনলাইনে তাদের পানির বিল পরিশোধ করতে ও বিল পরিশোধের সর্বশেষ তথ্য জানতে পারছেন।

(৯) গ্রীষ্ম মৌসুমে শীতলক্ষ্যা নদীর পানি ভীষণভাবে দূষিত হওয়ার ফলে সে সময় এ পানি কনভেনশনাল শোধনাগারের মাধ্যমে পরিশোধন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ প্রেক্ষাপটে সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার এর অধীনে পানি শোধন করার নিমিত্ত দুই ফেজের জন্য প্রি-ট্রিটমেন্ট ইউনিটস স্থাপন করা হয় এবং সফলভাবে পানি শোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(১০) চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক কর্ণফুলী পানি সরবরাহ প্রকল্পের তিনটি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। এগুলি হচ্ছে Intake Facility & Treatment Plant (KWSP-C1), Transmission and Distribution Pipe (KWSP-C2) **এবং** Reservoirs (KWSP-C3).

(১১) ২০ নভেম্বর ২০১১ তারিখে ঠিকাদার CNTIC-BSEEC China কর্তৃক প্রকল্পের প্যাকেজ সি-১ কনট্রাক্ট এর আওতাধীন কাজসমূহ বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। ইনটেক পাম্প স্টেশন এবং ডব্লিউটিপি-এর ফেন্সিং, ড্রেনেজ, প্রি-কাস্ট ও কাস্ট ইন সিটু পাইল, পিভিসিড ইত্যাদির কাজ চলছে। ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত ভৌত কাজের অগ্রগতি ২৩ শতাংশ।

(১২) Contract Package C-2, KWSP: Conveyance, Transmission & Distribution Pipe স্থাপন কাজের ঠিকাদার Kubota- Marubeni, .IV, Japan কর্তৃক চট্টগ্রাম কাপ্তাই রোড ও বায়েজীদ বোস্তামী রোডে ১,২০০ মি.মি. ব্যাসের conveyance & Transmission Pipe line এবং আগ্রাবাদ এক্সপ্রেস রোড, পোর্ট কানেকটিং রোড, এসএস খালেদ রোড ও ফজলুল কাদের রোডে Distribution Pipe line স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। এই প্যাকেজের বর্তমান অগ্রগতি ৩৪.৫৮ শতাংশ।

(১৩) C-3 (Reservoir) ২২ নভেম্বর ২০১০ তারিখে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার কমিটিতে অনুমোদিত হয়। ৩০ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে ঠিকাদারের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখ নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং বর্তমানে কন্ট্রাক্টর কর্তৃক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে রিজারভারের রুফ কাস্টিং এর কাজ অগ্রসরমান। এই প্যাকেজের অগ্রগতি ৭৪ শতাংশ।

(১৪) CWSISP প্রকল্পের প্যাকেজ S-2(Consultancy Services for Feasibility Study, design Construction Supervision of Modhunagat Water Treatment Plant and Related Transmission Pumping Facilities)-এর পরামর্শ নিয়োগের চুক্তি ১৬ জুন ২০১৩ তারিখে সম্পাদিত হয়। শীঘ্রই পরামর্শক কাজ শুরু করবেন। কনসালটেন্ট কর্তৃক ডিজাইন ড্রয়িং চূড়ান্ত হওয়ার পর মোহরা পানি শোধনাগার নির্মাণ কাজ শুরু হবে এবং জরুরি পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ৩০টি গভীর নলকূপ স্থাপন করার সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদন দেন। যার ফলে চট্টগ্রাম ওয়াসা জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩ সময়ে ১৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন করে। এতে অতিরিক্ত ১৫ এমএলডি পানি উৎপাদিত হচ্ছে। এছাড়া এ সময়ে মোট ১৫ কিলোমিটার পাইপ লাইন ও উক্ত প্রকল্প হতে স্থাপন করা হয়।

(১৫) রাজশাহী ওয়াসা কর্তৃক পানির কভারেজ ৪৬ শতাংশ থেকে ৬৭ শতাংশে উন্নীত করা হয়। দৈনিক পানির উৎপাদন ২৫.৯২ মিলিয়ন লিটার (MLD) থেকে ৫৫.৪৪ মিলিয়ন লিটারে বৃদ্ধি করা হয়। দৈনিক জনপ্রতি পানির ব্যবহার ৪৮ লিটার (lped) থেকে ৬৫ লিটার (lped)-তে বৃদ্ধি করা হয়।

(১৬) খুলনা ওয়াসা কর্তৃক ৫টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপনের মাধ্যমে ১ কোটি লিটার পানি উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পায়। ১৩ কিলোমিটার পানি সরবরাহ পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়। ৫.৫ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের নির্মাণ কাজ চলমান। অগ্রগতি ৭৪ শতাংশ। ১.২৫ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট পুনর্বাসনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। অগ্রগতি ৯৫ শতাংশ।

(১৭) বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প দ্বারা সম্পাদিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রাবার ড্যাম, উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলায় সালটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার সড়কে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর ৮১০ মিটার ব্রিজ, মুন্সিগঞ্জ জেলার ধলেশ্বরী-১ নদীর উপর ৪৮০ মিটার গার্ডার ব্রিজ, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ২১৬ মিটার আরসিসি ব্রিজ, বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলায় বাঙ্গালী নদীর উপর ২৮০ মিটার বিলচাপরী ব্রিজ, পাবনা জেলার সাথিয়া উপজেলাধীন হলুদঘর-গোপালপুর সড়কে ৯০ মিটার আরসিসি ব্রিজ, বাহ্মণ-বাড়ীয়া জেলার তিতাস নদীর উপর ২৪১.৭৫ মিটার আরসিসি ব্রিজ, পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় ১০০ মিটার ব্রিজ, জামালপুর জেলার চিকায়আনি-চড়মগুরিহাট সড়কে ২৮০ মিটার গার্ডার ব্রিজ, সাতক্ষীরা জেলার চৌদ্দরশি নদীর উপর ১৪০ মিটার পিসি গার্ডার ব্রিজ, মানিকগঞ্জ জেলার ট্যাংগুন নদীর উপর ২৫০ মিটার ব্রিজ, মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় ২৭৫ মিটার ব্রিজ ও সিংগাইর উপজেলায় ১৪০ মিটার কানসা ব্রিজ, বরিশাল জেলার হিজলা-মুলাদী সড়কে ৪২০ মিটার ব্রিজ, কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলায় মহেশখালী-কক্সবাজার-সবাদিয়া সড়কে ২১০ মিটার ব্রিজ, গোলপাড়া-শিবু নদীর উপর ২১০ মিটার ব্রিজ, কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় ৭৫ মিটার দীর্ঘ গার্ডার ব্রিজ (বাড়ীকান্দি-মাজেদপুর-মোহনপুর লঞ্চঘাট রোড) ও নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলায় লালোর ইউপি-ডাকমন্ডাল হাট সড়কে মরা অত্রাই নদীর উপর ৯৬ মিটার দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণ করা হয়।

(১৮) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মোট ১৫টি

প্রকল্পের অনুকূলে ৫৬,০৫২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়; তন্মধ্যে, জুন ২০১৩ পর্যন্ত ৫০,৮২৫.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি বরাদ্দের ৯০.৭২ শতাংশ।

(১৯) বর্তমানে পল্লী এলাকায় প্রতি ৯৩ জনের জন্য একটি সরকারি নিরাপদ খাবার পানির উৎস রয়েছে এবং দেশের প্রায় প্রতিটি মানুষ নিরাপদ পানি পান করে। গ্রামাঞ্চলে পানি সরবরাহের স্বীকৃত মান হল যে কোন আবাস গৃহের ১৫০ মিটার (৫০০ ফুট)-এর মধ্যে একটি নিরাপদ খাবার পানির উৎস থাকবে। সে হিসেবে বর্তমানে পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৮ শতাংশ। আর্সেনিক আক্রান্ত Unserved এবং Underserved এলাকায় পানির উৎস স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত কভারেজ বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

(২০) বিভিন্ন চলমান কার্যক্রমের আওতায় জুন ২০১৩ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার ১ লক্ষ ৯৮ হাজার পানির উৎস স্থাপন এবং প্রাইভেট স্পন্সরশীপের মাধ্যমে ৭৫টি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। এছাড়া, ৭টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ২৫টি কর্মসূচি অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পগুলি সমাপ্ত হওয়ার পর পল্লী এলাকায় পানি সরবরাহ কভারেজ ৮৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩ শতাংশে উন্নীত হবে।

(২১) বর্তমানে ১৩৪টি পৌরসভায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু আছে। অবশিষ্ট পৌরসভায় পয়েন্ট সোর্স-এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। লাইনের মাধ্যমে পানির কভারেজ ৩৫ শতাংশ এবং পয়েন্ট সোর্স-এর মাধ্যমে অবশিষ্ট পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আছে।

(২২) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৪টি সিটি কর্পোরেশন (সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও কুমিল্লা) ও ১০২টি পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পভুক্ত পৌর এলাকার ৮০ শতাংশ জনসাধারণ পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও নিরাপদ স্যানিটেশনের আওতায় আসবে। ৪০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং ১৪৮টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা স্থাপনের লক্ষ্যে মাস্টার-প্ল্যান প্রণয়ন চলমান।

(২৩) গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মোট ৯৬,০৫৮টি স্বল্পমূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং ৩০টি কমিউনিটি/পাবলিক ল্যাট্রিন নির্মিত হয়। জুন ২০১৩ মাসে পল্লী এলাকায় স্যানিটেশন কভারেজ ৯০.৮৬ শতাংশে উন্নীত হয়। ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে দেশব্যাপী জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদ্‌যাপিত হয়।

(২৪) পৌর স্যানিটেশন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে ড্রেন নির্মাণ, পাবলিক টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং একক ল্যাট্রিন নির্মাণ। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২৪টি পাবলিক টয়লেট/কমিউনিটি ল্যাট্রিন এবং ৩৩২টি হাউজহোল্ড ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়। জুন ২০১৩ মাসে পৌর এলাকায় স্যানিটেশন কভারেজ ৯১.২৩ শতাংশ এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্যানিটেশন কভারেজ ৮৪.৪৯ শতাংশে উন্নীত হয়।

(২৫) ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদানের উপস্থিতি পরিমাপের জন্য দেশের ১১টি জেলায় স্থাপিত পানি পরীক্ষাগারগুলির মাধ্যমে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাপানের আর্থিক সহায়তায় পানি পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঢাকার কেন্দ্রীয় পানি পরীক্ষাগার ও জোনাল ল্যাবরেটরিগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপন করে পানির গুণাগুণ পরীক্ষার বিষয়টি আরও শক্তিশালী করা হয়।

৫০। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া সরকারের মধ্যে বিদ্যমান ওয়ার্ক এন্ড হলিডে ভিসা চুক্তির আওতায় ২০১১ সাল হতে ১৮-৩০ বৎসর বয়সসীমার বৈধ ১০০ জন বাংলাদেশি নাগরিককে এক বৎসরের জন্য কাজ ও ভ্রমণ করার লক্ষ্যে অস্ট্রেলিয়ায় প্রেরণ করা হয়।

(২) প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে সিলেট এমএজি ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ইমিগ্রেশনের সঙ্গে হযরত শাহজালাল আমন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের অনলাইন কানেকটিভিটি সংযোজন করা হয়। পাসপোর্ট অফিসের ভিসা বর্ধিতকরণ তথ্য ব্যাংকের সাথে দীর্ঘদিন পর পুনসংযোজন স্থাপন করা হয়। Machine Readoble Passport (MRP) ডাটাবেজের

সাথে সংযোগ স্থাপন প্রায় সমাপ্তির পথে। এ ছাড়া ইমিগ্রেশন সফট্ওয়্যারে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের National ID (NID) ব্যবহার সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে একটি চুক্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পঞ্চগড় জেলায় বাংলাবান্ধা ইমিগ্রেশনের চেকপোষ্ট চালু করা হয়। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ সারাদেশে ২৬টি চেকপোস্টের মাধ্যমে জাল পাসপোর্ট, ভিসাসহ মানবপাচারের মত জঘন্য অপরাধ উদঘাটনের জন্য মূল্যবান যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরসমূহ এবং বেনাপোল চেকপোস্টের সাথে অনলাইন কানেকটিভিটি এবং সফট্ওয়্যার আধুনিকীকরণ করা হয়।

(৩) বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ (বিজিবি)- এর যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে বিজিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিজিবি সদর দপ্তর হতে ফাইবার অপটিক্যাল এবং রেডিও লিংকের মাধ্যমে মোট ০৮টি সেক্টরে 256 Kbps Digital Data Network (DDN) সংযোগ স্থাপন করে বিজিবি'র নিজস্ব নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়। সরকার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিজিবির টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো উন্নততর তথ্য প্রবাহে রূপান্তর করার নিমিত্ত বর্তমানে Virtual Private Netwark (VPN) নেটওয়ার্কের আওতায় বিটিসিএলের আধুনিক ফাইবার অপটিক্যাল কানেকটিভিটি'র মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সসহ অন্যান্য আধুনিক সুবিধা পাওয়ার জন্য Bandwidth 2 mbps-এ বৃদ্ধি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

(৪) সাম্প্রতিক সময়ে মায়ানমারে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সীমান্তে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করায় উক্ত এলাকা হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোহিঙ্গা সমুদ্র পথে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে মায়ানমার হতে সমুদ্র পথে রোহিঙ্গাদের অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১২ জুন ২০১২ হতে অপারেশন 'কুলরক্ষা' নামে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছে। অভিযানকালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের শুকনা খাবার, খাবার পানি, জ্বালানি তেল এবং ঔষধসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা প্রদান করে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ১,৬৭১ জন রোহিঙ্গাসহ ৯১টি বোট ফেরত পাঠানো হয়।

(৫) নারীদের অধিকার সংরক্ষণে বিশেষত নারী নির্যাতন, হয়রানি এবং ইভটিজিং রোধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে ইভটিজিং প্রতিরোধের জন্য সকল পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধিসহ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণকে ব্যবস্থা গ্রহণ ও মনিটর করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়। নারীদের অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি থানায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস, প্রতিটি জেলা শহরে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন, মহিলা কারাগার নির্মাণ, মহিলা পুলিশ, মহিলা আনসার ও মহিলা কারারক্ষীদের জন্য পৃথক আবাসন এবং বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়।

(৬) কঠোর নজরদারি ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব, বিশ্ব ইজতেমা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস/অনুষ্ঠান নিরাপদ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপন করা সম্ভব হয়।

(৭) আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে পুলিশের ৩টি নারী কন্টিনজেন্ট (নারী সদস্য সংখ্যা-৭,০৫৪জন) এবং আনসারের ২টি মহিলা ব্যাটালিয়ন (মহিলা আনসার সদস্য সংখ্যা-৮০৮ জন) গঠন করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশ সচিবালয়ের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে এবং সংস্থায় ৪৬ মহিলা আনসারকে নিয়োজিত করা হয় এবং ৬৭২ জন মহিলা আনসারকে বিভিন্ন জেলায় নিয়োগ দেওয়া হয়।

(৮) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জেন্ডার বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত ও জোরদার করার লক্ষ্যে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে Protection and Enforcement of Women Rights নামে একটি প্রকল্প কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকার ১০টি থানায় এবং ৪টি জেলার (জামালপুর-৮, পটুয়াখালী-৮, কক্সবাজার-৮, সিলেট-১২) ৩৬টি থানা এলাকায় জেন্ডার বিষয়ক মামলাগুলি মনিটর ও আইনি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। নারীদের উপর যে কোন সহিংসতা, নির্যাতনের তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ ও ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি Women Help Desk এবং Women Monitoring Cell গঠন করা হয়। এ সেলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

(৯) নারী, শিশু ও মানবপাচার রোধ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'এন্ট্রি ট্রাফিকিং ম্যাকানিজম এন্ড মনিটরিং' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া, সীমান্তে নারী ও শিশু পাচার রোধের জন্য ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-এর উন্নয়ন ও শক্তি বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় এবং ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের ৬৫ শতাংশ কাজ বাস্তবায়িত হয়।

বর্ডার গার্ডকে শাক্তিশালীকরণের মাধ্যমে সীমান্ত এলাকায় নারী ও শিশু পাচার রোধ কার্যক্রম জোরদার করা হয়, ফলে ২০১১ সনের তুলনায় ২০১২ সনে নারী ও শিশুপাচার ১৭ শতাংশ হ্রাস পায়।

(১০) জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পুলিশের ২টি নারী কন্টিনজেন্টের মাধ্যমে ৫৩৩ জন নারী সদস্যকে বিদেশে প্রেরণ করা হয় এবং এতে সরকারের ১১২ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

(১১) আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা ও সম্পর্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে ভারতের সঙ্গে Transfer of Sentenced Persons, Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, Combating International Terrorism, ও Organised Crime and Illicit Drug Trafficking চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এসময়ে ২১টি দেশের কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসা অব্যাহতি চুক্তি এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ভিসা প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য Revised Travel Agreement চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে চুক্তি সম্পাদিত দেশসমূহে ভ্রমণ সহজ হয়েছে।

(১২) বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিদ্যমান সীমান্ত বিরোধ সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ নিষ্পত্তিকল্পে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত সীমান্ত চুক্তির ধারাবাহিকতায় ভারতের সাথে Protocol to the Agreement Concerning the Demarcation of the Land between India and Bangladesh and Related Mattars স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রটোকল অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহল এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল পারস্পরিক বিনিময়ের জন্য ছিটমহলে বসবাসকারী বাসিন্দাদের Headcount করা হয়। জনসংখ্যা জরিপে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ১১১টি ছিটমহলে ১৭,১৬০ একর জমি ও ৩৭,৩৬৯ জন এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহলে ৭১১০ একর জমি ও ১৪,০৯০ জনকে পাওয়া যায়। উভয় দেশের সীমান্তে অপদখলীয় জমি চিহ্নিত ও জমির দাবি চিহ্নিত হয় এবং দৈখাতা, ডুমাবাড়ী ও মুহুরিরচর এলাকায় অনির্ধারিত ৬.৫ কিলোমিটার জায়াগার সীমানা চিহ্নিত করা হয়। এ ছাড়া কুচবিহার জেলার তিন বিঘা করিডোরের মধ্য দহগ্রাম-আঙ্গারপোতায় অবস্থিত বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রত্যহ ২৪ ঘণ্টা যাতায়াতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।

৫১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১) বর্তমান সরকারের বিশেষ অগ্রাধিকার হচ্ছে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়ন। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০১২ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১২ এবং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১২ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ ছাড়া, মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশুখাদ্য (বিপণন) নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন শেষে সংসদে বিল আকারে উত্থাপন করা হয়। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩ ও সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয়।

(২) শিশুমৃত্যু বর্তমানে প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৫৩ জন যা সম্ভব হয়েছে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, শিশু রোগের সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ডায়রিয়া এবং শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগের সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে। শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয় । নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির অসামান্য সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মত ২০১২ সালে Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI) শ্রেষ্ঠ এওয়ার্ড লাভ করে।

(৩) বর্তমানে মাতৃমৃত্যু প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৯৪ জনে নেমে এসেছে। জন্মহার হ্রাস, নারীশিক্ষা, বিবাহের বয়সবৃদ্ধি ইত্যাদি সামাজিক অগ্রগতির পাশাপাশি জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম মাতৃমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ১৯ জুন ১৩ তারিখে জরুরি প্রসূতি সেবা বিষয়ে মনোনীত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুরস্কার বিতরণ করা হয়। গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের জন্য মোবাইল হেলথ্ সার্ভিস আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়। contraceptive acceptance rate বৃদ্ধির জন্য ৬৪ জেলার performance monitoring করা হচ্ছে এবং কম অগ্রগতিসম্পন্ন উপজেলাসমূহে অগ্রগতি বৃদ্ধির জন্য তদারকি জোরদার করা হয়।

(৪) সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ সরকারের আরেকটি বড় সাফল্য। কুষ্ঠ এবং পোলিও রোগ দৃশ্যত নির্মূল হয়েছে। এইচআইভি

সংক্রমণ এখনও নিচু পর্যায়ে রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ১.৩৭ এ দাঁড়িয়েছে । মহিলা প্রতি গড় সন্তানের হার ২০০৭ সালের ২.৭ থেকে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে ২.৩ হয়। স্বাস্থ্য সেবার ক্রমাগত উন্নতি বিশেষ করে সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্যান্সার ও হৃদরোগের মত অসংক্রামক রোগের উন্নত চিকিৎসা, পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কারণে গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৬৮ (৬৭.৭)-এ দাঁড়িয়েছে।

(৫) গ্রামীণ জনগণের দোরগোড়ায় একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে 'রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ্ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস্ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে। প্রকল্পটির মাধ্যমে সারাদেশে ১২,২১৭টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। ২০১২ সালে ৪.৫ কোটি জনগণ এ সকল কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন । পুষ্টি সেবা কার্যক্রমে কমিউনিটি ক্লিনিককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' খাওয়ানোর হার ৯৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে মোট ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ আয়রন ফলিক বড়ি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশব্যাপী বিতরণ করা হয়।

(৬) চিকিৎসা সেবার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য উপজেলা, জেলা, মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ২,৯৩৩ জন কর্মকর্তা এবং ৬৪ জন কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। ৪,৭৪৪ জন নার্স নিয়োগ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয় এবং শীঘ্রই নিয়োগ সম্পন্ন হবে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সর্বমোট ৬,১৪৯ জন কর্মকর্তা/কর্মাচরীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

(৭) দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ ভাগেরও বেশি ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। বর্তমানে দেশে উৎপন্ন ১৮৭ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের ৮৭টি দেশে রপ্তানি হচ্ছে। ঢাকার মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে একটি আন্তর্জাতিক মানের ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়, যা খাদ্যে ভেজাল ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের উপস্থিতি শনাক্ত করতে সহায়ক হবে। এ ছাড়া, প্রতিবেদনাধীন সময়ে ঔষধ শিল্পের মানোন্নয়নের জন্য ঢাকার মহাখালীতে আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরি ও ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ঢাকাসহ সারাদেশে ১৩৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ৩৮৭টি ঔষধের দোকান হতে ৩,০১,৮৭,৮০০ টাকা জরিমানা আদায় এবং ১১১ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয় এবং ড্রাগ কোর্টে ১২টি মামলা দায়ের করা হয়।

(৮) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০০৯ সালেই সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের তাগিদে সামনের সারিতে থেকে বিভিন্ন ই-হেলথ ও ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরেও সেগুলো অব্যাহত ছিল। বেশ কিছু সম্প্রসারিত হয় ও নুতন কিছু কর্মসূচিও সংযুক্ত হয়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ই-ছুটি ব্যবস্থাপনা, উচ্চ শিক্ষার প্রেষণ ব্যবস্থাপনা, প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি তদারকি সফটওয়্যার, মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্য সেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রসূতি পরামর্শ এবং মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে অনলাইন ভর্তি প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্রয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের সংগ্রহ ও সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনার ওয়েব পোর্টাল এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া অনলাইনে পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

(৯) মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নাগরিকগণ সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসকের কাছ থেকে যে কোনো সময় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরামর্শ নিতে পারছেন। সেজন্য বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে (মোট ৪৮২টি হাসপাতাল) একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়। ডিউটিতে থাকা একজন চিকিৎসক মোবাইল কল রিসিভ করেন এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ দেন। এই সেবা চালুর ফলে গ্রাম বা প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসরত ধনী-গরিব সকলের জন্যই বিনামূল্যে সরকারি চিকিৎসকদের নিকট থেকে চিকিৎসা পরামর্শ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে উন্নত মানের টেলিমেডিসিন সেবা কেন্দ্রের সংখ্যা ৮টি থেকে বেড়ে ১৮টি হয়। শীঘ্রই কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে ৩৮টি হবে। এই সেবা চালুর ফলে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা আধুনিক মানের টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে বিশেষায়িত হাসপাতালের চিকিৎসকদের পরামর্শ নিতে পারছেন। কমিউনিটি ক্লিনিকে টেলিমেডিসিন সেবা চালুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে চার হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে ইন্টারনেট সংযোগসহ ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়। একই অর্থ-বৎসরে আরও প্রায় সাড়ে ১২ হাজার ল্যাপটপ ক্রয়ের আদেশ দেওয়া হয় যা শিঘ্রই এসে পৌছবে। ফলে চালু সব কমিউনিটি ক্লিনিকে ল্যাপটপ থাকবে ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপিত হবে। এই ল্যাপটপগুলো তথ্য আদান-প্রদান ,স্বাস্থ্য

শিক্ষা প্রদান ও টেলিমেডিসিন সেবা দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হবে। যেসব রোগীর চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন হবে, সেসব রোগীর জন্য ভিডিও কনফারেন্স চালু করে উপজেলা হাসপাতালের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে চিকিৎসকের অভাব পূরণ করা যাবে। বর্তমানে ৪,০০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ৩,৫০০ স্বাস্থ্যকর্মীর হাতে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে।

(১০) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন (পিএফডি) অপারেশন প্লানে মোট ১,১৫,৫৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১,১১,৫৬০.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। যা মোট বরাদ্দের ৯৬.৫২ শতাংশ । বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস সংস্থার মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে: ঢাকাস্থ খিলগাঁও এ ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল ও ঢাকার শ্যামলীতে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট টিবি হাসপাতাল নির্মাণ, শেরে বাংলা নগরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সাইন্স ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও-এ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি, রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আধুনিকায়ন এবং এক্সটেনশন । এছাড়া ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আইসিইউ ক্যাজ্যুয়ালটি ইউনিটের আধুনিকায়ন এবং এক্সটেনশনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

(১১) অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় (পিএফডি) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের চলমান কার্যসমূহ হচ্ছে: ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা থেকে ৫০০ শয্যায় উন্নীতকরণ, খুলনা ও পঞ্চগড়ে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়াবেটিক হাসপাতাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্মচারীদের জন্য ষ্টাফ কোয়ার্টার, ঢাকা শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ছাত্র/ছাত্রী হোস্টেল, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন ও খুলনা মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও দিনাজপুর হাসপাতালে মেডিকেল গ্যাস স্থাপন, ঢাকা মেডিকেল কলেজে বিদ্যমান স্থাপনার সম্প্রসারণ ও নতুন ভবন নির্মাণ, নোয়াখালী, পাবনা, কক্সবাজার ও যশোরে মেডিকেল কলেজ স্থাপন, সাভারের ধামরাইতে ট্রমা সেন্টার, হবিগঞ্জের বাহুবলে ট্রমা সেন্টার ও মুন্সিগঞ্জের মাওয়ায় ট্রমা সেন্টার নির্মাণ।

(১২) বাগেরহাট, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ ও বরগুনায় সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায়, টংগী, মাদারীপুর ও কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায়, ভোলা, সুনামগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, মাগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী ও হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণ, সাভারে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ মেনেজম্যান্ট এবং খুলনায় আই সি ইউ এবং ক্যাজুয়ালটি ইউনিট নির্মাণ ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ সম্প্রসারণ, গোপালগঞ্জে শেখ সায়রা খাতুন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং কিশোরগঞ্জে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, বিএসএমএমইউকে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে উন্নীতকরণ, গোপালগঞ্জে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন্নেছা চক্ষু হাসপাতাল এবং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, এক্সপানশন অফ কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অফ নার্সিং এডুকেশন, ঢাকা শিশু হাসপাতাল সম্প্রসারণ, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন এবং রেফারেল সেন্টার, খুলনায় শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডাইজেসটিভ ডিজিজ রির্সাচ এবং হাসপাতাল নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত অর্থ বৎসরে ৪২৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৪২৪ টি নির্মাণ কাজ চলামন রয়েছে, ৩১টি উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে এবং ৪৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উন্নয়ণ কাজ চলমান। সাতক্ষীরা ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করাসহ অন্যান্য ৪৪টি স্থাপনার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় এবং ৫৬টি স্থাপনার কাজ চলমান রয়েছে।

(১৩) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বেশকিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১২ মার্চ জাতীয় ভিটামিন এ দিবস, ০৭ এপ্রিল বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস, ৫ মে আন্তর্জাতিক মিডওয়াইফারী দিবস, ২৩ মে আন্তর্জাতিক ফিস্টুলা দিবস, ২৫-৩০ মে পরিবার পরিকল্পনা সেবা সপ্তাহ, ২৮ মে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস, ৩১ মে বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস, ১-৭ আগস্ট মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ এবং ১লা ডিসেম্বর জাতীয় এইডস দিবস।

(১৪) বাংলাদেশের উদ্যোগে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় অটিজম সংক্রান্ত রেজুলিশন গৃহীত হয়। এছাড়া পার্টনার্স ইন পপুলেশন ডেভেলপমেন্ট সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় National Control Laboratory (NCL) ও Drug Testing Laboratory স্থাপন করা হয়।

(১৫) ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১৫ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ১৫,৯৯,৬৮,০০০ টাকা নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায় হয়।

(১৬) খিলগাও ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালটি ১১,০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ জুলাই, ২০১৩ তারিখে হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন।

(১৭) ৪,৬৩৪.৮৭ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থায়নে ঢাকার ফুলবাড়িয়ায় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৮ আগষ্ট ২০১৩ তারিখে হাসপাতালটি উদ্বোধন করেন।

(১৮) ২,৪৯৪.০০ লক্ষ টাকা জিওবি অর্থায়নে 'Establishment of ENT & Head- Neck Cancer Foundation Hospital & Institute' শীর্ষক প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

(১৯) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, পুষ্টি সেক্টর উন্নয়ন কর্মসূচির (এইচপিএনএসডিপি ২০১১-২০১৬) আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার' অপারেশনাল প্লান এবং 'রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় Community Health Care Provider (CHCP)-দের ল্যাপটপ প্রদান করে। ১৬ জুলাই, ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ল্যাপটপ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

(২০) শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২০ জনে নামিয়ে আনার অঙ্গীকার নিয়ে ২১ জুলাই ২০১৩ তারিখে '২০৩৫ সাল নাগাদ প্রতিরোধযোগ্য শিশুমৃত্যু অবসান: বাংলাদেশের অঙ্গীকার' ঘোষণা করা হয়। উক্ত ঘোষণা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি ও কৌশলগত কর্মপন্থা গ্রহণ করা হবে।

(২১) 'Extension of National Institute of Traumatology & Orthopaedic Rehabilitation (NITOR)' শীর্ষক প্রকল্প জিওবি ৩৩৬.৩৮২৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।

(২২) ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে ৪,১০০ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেয়া হয়।

চ. ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সম্পাদনে সম্ভাব্য বড় রকমের সমস্যা/সঙ্কট (পরিশিষ্ট-'জ')।

২। সার্বিক পর্যালোচনা

২.১। বিগত অর্থ-বৎসরের বৈশ্বিক মন্দা পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সরকার দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখাসহ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে লক্ষণীয় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, চলতি বৎসরে রাজস্ব আহরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সামান্য পিছিয়ে থাকলেও পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় বেশি হয়েছে। খাদ্যশস্যের মজুদ পূর্ববর্তী বৎসর হতে কিছুটা হ্রাস পেলেও কৃষি খাতে ভর্তুকি, কৃষি গবেষণা ও কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান এবং সর্বপরি প্রান্তিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত, বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকায় কৃষকদেরকে বিভিন্ন প্রকার সহায়তা প্রদানের ফলে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকারী একটি দেশ। এ ছাড়া, স্থানীয় ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচি, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের উদ্যোগসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আধুনিক ও বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সমগ্র দেশে তথ্য ও যোগযোগ প্রযুক্তির প্রসার, শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ ও হতদরিদ্র পরিবারের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যখাতে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যবিমোচনে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই অর্জন প্রভৃতি নানাবিধ কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী সরকার বাংলাদেশকে একটি ডিজিটাল ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

২.২। বৈশ্বিক মন্দা-পরবর্তী অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জসমূহ সাফল্যের সঙ্গে মোকাবেলা করে সরকার গড়ে ৬ শতাংশের উর্ধ্বে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অর্জন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.৩২

শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৬.০৩ শতাংশ অর্জিত হয়। সরকারের বিভিন্নমুখী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে মাথাপিছু জাতীয় আয় গত অর্থ-বৎসরের ৮৪৮ মার্কিন ডলার থেকে ৯২৩ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। তবে ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসর হতে সকল সরকারি পরিসংখ্যানে ২০০৫-০৬ কে ভিত্তি-বৎসর হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। ২০০৫-০৬ ভিত্তি-বৎসর অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সাময়িকভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.১৮ শতাংশ এবং মাথাপিছু জাতীয় আয় ১,০৪৪ মার্কিন ডলার নিরূপিত হয়েছে। জিডিপির ভিত্তি-বৎসর ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৫-০৬ প্রবর্তনের ফলে বিনিয়োগের অনুপাতও কিছুটা বেড়েছে।

২.৩। পণ্যের বহুমুখীকরণ, সরকারের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ ও প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান এবং রপ্তানিকারকদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে রপ্তানি আয় ২৭,০২৭.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়, যা পূর্ববর্তী বৎসরের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ২,৭২৫.৪৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি অর্থাৎ রপ্তানি খাতে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ১১.২২ শতাংশ। অপরদিকে, রেমিট্যান্সের প্রবাহেও উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ১৪,৪৬০.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থ-বৎসরের তুলনায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে প্রবাসী আয় ১২.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানি বৃদ্ধি ও রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৫,৩১৫.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়, যা পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ৪৭.৭৭ শতাংশ বেশি। প্রতিবেদনাধীন বৎসরে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণেও প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৪৬৯.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বৎসরে ছিল ১,১৯৪.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২.৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্যবিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নেও সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। Household Income and Expenditure Survey (HIES) ২০০৫ ও ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী অতীব দরিদ্র (extreme poor) এবং সাধারণ দরিদ্র (poor) জনগোষ্ঠী হ্রাস পেয়ে মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ১৭.৬ শতাংশ এবং ৩১.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এ সময়কালে দারিদ্র ব্যবধান (poverty gap) উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৫ সালের ৯.০ শতাংশের বিপরীতে ২০১০ সালে ৬.৫ শতাংশ এবং আয় বণ্টন বৈষম্যের অনুপাত (gini coefficient) ২০০৫ সালের ০.৪৬৭ শতাংশের তুলনায় ২০১০ সালে ০.৪৫৮ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, দীর্ঘমেয়াদি বাংলাদেশ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২১) এবং ২০১১-১৫ মেয়াদের জন্য প্রণীত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপর গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের বাজেটে এ খাতে ২৫,৩৭১.৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় যা, জাতীয় বাজেটের ১১.৪০ শতাংশ এবং জিডিপির ২.১৩ শতাংশ। সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী খাতের কর্মসূচিসমূহ সমন্বিতভাবে পরিবীক্ষণ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ইতঃপূর্বে গঠিত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটিকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে আরও নয়টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে এর অন্তর্ভুক্ত করে কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করে সারাদেশে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ সুসমন্বিতভাবে মনিটর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির পঞ্চম সভায় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে আরও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগসহ এ কৌশল প্রণয়নের কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকির জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে একটি উপকমিটি গঠন করা হয়।

২.৫। নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সরকারের ১,৩২৫টি মূল উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ ৫২,৩৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে আর্থিক অগ্রগতি ৫০,০৩০ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের (সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ব্যতিরেকে) ৯৬ শতাংশ। পক্ষান্তরে, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ১০৫টি প্রকল্পে ৫,০২২ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয় ২,২৫৮ কোটি টাকা, যা এ খাতে বরাদ্দের ৪৫ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয়ের পরিমাণ ১৪,২৬৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় গৃহীত সমাপ্তিযোগ্য ২৭৫টি প্রকল্পের মধ্যে ২১৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। বাস্তবায়নের হার ৭৮.১৮ শতাংশ।

২.৬। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার সঙ্গে স্বাক্ষরিত ঋণ এবং অনুদান চুক্তির সংখ্যা ৫৬টি এবং আর্থিক সংশ্লেষ ৪৭,৪০২.৪৯ কোটি টাকা; ডিসবার্সমেন্ট ২২,২৮৯.০৭ কোটি টাকা; ঋণ পরিশোধের পরিমাণ সুদেআসলে ৮,৯২৭.১২ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে স্বাক্ষরিত ঋণ এবং অনুদান চুক্তির সংখ্যা ছিল ৮৭টি, কমিটমেন্ট,

ডিসবার্সমেন্ট ও ঋণ পরিশোধের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৮,১১৬ কোটি টাকা; ১৭,০১১.৭৬ কোটি টাকা ও ৭,৭৩২.০০ কোটি টাকা। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে স্বাক্ষরিত ঋণ এবং অনুদান চুক্তির সংখ্যা কম হলেও পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় কমিটমেন্ট ও ডিসবার্সমেন্টের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.৭। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে অনুষ্ঠিত ৫২টি মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত মোট ৩০৬টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ২৪৩টি বাস্তবায়িত হয়। অপরদিকে, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২৯টি বৈঠকে ১৯৭টি প্রস্তাব এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ১১টি বৈঠকে ৪২টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এ ছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নিকার-এর ১০৭তম সভা ও ১০৮তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের হার সন্তোষজনক।

২.৮। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে গম, ভুট্টা, পাট, পাটজাত দ্রব্য, লবণ, মৎস্য, মাংস, দুধ (বেসরকারি), কয়লা এবং চায়ের প্রকৃত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বৃদ্ধি পায়। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের তুলনায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে গম, ভুট্টা, আলু, পেঁয়াজ, শাকসবজি, সার, লবণ, চিনি, মৎস্য, মাংস, দুধ (বেসরকারি), ডিম, গ্যাস, কয়লা এবং চায়ের প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে কৃষি উপকরণ সহায়তা (ভর্তুকি) বাবদ ১১,৯৯৯.৯৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। কৃষি খাতে ভর্তুকি, কৃষি গবেষণা ও কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা এবং সর্বোপরি, প্রান্তিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত, বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকায় কৃষকদেরকে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার সহায়তা প্রদানের ফলে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় 'বাংলাদেশ সামগ্রিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা (বিসিআইপি)-২০১০' প্রণয়ন করা হয়। সম্প্রতি ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর আঞ্চলিক খাদ্য নিরাপত্তা ফোরাম এবং রোমে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর কমিটির সভায় বিসিআইপিকে একটি অনুকরণীয় আদর্শ দলিল/দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা হয়।

২.৯। বিদ্যুৎ সঙ্কট মোকাবেলায় সরকারের দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৬,৮০০ মেগাওয়াট। এর বিপরীতে সর্বোচ্চ উৎপাদন ছিল ৬,৪৩৪ মেগাওয়াট, যা পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের সর্বোচ্চ উৎপাদনের (৬,৬০০ মেগাওয়াট) তুলনায় ২০০ মেগাওয়াট (৩.০৩ শতাংশ) বেশি। সরকারি খাতে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে প্রায় ২,২৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৪টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ৪৯০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ৬টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু করা হয়। ২০১৩ সালের মধ্যেই বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার সরকারি ও বেসরকারি খাতে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, বিদ্যুৎ আমদানি ইত্যাদি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে তা চালু করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। বিদ্যুৎ এবং সিস্টেম লস হ্রাসকল্পে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বিগত অর্থ-বৎসরে সিস্টেম লস পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া, প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে জ্বালানি তেলের চাহিদা এবং সরবরাহও পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে।

২.১০। বর্তমান সরকারের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৪,৪১,৩০১ জন বাংলাদেশি বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেন এবং প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ১৪,৪৬০.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত অর্থ-বৎসরের তুলনায় প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে শ্রমশক্তি রপ্তানি কিছুটা হ্রাস পেলেও প্রবাসী আয় ১২.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশি কর্মীদের বিদেশে কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স বৃদ্ধির এ হার আশাব্যঞ্জক। শ্রম বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের শ্রম উইং-এর সংখ্যা ও জনবল বৃদ্ধি করা হয়। বিদেশে মহিলা কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রেও বর্তমান সরকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে ৩৭,৩০৪ জন মহিলা কর্মীর বিদেশে কর্মসংস্থান হয়। হংকং-এ স্বল্প ব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া, বর্তমান সরকারের অব্যাহত কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে ১০ মে ২০১৩ তারিখে সৌদি সরকার বাংলাদেশসহ সকল বিদেশি কর্মীদের বিনা জরিমানায় ইকামা ও পেশা পরিবর্তনের সুযোগ প্রদান করে। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় হতে সৌদি সরকারের প্রতি মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আহ্বানের ফলশ্রুতিতে সৌদি সরকার সাধারণ ক্ষমার মেয়াদ ০৩ নভেম্বর ২০১৩ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে। আশা করা যাচ্ছে যে, সাধারণ ক্ষমার আওতায় চার লক্ষাধিক বাংলাদেশি কর্মী বৈধ হওয়ার সুযোগ পাবেন। এটি এ সরকারের শ্রম কূটনৈতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক যার ইতিবাচক ফলাফল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে গভর্নমেন্ট-টু-গভর্নমেন্ট (জি-টু-জি) পদ্ধতির আওতায় জন প্রতি মাত্র ৩৩,২৭৪ টাকা অভিবাসন ব্যয়ে বাংলাদেশি কর্মীগণ চাকরি নিয়ে মালয়েশিয়ায় গমন করেন। সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে স্বল্প ব্যয়ে কর্মীদের বিদেশে চাকরি লাভের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হয়, যা চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে ব্যাপক

সাড়া জাগিয়েছে।

২.১১। বর্তমান সরকার শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন, মাননোন্নয়ন ও সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৩ সালে স্কুল থেকে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধকল্পে সারাদেশে প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ০৩ কোটি ৬৮ লক্ষের অধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে ২৬ কোটি ১৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬০৬টি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, প্রাথামিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি ও বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও সফল বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একদিকে যেমন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়ার হারও হ্রাস পেয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরে বিদ্যালয় থেকে শিশুদের ঝরে পড়ার হার ছিল ২৯.৭ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে তা হ্রাস পেয়ে ২৬.২০ শতাংশ দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ৫,৭০,৭১১ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে Çপ্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট" নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয় এবং এ ট্রাস্ট ফান্ডে সরকার ১,০০০ কোটি টাকা সীড মানি প্রদান করে। ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য এ ফান্ড হতে ১,৩৩,৭২৬ জন ছাত্রীকে মোট ৭৫.১৫ কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়। উপবৃত্তি প্রদানের ফলশ্রুতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে লিঙ্গসাম্য অর্জিত হয়েছে এবং ঝরে পড়ার হার দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া, শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্যে সারাদেশে 'আইসিটি ফর এডুকেশন ইন সেকেন্ডারী এন্ড হায়ার সেকেন্ডারী লেভেল' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০,৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১৮,০০০টি ল্যাপটপ, স্পিকার, ইন্টারনেট মডেম ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা অসঙ্গতি ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার নিমিত্ত জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০-এর উদ্দেশ্য পূরণে বাংলাদেশ শিক্ষা আইন, ২০১৩ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি, বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কার, শিক্ষা সহায়ক যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ১,৮২,০৯,৯৬৭ জন, যার মধ্যে ৫,৭৩,৪৯৬ জন শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৩.১ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে যায় না। গত বৎসর এ হার ছিল ১.৩ শতাংশ । বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বালিকাদের শতকরা ১.২ ভাগ বিদ্যালয়ে যায় না। উল্লেখ্য, বালকদের ক্ষেত্রে এ হার ৫.০ শতাংশ।

২.১২। দেশে প্রতি ২,৫৩৯ জনের জন্য একজন ডাক্তার, প্রতি ৪,৯২৪ জনের জন্য একজন নার্স ও প্রতি ১২,১১৩ জনের জন্য একজন প্যারামেডিক্স রয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। বিগত কয়েক বৎসরে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০১২ মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়। ধূমপান এবং তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১২ এবং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১২ জাতীয় সংসদে কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ ছাড়া, মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশুখাদ্য (বিপণন) নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন শেষে সংসদে বিল আকারে উত্থাপন করা হয়। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য ডাক্তার, নার্স ও প্যারামেডিক্স নিয়োগ দেওয়াসহ সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজ, নার্স ও প্যারামেডিক্স প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সংখ্যা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৩৭ শতাংশ, যা ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ০.০১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১.৩৬ শতাংশ হয়েছে। গত বৎসরের তুলনায় মাতৃমৃত্যু ও নবজাতক (infant) মৃত্যুর হার অপরিবর্তিত থাকলেও পাঁচ বৎসর বয়সী শিশুদের মৃত্যুর হার প্রায় ৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। শিশুস্বাস্থ্য উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশ পুরস্কৃত হয় । নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচির অসামান্য সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ দ্বিতীয়বারের মত ২০১২ সালে Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI) শ্রেষ্ঠ এওয়ার্ড লাভ করে। মাতৃমৃত্যু হ্রাসেও সরকারের সাফল্য প্রশংসনীয়। বর্তমানে মাতৃমৃত্যু প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৯৪-এ নেমে এসেছে।

২.১৩। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ৪৮টি আইন প্রণয়ন/সংশোধন করা হয়েছে। গত অর্থ-বৎসরে ৩৬টি আইন প্রণয়ন/সংশোধন করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১৪টি নীতি/নীতিমালা এবং ৪১টি বিধি/বিধিমালা/প্রবিধানমালা/ সংবিধি প্রণয়ন করা হয়। গত অর্থ-বৎসরে ২৭টি নীতিমালা এবং ১৬টি বিধি/প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বৎসরে প্রণীত/সংশোধিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ হচ্ছে : Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2012; Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2012; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২; International Crimes (Tribunals) (Second Amendment) Act, 2012; হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২; International Crimes (Tribunals) (Amendment) Act, 2013; আদালত অবমাননা

আইন, ২০১৩; পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩; Public Servants (Retirement) (Amendment) Act, 2013; ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন, ২০১৩; সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ ; শিশু আইন, ২০১৩। বিদ্যমান আইন সংশোধনের মাধ্যমে হালনাগাদকরণ এবং নতুন আইন প্রণয়নের ফলে দেশের আইনি কাঠামো সুদৃঢ় হয় এবং সরকারের কার্যক্রমে গতিশীলতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এ সকল আইনের সফল প্রয়োগ দেশে মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

২.১৪। প্রতিবেদনাধীন সময়ে অগ্নিসংযোগ ও অস্ত্র/বিস্ফোরক সংক্রান্ত অপরাধ ব্যতীত অন্যান্য সকল অপরাধ পুর্ববর্তী ব্সরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা পূর্ববর্তী ব্সরের তুলনায় হ্রাস পেলেও শাস্তিপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭১ সালে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য সরকার দু'টি যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্তকারী সংস্থা ও প্রসিকিউশন টিম গঠন করে। উক্ত দু'টি ট্রাইব্যুনালে মোট ৯টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ৮টি মামলার রায় ইতোমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে, যার মধ্যে ৫টি মামলার রায়ে আসামিকে মৃত্যুদণ্ড, একটি মামলায় যাবজ্জীবন, একটিতে ৯০ বৎসর অথবা আমৃত্যু কারাদণ্ড এবং অন্য আরেকটিতে আমৃত্যু কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এ ছাড়া, মায়ানমারে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা হতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রোহিঙ্গাদের অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বাংলাদেশ জলসীমায় প্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের শুকনা খাবার, খাবার পানি, জ্বালানি তেল ও ঔষধসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মানবিক সহায়তা প্রদান করে ফেরত পাঠানো হয়। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে সচেতনতা ও প্রশিক্ষণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা এবং সন্ত্রাসী ও তালিকাভুক্ত অপরাধীসহ সকল প্রকার অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

২.১৫। নারী নির্যাতন, হয়রানি এবং ইভটিজিং রোধে সকল পর্যায়ের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধিসহ জেলা পর্যায়ে কার্যকর মনিটরিংসহ প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। নারীদের অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিটি থানায় ওয়ান স্টপ সার্ভিস, প্রতিটি জেলা শহরে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার স্থাপন, মহিলা কারাগার নির্মাণ, মহিলা পুলিশ, মহিলা আনসার, মহিলা কারারক্ষীদের জন্য পৃথক আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত ও জোরদার করার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে 'Protection and Enforcement of Women Rights' শীর্ষক একটি প্রকল্পের আওতায় ঢাকার ১০টি থানায় এবং ৪টি জেলার ৩৬টি থানা এলাকায় জেন্ডার বিষয়ক মামলাগুলি মনিটর ও আইনী সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে পুলিশের ২টি নারী কন্টিনজেন্টের মাধ্যমে ৫৩৩ জন নারী সদস্যকে বিদেশে প্রেরণ করা হয় এবং এতে সরকারের ১১২ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এছাড়া, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২০২১ সালে রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা, সার্বিক ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি যথা: (১) ভিজিডি কর্মসূচি, (২) দরিদ্র মার জন্য মাতৃকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি, (৩) কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল কর্মসূচি, (৪) শিশু দিবাযত্ন কর্মসূচি, (৫) দরিদ্র মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থান কর্মসূচি, (৪) জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমি এবং (৭) জলবায়ু পরিবর্তনের চরম হুমকির মুখে প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থানকারী নারী ও শিশুর সুপেয় পানি সরবরাহ ও সামাজিক সুরক্ষাকরণ প্রকল্প পরিচালনা করা হচ্ছে। সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচিতে নারীর অংশীদারিত্ব সুনির্দিষ্টভাবে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ২৫টি মন্ত্রণালয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রণয়ন করা হয়।

২.১৬। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে শুরু করে সকল স্তরের মানুষের কাছে বিভিন্ন ই-সেবা পৌঁছনোর লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ই-সার্ভিস কার্যক্রম বা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার আওতার বাইরের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রাম (এটুআই)-এর অধীনে 'Electronic Financial Inclusion (e-FI)' শীর্ষক কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। দেশে e-tendering চালুর লক্ষ্যে বহুল প্রত্যাশিত National Electronic Government Procurement (e-GP) web portal মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনের পর জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১০৯৩ জন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে। 'বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপ টু উপজেলা লেভেল' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১,২৬০ জন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষককে এবং প্রায় ৭০,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট শ্রেণি সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলায় ই-বাণিজ্য মেলার আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া, সরকারি অফিসসমূহের মধ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজ-কর্মে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে অফিস অটোমেশন, ই-ফাইলিং পদ্ধতি চালু ও অফিসসমূহকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়। এ সকল

কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে জনগণকে তথ্য সরবরাহ ও সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। অধিকন্তু, আইসিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্ভাবনা সম্পর্কে বহির্বিশ্বের কাছে ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

২.১৭। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে দেশের সর্ববৃহৎ সড়ক অবকাঠামোমূলক প্রকল্প 'পদ্মা সেতু প্রকল্পের' বাস্তবায়ন কাজ নিজস্ব অর্থায়নে শুরু করা হয়। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কাজ শেষ পর্যায়ে। মাওয়া এ্যাপ্রোচ সড়ক, সার্ভিস এরিয়া এবং মূল সেতুর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। অন্যদিকে, ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত প্রায় ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ পরিহারের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তাবিত সংশোধিত এলাইনমেন্ট নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয় এবং এ প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণে ১৩৫.৪৭ কোটি টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে পরিশোধ করা হয়। মিরপুর-বিমানবন্দর সড়কে ফ্লাইওভার এবং বনানী রেল ক্রসিং-এ ওভারপাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়। বরিশাল ও খুলনা বিভাগের মধ্যে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে পিরোজপুর-ঝালকাঠি সড়কে কচা নদীর উপর প্রায় ২ কিলোমিটার দীর্ঘ বেকুটিয়া সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

২.১৮। প্রতিবেদনাধীন বছরে দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন ছিল উৎসবমুখর। এ বৎসর অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ উদ্‌যাপন, একুশে বইমেলার আয়োজন, ১২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি সংগঠনকে একুশে পদক প্রদান, সরকারিভাবে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫২তম জন্মবার্ষিকী ও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির শতবর্ষ উদ্‌যাপন ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৪তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক মাসব্যাপী লোক কারু শিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০১৩, বৈশাখী মেলা, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন উপলক্ষে জয়নুল মেলা এবং পৌষ-পার্বণ উপলক্ষে পৌষ মেলার আয়োজন করা হয়।

২.১৯। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বাংলাদেশে আগত বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ২,০৪,৫৩১ জন। বিগত বৎসর এ সংখ্যা ছিল ২,০২,১২৫ জন। এ খাতে আয় ৮৭.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে ১০০.৮৬মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

২.২০। বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি সমন্বিত, কার্যকর ও বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতির ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৩ সময়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ, উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় বাংলাদেশের অবদান ও অবস্থান সুসংহতকরণ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শ্রম বাজার সম্প্রসারণ এবং কন্স্যুলার ও কল্যাণ সেবা প্রদানসহ বৈশ্বিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে বহুমাত্রিক কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সরকারের কার্যকর কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের মধ্যে রয়েছে সৌদি সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের শ্রমিকদের ইকামা পরিবর্তনের সুযোগ এবং বিনা জরিমানায় অবৈধ শ্রমিকদের তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রদানে সম্মতি, শান্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত 'এশিয়া ইউরোপ মিটিং (ASEM)'-এর বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভ, ঢাকায় বিমসটেক (BIMSTEC)-এর স্থায়ী সচিবালয় স্থাপন সংক্রান্ত সদস্য রাষ্ট্রসমুহের সম্মতি, Islamic Educational Scientific and Cultural Organisation (ISESCO) কর্তৃক ঢাকাকে ২০১২ সালের জন্য 'এশীয় অঞ্চলের জন্য ইসলামী সংস্কৃতির রাজধানী' হিসেবে ঘোষণা, ৬৩টি দেশের অংশগ্রহণে ঢাকায় 'জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন' বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন, বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের টেকসই উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ব্যাপারে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও OECD কর্তৃক সহায়তা প্রদানের আশ্বাস, এশিয়া-ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন নতুন নতুন দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি ও বাজার সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

২.২১। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা ১৯,৫৩৮টি এবং প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ২০,২৮,২৬৪ জন যা গত বৎসরের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি । ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সংখ্যা ছিল ১৪,৭৩২টি ও প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৮,৫৭,৬৫১ জন । ২০১১-১২ অর্থ-বৎসরের তুলনায় ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রায় ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২.২২। প্রতিবেদনাধীন বৎসরে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা এবং অডিট আপত্তির বিপরীতে আর্থিক সংশ্লেষের পরিমাণ উভয়ই গত অর্থ-বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিপুল সংখ্যক অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন আছে।

কম্পট্রোলার এ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সিএ্যান্ডএজি)-এর কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা মোট ৮,৭৪,২৬৭টি, তন্মধ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে সর্বোচ্চ ১,৭৮,৩০৭টি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৭০,৮৮১টি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৫৬,৫৪২টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন আছে।

২.২৩। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলার সংখ্যা পূর্ববর্তী অর্থ-বৎসরের তুলনায় ৪০৯টি এবং মামলা নিষ্পত্তির পরিমাণ ১০,৯৩৩টি হ্রাস পেয়েছে। কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে বিপুল সংখ্যক শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা অনিষ্পন্ন আছে। ২০১২-৩২ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অনিষ্পন্ন শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলার সংখ্যা মোট ৬,৪৭১টি । এর মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সর্বোচ্চ ১,০৪২টি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৮১৬টি এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৫৮৫টি শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে।

২.২৪। প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ৬৯টি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট লাভের পরিমাণ ১০,৭৯৪.৭১ কোটি টাকা এবং ১৭টি প্রতিষ্ঠানের মোট লোকসানের পরিমাণ ৭,১৩৮.২৩ কোটি টাকা। সর্বোচ্চ লাভজনক প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এর লাভের পরিমাণ ১,২১২.০২ কোটি টাকা এবং সর্বোচ্চ লোকসানি প্রতিষ্ঠান জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন-এর লোকসানের পরিমাণ ৫,৮০৭.০৩ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, ভোক্তাদের নিকট সহনীয় মূল্যে জ্বালানি তেল বিক্রয়ের কারণে এ প্রতিষ্ঠানকে লোকসান দিতে হয়েছে।

৩। সুপারিশ

৩.১। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন মন্ত্রিসভা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ যথাসময়ে ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ কর্তৃক জোর তৎপরতা ও প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় আরও জোরদার করা যেতে পারে।

৩.২। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার জন্য সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা যেতে পারে।

৩.৩। বিদ্যুতের গড় সিস্টেম লসের হার আরও হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০১৩ সালে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ সাত হাজার মেগাওয়াট অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ/সংস্থাকে আরও তৎপর ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বিদ্যুৎ বিভাগকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে পারে।

৩.৪। দেশে বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অতীতের তুলনায় সন্তোষজনক। যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার কার্যক্রম নির্বিঘ্নে সম্পাদন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি এবং অন্যান্য নানাবিধ অপরাধ রোধকল্পে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের কার্যক্রম আরও জোরদার করা যেতে পারে।

৩.৫। গভর্নমেন্ট-টু-গভর্নমেন্ট (জি-টু-জি) পদ্ধতির মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে বিদেশে কর্মী প্রেরণের প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা যেতে পারে।

৩.৬। রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ঝরে পড়ার হার আরও হ্রাস করার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও পাঠ্যক্রমকে যুগোপযোগী করার প্রয়াস অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

৩.৭। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে অত্যাবশ্যকীয় লজিস্টিক সাপোর্টসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স এবং প্যারামেডিক্স পদায়নপূর্বক তাঁদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৩.৮। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সময়নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং অধিক সংখ্যক ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন করে অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.৯। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ সকল মামলা পরিচালনার অগ্রগতি মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে নিয়মিতভাবে মনিটরিং করা যেতে পারে। এতে দোষী ব্যক্তিদেরকে দ্রুত শাস্তি প্রদান সম্ভব হবে এবং নির্দোষ ব্যক্তিবর্গকে অভিযোগের দায় থেকে সহজেই রেহাই দেওয়া সম্ভব হবে।

৩.১০। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশাসনিক কাজ-কর্মে গতিশীলতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক ই-সার্ভিস কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে 'রূপকল্প-২০২১' তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.১১। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং শ্রম বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কূটনৈতিক কার্যক্রম জোরদার করা যেতে পারে।

৩.১২। সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য ও জনগণকে প্রদেয় সেবা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর ভিত্তি বৎসর ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৫-০৬ এ পরিবর্তন এবং তার প্রভাব

১। জিডিপি ভিত্তি-বৎসর ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৫-০৬ এ পরিবর্তনের প্রধান প্রধান দিকসমূহ নিম্নরূপ:

১.১। **কৃষি খাত :** শস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি, বন এবং মৎস্য উপ-খাতের সমন্বয়ে এ খাত গঠিত। ইতঃপূর্বে জিডিপি নিরূপণের জন্য এ খাতের অন্তর্ভুক্ত সকল তথ্যের সঙ্গে শস্য উপখাতে ২৪ টি নতুন শস্যের উৎপাদন তথ্য, খামারে প্রতিপালিত গবাদি পশুর তথ্য, শুটকি মাছ ও পোনা মাছ (পুনঃ চাষের জন্য) সহ অন্যান্য তথ্য নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ খাতে জিডিপি প্রায় শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১: চলতি মূল্যে কৃষি খাতের মোট মূল্য সংযোজন (Gross Value Added) (বিলিয়ন টাকা)

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
ভিত্তি বৎসর: ১৯৯৫-৯৬	৭৮৫	৮৭৯	১,০০০	১,১১২	১,২৪৮	১,৪০৬	১,৫৬৮	১,৭২৭
ভিত্তি বৎসর: ২০০৫-০৬	৮৭১	৯৭৪	১,১০৪	১,২০৫	১,৩৫৫	১,৫২৬	১,৭০৩	১,৮৫৩
বৃদ্ধির হার	১০.৮৫	১০.৭৫	১০.৩৭	৮.৩৩	৮.৫৯	৮.৫৬	৮.৬৫	৭.৩০

* ২০০৫-০৬ ভিত্তি বৎসর অনুযায়ী চলতি মূল্যে কৃষি খাতের গড় (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩) জিডিপি প্রায় ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.২। **শিল্প খাত :** এ খাতে খনিজ উৎপাদন ও আহরণ, উৎপাদন শিল্প (Manufacturing sector), বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ (Construction) কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত। ইতঃপূর্বে জিডিপি নিরূপণের জন্য এ খাতের অন্তর্ভুক্ত সকল তথ্যের সঙ্গে মিনারেল ওয়াটার, রিসাইক্লিং কর্মকান্ড, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন, পানি সরবরাহ ও নির্মাণ খাতে হালনাগাদ তথ্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ খাতে জিডিপি প্রায় শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ২: চলতি মূল্যে শিল্প খাতের মোট মূল্য সংযোজন (Gross Value Added) (বিলিয়ন টাকা)

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬	১,১১৮	১,২৯৬	১,৫০০	১,৭০২	১,৯১১	২,১৬৮	২,৫২৪	২,৮৯৬
ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬	১,১৬২	১,৩৪৬	১,৫৫৪	১,৭৮৩	১,৯৯০	২,২৭৬	২,৬৫২	৩,০৬২
বৃদ্ধির হার	৩.৯৬	৩.৮৬	৩.৬২	৪.৭৬	৪.১৪	৪.৯৭	৫.০৭	৫.৭২

* ২০০৫-০৬ ভিত্তি বৎসর অনুযায়ী চলতি মূল্যে শিল্প খাতের গড় (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩) জিডিপি প্রায় ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৩। **সেবা খাত:** খুচরা ও পাইকারি ব্যবসা, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, পরিবহন ও যোগাযোগ, আর্থিক খাত (ব্যাংক, ইন্সুরেন্স, লিজিং কোম্পানি ইত্যাদি), রিয়েল এস্টেট, জনপ্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক সেবা কর্মকান্ডের সমন্বয়ে এ খাত গঠিত। ইতঃপূর্বে জিডিপি নিরূপণের জন্য এ খাতের অন্তর্ভুক্ত সকল তথ্যের সংগে যানবাহন মেরামত, গৃহ ও ব্যক্তিগত সামগ্রী মেরামত, নতুন বেসরকারি বিমান সংস্থার তথ্য, ইন্টারনেট সেবা, ক্যাবল টেলিভিশন সংক্রান্ত তথ্য, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান, লিজিং ও ফাইনান্স কোম্পানি, সমবায় ব্যাংকসহ সমবায় সমিতি, সরকারের অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের হালনাগাদ তথ্য নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ খাতে জিডিপি প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৩ : চলতি মূল্যে সেবা খাতের মোট মূল্য সংযোজন (Gross Value Added) (বিলিয়ন টাকা)

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬	২,১০২	২,৩৯৩	২,৭৬০	৩,১২৫	৩,৫৫৬	৪,১১৪	৪,৭৭৬	৫,৪০৭
ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬	২,৪৫১	২,৮১০	৩,২২৪	৩,৬৪৪	৪,১২২	৪,৭২৪	৫,৪৯১	৬,৩০৮
বৃদ্ধির হার	১৬.৬১	১৭.৪৩	১৬.৮১	১৬.৬০	১৫.৯২	১৪.৮৪	১৪.৯৮	১৬.৬৫

* ২০০৫-০৬ ভিত্তি বৎসর অনুযায়ী চলতি মূল্যে সেবা খাতের গড় (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩) জিডিপি প্রায় ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

২। সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় ১৯৯৫-৯৬ ভিত্তি বৎসরের তুলনায় ২০০৫-০৬ ভিত্তি বৎসরের চলতি মূল্যে জিডিপির পরিমাণ প্রায় ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচের সারণিসমূহে ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP), অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার, মাথাপিছু আয়, বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের বিপরীতে দেশজ উৎপাদনের অনুপাত এবং মূল্যস্ফীতির হার উপস্থাপন করা হলো t

সারণি ৪: চলতি মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) (বিলিয়ন টাকা)

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬	৪,৭৩০	৫,৩৯৪	৬,১৮০	৬,৯৩৩	৭,৮২৯	৮,৯৯৩	১০,৪১৩	১১,৮৮১
ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬	৪,১৫৭	৪,৭২৫	৫,৪৫৮	৬,১৪৮	৬,৯৪৩	৭,৯৬৭	৯,১৮১	১০,৩৮০
বৃদ্ধির হার	১৩.৭৮	১৪.১৭	১৩.২৩	১২.৭৭	১২.৭৬	১২.৮৮	১৩.৪১	১৪.৪৬

সারণি ৫: চলতি মূল্যে মাথাপিছু আয়

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
	জিডিপি ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬							
মাথাপিছু আয় (টাকা)	৩৫,৭৮২	৪০,৫২৭	৪৬,৩৪২	৫১,৩৮৭	৫৭,৩৪৪	৬৪,৯৪১	৭৪,৫৮৫	৮৪,১৫১
মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)	৫৩৩	৫৮৭	৬৭৬	৭৪৭	৮২৯	৯১২	৯৪৩	১,০৪৪
	জিডিপি ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬							
মাথাপিছু আয় (টাকা)	৩১,৯১৫	৩৬,১১৬	৪১,৭২৮	৪৬,৫০৪	৫১,৯৫৯	৫৮,০৮৩	৬৬,৪৬৩	৭৪,৩৮০
মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)	৪৭৬	৫২৩	৬০৮	৬৭৬	৭৫১	৮১৬	৮৪০	৯২৩

ব্যয় পদ্ধতিতে (Expenditure method) ১৯৯৫-৯৬ ও ২০০৫-০৬ ভিত্তি বৎসরের হিসাব অনুসারে জিডিপি'র সাথে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের অনুপাত নিম্নের সারণিতে প্রদান করা হলো:

সারণি ৬: চলতি মূল্যে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের বিপরীতে মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) অনুপাত

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
	জিডিপি ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬							
বিনিয়োগ (Investment)	২৬.৬৬	২৬.৬৮	২৬.৬৫	২৬.৬৫	২৬.৭৪	২৭.৯২	২৮.৬৮	২৮.৭০
দেশজ সঞ্চয় (Domestic Savings)	২১.৬০	২১.০৯	১৯.৬৮	২০.৪২	২০.৯৯	২১.০৭	২১.০৬	২১.৮৯
জাতীয় সঞ্চয় (National Savings)	২৮.১৩	২৮.৩৭	২৮.৪২	২৮.৮৩	২৯.৭৯	২৯.৪৮	২৯.৮১	৩০.৮৫
	জিডিপি ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬							
বিনিয়োগ (Investment)	২৪.৬৫	২৪.৪৬	২৪.২১	২৪.৩৭	২৪.৪১	২৫.১৫	২৬.৫৪	২৬.৮৪
দেশজ সঞ্চয় (Domestic Savings)	২০.২৫	২০.৩৫	২০.৩১	২০.০৯	২০.১০	১৯.২৯	১৯.২৬	১৯.২৫
জাতীয় সঞ্চয় (National Savings)	২৭.৬৭	২৮.৬৬	৩০.২১	২৯.৫৭	৩০.০২	২৮.৭৮	২৯.১৮	২৯.৫১

৩। ১৯৯৫-৯৬ ও ২০০৫-০৬ ভিত্তি-বৎসরের স্থির মূল্যে (constant price) মোট দেশজ উৎপাদন এবং প্রবৃদ্ধির হার নিম্নের সারণিতে প্রদত্ত হলো:

সারণি ৭: স্থির মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও প্রবৃদ্ধির হার (বিলিয়ন টাকা)

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
	জিডিপি ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬							
জিডিপি	৪,৭৩০	৫,০৬৮	৫,৩৬০	৫,৬৩৫	৫,৯৬৪	৬,৩৭২	৬,৭৮৫	৭,২০৪
প্রবৃদ্ধির হার	-	৭.১৪	৫.৭৬	৫.১৪	৫.৮২	৬.৮৫	৬.৪৮	৬.১৮
	জিডিপি ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬							
জিডিপি	২,৮৪৭	৩,০৩০	৩,২১৭	৩,৪০২	৩,৬০৮	৩,৮৫১	৪,০৯০	৪,৩৩৭
প্রবৃদ্ধির হার	-	৬.৪৩	৬.১৯	৫.৭৪	৬.০৭	৬.৭১	৬.২৩	৬.০৩

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

সারণি ৮: মুল্যস্ফীতির হার

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ (সাময়িক)
ভিত্তি বছর : ২০০৫-০৬								
পয়েন্ট টু পয়েন্ট	-	-	-	-	-	-	-	৮.০৫*
১২ মাসের গড় ভিত্তিতে	-	৯.৩৯	১২.২৯	৭.৬০	৬.৮২	১০.৯১	৮.৬৯	৬.৭৮
ভিত্তি বছর : ১৯৯৫-৯৬								
পয়েন্ট টু পয়েন্ট	৭.৫৪	৯.২০	১০.০৪	২.২৫	৮.৭০	১০.১৭	৮.৫৬	৭.৯৭
১২ মাসের গড় ভিত্তিতে	৭.১৬	৭.২০	৯.৯৪	৬.৬৬	৭.৩১	৮.৮০	১০.৬২	৭.৭০

* বাংলাদেশ ব্যাংক।

পরিশিষ্ট-'খ'

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত মোট সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	২	৩
অর্থ বিভাগ	১.	স্ট্রেংদেনিং কম্পট্রোলার এন্ড ওভারসাইট অব পাবলিক এক্সপেন্ডিচার প্রকল্প। (নিজস্ব)
আইন ও বিচার বিভাগ	২.	দেশের ২০টি জেলায় জেলা রেজিষ্ট্রি ও ৬৩টি উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রি অফিস নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (নিজস্ব)
	৩.	এ্যাডরেসিং ভায়োলেন্স এ্যাগেইন্টস ওমেন থ্রু আইওএম। (নিজস্ব)
কৃষি মন্ত্রণালয়	৪.	সেচ এলাকা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
	৫.	সেচ এলাকা বর্ধিতকরণ ও উন্নয়ন।
	৬.	ধানের জাত রক্ষণাবেক্ষণও ব্রীডার বীজ উৎপাদন জোরদারকরণ।
	৭.	স্ট্রেংদেনিং এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরী ইন ব্রি।
	৮.	বায়োটেকনোলজি রিসার্চ ফেসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (বিআরএফডি) এ্যাট বিআরআরআই।
	৯.	কৃষি বীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ (২য় পর্যায়)।
	১০.	এগ্রিকালচার সেক্টর প্রোগ্রাম সাপোর্ট-২য় পর্যায় (বারি অংশ)।
	১১.	বিএআরআই -এর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বায়োমেট্রিক্যাল সুবিধা জোরদারকরণ।
	১২.	এগ্রিকালচার সেক্টর প্রোগ্রাম সাপোর্ট-২য় পর্যায় (কৃষি মন্ত্রণালয় -বীজ উইং অংশ)। (নিজস্ব)
	১৩.	বৃহত্তর রংপুর জেলায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (ডিএই অঙ্গ)।
	১৪.	বৃহত্তর রংপুর জেলায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (এলজিইডি অঙ্গ)।
	১৫.	এগ্রিকালচার সেক্টর প্রোগ্রাম সাপোর্ট-২য় পর্যায় (কৃষি সম্প্রসারণ অংশ)।
	১৬.	স্ট্রেংদেনিং মাশরুম ডেভেলপমেন্ট।
	১৭.	সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) ২য় পর্যায়।
	১৮.	ইমারজেন্সী সাপোর্ট ফর ইডিডিয়েট রিহেবিলাইটেশণ অব মোস্ট ভালনারেবল ইন ফাইভ উপজেলাস অব দ্যা সাতক্ষীরা ডিস্ট্রিক্ট অব সাউদার্ন বাংলাদেশ।
	১৯.	কৃষি উন্নয়নের জন্য কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে পল্লী যোগাযোগ সেবা বৃদ্ধিকরণ।
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২০.	খুলনা-যশোর রোড সিটি বাইপাস রোডের মধ্যে দুটি সংযোগ সড়ক নির্মাণ
	২১.	ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ (২য় পর্যায়)
	২২.	প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহনীয় ব্যয় সাশ্রয়ী স্থাপনা নির্মাণে গবেষণা ও উদ্বুদ্ধকরণ।
	২৩.	মুরাদপুর, ২নং গেইট ও জিইসি জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ।
	২৪.	ঢাকাস্থ লিয়াজো অফিস কাম রিস্ট হাউজ নির্মাণ (নিজস্ব)।
	২৫.	কেডিএ নিউমার্কেট পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের সার্ভে প্ল্যান ও ডিজাইন (নিজস্ব)।
	২৬.	মাদারীপুর জেলায় শিবচর স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য সাইট এন্ড সার্ভিসেস আবাসিক প্লট (৩ কাঠা হতে ৫ কাঠা আয়তন)।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২৭.	কক্সবাজারে বিয়াম ফাউন্ডেশনের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনসহ বিয়াম ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ।
	২৮.	আইসিটি ডেভেলপমেন্ট ইন দি মিনিস্ট্রি অব পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন।
জাতীয় সংসদ সচিবালয়	২৯.	সোলার পাওয়ার সিস্টেমস ইন বাংলাদেশ পার্লামেন্ট (নিজস্ব)
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৩০.	আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স।
	৩১.	কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন
	৩২.	চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ।
	৩৩.	টিএ ফর স্ট্রেংদেনিং প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি অব ইএমআরডি এবং পেট্রোবাংলা গ্রুপ।
	৩৪.	সেমুতাং গ্যাস ক্ষেত্র উন্নয়ন প্রকল্প

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	২	৩
	৩৫.	এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বাপেক্স।
	৩৬.	শ্রীকাইল তৈল/গ্যাস অনুসন্ধান কুপ খনন (কুপ নং-২)
	৩৭.	কৈলাসটিলা গ্যাস ফিল্ডে দ্বিতীয় এমএসটিই প্লান্ট স্থাপন।
	৩৮.	টিএ প্রজেক্ট ফর ইনস্টিটিউশনাল ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন।
	৩৯.	রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডে দৈনিক ৩*১২৫০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কনডেনসেট ফকিশনেশন প্ল্যান্ট স্থাপন।
তথ্য মন্ত্রণালয়	৪০.	বাংলাদেশ বেতারের বিভিন্ন কেন্দ্রের যন্ত্রসামগ্রী সমীকরণ, আধুনিকায়ন, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (১ম পর্যায়)।
	৪১.	বাংলাদেশ বেতারের দেশব্যাপী এফএম সম্প্রচার নেটওয়ার্ক প্রবর্তন (১ম পর্যায়)।
	৪২.	বাংলাদেশ টেলিভিশনের ঢাকা টেলিভিশন কেন্দ্রের সম্প্রসারিত ভবনের স্টুডিও যন্ত্রপাতি স্থাপন।
	৪৩.	তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ফিল্ম আর্কাইভের চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, সনাতন চলচ্চিত্র সংরক্ষণ ও কার্যক্রম পুনরুদ্ধারকরণ।
	৪৪.	জয়েন্ট প্রোগ্রাম টু এড্রেস ভায়োলেন্স এগেইন্টস উইমেন। (নিজস্ব)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৪৫.	সাপোর্ট টু হাইটেক পার্ক অথোরিটি টু এস্টাব্লিশ হাইটেক পার্ক এ্যাট কালিয়াকৈর, গাজীপুর।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৪৬.	পাবর্ত্য চট্টগ্রামে গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট (১২ মিঃ দৈর্ঘ্য পর্যন্তত) সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪৭.	নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ কার্যক্রম। (নিজস্ব)
	৪৮.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রুপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন।
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৪৯.	বেনাপোল স্থল বন্দরের আধুনিকীকরণ (১ম পর্যায়)
	৫০.	উদ্ধারকারী জলযান সংগ্রহ।
	৫১.	নোয়াপাড়া, ভৈরব-আশুগঞ্জ ও বরগুনায় নদী বন্দর স্থাপন।
	৫২.	ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার নৌপথে পরিচালনার জন্য ৪টি ওয়াটার বাস নির্মাণ।
	৫৩.	নেভিগেশনাল এইডস্ টু মংলা পোর্ট।
	৫৪.	মংলা বন্দরের জন্য একটি কাটার সাকশন ড্রেজার, পাইলট ও ডেসপাস বোট সংগ্রহ।
	৫৫.	চট্টগ্রাম বন্দর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন (চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ)
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫৬.	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব বিবিএস (ফেজ-২): এ্যাকশন প্ল্যান ফর ন্যাশনাল স্ট্রাটেজি ফর দি ডেভেলপমেন্ট অব স্ট্যাটিসটিক্স (এনএসডিএস) প্রিপারেশন।
পরিকল্পনা বিভাগ	৫৭.	এ্যাসিসটেন্স টু এসআইসিটি ফর স্ট্রেংদেনিং প্ল্যানিং ডিভিশন, ইআরডি, আইএমইডি থ্রু আইসিটি (নিজস্ব)
	৫৮.	প্রোগ্রাম সাপোর্ট ইউনিট, পরিকল্পনা কমিশন। (নিজস্ব)
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৫৯.	চট্রগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকার ন্যাড়া পাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়)
	৬০.	বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় বনায়নের মাধ্যমে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন।
	৬১.	ইন্টিগ্রেটেড প্রোটেক্টেড এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট (আইপ্যাক) নিসর্গ।
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৬২.	উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ প্রকল্প।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৬৩.	ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ইন্টার সার্ভিসেস সিলেকশন বোর্ড (আই.এস.এস,বি)
	৬৪.	নৌবাহিনী স্কুল ও কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ, মংলা, বাগেরহাট।
	৬৫.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল সম্প্রসারণ।
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৬৬.	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট (ফেজ-২), কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, বি.বাড়ীয়া ও সুনামগঞ্জ শহর (বাপাউবো অংশ)।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	২	৩
	৬৭.	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
	৬৮.	তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প।
	৬৯.	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্নাল সলিলপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প।
	৭০.	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প।
	৭১.	প্রকিউরমেন্ট অব সিক্স নাম্বারস ড্রেজারস এন্ড এনসিলারী ক্রাফটস এন্ড এক্সেসরিজ এন্ড এক্সেসরিজ ফর মিনিস্ট্রি অব ওয়াটার রিসোর্সেস এন্ড মিনিস্ট্র অব শিপিং (মংলা পোর্ট ১টি, বিআইডব্লিউটিএ ৩টি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ২টি) - বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অংশ।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭২.	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প।
	৭৩.	রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প।
	৭৪.	চায়না সহায়তাপুষ্ট ২টি গ্রামীণ মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৭৫.	ইউএন-জিওবি জয়েন্ট প্রোগ্রাম টু এড্রেস ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন।
	৭৬.	নেটওয়ার্কস ফর প্রিভেনশন এন্ড প্রোটেকশন অব ওমেন মাইগ্রান্ট ওয়ার্কারস ফ্রম ভায়োলেন্স।
	৭৭.	ইকনোমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব ওমেন মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কারস ফ্রম বাংলাদেশ।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৭৮.	ডেভেলপিং বিজনেস সার্ভিসেস মার্কেটস ইন বাংলাদেশ (ফেজ-২)।
	৭৯.	টিসিবি'র নিজস্ব অর্থায়নে কারওয়ান বাজারস্থ ভবনের ৯ম ও ১০ম তলা সম্প্রসারণ।
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৮০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী এবং রংপুর এর পর্যটন সুবিধাদির উন্নয়ন।
বিদ্যুৎ বিভাগ	৮১.	ষ্ট্রেংদেনিং ডেসকোস ইলেকট্রিক ডিষ্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক।
	৮২.	আপগ্রেডিং এন্ড এক্সপান্ডিং ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ইন গুলশান সার্কেল।
	৮৩.	সিদ্ধিরগঞ্জ ২*১২০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্প ।
	৮৪.	সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প ও সোলার হোম সিস্টেম।
	৮৫.	বিবিয়ানা-কুমিল্লা (উত্তর) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন।
	৮৬.	ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রর ১নং ও ২নং ইউনিট পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ।
	৮৭.	চাঁদপুর ১৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
	৮৮.	সেক্টর এসেসমেন্ট অন পাওয়ার সিস্টেম ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২। (নিজস্ব)
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৮৯.	এনহ্যান্সমেন্ট অব রিসার্চ ফ্যাসিটিলিটি অব এনআইবি।
	৯০.	ইনস্টিটিউট অব ন্যাশনাল এনালাইটিক্যাল রিসার্চ এন্ড সার্ভিস স্থাপন।
	৯১.	জয়পুরহাট ইনস্টিটিউট অব মাইনিং মিনারোলজি এন্ড মেটালার্জি শক্তিশালীকরণ।
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৯২.	সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট।
	৯৩.	ইম্প্রুভমেন্ট অব ক্যাপিটাল মার্কেটস গভার্ন্যান্স প্রজেক্ট।
ভূমি মন্ত্রণালয়	৯৪.	ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমমূল বস্তিবাসীদের ঢাকার সরকারি জমিতে বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন। (নিজস্ব)
	৯৫.	ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অব দ্যা ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকডর্স এন্ড সার্ভে এন্ড মর্ডানাইজেশন অব ক্যাডাস্টাল মেপস স্ট্রং, প্রিজারভেশন এন্ড রিট্রাইভাল সিস্টেম। (নিজস্ব)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৯৬.	ঝিনাইদহ সরকারী ভেটেনারি কলেজ।
	৯৭.	এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রিপিয়ার্ডনেস এন্ড রেসপন্স প্রকল্প ।
	৯৮.	আঞ্চলিক মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (নোয়াখালী কম্পোনেন্ট)।
	৯৯.	ব্রীড আপগ্রেডেশন থ্রু প্রজেনি টেস্ট (২য় পর্যায়)।
	১০০.	বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	২	৩
	১০১.	আঞ্চলিক মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল অঞ্চা)।
	১০২.	ব্লুড ব্যাংক স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।
	১০৩.	ইন্ট্রিগ্রেটেড ফিসারিজ লাইভলীহুড প্রজেক্ট।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১০৪.	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মনিটরিং চাইল্ড রাইটস্। (নিজস্ব)
	১০৫.	নারী ও পুরুষের মধ্যে সমতার উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন।
	১০৬.	ট্রেনিং ফর ডিজএডভানটেজড ওমেন অন রেডিমেড গামেন্টস এ্যাট শহীদ শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ওমেন ট্রেনিং একাডেমি, জিরানী, গাজীপুর।
	১০৭.	জেলা ভিত্তিক মহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (২য় পর্যায়)।
মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ	১০৮.	প্রিপারিটরী একটিভিটিজ টু ডেভেলপ এন্ড ইমপ্লিমেন্ট ইনেবলিং ওপেন গভর্নমেন্ট প্রজেক্ট (ইওজিপি)। (নিজস্ব)গভর্নমেন্ট-টু-গভর্নমেন্ট
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	১০৯.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী সেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচি ভিত্তিক নেটওয়ার্কিং জোরদারকরণ।
	১১০.	প্রজেক্ট অন কমনওয়েলথ্ ইয়ুথ প্রোগ্রাম টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার (সিওয়াইপিটিইসি) অন হুইলস্ ফর ডিসেনফ্রান্সাইড্ রুরাল ইয়াং পিপল ফর বাংলাদেশ।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১১১.	প্রোমোটিং জেন্ডার ইকুয়্যালিটি এন্ড প্রিভেনটিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এ্যাট ওয়ার্কপ্লেস। (নিজস্ব)
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	১১২.	পলিসি এ্যাডভোকেসি এন্ড লেজিসলেটিভ রিফরম। (নিজস্ব)
	১১৩.	ইমপ্লিমেন্টশন অব সিইডিএডব্লিও ফর রিডিউচিং ভায়োলেন্স এ্যাগেইনস্ট উইমেন।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১৪.	অবকাঠামো সংস্কারসহ ২৪তম এশীয় প্রশান্তমহাসাগরীয় আঞ্চলিক স্কাউট সম্মেলন।
	১১৫.	ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ উন্নয়ন
	১১৬.	এনহান্সমেন্ট অব আইসিটি ট্রেনিং ইন বাংলাদেশ-কোরিয় আইসিটি ট্রেনিং সেন্টার ফর এডুকেশন (বিকেআইসিটিই) ব্যানবেইস এন্ড ষ্ট্রেদেনিং এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট নেটওয়ার্ক অব মিনিস্ট্রি অব এডুকেশন।
	১১৭.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস।
	১১৮.	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল নির্মাণ ।
	১১৯.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন ।
	১২০.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নয়ন।
	১২১.	১০টি স্নাতকোত্তর কলেজে আইসিটি কোর্স প্রবতর্ন ।
	১২২.	চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের ল্যাবরেটরী সুবিধাদি আধুনিকীকরণ।
	১২৩.	কনজারভেশন অব ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট এ্যাট দি পোটেনসিয়াল জেনেটেক রিসোর্স ইন বাংলাদেশ, বাকৃবি ।
	১২৪.	ফরমুলেশন অব বায়ো-পেস্টিসা ইডস ইন কন্ট্রোলিং ফোমপসিস ফ্রন্ট রোট, ফুট/কলার রোট এন্ড ফুট বোরার অব এগপ্ল্যান্ট, বাকৃবি ।
	১২৫.	স্টাডিজ অন দি ডিগ্রেশন অফ আপল্যান্ড ওয়াটার শেড ইন বাংলাদেশ।
	১২৬.	ইন ভিট্রো রিজেনারেশন অব অর্কিডস ফর কমার্সিয়াল প্রোডাকশন এন্ড কনজারভেশন অব এনডেঙ্গার্ড স্পিসিস, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ।
	১২৭.	স্মল স্কেল টেকনিক্যাল এসিটেন্স ফর পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ইন হায়ার এডুকেশন।
	১২৮.	টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর স্কিলস এন্ড এ্যামপ্লয়মেন্ট প্রজেক্ট।
শিল্প মন্ত্রণালয়	১২৯.	বেনারসী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর।
	১৩০.	ইস্টাবলিষ্টমেন্ট অব এন অরগানিক বায়ো-ফাটিলাইজার প্ল্যান্ট ফরম প্রেস-মাড এ্যাট কেরুস সুগার মিল।
	১৩১.	ফার্টিফিকেশন অব এডিবল ওয়েল ইন বাংলাদেশ।
	১৩২.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগারমিলস লিমিটেড।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	২	৩
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৩৩.	এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ৬টি বিভাগে ৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
	১৩৪.	শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজ নির্মাণ (১ম পর্যায়)
	১৩৫.	সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রাম ফর সোসালি ডিজএডভান্টেইজড ওমেন এন্ড গার্লস।
	১৩৬.	এ্যাস্টাবলিশিং অফ ডিবিকেপি কমিউনিট হসপিটাল এন্ড ভোকেশনার ট্রেইনিং সেন্টার ফর ভালনারেবল স্লাম ডুয়েলার্স।
	১৩৭.	সাপোর্ট সার্ভিস ফর ভালনারেবল গ্রুপ।
	১৩৮.	এমপ্লিমেন্টেশন অফ ইউএন কনভেনশন অন দ্যা রাইটস্ অফ পারসনস উইথ ডিজ্যাবিলিটিস (ইউএনসিআরপিডি)।
	১৩৯.	এস্টাবলিশমেন্ট অব লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন ইউনিট ইন বাংলাদেশ ডায়াবেটিক এ্যাসেসিয়েশন (বিএডিএস)।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৪০.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৪৬টি উপজেলা সদরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ষ্টেশন স্থাপন।
	১৪১.	কনস্ট্রাকশন অব ন্যাশনাল ক্রাইম কন্ট্রোল এন্ড অপারেশন মনিটরিং বিল্ডিং।
	১৪২.	প্রকিউরমেন্ট অব মডার্ন ইকুপমেন্ট এন্ড ফেসিলিটিজ ফর বাংলাদেশ রাইফেলস।
	১৪৩.	সৌর শক্তির মাধ্যমে ১৬৫ বিওপি বিদ্যুৎতায়ন।
সড়ক বিভাগ	১৪৪.	সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প-২ (সওজ অংশ)।
	১৪৫.	বনানী-টঙ্গী-জয়দেবপুর সড়ক উন্নয়ন।
	১৪৬.	টাংগাইল-এলাসিন নামক স্থানে ধলেশ্বরী নদীর উপর সেতু নির্মাণ।
	১৪৭.	চট্টগ্রাম বন্দর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন (সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর)
	১৪৮.	চট্টগ্রাম-কাপ্তাই সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ।
	১৪৯.	সিলেট-জকিগঞ্জ (চরখাই-জকিগঞ্জ) সড়ক উন্নয়ন।
	১৫০.	জেলা সড়ক উন্নয়ন (রংপুর জোন)।
	১৫১.	ফেনী-নোয়াখালী জাতীয় মহাসড়কের চৌমুহনী বাজার অংশ ৪ লেনে উন্নীতকরণ।
	১৫২.	জেলা সড়ক উন্নয়ন (চট্টগ্রাম জোন)।
	১৫৩.	জেলা সড়ক উন্নয়ন (সিলেট জোন)।
	১৫৪.	ময়মনসিংহ শহর বাইপাস সড়কের অবশিষ্ট কাজ সমাপ্তকরণ।
	১৫৫.	সিলেট-সালুটিকর-কোম্পানীগঞ্জ-ভোলাগঞ্জ সড়কের ১০টি সেতু নির্মাণ।
	১৫৬.	সাদুল্লাপুর-নবাবগঞ্জ সড়কের ২৭ কিঃ মিঃ এ (কাঁচদহঘাটে) করতোয়া নদীর উপর প্রি-ষ্ট্রেসড গার্ডার সেতু নির্মাণ
	১৫৭.	ফরিদপুর শহরস্থ সওজ অধিদপ্তরের সড়ক উন্নয়ন।
	১৫৮.	মিরপুর বিমান বন্দর সড়কের ফ্লাইওভার এবং বনানী রেল ক্রসিং এ ওভারপাস নির্মাণ।
	১৫৯.	মানিকগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন গোলড়া-সাটুরিয়া সড়কের বিভিন্ন কিলোমিটারে ৬টি সেতু নির্মাণ।
	১৬০.	পাবনা শহরের বিদ্যমান সড়কের পেভমেন্ট প্রশস্তকরণ ও মিডিয়ান নির্মাণ (বাস টার্মিনাল থেকে ঘাসপাড়া)।
	১৬১.	শেরপুর-ধুনট-কাজীপুর-সিরাজগঞ্জ সড়কের ৯ম কিমিতে বথুয়াবাড়ী সেতু নির্মাণ।
	১৬২.	১.০২৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দৌলতদিয়া ফেরীঘাট এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ এবং দৌলতদিয়া-ফরিদপুর-মাগুরা-ঝিনাইদহ-যশোর-খুলনা মহাসড়কের প্রথম ২.৫০ কিঃমিঃ সড়কাংশ ২ লেন হতে ৪ লেনে উন্নীতকরণ।
	১৬৩.	আতাইকুলা-সুজানগর সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন (সেতু নির্মাণসহ)।
	১৬৪.	কুমিল্লা-বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া-মিরপুর সড়কের ৩য় কিঃ মিঃ-এ পিসি গার্ডার সেতু (পালপাড়া সেতু) নির্মাণ।
	১৬৫.	খাগড়াছড়ি-রাংগামাটি-বান্দরবান সড়ক উন্নয়ন (খাগড়াছড়ি মহলছড়ি খাগড়া অংশ, সড়ক ও জনপথ (সংশোধিত অননুমোদিত)।

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	২	৩
	১৬৬.	বাংলাদেশ-মায়ানমার সরাসরি সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে স্টাডি ও ডিজাইন।
	১৬৭.	কিশোরগঞ্জ-নিকলী সড়ক উন্নয়ন (মোহরকোনা সংযোগসহ)।
	১৬৮.	স্ট্রেংদেনিং এন্ড ওয়াইডেনিং রংপুর-বদরগঞ্জ-পার্বতীপুর-দিনাজপুর রোড এক্সপানশন (রংপুর পোরশন)।
	১৬৯.	বহদ্দারহাট থেকে ৩য় কর্ণফুলী সেতুর এ্যাপ্রোচ পর্যন্ত সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ।
	১৭০.	বিদ্যমান মেঘনা সেতু ও গোমতি সেতু পুনর্বাসন প্রকল্প।
	১৭১.	টেকনিক্যাল এসিসটেন্স ফর রোড সেফটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রোগ্রেস।
	১৭২.	গোপালগঞ্জ জেলার ১৬টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।
সেতু বিভাগ	১৭৩.	ডিটেইল্ড ডিজাইন স্টাডি ফর দি কনস্টাকশন অব পদ্মা মালটিপারপাস সেতু।
	১৭৪.	সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রজেক্ট।
সরকারি কর্ম কমিশন	১৭৫.	ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ' আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কমপ্লেক্স নির্মাণ (২য় পর্ব)। (নিজস্ব)
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৭৬.	লালবাগ কেল্লার সংস্কার সংরক্ষণ ও লাইট এন্ড সাউন্ড শো চালুকরণ এবং মহাস্থানগড় ও তৎসংলগ্ন প্রাচীন কীর্তির সংস্কার ও সংরক্ষণ।
	১৭৭.	ট্রেনিং এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর লংটার্ম ম্যানেজমেন্ট এন্ড বেস্ট প্রাকটিস কনজাভেশন ফর দি প্রিজারভেশন অফ কালচারাল হেরিটেজ সাইটস এন্ড ওয়াল্ড হেরিটেজ প্রোপারটিজ ইন বাংলাদেশ।
	১৭৮.	ডেভেলপমেন্ট সাপোর্ট টু নন-গভট লাইব্রেরিজ।
স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৭৯.	বৃহত্তর সিলেট জেলার কয়েকটি গুরুত্বপর্ণ ফিডার সড়ক ও সেতু নির্মাণ।
	১৮০.	দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (আরআইআইপি-২)।
	১৮১.	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেনেন্স প্রোগ্রাম (আরইআরএমপি)।
	১৮২.	ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও পাবনা জেলা)।
	১৮৩.	ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর কুমিল্লা জেলা (কুমিল্লা, চাঁদপুর ও বি.বাড়ীয়া জেলা)।
	১৮৪.	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্রগ্রাম।
	১৮৫.	সেতু/কালভার্টের এ্যাপ্রোচ রোড উন্নয়ন।
	১৮৬.	নাটোর জেলার সিংড়া-বারুহাস-তারাস (সিংড়া অংশ) সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন।
	১৮৭.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ-নওগা ভায়া বটতলী জিসি-গাবতলী জিসি (চেইঃ০০-৭০১০ মিঃ) সড়ক উন্নয়ন।
	১৮৮.	টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স ফর এক্সটিন্ডেড মিউনিসিপাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রোগ্রাম এন্ড প্রিপারেশন এন্ড মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট-২।
	১৮৯.	ভোলা বাসস্ট্যান্ড-লাহারহাট সংযোগ সড়ক উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন সংক্রামত।
	১৯০.	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় শহরের পানি সরবরাহ ড্রেনেজ ও সানিটেশন ব্যবস্থায় দুর্যোগ সহন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
	১৯১.	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন টার্ম অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজিক্যাল স্টাডি, ইকোনমিক এ্যানালাইসিস, এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ৫ (ফাইভ) নং লার্জ ব্রিজেজ ইন নড়াইল, গাইবান্ধা, চিটাগাং এন্ড মাগুরা ডিসট্রিক্ট।
	১৯২.	রংপুর বিভাগের অন্তর্গত ৬টি নদীর উপর দীর্ঘ সেতু নির্মাণের উদ্দেশ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প।
	১৯৩.	ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্ম অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজিক্যাল স্টাডি,

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম
১	২	৩
		ইকোনমিক এ্যানালাইসস এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ৪ (ফাইভ) লার্জ ব্রিজেস ইন নেত্রকোণা ডিসট্রিক্ট।
	১৯৪.	ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্ম অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজিক্যাল স্টাডি, ইকোনমিক এ্যানালাইসস এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ৩ (থ্রি) লার্জ ব্রিজেস নঁওগা এন্ড মানিকগঞ্জ ডিসট্রিক্ট।
	১৯৫.	রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ভৌত অবকাঠামো ড্রেনেজ ও পানি সরবরাহ ব্যবহার উন্নয়ন।
	১৯৬.	খুলনা সিটি কর্পোরেশনের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন।
	১৯৭.	ইনস্টলেশন অব লাইট ইমিটিং ডায়েট (এলইডি) স্ট্রীট লাইটিং সিস্টেম ফর রিডিউসিং অব এনার্জি কনজাম্পশন।
	১৯৮.	চট্টগ্রাম ওয়াসার জরুরী পানি সরবরাহ প্রকল্প।
	১৯৯.	বাণিজ্যিক শহর চট্টগ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং পরিবেশ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
	২০০.	গার্ভেজ কালেকশন, ডিসপোজাল এন্ড ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট।
	২০১.	স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পানি সরবরাহ।
	২০২.	বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ।
	২০৩.	জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)।
	২০৪.	সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প।
	২০৫.	চরঅঞ্চলে বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
	২০৬.	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট (পেজ-২) কুষ্টিয়া, রাজশাহী, গাইবান্ধা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, বি.বারিয়া ও সুনামগঞ্জ শহর।
	২০৭.	হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মর্ফোলজিক্যাল স্ট্যাডি, ই.আই.এ স্ট্যাডি, প্রিপারেশন অব ডিটেইল্ড ডিজাইন এন্ড বিল্ডিং ডকুমেন্টস ফর কনস্ট্রাকশন অব এ ব্রিজ অন সলাটিয়া বাজার-হাজিগঞ্জ বাজার-দেওয়ানগঞ্জ বাজার রোড ওভার দি ওল্ড ব্রহ্মপুত্র রিভার।
	২০৮.	ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্ম অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজিক্যাল স্টাডি, ইকোনমিক এ্যানালাইসস এন্ড এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ৪ (ফোর) লার্জ ব্রিজেস ইন জামালপুর ডিসট্রিক্ট।
	২০৯.	অঞ্চল-৬ এর অধীন ৪২ নং ওয়ার্ডের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মোহাম্মদপুর এর আদাবর এলাকায় রাস্তা, নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২১০.	ইএনটি এবং হেড-নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশন ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন।
	২১১.	ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস স্থাপন (নিজস্ব)।
রেলপথ মন্ত্রণালয়	২১২.	বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের ফৌজদারহাট-সিজিপিওয়াই এসআরভি-চট্টগ্রাম সেকশনের পুনর্বাসন।
	২১৩.	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজশাহী-রোহনপুর বর্ডার এবং আমনুরা-চাঁপাইনবানগঞ্জ সেকশনসমূহ পুনর্বাসন
	২১৪.	বাংলাদেশ রেলওয়ের লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশনের পুনর্বাসন।
	২১৫.	বাংলাদেশ রেলওয়ের গৌরীপুর-জারিয়া ঝাঞ্জাইল এবং শ্যামগঞ্জ-মোহনগঞ্জ সেকশনের পুনর্বাসন।

সূত্র : বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।

পরিশিষ্ট-'গ'

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন লাভজনক প্রতিষ্ঠানের নাম ও লাভের পরিমাণ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	লাভজনক প্রতিষ্ঠান	লাভের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
জ্বালানী ও খনিজসম্পদ বিভাগ	১।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)	৭৬.৫৪	
	২।	তিতাস গ্যাস টিএন্ডডি কোম্পানি লিমিটেড	৮৩০.০০	কর পরবর্তী মুনাফা (সাময়িক)
	৩।	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড	২৬৬.০০	কর পরবর্তী মুনাফা (সাময়িক)
	৪।	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড	৬৯৫.০০	করপূর্ব মুনাফা
	৫।	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড	৩২৬.৬৮	করপূর্ব মুনাফা
	৬।	বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিমিটেড	৭১.৬৯	করপূর্ব মুনাফা
	৭।	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৬৫.৭৬	আয়করোত্তর মুনাফা
	৮।	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	২৮.৩৫	করপূর্ব মুনাফা
	৯।	রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড	৬০.০০	করপূর্ব মুনাফা
	১০।	কর্ণফুলী গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৪৫০.০০	
	১১।	বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড	৩০৫.০০	করপূর্ব মুনাফা (সাময়িক)
	১২।	এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	১.৩৮	কর পরবর্তী মুনাফা
	১৩।	পদ্মা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	১৬০.০০	কর পরবর্তী মুনাফা
	১৪।	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	১৭৫.০০	কর পরবর্তী মুনাফা
	১৫।	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	১২৩.২৪	কর পরবর্তী মুনাফা
	১৬।	ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড	১৬.০০	করপূর্ব মুনাফা (সাময়িক)
	১৭।	এল পি গ্যাস লিমিটেড	৩.০০	
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১৮।	বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড	৭৯.৬৩	আনুমানিক
	১৯।	বাংলাদেশ কেবল শিল্প লিমিটেড	৯.১৩	সম্ভাব্য হিসাব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	২০।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন	৪৮.৯৭	
	২১।	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	১.৩৫	আনুমানিক
	২২।	মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	২৪.০২	
	২৩।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	৭২৬.২৭	অনীরিক্ষিত
	২৪।	**বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ**	**১০.০০**	**অনীরিক্ষিত**
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	২৫।	বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	৩৪.৫৯	প্রভিশনাল

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	লাভজনক প্রতিষ্ঠান	লাভের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২৬।	বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেসে লিমিটেড (বোয়েসেল)	৪.২৬	
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২৭।	দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)	১৭.৪১	অনিরীক্ষিত
	২৮।	বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড	১১.৬২	
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২৯।	বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন	৬.১২	
	৩০।	বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ	৩১২.৭২	
	৩১।	বাংলাদেশ সার্ভিসেস্ লিমিটেড	৩৭.০২	কর পূর্ব মুনাফা
	৩২।	হোটেলস্ ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড	৬২.০৩	অনিরীক্ষিত
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৩৩।	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	৭২০.৬৫	সাময়িক
	৩৪।	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	১,১৬১.৩১	সাময়িক
	৩৫।	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	১,২১২.০২	সাময়িক
	৩৬।	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	২৯৩.০৬	সাময়িক
	৩৭।	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	১১৮.০০	
	৩৮।	বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন	১৬৫.১৬	
	৩৯।	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)	২৮৪.২৯	
	৪০।	আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক	৯.৫০	
	৪১।	কর্মসংস্থান ব্যাংক	৩৩.৬২	
	৪২।	বেসিক ব্যাংক লিমিটেড	৯৭.৬১	
	৪৩।	দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেড	১২৭.৯১	সাময়িক
	৪৪।	জীবন বীমা কর্পোরেশন	১২০.৮৬	প্রভিশনাল
	৪৫।	সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	১৮০.৩৭	
বিদ্যুৎ বিভাগ	৪৬।	ঢাকা ইলেট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো)	৯৯.০০	
	৪৭।	রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড	২০১.৩৩	ডিভিডেন্ট পূর্ব লাভ
	৪৮।	পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড	১৮২.২১	কর পূর্ব মুনাফা
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৪৯।	সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (এসএফসি), কুমারখালী, কুষ্টিয়া (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড)	০.১৩	
	৫০।	ক্লোথ প্রোসেসিং সেন্টার (সিপিসি), মাধবদী, নরসিংদী (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড)	০.৩০	
	৫১।	টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি), শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড)।	০.০৬	
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫২।	মিমি চকোলেট কোম্পানি লিমিটেড	০.০৫	প্রভিশনাল
	৫৩।	পূর্ণিমা ফিলিং এন্ড সার্ভিস স্টেশন	১.২০	প্রভিশনাল
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৫৪।	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	৫.৭৮	প্রভিশনাল

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	ক্রমিক	লাভজনক প্রতিষ্ঠান	লাভের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
শিল্প মন্ত্রণালয়	৫৫।	চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার লিমিটেড	১.৭৭	
	৫৬।	যমুনা ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	৩০৮.৪৮	
	৫৭।	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেড	২৩২.৭১	
	৫৮।	পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	৩৩.৩৬	
	৫৯।	উসমানিয়া গ্লাস শিট ফ্যাক্টরি লিমিটেড	৩.৭৯	
	৬০।	কেরু অ্যান্ড কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড	২৪.৯৪	প্রভিশনাল
	৬১।	রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড	০.৯৫	প্রভিশনাল
	৬২।	এটলাস বাংলাদেশ	১৮.০৬	
	৬৩।	প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড	৪৩.৬৯	
	৬৪।	চিটাগাং ড্রাইডক লিমিটেড	২.৫৪	
	৬৫।	ইস্টার্ণ কেবলস লিমিটেড	১২.০৫	
	৬৬।	গাজী ওয়্যারস লিমিটেড	৫.৬৭	
	৬৭।	ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড	০.৬২	
সড়ক বিভাগ	৬৮।	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)	৬.৩৮	
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	**৬৯।**	**এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড**	**৫৬.৫০**	**কর পূর্ব মুনাফা (অনীরিক্ষিত)**
মোট	**৬৯টি প্রতিষ্ঠান**		**১০,৭৯৪.৭১**	

পরিশিষ্ট-'ঘ'

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন লোকসানি প্রতিষ্ঠানের নাম ও লোকসানের পরিমাণ

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	ক্রমিক	লোকসানি প্রতিষ্ঠানের নাম	লোকসানের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১।	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন	৫,৮০৭.০৩	
শিল্প মন্ত্রণালয়	২।	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	২০.৮২	
	৩।	টিএসপি কমপ্লেক্স লিমিটেড	৮০.৯০	
	৪।	ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড	২৬৩.২৯	
	৫।	কর্নফুলী পেপার মিলস্ লিমিটেড	৪২.৪১	
	৬।	খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লিমিটেড	৪.২৩	
	৭।	ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড	১১.৭২	
	৮।	বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লিমিটেড	৮.৪৪	
	৯।	ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি	২১.১৭	
	১০।	পঞ্চগড় সুগার মিলস্ লিমিটেড	২২.৯৯	
	১১।	জয়পুরহাট চিনিকল লিমিটেড	২২.৩৯	
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	১২।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৩৭৫.০০	সাময়িক
	১৩।	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	২.৯৫	সাময়িক
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১৪।	দোস্ত টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড	২৮.৭৬	সাময়িক
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৫।	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	১২০.১৪	মার্চ ২০১৩ অনিরীক্ষিত
	১৬।	ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো), খুলনা	৫৫.৯৯	মে ২০১৩
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১৭।	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স	২৫০.০০	অনিরীক্ষিত
মোট		১৭টি প্রতিষ্ঠান	**৭,১৩৮.২৩**	

পরিশিষ্ট-'ঙ'

অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ ও অনিয়ম

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(১) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রেরিত বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের ২০১০-১১ সালের ঢাকা জোনাল অফিসের উপর নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উত্থাপিত আপত্তি, অগ্রিম অনুচ্ছেদ নং (০১):- বিসিআইসি থেকে বীমা প্রিমিয়াম বাবদ ৮টি চেকের বিপরীতে প্রাপ্ত টাকা বিসিআইসির নামে হিসাবভুক্ত না করে অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে হিসাবভুক্ত করে পলিসি ইস্যু দেখিয়ে জালিয়াতি ও প্রতারণার মাধ্যমে সহবীমা বাবদ অর্থ পাচার ১,৯৫,৮৯,০৯২ টাকা।

(২) কর্মসংস্থান ব্যাংকের আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং ইহার অধীনস্থ শাখাসমূহ, ১৯৯৯-২০১১ ও ১৯৯৯-২০১২ নীরিক্ষা বছরে সর্বমোট ১,৩৭,৮২,৫৫১ টাকার গুরুতর অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

এ মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর বিক্রয়কর্মী, জনাব অভিরাম নন্দীর বিরুদ্ধে বই পত্রিকা বিক্রয়ের ৪,৭৪,৫৭১ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে জেলা দুর্নীতি দমন অফিসার ২৫.০৪.২০০৪ তারিখে রমনা(ডিএমপি) থানা, ঢাকায় ৮০নং মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলার সংশ্লিষ্ট সাক্ষীগণের বক্তব্য গ্রহণ করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে স্মারক নং-দুদক/সজেকা/ ঢাকা/১/২০১৫, তাং-২৬.০৬.২০১২ মাধ্যমে পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী বরাবর পত্র প্রেরণ করেছে। বর্ণিত বিষয়ের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর স্মারক নং- এ-২০৫-বিএসএ-/২০০২/১৩৭৪, তাং-০৯.০৭.২০১২ মাধ্যমে সৈয়দ তাহসিনুল হক, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট 'চ'

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত/সংশোধিত আইনসমূহ

ক্রমিক	আইনের শিরোনাম	আইনের ক্রমিক ও সন
১।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১২	২০১২ সালের ২৮ নম্বর আইন
২।	বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২	২০১২ সালের ২৯ নম্বর আইন
৩।	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক (অবসর গ্রহণ)(বিশেষ বিধান) আইন, ২০১২	২০১২ সালের ৩০ নম্বর আইন
৪।	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১২	২০১২ সালের ৩১ নম্বর আইন
৫।	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১২	২০১২ সালের ৩২ নম্বর আইন
৬।	জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১২	২০১২ সালের ৩৩ নম্বর আইন
৭।	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২	২০১২ সালের ৩৪ নম্বর আইন
৮।	পাওয়ার অব অ্যাটর্নি আইন, ২০১২	২০১২ সালের ৩৫ নম্বর আইন
৯।	Code of Civil Procedure (Amendment) Act, 2012	২০১২ সালের ৩৬ নম্বর আইন
১০।	Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2012	২০১২ সালের ৩৭ নম্বর আইন
১১।	The Members of the Bangladesh Public Service Commission (Terms and Conditions of Service) (Amendment) Act, 2012	২০১২ সালের ৩৮ নম্বর আইন
*১২।	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১২	২০১২ সালের ৩৯ নম্বর আইন
১৩।	হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২	২০১২ সালের ৪০ নম্বর আইন
১৪।	Registration (Amendment) Act, 2012	২০১২ সালের ৪১ নম্বর আইন
*১৫।	Grameen Bank (Amendment) Act, 2012	২০১২ সালের ৪২ নম্বর আইন
১৬।	International Crimes (Tribunals) (Second Amendment) Act, 2012	২০১২ সালের ৪৩ নম্বর আইন
*১৭।	Bangladesh Legal Practitioners and Bar Council (Amendment) Act, 2012	২০১২ সালের ৪৪ নম্বর আইন
১৮।	সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০১২	২০১২ সালের ৪৫ নম্বর আইন
১৯।	Securities and Exchange (Amendment) Act, 2012	২০১২ সালের ৪৬ নম্বর আইন
২০।	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২	২০১২ সালের ৪৭ নম্বর আইন
২১।	টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২	২০১২ সালের ৪৮ নম্বর আইন
*২২।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) আইন, ২০১২	২০১২ সালের ৪৯ নম্বর আইন
২৩।	সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ১ নম্বর আইন
২৪।	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ২ নম্বর আইন
২৫।	International Crimes (Tribunals) (Amendment) Act, 2013	২০১৩ সালের ৩ নম্বর আইন
২৬।	আদালত অবমাননা আইন, ২০১১	২০১৩ সালের ৪ নম্বর আইন
২৭।	ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১২	২০১৩ সালের ৫ নম্বর আইন

ক্রমিক	আইনের শিরোনাম	আইনের ক্রমিক ও সন
*২৮।	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ৬ নম্বর আইন
*২৯।	১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ৭ নম্বর আইন
৩০।	President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2013	২০১৩ সালের ৮ নম্বর আইন
*৩১।	Public Servants (Retirement) (Amendment) Act, 2013	২০১৩ সালের ৯ নম্বর আইন
৩২।	Islamic Foundation (Amendment) Act, 2013	২০১৩ সালের ১০ নম্বর আইন
৩৩।	Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2013	২০১৩ সালের ১১ নম্বর আইন
৩৪।	পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ১২ নম্বর আইন
৩৫।	বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১২	২০১৩ সালের ১৩ নম্বর আইন
৩৬।	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ১৪ নম্বর আইন
৩৭।	এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ১৫ নম্বর আইন
৩৮।	ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ১৬ নম্বর আইন
৩৯।	ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ১৭ নম্বর আইন
৪০।	Waqfs (Amendment) Act, 2013	২০১৩ সালের ১৮ নম্বর আইন
৪১।	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ১৯ নম্বর আইন
*৪২।	অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ২০ নম্বর আইন
৪৩।	নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ২১ নম্বর আইন
৪৪।	সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ২২ নম্বর আইন
৪৫।	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনষ্টিটিউট আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ২৩ নম্বর আইন
৪৬।	শিশু আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ২৪ নম্বর আইন
৪৭।	অর্থ আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ২৫ নম্বর আইন
৪৮।	নির্দিষ্টকরণ আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ২৬ নম্বর আইন

* ক্রমিক ১২, ১৫, ১৭, ২২, ২৮, ২৯, ৩১, ৪২-এ উল্লিখিত আইনসমূহ প্রথমে অধ্যাদেশ আকারে জারি করা হয়। পরবর্তিতে এগুলি আইনে পরিণত হয়।

০১ জুলাই-২২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীত/সংশোধিত আইনসমূহ

ক্রমিক	আইনের শিরোনাম	আইনের ক্রমিক ও সন
১।	ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ২৭ নম্বর আইন
২।	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ২৮ নম্বর আইন
৩।	জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ২৯ নম্বর আইন
৪।	বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ৩০ নম্বর আইন
৫।	Partnership (Amendment) Act, 2013	২০১৩ সালের ৩১ নম্বর আইন
৬।	Societies Registration (Amendment) Act, 2013	২০১৩ সালের৩২ নম্বর আইন
৭।	বাংলা একাডেমি আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ৩৩ নম্বর আইন
৮।	জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ৩৪ নম্বর আইন
৯।	মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বানিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরন্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩	২০১৩ সালের ৩৫ নম্বর আইন

উৎস : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

পরিশিষ্ট-'ছ'

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে প্রণীত/সংশোধিত বিধি ও নীতিসমূহ

২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত/সংশোধিত বিধি ও নীতিসমূহ নিম্নরূপ:

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(১) জাতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী ১০ জন ব্যক্তি ও ১০টি কোম্পানিকে ট্যাক্স কার্ড প্রদানের বিষয়ে নীতিমালা।

আইন ও বিচার বিভাগ

(১) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয় (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২।

(২) মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ (সংশোধিত)।

(৩) হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

(১) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১২।

(২) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় (নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক ও সহকারী নিয়ন্ত্রক) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২।

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

(১) চট্টগ্রাম বন্দর শ্রমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্রগ্রাম শাসনবিধি (সংশোধিত)।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(1) কাঁচাপাট ও পাটপণ্য রপ্তানিকারক লাইসেন্স মঞ্জুর ও নবায়ণের নীতিমালা, ২০১২-১৩।

(২) পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

(১) রপ্তানি নীতি, ২০১২-১৫।

(২) আমদানি নীতি, ২০১২-১৫।

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

(১) সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ (সংশোধিত)।

(২) Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012।

(৩) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সরকারী কোম্পানীসমূহের সম্পদ ও দায় এর পূনঃমূল্যায়নের জন্য নীতিমালা।

(৪) বীমা ব্যবসা নিবন্ধন ফি বিধিমালা, ২০১২।

(৫) বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপনের জন্য লাইসেন্স ফি বিধিমালা, ২০১২।

(৬) বিদেশী উদ্যোক্তা কর্তৃক শেয়ার ক্রয় বা ধারণ (শর্তাদি নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৩।

(৭) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (তহবিল ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১৩।

(৮) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (উপদেষ্টা পরিষদ) প্রবিধানমালা, ২০১১।

(৯) বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপন (লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদন) প্রবিধানমালা, ২০১২ ।

(১০) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (সেন্ট্রাল রেটিং কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০১২।

(১১) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটি) প্রবিধানমালা, ২০১২।

(১২) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ ও অপসারণ) প্রবিধানমালা, ২০১২।

(১৩) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (গ্রামীণ বা সামাজিক খাতে বীমাকারীর দায়বদ্ধতা) প্রবিধানমালা, ২০১২।

(১৪) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (বীমাকারীর নিবন্ধন) প্রবিধানমালা, ২০১৩।

(১৫) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (কর্মকর্তা/কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের অনুদান ও সম্মানী ভাতা বিতরণ নীতিমালা, ২০১২।

(২) বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি নীতিমালা, ২০১২।

(৩) ঢাকাস্থ গজনবী সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ নীতিমালা, ২০১৩।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

(১) পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৩।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) The Protection and Conservation of Fish Rules, 1985 (সংশোধিত)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

(১) বেসরকারি শিক্ষক পরীক্ষা গ্রহণ, নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন বিধিমালা, ২০০৬ (সংশোধিত)।

(২) পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কিত দ্বিতীয় সংবিধি, ২০১৩।

(৩) পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ওকর্মচারীগণের অবসরভাতা ও আনুতোষিক সম্পর্কিত তৃতীয় সংবিধি, ২০১৩।

(৪) শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির সংশোধিত নীতিমালা।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

(১) স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ (শপথ গ্রহণ রহিতকরণ) বিধিমালা, ২০১২।

(২) স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ (চুক্তি) বিধিমালা, ২০১২।

(৩) স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ (হিসাব রক্ষণ এবং নিরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১২।

(৪) স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ (সম্পত্তি) বিধিমালা, ২০১২।

(৫) স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ (সম্মানী ভাতা রহিতকরণ) বিধিমালা, ২০১২।

(৬) স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ (কার্য) বিধিমালা, ২০১২।

(৭) স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ (কর) বিধিমালা, ২০১২।

(৮) স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ (আদর্শ কর তফসিল) বিধিমালা, ২০১২।

(৯) স্থানীয় সরকার ইউনিয়ন পরিষদ (উন্নয়ন পরিকল্পনা) বিধিমালা, ২০১২।

(১০) সিটি কর্পোরেশন (কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব, কার্যাবলি ও সুযোগ সুবিধা) বিধিমালা, ২০১২।

(১১) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) সীমানা পরিবর্তন (সম্প্রসারণ এবং সংকোচন) বিধিমালা, ২০১৩।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১) জাতীয় জনসংখ্যা নীতি।

(২) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা, ২০১২।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১) পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন (তৃতীয় সংস্করণ) নীতিমালা।

সড়ক বিভাগ

১) মোটরযানের এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১২

উল্লেখ্য, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩ সময়ে নিম্নলিখিত বিধিমালা/নীতিমালাসমুহ প্রণয়ন/সংশোধন করা হয়:

(২) জাতীয় সমন্বিত বহুমাধ্যমভিত্তিক পরিবহন নীতিমালা, ২০১৩

(৪) The Motor Vehicles Rules, 1984 (সংশোধন)

(৫) সিএনজি/পেট্রোল চালিত ৪-স্ট্রোক থ্রি-হুইলার সার্ভিস নীতিমালা, ২০০৭ (সংশোধন)

(৬) ট্যাক্সিক্যাব সার্ভিস গাইড লাইন, ২০১০ (সংশোধন)

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

(১) মহা-পুলিশ পরিদর্শক এর Rank-ব্যাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর গাড়িতে তিন তারকা স্থাপন সংক্রান্ত পিআরবি'র সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধন।

পরিশিষ্ট-'জ'

২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্যাবলি সম্পাদনে সম্ভাব্য বড় রকমের সমস্যা/সঙ্কট

১। অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

(১) সরাসরি কাষ্টমস ইন্সপেক্টর নিয়োগ সম্পন্ন না করায় রাজস্ব আহরণে অসুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

(২) এ বিভাগের অধীনস্থ ট্যাকসেস আপীলাত ট্রাইবুনাল ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইবুনালের গুরুত্বপূর্ণ পদে লোক নিয়োগ না হলে মামলা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করতে বাধাগ্রস্ত হবে।

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(১) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি বিবেচনায় যথাসময়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য এডিপি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

(২) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সমাপ্ত প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) বাজেটের বরাদ্দ একান্ত অপ্রতুল। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বাস্তবতার নিরিখে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(৩) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহে MTBF সিলিং বহির্ভূত অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৪) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র বৎসর-ওয়ারী বিভাজন অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় যথাসময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হয় না, ফলে প্রকল্প সমাপ্তির সময় ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

(৫) ডিপিপি/টিপিপি/আরডিপিপি দ্রুত অনুমোদিত না হলে নতুন প্রকল্পের বাস্তবায়ন যথাসময়ে আরম্ভ করা সম্ভব হয় না।

(৬) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত Need Based সেট-আপ দ্রুত অনুমোদন হওয়া জরুরি।

৩। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

(১) বাংলাদেশ পাটকল কর্পোরেশনে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে পাটকলগুলিতে উৎপাদন ঘাটতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার সহযোগিতা চেয়ে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়।

(২) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠক্রমে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে।

(৩) বিটিএমসি এবং মিলগুলোতে লে-অফকৃত, বন্ধ, বিক্রয় ও হস্তান্তরিত মিলসমূহ থেকে স্বেচ্ছা অবসর গ্রহণকারী শ্রমিকদের মজুরি কমিশন ২০০০ অনুযায়ী বর্ধিত মজুরি বকেয়া পাওনা ৬.৬৫ কোটি টাকা, বকেয়া চিকিৎসাভাতা ১.১৬ কোটি টাকা, বকেয়া ইউটিলিটি সার্ভিসেস খাতে ২৩.৪৯ কোটি টাকার মধ্যে ১.৭৪ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়। অবশিষ্ট বকেয়া ২১.৭৫ কোটি টাকা এবং স্থাপনা ও সম্পদের বীমা প্রিমিয়াম বাবদ ০.৭৭ কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকে জরুরি ভিত্তিতে বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

৪। সড়ক বিভাগ

(১) অর্থ বিভাগ প্রতি অর্থবৎসরের শুরুতে এমটিবিএফ বাজেটে যে বরাদ্দ প্রদান করে থাকে, পরিকল্পনা কমিশন থেকে সে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়না বিধায় কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ২০১২-২০১৩ অর্থ-বৎসরে অর্থ বিভাগ হতে উন্নয়ন বাজেটে ৩১২২.৭০ কোটি টাকা এমটিবিএফ বরাদ্দ প্রদান করা হলেও পরিকল্পনা কমিশন হতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ২৪০৯.৮০ কোটি টাকা, যা এমটিবিএফ বাজেট থেকে ৭১২.৯০ কোটি টাকা কম।

(২) উন্নয়ন খাতে সমাপ্ত/বাদপড়া বা অন্য সংস্থায় হস্তান্তরিত সড়কের বিপরীতে দীর্ঘদিনের ক্রমপুঞ্জিভূত বকেয়া আছে। এ বকেয়া পরিশোধের লক্ষ্যে ঠিকাদারগণ প্রায়শই তাগিদ প্রদান করেন। বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞ আদালতেরও আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে এ বকেয়া পরিশোধ করা প্রয়োজন।

(৩) বৃহৎ প্রকল্প এমটিবিএফভুক্ত থাকায় এ সকল প্রকল্পে এডিপি-র সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ প্রদান করতে হয়। এতে সারাদেশের বিভিন্ন স্থানের গৃহীত ছোট ও মাঝারি প্রকল্পগুলো বরাদ্দের অভাবে যথাসময়ে সমাপ্ত করা যায় না। বৃহৎ প্রকল্পের বরাদ্দ এমটিবিএফ-এ অন্তর্ভুক্ত না করে আলাদাভাবে প্রদান করা প্রয়োজন।

(৪) পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনে দীর্ঘসুত্রিতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করতে বিলম্ব হয় এবং ব্যয় বৃদ্ধি পায়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পভিত্তিক চূড়ান্ত অর্থ বরাদ্দ, আন্তঃপ্রকল্প উপযোজন ও প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষমতা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে প্রদান করা প্রয়োজন।

(৫) হরতাল ও সহিংস কর্মসূচিতে বিআরটিসি'র যানবাহন প্রতিনিয়ত ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের শিকার হচ্ছে এবং এতে সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে ও রাজস্ব আয় হ্রাস পাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে সম্পদ ও রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ প্রায় সাড়ে ২২ কোটি টাকা।